শাহনামা

শাহনামা।

(প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত।)

কেয়ুমোর্ষ—প্রথম বাদশাহ্।

প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগের লিখিত বিবরণানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, যে স্বনামধন্য প্রধান পুরুষ সর্ব্ব প্রথমে স্বকীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রভাবে জনসমাজে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পারস্যের অধীশ্বর-পদে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কেয়ুমোর্ষ। কেয়ুমোর্ষই প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজা। তিনি আত্মপরিজনবর্গ, সভাসদ্ ও সৈনাগণের সহিত পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া ভক্ষণ ও বস্ত্র-বয়নের প্রথা আবিষ্কৃত না হওয়ায় তিনি পশুপক্ষ্যাদির মাংস এবং বনজাত ফলমূলাদির ও পশুচর্ম্ম বা বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেন। এইরূপ অনুন্নত সময়ে যিনি মানব-সমাজের সুখ-শান্তি বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার অতি সামান্য পরিচয়ও দান করেন, তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন না করিয়া থাকা যায় না। ফলতঃ বুদ্ধিমান ভূপতি কেয়ুমোর্ষ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে নিয়ম বিধিবদ্ধ এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা-পালনের অনির্ব্বচনীয় সুখ পৃথিবীতে প্রথম আনয়ন করেন। এই বাদশাহের নিয়ামক নামে,

এক অতি প্রভাবশালী, সুচতুর ও পরমসুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সিয়ামক নানা গুণে বিভূষিত হওয়ায় পিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কি সামাজিক, কি বৈষয়িক, কি যুদ্ধকার্য্য, সকল বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল।

কোন এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যের (১) সহিত বাদশাহ কেয়ুমোর্সের ভীষণ শত্রুতা ছিল। এতন্নিবন্ধন দুরাশয় দৈত্য হিংসা-প্রণোদিত হইয়া নিরন্তর বাদশাহের নিধন-কামনায় বিবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। এই দৈত্যেরও শার্দ্দূল সদৃশ ভীমবিক্রান্ত এক পুত্র ছিল। একদা উক্ত দৈত্য-তনয় পিতার সম্মুখীন হইয়া গর্ব্বোদ্ধত বচনে কহিল "পিতঃ! আমাদের পরমশত্রু কেয়ুমোর্স বাদশাহের দর্প চূর্ণ করিতে আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত পূর্ব্বক সমুচিত শাস্তি বিধান করিব, অভিপ্রায় করিয়াছি, ইহাতে আপনার অভিপ্রায় কি, অবগত হইবার জন্য নিবেদন করিতেছি।" নৃশংস দৈত্য পুত্র-প্রমুখাৎ এই বীরত্ব-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে তাহার মুখ চুম্বন করিল এবং তদীয় বীরজনোচিত অসম সাহসিকতাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া অসংখ্য যুদ্ধকুশল সৈন্যের সহিত তৎক্ষণাৎ যথারীতি সমরে বিদায় প্রদান করিল।

এদিকে বাদশাহ-পুত্র বীরবর সিয়ামক, দৈত্যের এই অসম্ভাবিত স্পর্দ্ধা-পূর্ণ দুরভিসন্ধির কথা শ্রবণ করিয়া সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের ন্যায় ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বিস্ময়ে ও ঘৃণায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। তিনি অনতিবিলম্বে বীরসাজে সজ্জিত হইয়া দুর্জ্জয় সৈন্যদল

(১) ইনি কি প্রকৃত দৈত্য? কখনই নহে। পৃথিবীর আদি কালে সর্ব্ব দেশের লেখক অথবা সভ্য গর্ব্বিবিশিষ্ট রাজপুরুষগণ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বা অসভ্য ব্যক্তিগণকে অসুর, দৈত্য, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই দৈত্য যে এক জন পরাক্রান্ত ব্যক্তি, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সমভিব্যাহারে দুষ্টের দণ্ডবিধানার্থ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুবরাজ সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই দৈত্য-পুত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে, শ্রবণভৈরব মার মার নিনাদে দিকমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং বীরগণের পদভরে ধরাতল বিকম্পিত হইতে লাগিল। প্রস্তরাঘাতে যে কত শত দৈত্যমুণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন উভয় পক্ষীয় যোধবৃন্দ সমরভূমিতে স্ব স্ব বলবিক্রম প্রকাশে উন্মত্ত ও অধীর ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে বীরবর সিয়ামক দৈত্যপুত্র-হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। অহো কি শোচনীয় ঘটনা!! এই ঘটনায় যুবরাজের সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম ও ভগ্নোৎসাহিত হইয়া আপনাপন প্রাণ লইয়া ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

এদিকে পারস্যপতি যুদ্ধের পরাভব ও প্রিয় পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় শোকাকুল হইলেন। অজস্র অশ্রুধারে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। পুত্রবিনাশ-জনিত কঠোর মনোবেদনায় তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে সুখশান্তি একেবারে তিরোহিত হইল। তিনি আহার নিদ্রা, বিরাম বিশ্রাম ও যাবতীয় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন গৃহে ভগ্নহৃদয়ে জগৎপাতা জগদীশ্বরের ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিবস সৌভাগ্যসূত্রে এইরূপ দৈববাণী হইল যে, "হে রাজন্! ধৈর্য্য ধারণ কর, শান্ত হও, মনকে প্রবোধ দেও, হতাশ হইও না। আমি তোমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দুরাশয় দৈত্যের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি নিশ্চয় এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। তোমার অন্তরাকাশ হইতে দুঃখ-ঘন বিদূরিত হইবে।" বাদশাহ এই অনুকূল দৈববাণী শ্রবণে বিনীতভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে মস্তক নত করিলেন।

যুবরাজ সিয়ামকের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হোসাঙ্গ। হোসাঙ্গ বীরত্ব, সভ্যতা ও জ্ঞানভূষিত হওয়ায় পিতামহের

স্নেহ ও আদর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে পুত্র অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ করিতেন —এতই ভাল বাসিতেন যে, তিনি পৌত্র অপেক্ষা অপর কাহাকেও কোন কার্য্যে কোনও অংশে যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এই মোহ বশতই বৃদ্ধ রাজা শিশু পৌত্র হোসাঙ্গকে সেনাপতিত্বের ভারার্পণ করিয়া সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন এবং বিপুল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া জয় জয় উচ্চ রবে পৃথিবী কাঁপাইয়া আনন্দিত চিত্তে চিরবৈরি দৈত্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে অসংখ্য পরী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য ও গ্রাম্য হিংস্র পশুপক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত বাদশাহের সৈনিক কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিল।*

সমরাঙ্গণে উপনীত হইয়া বাদশাহ-সৈন্য বিপুল বিক্রমে ভয়াবহ অসুর-দলনে প্রবৃত্ত হইল। উভয় দলে ভীষণতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরী, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি দুর্দ্দান্ত দৈত্যব্যূহের উপর নিপতিত হইয়া দন্ত ও নখরাঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। যুদ্ধভূমি দৈত্য-শোণিতে প্লাবিত, সংখ্যাতীত দৈত্যমুণ্ড চতুর্দ্দিকে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জগদীশ্বরের কৃপা-বলে অচিরকাল মধ্যেই মহাপ্রতাপ হোসাঙ্গের হস্তে নরঘাতক দৈত্য সপুত্র নিহত হইল। তাহারা ঘৃণিত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নরকের অন্ধতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন হতাবশিষ্ট দৈত্য-সৈন্য সেনাপতি অভাবে ভগ্নোদ্যম ও ভীত হইয়া পলাইয়া যাইতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু পলাইবে কোথায়? তাহাদিগের অধিকাংশকেই বাদশাহ-সৈন্যের সহায়তায় সদ্য সর্ব্বান্তকারী শমন সহ সাক্ষাৎ করিতে হইল।

---

* পরী, সিংহ, ব্যাঘ্র নরসংগ্রামে ব্যাপৃত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। ফলতঃ পাঠক এস্থলে পরী শব্দে রূপলাবণ্যবতী রমণীকুলের, সিংহ-ব্যাঘ্র শব্দে পর্ব্বতবাসী এবং গ্রাম্য অসভ্য ও ইতরশ্রেণীর লোকেরই অস্তিত্ব অনুভব করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছিলও তাহাই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবির বর্ণনার আবরণ ছিন্ন করিলেই প্রকৃত বিষয় বিশদরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইরূপে দৈত্য-দর্প চূর্ণ হইলে হোসাঙ্গ বিজয়ামোদে উল্লসিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সম্রাট কেয়ুমোর্থ মহানন্দে আদর করিয়া পৌত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজভবন উৎসবময় হইয়া উঠিল। দৈত্য বিনষ্ট হওয়ায় রাজা-প্রজা সকলেই নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। বাদশাহ কেয়ুমোর্থ ত্রিশ বৎসর কাল রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। অনন্তর তিনি প্রিয় পৌত্র হোসাঙ্গকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করেন।

হোসাঙ্গ।

পিতামহের মৃত্যুর পর হোসাঙ্গ তৎসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইনিই প্রথমে প্রস্তর হইতে অগ্নির আবিষ্কার করেন এবং কথিত আছে, অগ্ন্যুপাসনা-ধর্ম্ম নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ইহ জগতে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদা সম্রাট হোসাঙ্গ স্বদল সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া এক নিবিড় অরণ্য মধ্যস্থ পর্ব্বত-পাদমূলে যাইয়া সমুপস্থিত হন এবং সহসা এক ভীমদর্শন দীর্ঘকায় রাক্ষস তথায় দৃষ্টিগোচর করেন। সেই বিরাটমূর্ত্তির অতি বৃহৎ চক্ষুদ্বয় যেন রক্তের উৎস স্বরূপ, বিস্তৃত মুখ-গহ্বর হইতে অনর্গল প্রবাহে ধূমরাশি বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিতে লাগিল। তদবলোকনে বীর-কেশরী হোসাঙ্গ সেই ভীষণ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক খণ্ড প্রস্তরোত্তোলন পূর্ব্বক অপরিসীম শক্তিপ্রভাবে বিদ্যুৎবেগে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে উহা রাক্ষসের শরীরে না লাগিয়া অপর এক খণ্ড প্রস্তরে গভীর শব্দে আঘাত করিল। তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয় প্রস্তরের

সংঘর্ষণজনিত শক্তিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া অরণ্যস্থ বৃক্ষলতাদি সহ নরত্রাস রাক্ষসকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

নরপতি হোসাঙ্গ এই সমস্ত ঘটনা বিশেষতঃ সমুজ্জ্বল হুতাশনের বিশ্বদাহিকা শক্তি—তমিস্রবিনাশক প্রভাব দর্শনে চমকিত, অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইলেন এবং মনুষ্যের এত দূর সুখশান্তির বিধান করিয়াছেন যিনি, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা করুণাময় পরমপুরুষের ভূয়সী গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রচুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অগ্নিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং কহিলেন—

দয়ার আধার সেই পবিত্র পুরুষবর,
প্রকাশে মহিমা যাঁর শতমুখে চরাচর;
করুণা করিয়া তিনি সুখ-স্বর্গধাম হ'তে,
পাঠায়ে দেছেন এই পূত বহ্নি এ মরতে।
জ্ঞানী হও যদি, যদি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—
কিঞ্চিৎ করিতে চাও, ওহে মুগ্ধ নরগণ!
পবিত্র হৃদয়ে তবে পবিত্র আচার সহ,
বিহিত বিধানে ইহা পূজা কর অহরহ।

অনন্তর সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে নরপতি হোসাঙ্গ বিস্তৃতরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বকীয় দলবল সহ রাজকীয় ধর্ম্মোৎসব সম্পন্ন করিলেন। লিখিত আছে, এই সূত্র হইতে পারস্যদেশে অগ্ন্যুপাসনা-ধর্ম্ম-পদ্ধতি বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকান্তরে এই অগ্নি-পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থ তাহাও এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এক দিন পারস্যরাজ হোসাঙ্গ মৃগয়ার বহির্গত হইয়া এক পর্ব্বতোপরি যাইয়া উপনীত হন। তথায় দেখিতে পান যে, এক খানি প্রস্তরের উপর অপর এক খণ্ড প্রস্তর ঘটনাক্রমে নিপতিত হইয়া উভয়ের সংঘর্ষণ প্রভাবে

বিদ্যুৎ নির্গমনের ন্যায় প্রবল বেগে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এক অতি অভূতপূর্ব্ব মোহময় বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। কৌতুহল নিবারণার্থ তিনি পুনর্ব্বার কয়েক খণ্ড উপল সংগ্রহ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা ভগ্ন করাইলেন। তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় অনল-কণিকা সকল দ্রুতবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া সেই তেজোময়ী অনল-কণিকাকে জগৎপিতা জগদীশ্বরের তেজঃ বা অংশ বিবেচনা করিয়া বিহিত বিধানে তাহার অর্চনা করিলেন এবং পারসিকদিগের মধ্যে সেই পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করায় সেই হইতে তাহারা "আতস-পরস্ত" (অগ্নিপূজক) নামে অভিহিত হইল।

হোসাঙ্গের রাজত্ব সময়ে অনেক বিষয়ের উন্নতি সংসাধিত হয়। তিনি নানাবিধ লৌহ-অস্ত্র নির্ম্মাণ, খাত খনন করিয়া নদীগর্ভ হইতে শস্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চন, পশুচর্ম্ম ও লোমের দ্বারা পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত প্রভৃতির কৌশল এবং অন্যান্য অনেক বিষয় আবিষ্কার করেন। এ পর্য্যন্ত ফলমূল ও (আম) মাংস আহার করিয়াই জীবন রক্ষা করিতে হইত, অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বিচক্ষণ হোসাঙ্গ লোকদিগকে শস্যাদি হইতে রুটী ও বহু প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণের নিয়ম এবং রন্ধন-পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। ইহাতে প্রজাবর্গ তাঁহাদের স্বহস্ত-প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্যের আস্বাদনে পরিতুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে হোসাঙ্গের একান্ত বশীভূত হইল।

হোসাঙ্গ রাজ্যের আর একটী অভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিয়া লোক-সমাজে বিশেষরূপ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন এবং আপনার বুদ্ধিমত্তার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও অর্থী প্রত্যর্থীগণের বিবাদ-ভঞ্জন মানসে ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রণয়ন ও বিচারালয় সংস্থাপন করেন। তদ্দ্বারা প্রজাবৃন্দের সর্ব্ব বিষয়ে যে

সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি চল্লিশ বৎসর কাল পরমসুখে রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সাঙ্গ করেন।

তহমুরস্ বাদশাহের বৃত্তান্ত।

হোসাঙ্গের মৃত্যুর পর তৎপুত্র তহমুরস্ বাদশাহ-পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই বাদশাহের অপর একটী নাম দেউবন্দ। ইনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই যাহাতে প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিতে পারে, রাজ্যস্থ যাবতীয় খ্যাতনাম পণ্ডিত সমবেত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে তদ্বিষয়ক উপায় উদ্ভাবন করিতে অমাত্যদিগকে অনুমতি করিলেন।

সম্রাট তহমুরসের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বিশেষতঃ ইন্দ্রজাল-শাস্ত্রে অতীব পারদর্শী এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। একদা উল্লিখিত মন্ত্রী মায়ামন্ত্র প্রভাবে এক দৈত্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া বাদশাহের দরবারে আনয়ন করেন। বাদশাহ তাহাকে কঠোর যন্ত্রণায় কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত করিতে আদেশ দেন। এই অবমাননা-জনক সংবাদে দৈত্যসমাজ ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাদের দলাধিপতির সহিত বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। পারস্যপতি, দুরাচার দৈত্যগণের উদৃশ স্পর্দ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে বাতবিলোড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন এবং তদ্দণ্ডে আপনার সৈন্য সমূহ সুসজ্জিত করিয়া দুরাত্মা দৈত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধভূমির দৃশ্য অতি ভীষণ অথচ চমৎকার। দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যগণ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, সমূলোৎপাটিত বৃক্ষ ও অগ্নি হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান; অপর দিকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র-শস্ত্র-ভূষিত অপ্রতিম সাহসী ও পরাক্রমশালী বাদশাহ-সৈন্যের সমাবেশ! ক্রমে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ

হইল ; উভয় পক্ষই বীরদাপে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। বিজয়-লক্ষ্মী কখন্ কাহার প্রতি সদয় হন, কিছুই স্থির নাই, এমত সময়ে দৈত্য-সেনাপতি গও তদীয় অধিকাংশ সহগামী সহ বাদশাহের গদা-প্রহারে নিধন প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট দৈত্য-সৈন্য যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া প্রাণরক্ষার্থ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু সম্রাট তহমুরস্ দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। পরিশেষে বিজয়ামোদে রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাহাদের মস্তক ছেদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অসুরগণ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বাদশাহের করুণাপ্রার্থী হইল,—কাতর ভাবে ভূতল-লুণ্ঠিত হইয়া আপনাদের প্রাণভিক্ষা চাহিল। কহিল মহারাজ! অনুগ্রহ করিয়া এ পাপীদের বিগত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা যেরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, না বুঝিয়া অবাধ্যতা করিয়াছি, তাহাতে আমাদের প্রাণদণ্ড হওয়াই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত বটে, কিন্তু মহাত্মন্! সহৃদয়তা ও ক্ষমাগুণের বশবর্ত্তী হইয়া আজ যদি আপনি আমাদের কৃতাপরাধ বিস্মৃত হইয়া প্রাণরক্ষা করেন, তাহা হইলে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান ও চিরস্থায়ী এক অতি অদ্ভুত কৌশল আপনাকে শিক্ষা দিব।

সম্রাট এই বিনয়-বচনে দয়ার্দ্র এবং উক্ত কৌশল শিক্ষার্থ প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তাহাদের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিলেন। তখন দৈত্যগণ জীবন ভিক্ষা পাইয়া হৃষ্টমনে বাদশাহের পদানত হইল। অতঃপর প্রতিজ্ঞা পালনার্থ অনতিবিলম্বে আপনাদের বাসস্থানে যাইয়া পুস্তক, লেখনী ও মস্যাধার আনয়ন পূর্ব্বক বাদশাহকে লিখন ও পঠন-প্রণালী শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল। যে ভাষায় শিক্ষা দিতে লাগিল, তাহাই পারসী নামে অভিহিত। দৈত্যগণ

যথাকালে বাদশাহকে পারস্য ভাষায় সুশিক্ষা প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।* প্রতিভাশালী নরপতির অন্তঃকরণ বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে আলোকিত হইল। প্রতিনিয়ত তাহার আলোচনায় মনোনিবেশ করাতে তিনি দিন দিন অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট তহমুরস্ নিরুপদ্রবে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া জীবনলীলা সম্বরণ করেন।

তহমুরস্ এক জন ন্যায়বিচারক প্রজারঞ্জক ভূপতি ছিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারে প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। কার্য্যগুণে তাঁহার নির্ম্মল যশো-শশধরের শ্বেত রশ্মি সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত হইয়াছিল। দৈত্য ও পরীবৃন্দ বশীভূত থাকায় (১) তাঁহার রাজ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত ছিল। এই রাজার রাজত্বকালে রেসম-পশম-নির্ম্মিত বস্ত্রের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়। ইনি চিতাবাঘ, শিয়াগোষ, ও বাজপক্ষী পুষিয়া শিকার-কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইনি ত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

জামশেদ।

তহমুরসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জামশেদ পারস্যের অধিপতি হইলেন। ইনি এক জন ধীশক্তি-সম্পন্ন শিক্ষিত নরপতি ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সদৃশ বিদ্বান, দানশীল ও সর্ব্ব গুণশালী অন্য কোন

* এ বিষয়টী কম বিস্ময়োৎপাদক নহে। যাহারা একটী প্রসিদ্ধ ভাষার শিক্ষা-দাতা ছিল, তাহারা কি দৈত্য? দৈত্যদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা থাকায় কি প্রমাণ হয়? কখনই নহে। তাহারা দেবতা অপেক্ষাও যদি কোন উচ্চ শ্রেণীর জীব থাকে, তবে তাহারাই। লেখক কেন যে এই শিক্ষিত সমাজকে দৈত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা কঠিন।

(১) বাদশাহ তহমুরস্ এই কারণেই দেউবন্দ নামে অভিহিত ছিলেন।

ভূপতি জন্মগ্রহণ করেন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জামশেদ বাদশাহের সময়ে দেশের বহুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি বর্ম্ম, তীর, কটিবন্ধ, তরবারি, প্রভৃতি নানাবিধ লৌহ-নির্ম্মিত যুদ্ধাস্ত্র, কারুকার্য্যময় রঙ্গিন পরিচ্ছদ, এবং রেসমের কাপড় আবিষ্কার করেন। নদী-তীরবর্ত্তী কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রজাগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তথায় তাহারা পরিশ্রমলব্ধ শস্যে পরমসুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।* এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক অত্যুচ্চ গিরি ও বিস্তীর্ণ অরণ্য ছেদন করিয়া তত্তৎস্থানে সমৃদ্ধিশালী নগর ও উদ্যানা-দিতে পরিণত করেন। অলসতা যে মানবের সুখশান্তির ঘোর প্রতিবন্ধক এবং অশুভ উৎপাদনের প্রধান সহায়, ইহা জামশেদ উত্তমরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে নগরের সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা করা হয় যে, রাজ্য মধ্যে কেহই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন বা আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া অলসভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বাস করিতে পারিবে না। সকলকেই আপনাপন ক্ষমতানুযায়ী কৃষিকার্য্য বা অপর কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই নিদেশানুসারে প্রজাগণ সকলেই পরিশ্রমপরায়ণ হইয়া সত্বর উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পিতার ন্যায় এই রাজাও দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে আত্মশাসনে আনিয়া তাহাদের দ্বারা অনেক শ্রমসাধ্য কার্য্য করাইয়া লইতেন। তাঁহার সুরম্য প্রকাণ্ড প্রাসাদ এই অসুরশ্রেণী হইতেই নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ জামশেদ নানা গুণের আধার ছিলেন কৌশলময় কোন কার্য্যই তাঁহার অপরি-জ্ঞাত ছিল না। কথিত আছে, তিনি জলপথে গমন সুগম জন্য জলযান সৃষ্টি ও আঙ্গুর ফল হইতে মদ্য প্রস্তুত করেন। জামশেদ মণিমাণিক্য-বিখচিত এক খানি পরমসুন্দর সুবর্ণময় সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি সেই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমাত্যবর্গের সহিত সানন্দচিত্তে

রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে সেই পর্য্যঙ্ক দৈত্যগণের মস্তকে স্থাপন করিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতেন। বৎসরের প্রথম দিনকে ইনি "নও রোজ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর নও রোজ উপলক্ষে রাজবাটীতে আমোদ প্রমোদের সীমা পরিসীমা থাকিত না। তথায় নৃত্যগীত ও বিবিধ প্রকার মধুর বাদ্য-যন্ত্রের ঝঙ্কারে আনন্দ-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। নর, দৈত্য ও পরীগণ দলে দলে পানে ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া বাদশাহের যশোগান করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিত। কথিত আছে যে, এই ভূপতি সাত শত বৎসর রাজ্য সুখ ভোগ করেন। অতীব বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রজাগণ কেহই পীড়াগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। রাজার ন্যায় প্রজাবর্গও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিল।* আহা সে কালে—

রোগ শোক জরা মৃত্যু-ভয় আর,
নাহি ছিল এই ধরণীতলে,
মানব নিচয় অমরের প্রায়,
জমশেদ রক্ষিত মন্ত্রের বলে।

সাত শত বৎসর একচ্ছত্রভাবে রাজত্ব করার পর, জামশেদের অন্তঃকরণ বিজাতীয় গৌরবে ও উচ্চাভিলাষে স্ফীত হইয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উক্ত প্রশংসায় তাঁহার অন্তরে এরূপ গাঢ় তমঃ ও ঘোর অভিমান জন্মিল যে, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এক দিবস দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় সভাসদবর্গকে

* "His government is said to have continued in existence seven hundred years and during that period, it is added, none of his subjects suffered death or were afflicted with disease." James Atkinson's Shahnamah

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, আমার ন্যায় অমিততেজা সর্ব্বগুণশালী জ্ঞানবান নরপতি ভূমণ্ডলে আর কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি কি না করিয়াছি? কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে জগৎ আমার নিকট ঋণী। আমি ভীষণ অরণ্য কাটিয়া নগর-নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের অভাব ও অশান্তি দূর করতঃ শান্তি ও সুখ বিধান করিয়াছি; দুরন্ত অসুর-সমাজকে পরাভব করিয়া শাসনাধীনে রাখিয়াছি। যাহা কিছু উত্তম,যাহা কিছু মহৎ, তৎসমুদয় আমা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশ্ব-সংসার এক বাক্যে আমার রাজ্যশাসনের ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে। কত কত দুঃসাধ্য নর-বোধাগম্য কার্য্য আমা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতে আমি এক জন অদ্বিতীয় নরপতি, তাহাতে কি কাহার সংশয় জন্মিতে পারে?" সভাস্থ সকলেই সমস্বরে বাদশাহের ইত্যাকার অধঃপতন-সূচক গর্ব্বিত বাক্যের পোষকতা করিয়া বিবিধ প্রকার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জগদীশ্বর বাদশাহের দুষ্ট আচরণে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বৃথাভিমানী জামশেদের দর্প চূর্ণ করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

অনন্তর কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে পর, বাদশাহ এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক জন বীর-পুরুষ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদুপরি আপনি আরোহণ করিলেন! সভাসদবর্গ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এই কুস্বপ্ন দর্শনান্তর বাদশাহের অন্তর অতিশয় বিচলিত হইল। পরদিবস জ্যোতির্ব্বিদগণ সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্তের যে প্রকার তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ শোক, দুঃখ, ভয়, ও অশান্তির আলয় হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, এত দিন পরে বিধাতা তাঁহার প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন—অচিরাৎ রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। "হায়

কখন্ কি ঘটিবে," নিরন্তর এই দুর্ভাবনায় দিন দিন তাঁহার দিব্য কান্তি মলিন হইতে লাগিল, দিন দিন তাঁহার প্রতি প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ শিথিল এবং সর্ব্ব বিষয়েই অশুভ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন? সম্রাট-স্বভাবসুলভ সমুদায় বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া সশঙ্কচিত্তে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি যে প্রকারে রাজ্যভ্রষ্ট হন, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকটিত হইতেছে।

মার্ত্তাস তাজী ও তৎপুত্র জোহাক।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, মার্ত্তাস আরব দেশীয় এক জন ক্ষুদ্র নরপতি ছিলেন। তিনি তাজ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এজন্য তাজী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই রাজা অতিশয় দানশীল ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার সহস্রসংখ্যক পয়স্বিনী গাভী এবং কতকগুলি উষ্ট্র, ছাগ ও মেষ ছিল। তিনি সেই সমস্ত পশ্বাদির দুগ্ধ অতিথি, নগরস্থ দীনদরিদ্র ও প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে প্রত্যহ বিতরণ করিয়া দিতেন। ফলতঃ ঈদৃশী সত্তার জন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন।

এই ভূপালের জোহাক নামক রাজগুণসম্পন্ন এক পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবে দশ সহস্র আরব্য অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিছু দিন গত হইলে পর, একদা যাদুবিদ্যাবিশারদ ধর্ম্মদ্রোহী শয়তান ইবলিস (১) ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া জোহাকের নিকটে আসিয়া উপনীত হইল এবং সত্যভাবব্যঞ্জক মৃদু মধুর সম্ভাষণে কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহার মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ

(১) ইব্‌লিস (পাপপুরুষ) পূর্ব্বে খোদার প্রিয় দূত (ফেরেস্তা) ছিল। সৃষ্টিকর্ত্তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় স্বর্গচ্যুত হইয়া শয়তান নামে অভিহিত হয়। দুর্বৃত্ত এই ব্যক্তি সেই প্রকৃত ইব্‌লিস কিনা, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

এবং হস্তে জপমালা; পরিচ্ছদ ও বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া জোহাক তাহাকে পরমধার্ম্মিক জ্ঞানে যথারীতি আদর সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু সেই মায়াবীর হৃদয়ের অন্তস্তলে যে কি সর্ব্বনাশী ভীষণ কালকূট নিহিত রহিয়াছে, তাহা জোহাকের মোহান্ধীভূত নয়ন দেখিতে পাইল না। শয়তান বিবিধ প্রসঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়া জোহাকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। তাহার মধুর তোষামোদকর বাক্যে জোহাক একেবারে গলিয়া গেলেন। তাঁহার হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি তিরোহিত হইল। তিনি দুরাশয়ের মোহিনী মায়ায় বশীভূত হইয়া তাহার প্রত্যেক অনর্থকর কার্য্যের কথা সত্য জ্ঞান করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক হৃদয় খুলিয়া বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

এক দিন মায়ামুগ্ধ জোহাক ছদ্মবেশী ইবলিস্‌কে মৃদুভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার পরমহিতৈষী, আপনার নিকট আমি যথেষ্ট উপদেশ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া এমন প্রসাদ করুন, যাহাতে সৎশিক্ষা পাইয়া ভবিষ্যতে আমার কুশল ও উন্নতি হইতে পারে।" শয়তান দেখিল, জোহাক এক্ষণে নিতান্তই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও আত্মহারা হইয়াছেন; তখন সুযোগ বুঝিয়া কহিল, "দেখুন, আমি এতদপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিদ্যা বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে পারি। কিন্তু আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে ও প্রাণান্তেও সেই গুপ্ত মন্ত্রণা কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে বলিতে প্রস্তুত নহি। ইহাই আমার কার্য্যের নিয়ম, জানিবেন।" ভ্রান্তমতি জোহাক ধর্ম্মাত্মা (?) সাধুর হিতগর্ভ উপদেশ শ্রবণে উৎসুক হওয়ায় কিছুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন না; দুষ্টাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে সরলমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। হায় হায়, মায়াবীর দুরভিসন্ধির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন না, সে কুহক বুঝিতে পারিলেন না।

জোহাক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন নরকুল-শত্রু পাপাত্মা ইব্‌লিস্ মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, দেখিয়া সহাস্য আননে কহিল, "দেখুন, আপনার পিতা এক্ষণে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও মনোবৃত্তি সমূহ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সে বীরত্ব, সে বিচারশক্তি, সে সামর্থ্যাদি কিছুই নাই। পক্ষান্তরে আপনি যুবা-পুরুষ, বিদ্যাবুদ্ধি-বলবিক্রমে বাদশাহ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র! সেই জন্য বলিতেছি, আপনি আপনার পিতাকে আর রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। প্রত্যুত তাঁহার জীবন-সংহার করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করুন— চতুর্দ্দিকে আপনার সম্রাট-নামের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হউক, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আহা রাজপরিচ্ছদ ত আপনারই বরাঙ্গ বিভূষিত করণার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

উঃ কি ভীষণ সর্ব্বনাশকর উপদেশ!! এই অশ্রুতপূর্ব্ব—এই বিসদৃশ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া জোহাকের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত, অন্তরাত্মা চমকিত ও অন্তঃকরণে বিজাতীয় ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত ও দেহের স্তরে স্তরে যেন কালানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিশ্ব চরাচর যেন অন্ধকারময়! কলেবর হইতে ঝর ঝর করিয়া স্বেদধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মহাক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নীরব থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগের সহিত কহিলেন, "উঃ কি ভয়ঙ্কর কথা! পরমারাধ্য জন্মদাতা পিতৃদেবের প্রাণসংহার করিয়া রাজ্যাধিকার! এ রীতি ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম, আমা কর্ত্তৃক কখনই অনুষ্ঠিত হইবে না— জীবন থাকিতে হইবে না, ধর্ম্ম-পতিত হইতে হইবে। এ জগতে ধর্ম্ম বড়, না ধন বড়?" ধূর্ত্ত শয়তান অমনি কহিল "রাজন্! ধর্ম্মই বড়। ধর্ম্মেরতুল্য কোন বস্তুই পৃথিবীতে নাই। অতএব যদি ধর্ম্ম

রক্ষা করিতে চান, প্রতিজ্ঞা পালন করুন, আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করুন। যদি না করেন, মৃত্যু নিকট, বিপদাপন্ন হইবেন, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অন্তিমে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আপনি এই মাত্র আমার নিকট কিরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা কি স্মরণ নাই ?"

শয়তানের ঈদৃশ ভীতিপ্রদ বাক্যে জোহাক বিষম বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন ? উপায়ান্তর কিছুই অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না। অগত্যা অনিচ্ছা সত্বে ইব্‌লিসের সর্ব্বনাশকারী নিদারুণ প্রস্তাবের বশীভূত হইয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। কহিলেন, "আমি কি প্রকারে পিতার বধসাধন করিব ? আমাকে সে কৌশল প্রকাশ করিয়া বলুন।" "রাজ-প্রাসাদের সমীপস্থ উদ্যান মধ্যে যে গৃহে আপনার পিতা প্রত্যহ রজনীতে ঈশ্বরারাধনার্থ গমন করেন, সেই উপাসনা-মন্দিরের পথিমধ্যে গুপ্তভাবে একটী গভীর কূপ খনন করিয়া তৃণপত্রাদির দ্বারা আবৃত করিয়া রাখুন। তিনি ভজনালয়ে যাইবার সময়ে নিশ্চয়ই তাহাতে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" নৃশংস জোহাক পিশাচের পরামর্শানুসারে তাহাই করিলেন। হায় ভবিতব্যতার কথা বলিতে কাহার সাধ্য আছে ? মুহূর্ত্তেক পরে অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ রাজা স্বাভাবিক সরল-চিত্তে রাত্রিকালে যেমন নিয়মিত উপাসনার্থ ভজনালয়াভিমুখে অনন্যমনে যাইতেছেন, অমনি অপরিজ্ঞাত অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপের নিম্নতম প্রদেশে ভয়ঙ্কররূপে নিপতিত হইলেন। তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অচেতনাবস্থায় হৃদয়বিদারক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া সেই কূপ-মধ্যে কৃতান্তের কঠিন করে আত্মসমর্পণ করিলেন। হা অদৃষ্ট ! যে পিতা স্বীয় পুত্রকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞানে লালন পালন করিয়া

থাকেন, যিনি স্নেহাতিশয্য বশতঃ তনয়ের কোমল কলেবরে মৃদু পবনকেও প্রবলরূপে বহিতে দেখিলে ক্লেশানুভব করেন, যাঁহার তুল্য হিতৈষী বন্ধু এ জগতে আর কেহই নাই. হায় আজ পুত্র কর্তৃক সেই পিতার কি নিদারুণ নিগ্রহ—কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিল! এ কথা শ্রবণ করিলেও এমন পাষাণহৃদয় কে আছে যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও অন্তরাত্মা চমকিত, নয়নযুগল বাষ্পাকুলিত ও হৃদয় শোকাবসন্ন না হয়!

এই নৃশংস ঘটনা সম্পাদনের পর জোহাক সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি এক্ষণে রাজ্যেশ্বর। চতুর্দ্দিকেই তাঁহার নামাঙ্কিত বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইল। শয়তান দেখিল, জোহাক সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্তে আসিয়াছেন। তখন সে প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিল, "দেখুন, আমার উপদেশানুসারে কার্য্য না করিলে আপনি এ সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেন কি? কখনই না। যদি অতঃপর অবিচারিতরূপে আমার মন্ত্রণানুরূপ কার্য্য করেন, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র আজ দেশের কেন? এই সসাগরা সদ্বীপা অখণ্ড পৃথিবীর আধিপত্য আপনাকে প্রদান করিব। আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অন্যান্য নৃপতিগণ ভীত হইয়া অবনত মস্তকে আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবে, সর্ব্বত্রই আপনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইবে।" ইব্লিসের এবম্বিধ প্ররোচনায় জোহাকের আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে গলিয়া গেলেন; যেন আকাশের চন্দ্র করতলে পাইলেন, হাস্যবদনে কহিলেন, "আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনি যখন যেরূপ অনুমতি করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহে তখনই সম্পাদিত হইবে, অন্যথাচরণ করিব না।"

এইরূপে দিন দিন নষ্টমতি শয়তানের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে রাজসংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যের, এমন কি পাকশালারও

অবাক হইয়া উঠিল। এ পর্য্যন্ত ফল-মূল ও পিষ্টকাদি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু চতুর শয়তান নিত্য নিত্য অভিনব প্রণালীতে বিবিধ প্রকার উপাদেয় ভক্ষ্যের প্রচলন করিতে লাগিল। সে সুস্বাদু পোলাও ও পশুপক্ষ্যাদির মাংস সংযোগে অপূর্ব্ব খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া বাদশাহের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। এক দিবস জোহাক ডিম্ব ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট মধুর খাদ্য আর কি হইতে পারে?" শয়তান কহিল, "রাজন্! যাহা কহিলেন, সত্য বটে, কিন্তু কল্য ইহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সুমিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য পাইবেন।"

পরদিবস ইবলিস বিশিষ্ট যত্ন সহকারে মাংস রন্ধন করিয়া বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিল। উহা দেখিতে যেমন নয়ন-মনোমুগ্ধকর, আস্বাদনেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন। উহার সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া গেল। বিমুগ্ধ জোহাক আঘ্রাণেই বিমোহিত হইলেন। অনন্তর আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বিস্মিতভাবে শয়তানের অপার্থিব রন্ধন-প্রণালী ও গুণপণার যথেষ্ট প্রশংসাকীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাভাগ! আপনি আমাকে বিবিধ প্রকারে উপকৃত করিয়াছেন, আপনার গুণের কথা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না, আমি আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিলাম। যদিও প্রতিদানের যোগ্য কোনও বস্তু আমার নাই, তথাপি আপনার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে প্রকাশ করুন, আমি অবিলম্বে তাহা পূর্ণ করিব।" দুরাশয় শয়তান শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইল। দেখিল, দুরভিসন্ধি সিদ্ধির এই এক মহাসুযোগ। তখন সে হাস্যবদনে বিবিধ প্রকার বাগাড়ম্বরের পর কহিল "নরনাথ! এক অতি সামান্য প্রার্থনা ব্যতীত আমার অপর কোন অভিলাষ নাই; আমি আপনার অনাবৃত স্কন্ধদ্বয়ে কেবল মাত্র

দুইটী চুম্বন করিতে বাসনা রাখি। বদি বলেন, "চুম্বনে তোমার কি লাভ হইবে?" "রাজন্! ধনসম্পত্তি কিছুই লাভ হইবে না বটে, কিন্তু বাদশাহের স্কন্ধে চুম্বন প্রদান!—সামান্য লোকের কার্য্য নহে! এইরূপ বাদানুবাদে আমি জন-সমাজে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইব। মহারাজ! তাহাই আমার পরম লাভ বিবেচনা করিবেন।"

অজ্ঞানতা মোহাভিভূত বাদশাহ নিত্য-পাপরত শয়তানের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তখনই গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া চুম্বনের অনুমতি প্রদান করিলেন। দুরাত্মা ইব্‌লিস্ মহানন্দে বাদশাহের সুকোমল স্কন্ধযুগলে স্বীয় অপবিত্র বদন স্থাপন পূর্ব্বক চুম্বন করিল। অহো কি বীভৎস দৃশ্য! কি অলৌকিক ঘটনা!! কি লোমহর্ষণ পৈশাচিক কাণ্ড!!! নারকীর চুম্বনমাত্র বাদশাহের স্কন্ধোপরি দুইটী ভীষণদর্শন কৃষ্ণ ভুজঙ্গম তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বিস্তৃত ফণা আস্ফালন করিতে করিতে উদ্ভূত হইল। সভাসদবর্গ এই ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মহাভীত হইয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে কথা নাই—নীরব নিস্পন্দ! যেন জন-মানব-শূন্য নিভৃত স্থান! বাদশাহ ম্রিয়মাণ—সংজ্ঞাশূন্য, ভয়ে তাঁহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গিয়াছে। মুখ-মণ্ডল বিবর্ণ, দরবিগলিত অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত। হায় হায় কি করিবেন, কে রক্ষা করিবে? এ বিপদে কে শান্তিবারি বর্ষণ করিবে? নিরুপায়। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখেন, মহাপাপী ইব্‌লিস্ অদৃশ্য! সে উপকারী বন্ধু আর নাই। রাজপ্রাসাদ ও নগর মধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও তাহার আর দর্শন পাওয়া গেল না। ফলতঃ এই অভাবনীয় ঘটনার সংবাদ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনায় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। সকলেরই হৃদয় শোকাচ্ছন্ন। শোক-কোলাহলে রাজধানী শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কত কত সুবিজ্ঞ চিকিৎসক,

কত কত পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ও ইন্দ্রজাল বিত্তাবিশারদ লোক আসিয়া বাদশাহের স্কন্ধদেশ হইতে সর্পদ্বয়কে দূরীভূত করণার্থ বিবিধ উপায়ে তন্ত্রমন্ত্র ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু উপশম হইল না, তাঁহারা সেই নিদারুণ পীড়ার শান্তি করিতে পারিলেন না। সকলেই ম্লানমুখে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। পরিশেষে কিয়দ্দিবস পরে অপর এক জন বিচক্ষণ চিকিৎসক আসিয়া সমুপস্থিত। এ চিকিৎসক কে? পাঠকগণ! চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনি আপনাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত বাদশাহের পরমহিতৈষী উপদেষ্টা—নীচাশয় ইব্‌লিস! আজ আবার বৈত্তবেশে সজ্জিত হইয়া বাদশাহের রোগ-প্রতীকারার্থ সমাগত হইয়াছে। দেখা যাউক, কিরূপ প্রতীকার করে। বৈত্তরূপী শয়তান কহিল, "ধরাপতে! দেখিতেছি, আপনার পীড়া অত্যদ্ভুত ও অতিশয় কঠিন হইয়াছে। আপনি এই দুরন্ত কাল-ব্যাধির হস্ত হইতে যে এ জীবনে মুক্তিলাভ করিবেন, সে আশা কখনই করা যাইতে পারে না। ইহা এক অভিনব দুশ্চিকিৎস্য রোগ। ধরাতলে এমন কোন মনীষাসম্পন্ন সুচিকিৎসক নাই, যাঁহার দ্বারা ইহার সমুচিত প্রতিবিধান হইতে পারে। কিন্তু কি করিবেন, বিধাতার লিপি অপরিবর্ত্তনীয়! অদৃষ্টে যাহা ছিল, সংঘটিত হইয়াছে। আপনাকে যাবজ্জীবন এই ভীষণ কাল-ভুজঙ্গদ্বয়ের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" শোকার্ত্ত জোহাক বৈত্তরাজের এতদুক্তি শ্রবণে হতাশ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কাকুতি মিনতি করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, "বৈত্তরাজ! তবে কি আমাকে যাবজ্জীবন এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া দুরবস্থায় কালযাপন করিতে হইবে? এ যন্ত্রণার কি অবসান হইবে না? পৃথিবীতে ইহার প্রকৃত ঔষধ কেহই কি অবগত নহে? শাস্ত্রে কি ইহার চিকিৎসার কথার উল্লেখ নাই? আপনি কৃপা করিয়া দেখুন, যাহাতে রক্ষা পাই, তাহাই করুন।" বৈত্তরূপী নররূপ-বৈরী

শয়তান যেন অনেক চিন্তা করিয়া—অনেক গবেষণার ভাণ করিয়া কহিল, "রাজন্! বিধাতা রোগ-সৃষ্টির অগ্রে ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে অল্পজ্ঞান মানব, সকল সময়ে অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না। যাহা হউক আমি ইহার একটী আশু শান্তিপ্রদ উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। কিন্তু তাহা অতি ভয়ানক কার্য্য, সকলের পক্ষে সাধ্য নহে, তবে আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারিবে। পরন্তু সে কার্য্যে সম্মত হইবেন কি না, তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। উপায়টী এই—যদি সর্প-যুগলকে প্রতিদিন দুইটী করিয়া সদ্যহত নরমস্তিষ্ক ভক্ষণ করাইতে পারেন, তাহা হইলে উহারা তৎ-প্রভাবে ক্রোধোপশম করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিবে। সুতরাং আপনিও দংশন জনিত যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন। আপনার জীবন স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ হইবে।"

সরলবিশ্বাসী জোহাক আত্মরক্ষার্থ অগত্যা এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ অথচ ফলপ্রদ অপকার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন—প্রত্যহ দুইটী করিয়া নর-হত্যা হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্রূরমতি শয়তানের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। সে ভাবিল, এবংপ্রকারে কিয়দ্দিনের মধ্যে মানব-বংশের অধিক সংখ্যক লোক ধ্বংসের দশায় উপনীত হইবে। ঈশ্বরের মানব-সৃষ্টির শ্রীবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইবে। উঃ পাপাত্মার কি সঙ্কল্প!, কি দুরভিসন্ধি!! কি ভীষণ ষড়যন্ত্র!!! ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গের মহাকায় মাতঙ্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! শুনিলেও হাসি পায়। কিন্তু কলুষিতাত্মা অবগত নহে কি যে, তাহার ধূর্ত্ততা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ-রের নিকটে অণুমাত্রও কার্য্যকরী নহে! তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী দুর্জ্জদর্পহারী কৌশলী পুরুষ। তাঁহার সৃষ্টি কি বিলুপ্ত হইবার সামগ্রী?

জোহাক অতঃপর চিত্তকে প্রবোধ দিয়া রাজকার্য্যে মনোসংযোগ করিলেন। ইরাণ ও তুরাণ-রাজ্যবাসীগণ জনীয় রাজভক্তি বিষয়ে ...

তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের কথা শুনিয়া ভীতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিল। পরিশেষে এই বিষয় এতই সার্ব্বজনিকরূপে বিঘোষিত হইয়া পড়িল যে, পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান পুরুষেরা জামসেদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া সভয়ে জোহাকের বশতাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা রাজ্যস্থ আরব-সৈন্য সমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাদের জন্মভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এদিকে চতুর জোহাকও পারস্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা ঈদৃশ টলমলায়মান দেখিয়া আপনার ভীমবিক্রান্ত বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে বিপুল বিক্রমে পারস্য আক্রমণ করিলেন। জামসেদ তদ্দর্শনে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই আক্রমণ প্রতিরোধ মানসে বহির্গত হইলেন। উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইলে সমর-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিল। বীরগণের প্রবল-ভৈরব হুহুঙ্কার নাদে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও পদভরে ধরাতল বিকম্পিত হইতে লাগিল। নর-শোণিতে সমরাঙ্গন প্লাবিত। অসংখ্য ছিন্নশীর্ষ ও ছিন্নপদ মৃত দেহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত!! কত কত বীরত্বাভিমানী হতভাগ্য যে এই সর্ব্বনাশী সমরানলে আত্ম-জীবনাহুতি প্রদান করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, উভয় পক্ষই বিজয়াশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রাণপণে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু হায়, ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? মুহূর্ত্ত পরে, এক পক্ষ বিষাদ-সমুদ্রের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত; অপর পক্ষ আনন্দের উচ্চ শৈলে উপবিষ্ট হইল। সৌভাগ্য-দেবী হাসিতে হাসিতে জোহাকের শিরে পুষ্পবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার সুখময় ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। বৃথাভিমানী জামসেদ পরাজিত ও পলায়িত। জগদীশ্বর তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলেন। তিনি প্রাণরক্ষার্থ স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনভাবে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। কোথায় যাইবেন? কিছুই স্থির নাই—চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়,—পৃথিবী

শরশয্যা সদৃশ, এবং জীবন ধারণ ভয়াবহ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। আহা যিনি রাজ্যেশ্বর, সদা ভোগসুখে কালাতিপাত করিয়াছেন; আজ তিনি কিনা নিরাশ্রয়,—পথের ভিক্ষুক! বিষময় বিষাদ-শল্য ভক্ষণে জর্জ্জরিত!! কিন্তু কি করিবেন? উপায়ান্তর-বিহীন। অগত্যা স্বীয় ভাগ্যলিপির অবশ্যম্ভাবী বিধান স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

জামসেদের জাবলস্তানে পলায়ন ও জাবলরাজ-কুমারীর প্রেম-প্রসঙ্গ।

জোহাক একণে রাজ্যেশ্বর। তিনি নির্ব্বিঘ্নে পারস্য অধিকার পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে প্রীতি-সম্ভাষণে যথারীতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিল না। আর হতভাগ্য জামসেদ? রাজ্যভ্রষ্ট ও বিতাড়িত। সেই সঙ্গে তাঁহার নামও রাজকীয় কার্য্য-কলাপ হইতে, এমন কি, বালবৃদ্ধ যুবার স্মৃতিক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইল। জোহাক তাঁহাকে ধৃত করণার্থ দিগ্‌দিগন্তরে সৈন্য চালনা করিলেন এবং এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি পলায়িত জামসেদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন করিবে, আমি তাহাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানে পরিতৃপ্ত করিব। কিন্তু সুখের বিষয়, তাঁহার এই অবৈধ বাসনা ফলবতী হয় নাই।

এদিকে মন্দভাগ্য জামসেদ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি দুর্ভাগ্যের নিদারুণ অঙ্কুশ-তাড়নে এবং আহার-নিদ্রা-বিরাম-বিশ্রামাদি সুখে জলাঞ্জলি দেওয়ায় দুঃসহ যাতনা সহ্য করতঃ দ্রুতবেগে বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর, দুরারোহ গিরিশ্রেণী, দুস্তর নদী-প্রবাহ, শ্বাপদ-সঙ্কুল বন-উপবন-প্রান্তরাদি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক

দীনভাবে জাবলস্তানে * গিয়া উপনীত হইলেন। জাবলস্তানে আসিয়া তাঁহার অবস্থার যেরূপ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, আমরা এক্ষণে সেই আশ্চর্য্য ঘটনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জাবলস্তানাধিপতি মহারাজ কোরঙ্গের সুবিমল শশধর-সন্নিভ দিব্য লাবণ্য-পরিশোভিতা এক পরমসুন্দরী দুহিতা ছিলেন। দুহিতা একে রাজকুমারী, তাহাতে আবার জীবন-কালের শ্রেষ্ঠতম সুষমাময় যৌবন-বসন্ত ঋতুর সংমিশ্রণ—রূপ-সমুদ্র যেন উথলিয়া পড়িতেছে। যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমতী রতিদেবী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আহা সেই অপার্থিব কুন্দ কুসুম-কোমলা রমনীরত্নের, সেই বিশ্বশিল্পীর স্বর্ণ তুলিকায় সুচিত্রিত গঠন-চাতুর্য্যের আদর্শ স্বরূপা ললনার আর তুলনা কি দিব? তাঁহার মনোমোহন গঠন-সৌষ্ঠব, তাঁহার অপূর্ব্ব চলন-ভঙ্গিমা, তাঁহার বিজলী-প্রভা-গঞ্জন কমনীয় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-ভাতি দর্শন করিলে হৃদয় যে কি এক মোহময় বিস্ময়-রসে আপ্লুত ও ভাব-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগী ভাবুক ব্যতীত অপর কেহই অনুভব করিতে সক্ষম নহে। যখন সেই প্রফুল্ল গোলাপপ্রতিম বদনমণ্ডল হাস্যের তরঙ্গে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, এবং সুকোমল রক্তিমাভ কপোল-যুগলে টোল পড়িয়া যায়, তখনকার অদৃষ্টপূর্ব্ব মধুর দৃশ্য—সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তি আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারে? আহা রাজবালা যেরূপ নিরুপমা সৌন্দর্য্যশালিনী, তেমনি অদ্বিতীয়

* সিন্ধুনদের পর পারে জাবালীস্তান নামে একটী প্রদেশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে, যদুবংশীয়েরা এই স্থানে আসিয়া আপনাদের রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ গজনী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে বহু শতাব্দী পরে ভুবনবিজয়ী মাসিডনীয় বীর সেকেন্দর শাহের পরবর্ত্তী ভূপতিগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা উক্ত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হন। (টড্ সাহেবের রাজস্থান দ্রষ্টব্য) এই জাবালীস্তান ও জাবলস্তান একই প্রদেশের নাম, বিভিন্ন নহে। এক্ষণে ঐ স্থান আফগানস্তান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

গুণগ্রামের আধারও ছিলেন। সে গুণ গরিমার কথা আমি বর্ণনা করিব কি? তিনি মধুর-ভাষিণী, সারল্যের ছবি, বুদ্ধিমতী প্রকৃতি, বিদুষী- তৎকালের রমণীকুলের শিরোমণি স্বরূপা ছিলেন। সর্ব্বোপরি সমর-শাস্ত্রে তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার সমসাময়িক খ্যাতনামা বীরগণও তদীয় নাম শ্রবণে নিরন্তর ক্ষুব্ধ ও সশঙ্ক থাকিতেন। নৃপনন্দিনী নিয়ত পুরুষবেশে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সহচরীবৃন্দের সহিত পরিভ্রমণ করিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পিতার সাহায্য করিতেন।

এই সময়ে রাজকুমারীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তরুণ বয়সে বিধি-লিপি প্রসাদে তাঁহার সাহস, বিক্রম, বিবেচনা-শক্তি সর্ব্বাংশে সংপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, একদা মনুচেহর নামক জনৈক রণকেশরী দুর্দ্ধর্ষ বীর বিপুল বিক্রমে জাবলস্তান রাজ্যে আপতিত হয়েন। কিন্তু বীর-দুহিতা বীর্য্যবতী রাজকুমারীর সংগ্রাম কৌশলে ভয়ঙ্কররূপে পরাজিত হইয়া নতমস্তকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যা এতাদৃশী শৌর্য্যশালিনী এবং সমাগত শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে জাবলেশ্বর কখনই সেই ব্যাদানীকৃত গ্রাস হইতে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। সেই সময় হইতে জাবল-রাজ কৌরাজ কন্যার বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বে বিমুগ্ধ হইয়া এইরূপ অভিলাষ করেন যে, স্বয়ংবর প্রথানুসারে তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। রাজাত্মজা স্বয়ং যাঁহাকে মনোনীত করিয়া পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইবেন মহারাজ কৌরাজ তাঁহাকেই সানন্দচিত্তে জামাতৃ-পদে অভিষিক্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

ক্রমে রাজবালার মনোমুগ্ধকর রূপরাশি ও গুণের কথা নানা বিদেশীয় নৃপতিগণের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা সেই সংসার-লালাম

সুরসুন্দরী লাভে লোলুপ হইয়া বিবাহপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু সুচতুর জাবলাধিপতি বিবাহের প্রসঙ্গে কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া কেবল কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, জানাইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরস্ত করিলেন। জাবলরাজকুমারীর বিবিধ গুণভূষিতা এক ধাত্রী ছিল। তৎকালে এই ধাত্রীর তুল্য একাধারে অধিক গুণগরিমা তৎশ্রেণীস্থ অপর কোনও রমণীতে দৃষ্টিগোচর হইত না। ইন্দ্রজাল শাস্ত্র ও কঠিনতম জ্যোতিষ বিদ্যাতে তাহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সে তৎপ্রভাবে ভাবী ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিত এবং জলীয় পদার্থ হইতে অগ্নি প্রকটন, ফুৎকার দ্বারা সর্পচক্ষু অন্ধ ও অরণি প্রস্তর হইতে শিশির উৎপাদন করিতে পারিত। গ্রহনক্ষত্রাদির তত্ত্ব ও নরলোকের অদৃশ্য বিষয় সমূহেরও বৃত্তান্ত তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না।

একদা এই ধাত্রী জাবলরাজকুমারীকে প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিল, "রাজনন্দিনি! আজ আমি তোমাকে একটী সুসমাচার প্রদান করিব। আমি জ্যোতিষ বিদ্যা প্রভাবে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি গণনা করিয়া ও তোমার শারীরিক লক্ষণাদি দর্শন করিয়া নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছি যে, সুপ্রসিদ্ধ জামসেদ বাদশাহের সহিত অচির কাল মধ্যেই তোমার শুভ পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ইহাও বিশদরূপে আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, তাঁহার ঔরসে তোমার গর্ভে বংশের গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ লোক-লোচনানন্দদায়ক এক সুকুমার শিশু জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। রাজকুমারি! তুমি যাদৃশী রূপসী, তদুপযুক্ত পতি প্রাপ্ত হইবে। সোণায় সোহাগায় সম্মিলন হইবে—তুমি ধন্যা হইবে।" রাজবালা ধাত্রী প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রমণী-স্বভাব-সুলভ ঈষৎ ব্রীড়া-বিজড়িত হাস্যবদনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না। কিন্তু

তাঁহার অন্তরে প্রবল বেগে আনন্দতুফান বহিতে লাগিল, হর্ষ-রসে সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও লোমাঞ্চিত হইল। সেই স্নিগ্ধ বিদ্যুদ্দাম সদৃশ দেহ খানি স্থির প্রতিমাবৎ—যেন কৃশাঙ্গী চঞ্চলা হরিণী মায়ামুগ্ধ—অচলা !! আহা সে কালের—সেই মুহূর্ত্তের সে মোহনীয় ভাব, সে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য অঙ্কন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সে ভাব বর্ণনাতীত, সে দৃশ্য চিন্তা-ভারাবনত মানবের সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ তুলিকায় চিত্রিত হইবার নহে !!!

ধাত্রীর ভাবী বচন জাবলাধিপতির কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাহাতে তিনিও কন্যার মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়া ততোধিক পুলোকিত হইয়াছিলেন এবং কখন্ যে সেই শুভ সম্মিলন-সময় সমুপস্থিত হইবে, সেই প্রত্যাশায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মন্দভাগ্য জামসেদ ঘুরিতে ঘুরিতে বসন্ত কালের প্রারম্ভে জাবলস্তান-রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি রাজধানীর দৃশ্য-শোভা ও প্রফুল্ল গোলাপ-মল্লিকাদি প্রসূনরাজি-শোভিত প্রমোদোদ্যান দর্শনে আক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায় অভাগার অদৃষ্টে বিধাতা এত কষ্টও লিখিয়াছিলেন। কোথায় ছিলাম, অগণ্য দাসদাসী-পরিসেবিত মহাসুখী রাজ্যাধিপতি, আর কোথায় আজ নিরাশ্রয় দীনহীন ভিখারী !! কিন্তু ভিক্ষুকগণেরও সহিত আর আমার তুলনা হইতে পারে না। তাহারাও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী; কেননা তাহারা দিনান্তে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে উদরপূর্ত্তি করিয়া পরিজনবর্গের সহিত পরম পরিতোষে দিনাতিবাহিত করিয়া থাকে। আর আমি? আমি আত্মীয়-স্বজন-পরিশূন্য, দেশান্তরিত, উদরান্নের জন্য নিতান্ত ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও সদাই শঙ্কিত। উঃ কি ঘোর পরিবর্ত্তন !! আমার দুর্ভাগ্যের-কুমতিক্রমে বিধাতা অদৃষ্ট-ফলকে গাঢ় কৃষ্ণ মসীতে যে লিপি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা আর এ জন্মে খণ্ডন

হইবার নহে। কিন্তু আর বিলাপে ফল কি? অরণ্যে রোদন মাত্র। এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কোথায় গেলে আশ্রয় পাইব? নগর মধ্যে? না না,—এ পোড়া মুখ লইয়া লোক-সমাজে আর বাসের বাসনা নাই। পেচকের তমোময় নিভৃত নিবাসই উত্তম। আলোকময় স্থানে তাহার জাতি-শত্রু বৈরিতা সাধন করে বৈ ত নয়? অতএব সম্মুখে যে উদ্যানটী দেখিতেছি—বাগানটী অতি পরিপাটী, বিবিধ প্রকার মনোহর ফলফুলে সুশোভিত বিটপী-রাজি শ্রেণীবদ্ধ আছে, অতি সুন্দর দেখাইতেছে। বোধ করি, এটী রাজোদ্যান হইবে। নতুবা এরূপ লতাবিতান-পরিশোভিত মনোরম প্রমোদ-কানন আর কাহার হইতে পারে? আপাততঃ এই উদ্যান অভ্যন্তরেই আমার বিশ্রাম করা শ্রেয়স্কর।" রাজ্যভ্রষ্ট নরপতি ইহাই বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে উদ্যান-দ্বারাভিমুখে পদ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে এই সময়ে জাবল-রাজকুমারী সমীরণ সেবনার্থ প্রমোদ কাননে আসিয়া সহচরিবৃন্দের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। দ্বার-দেশে ভীষণদর্শন অস্ত্র-শস্ত্রালঙ্কৃত প্রহরী উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। মহারাজ জামসেদ প্রবেশের উপক্রম করিতেই রক্ষকগণ প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। অগত্যা তখন তিনি ক্লান্তিজনিত মলিনমুখে হতাশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরবে পশ্চাদ্‌পদ-বর্ত্তন করিলেন এবং উদ্যান-দ্বারের নিকটবর্ত্তী একটী বিশুদ্ধ মলয়-মারুতহিল্লোলিত তরুচ্ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। কিন্তু দেখ, দৈবের কি অভাবনীয় বিচিত্র নির্ব্বন্ধ!! অনতিবিলম্বে রাজনন্দিনীর জনৈক পরিচারিকা কার্য্যানুরোধে উদ্যান-বহির্ভাগে গমন করিতেছিল। দ্বারদেশ অতিক্রম করিতেই জামসেদের উপরে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। জামসেদের নিরুপম রূপলাবণ্য এবং দেবোপম নির্দ্দোষ গঠন-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া পরিচারিকা ক্ষণকাল একদৃষ্টে বিস্ময়-বিস্ফারিত

লোচনে চাহিয়া রহিল। নয়ন ফিরে না, পলক পড়ে না, স্থির অবিচল, পরিচারিকা যেন গতি-শক্তিহীনা হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আগন্তুক যুবকের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দর্শনে ব্যথিতচিত্তে এবং বিনম্র বচনে যথোচিত ভদ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! আপনি কে? এবং সংপ্রতি কোন্ স্থান হইতে ও কি নিমিত্তই বা এখানে উপনীত হইয়াছেন?" অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ গুণে আমার সমস্ত অপরাধ ও অনধিকার-চর্চ্চা মার্জ্জনা করিয়া পরিচয় প্রদানে বাধিত করুন। জামসেদ মস্তকোত্তোলন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "সুশীলে! এ অভাগার আর পরিচয় কি শুনিবে? এ জগতে আমার ন্যায় মন্দভাগ্য জীব আর কেহ নাই। আমি এক সময় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলাম; ভোগসুখে অতীব আনন্দের সহিত আমার দিনাতি-বাহিত হইত। এক্ষণে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ আমার আর সে দিন নাই, অদৃষ্ট চক্রের ঘোর আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া দীনহীন ভিক্ষুকের বেশে দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, অদ্য এই স্থানে উপনীত হইয়াছি। পথশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় আমার জীবনীশক্তি নিস্তেজ ও অবসন্ন। অতএব দয়াবতি! ঈশ্বর-উদ্দেশে অনুগ্রহ করিয়া যদি পান-ভোজনের দ্বারা আমাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর,—আমার প্রাণরক্ষা কর, তাহা হইলে আমি আপনাকে যে কীদৃশ উপকৃত ও কৃতার্থ বিবেচনা করিব, তাহা মুখে বলিয়া ব্যক্ত করা অসম্ভব, আমি আজীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া রমণী বিস্ময়ের সহিত ঈষৎ হাস্য করিল, ফলতঃ তাহার কোমল হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ব্যস্ততার সহিত রাজকুমারীকে কহিল, "রাজনন্দিনি! উদ্যান-বহির্ভাগে দ্বারদেশের নিকটস্থ তরুতলে কনৈক

পরমসুন্দর যুবা পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আহা! তাঁহার রূপের কথা আর কি বলিব! জগদীশ্বর অশেষ যত্নের সহিত যেন সে অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই শশহীন শশধর সদৃশ কান্তি দর্শন করিয়া অনুমান হয়, তিনি কোন রাজপুত্র হইবেন। সজনি! তিনি পথ-ভ্রমণে ক্লিষ্ট এবং ক্ষুৎপিপাসায় অতীব কাতর আছেন, আমার নিকট বিনীতভাবে পানীয় ও কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিতেছেন।" রাজনন্দিনী সঙ্গিনীর মুখে আগন্তুকের অনুপম রূপের ব্যাখ্যা, বিশেষতঃ তিনি রাজপুত্র হইবেন, এই কথা শুনিয়া যেন সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চমকিতা হইয়া অবিলম্বে প্রীতি-প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "সহচরি! বল কি? যদি এরূপ হয়, যদি তিনি প্রকৃতই ক্ষুধার্ত্ত হন, তবে শীঘ্র তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। কেবল পান-ভোজনে কেন, আমি তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তির সহিত সেবা করিয়া গীতবাদ্যে মনোরঞ্জন করিব এবং তদীয় পার্শ্বদেশে এক চিত্তভোষিণী মোহিনী মূর্ত্তি বসাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া রাজকুমারী সঙ্গিনীকে যাইতে অনুমতি করিলেন। সঙ্গিনী মনে মনে "কোন্ রূপসীকে তাঁহার পাশে বসাইবেন, কাহার কপাল ফিরিল" ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে উদ্যান-দ্বারাভিমুখে গমন করিল। কিন্তু রাজবালা তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াও স্বয়ং স্থির থাকিতে পারিলেন না; জামসেদের রূপের বর্ণনা শুনিয়া অবধি তাঁহার অন্তরে কি এক ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইতেছিল, আগন্তুক যুবাকে দেখিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুলা ও চঞ্চলা হইলেন, মুহূর্ত্তেকের বিলম্ব তাঁহার পক্ষে যেন একটা যুগ বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। আহা মন্মথের কি মোহিনী শক্তি! অদম্য প্রেম-পিপাসায় ষোড়শী যুবতীর অন্তরাত্মা বিশুষ্ক ও বদনমণ্ডল বিন্দু বিন্দু স্বেদ-সিক্ত হইল। হৃদয়-মধ্যে কত রকমের কত তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। আমের গিরির অভ্যন্তরস্থ অনল সদৃশ তাঁর প্রবল প্রণয়-প্রবাহ আর সংযত রাখিতে

পারিলেন না। তাই তখন পিপাসা-পীড়িতা চাতকিনীর ন্যায় নবঘন দর্শনোদ্দেশে গজেন্দ্র-গমনে উদ্যান-দ্বারাভিমুখে সঙ্গিনীর পশ্চাদনুসারিণী হইলেন। আহা নরেন্দ্রবালা দূর হইতে দেখিলেন, তদীয় প্রণয়-প্রতিমা যেন ভস্মস্তূপের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকপুঞ্জ শোভা পাইতেছেন। তাঁহার মনোরম মুখারবিন্দ আতপ-তাপিত কুসুমের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রমোদা অভিনব ভাবাবেশে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্মরশরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। যাহা হউক, রূপমুগ্ধা নৃপবালা চিত্রিত প্রতিমাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্নিমেষলোচনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি অপরূপ রূপ! কি সুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব!! একি মানব-সন্তান! না দেবকুমার!! সকলঙ্ক শশাঙ্কের সহিত কি এই নিষ্কলঙ্ক রূপরাশির তুলনা হইতে পারে? কখনই না। জগতে এ রূপ অতুলনীয়! মরি মরি বিধাতার কি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল!! বিশ্বস্রষ্টা বিশাল বিশ্বের মাধুর্য্য একত্র করিয়া যেন এই রূপ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। ইনিই কি ইরাণাধিপতি বীরবর জামসেদ হইবেন? সম্ভব। অন্তর্যামিন! অদৃষ্টে কি আছে, তুমিই জান।" রাজবালার নেত্রযুগল বিন্দু বিন্দু অশ্রুসিক্ত হইল।

নিরখি নয়নে স্বীয় প্রণয়-প্রতিমা
চিরারাধ্য, অকলঙ্ক—শশাঙ্ক সদৃশ
লাবণ্য-নিলয়, মুগ্ধা নরেশ-নন্দিনী
হইলা চঞ্চলা অতি, ভাবের তরঙ্গ
পরাভবি সৌদামিনী-গতি, দ্রুত তাঁর
খেলিতে লাগিলা মনঃসরে, উদ্বেলিয়া
অন্তর-প্রতাপে, ধনী তীক্ষ্ণ স্মর-শরে
হইলেন জর্জ্জরিতা; অলক্ষ্যে অচিরে—

কি যেন অনল আহা জ্বলিল হৃদয়ে,
যথা দাবানল বনে। প্রেমের আবেশে
উচ্ছ্বসিতা, ছিন্ন করি লজ্জার-বন্ধন,
সুধীরে কম্পিতকণ্ঠে কহিলা সম্বোধি
প্রিয় ভাষে, আহা যেন ঝঙ্কারিল বীণা-
সপ্তস্বরা, "হে বীরেন্দ্র! পথ-শ্রান্ত পান্থ!
কেন মৌন? ম্লানমুখে উপবিষ্ট কেন
এ কঠিন ধরাসনে একেশ্বর? উঠ,
চল, শান্তিময় স্নিগ্ধ ছায়া-সমন্বিত
এ কুঞ্জ-কাননে মম, বিশ্রামিলে তথা
ক্ষণকাল, সুশীতল মৃদুল মারুত
সেবিলে হে আর্য, দূরে যাবে অবসাদ-
তমঃ তব; প্রফুল্লতা-বিদ্যুৎ-লহরী
খেলিবে ও বরাননে, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা
হবে উচ্ছলিত, আহা পাইবে পরম
প্রীতি চিতে। নিবারিব তৃষ্ণা তব
সুশীতল সুবাসিত নির্ম্মল সুস্বাদু
সলিলে, শান্তিব ক্ষুধা খাদ্যে উপাদেয়,
অতীব যতনে। দাসদাসী অবিরত
রবে রত পরিচর্য্যা তরে সন্নিকটে।
অতএব মহাভাগ! কেন ভাব আর?
উঠ, চল এ মনোজ্ঞ নিকুঞ্জে আমার।"

প্রণয়াকুলা ষোড়শী রাজনন্দিনী বৃক্ষমূলে উপনীতা হইয়া জামসেদকে মৃদু মধুরে ইহাই কহিলেন। আরও বলিলেন, "মহাশয়! সহচরী-মুখে আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠুন

মধ্যে আমার বিশ্রাম-ভবনে আসুন, আমা কর্তৃক আপনার এই ক্লেশ বিমোচিত ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

জামসেদ রাজনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসাবাদ ইতিপূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। এক্ষণে সেই রূপ-মাধুরী প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর করিয়া নয়ন ও মনের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। অধিকন্তু কোমলাঙ্গীর এই কমনীয় অনুকূল বাক্যালাপে তাঁহার পথশ্রান্তি ও অনাহার-জনিত ক্লেশের সংক্ষিপ্ত অবসান হইল বলিয়া তাঁহার অনুমিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় অপরিচিতা যুবতী রমণীর সহিত,—বিশেষতঃ রাজকুমারীর সহিত কথোপকথনে পাছে কোন নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, বামাঙ্গীর বিমল বদন-সুধাকরের প্রতি স্বকীয় নয়ন-চকোর সংযোগ করিয়া মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে মুগ্ধস্বভাবা বুদ্ধিমতী ভূপাল-তনয়া জামসেদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অভয়দানে কহিলেন, "কি চিন্তা করিতেছেন? সন্দেহ কিসের? আমার পিতা জাবলেশ্বর আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। আমি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যে কার্য্যই করি না কেন, তাহাতে তাঁহার অণুমাত্র আপত্তি নাই। আমার কার্য্য, তিনি আপন কৃতকার্য্যের ন্যায় মনে করেন। আমি তাঁহার এক মাত্র কন্যা; তাঁহার স্নেহ-মমতা প্রভৃতির উত্তরাধিকারিণী আমিই। তাই বলিতেছি, সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া অযথা কষ্টভোগে কোন ফল নাই।"

অসামান্যা সুন্দরী রাজনন্দিনীর খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও ঈদৃশ স্বভাবের বিষয়ও সম্পূর্ণ অবগত সত্বেও জামসেদ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু তিনি সেই ভুবনমোহিনীর প্রেমপূর্ণ প্রফুল্ল বদন-শতদলে নেত্র-নিমিলন করিয়া প্রস্তর-প্রতিমাবৎ স্থিরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় প্রেমাপ্লুত হইল। ইত্যবসরে

সুরসুন্দরী "কি চিন্তা করিতেছেন? আপনি অসঙ্কুচিতচিত্তে আমার সহিত আসুন," বলিয়া সুকোমল কর-পল্লবে তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিলেন। নারী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা বা ভয় তদীয় এতাদৃশ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। অগত্যা জামসেদ তখন গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে রাজনন্দিনার উপবন মধ্যস্থ এক মনোরম স্থানে যাইয়া উপনীত হইলেন।

উদ্যান-অভ্যন্তরস্থ মধুর মারুত-পরিসেবিত নির্ম্মল-সলিল নির্ঝর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রাজবালা পরিচারিকাদিগকে মণিমাণিক্য-বিখচিত স্বর্ণময় গালিচা পাতিতে ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হইল। তখন রাজকুমারী, ইরাণেশ্বর জামসেদকে তদুপরি উপবেশন করাইয়া আপনি তাঁহার সম্মুখভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং অভ্যাগতের পিপাসা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রসনা-তৃপ্তিকর বিবিধ উপাদেয় রাজভোগ ও সুশীতল পানীয় আনয়নার্থ অনুমতি করিলেন।

প্রথমতঃ গোলাপ-প্রভা-গঞ্জিত কোমলকপোলা সুন্দরী পরিচারিকা-বৃন্দ সমাগত হইয়া পরম যত্নে ও বিনীতভাবে জামসেদের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিল। পরে তাহারা সকলেই সেই রজত-সলিল সরোবর পার্শ্বদেশে উপবেশন করিল। অনন্তর জামসেদ আগ্রহসহকারে রাজনন্দিনী-প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্যাদি ভোজন করিতে লাগিলেন। অধিক পরিমাণে সুরভিত সুমিষ্ট সুরা পান করায় তাঁহার অন্তঃকরণের সমুদয় দুঃখ বিদূরিত হইল। স্মৃতিক্ষেত্রে বিগত বেদনার চিহ্নমাত্র রহিল না। আহা! ক্ষণকাল মধ্যে তদীয় অন্তরাত্মার সজীবতা সম্পাদিত হইল। বিশুষ্ক বদন-কমল প্রফুল্লতার সুখ-সলিলে স্বীয় স্বাভাবিক হাস্য বিকাশ করিতে লাগিল। তিনি যৎকালে পান ও ভোজনে নিরত ছিলেন, তখন রাজনন্দিনী তাঁহার ভোজন-শৃঙ্খলা, রীতিনীতির সৌষ্ঠবতা ও ভাবভঙ্গি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে কহিলেন, "ইনি অবশ্যই কোন রাজা হইবেন।"

অতঃপর নরেশবালা অতিথিকে পথশ্রান্ত ও অত্যধিক ক্ষুধিত জানিয়া আরও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিলেন। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট ভূপাল কেবল সুরাপ্রার্থী হইলেন। তাহাতে রমণী কহিলেন, "মহাশয়, আপনি সুরা এতই প্রিয় বিবেচনা করেন?" তিনি কহিলেন, "সুন্দরি! সুরাপানে আমি জগৎ শত্রুশূন্য মনে করি। ইহা দ্বারা অরাতিকুলের ভ্রূকুটিপূর্ণ ভীষণ মুখমণ্ডল আমার হৃদয় হইতে যেন চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়। তাই বলিয়া মদ্য ব্যতীত আমার যে চলে না, তাহা নহে। ইহা না পাইলেও আমি শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি হৃদয়গ্রাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় সুরার দোষগুণ বিবৃত করিলেন।

বক্তার সুকোমল মধুর কণ্ঠ এবং বর্ণনার শব্দবিন্যাস ও লালিত্য দ্বারা রাজনন্দিনি তাঁহাকে নিঃসন্দেহে মহারাজ জামসেদ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন এবং স্বীয় মনোভিলাষ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে বলিয়া—হৃদয়ের চিরপোষিত আশালতা মুকুলিত হইবে ভাবিয়া অন্তরে কতই সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। রাজপ্রাসাদে জামসেদ বাদশাহের এক মনোরম প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। এই সময়ে তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি স্বকীয় সন্দেহ নিরসন মানসে সকলের অজ্ঞাতসারে জনৈক পরিচারিকাকে তাহা আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। ভাবতরঙ্গে আন্দোলিতা ভূপালাত্মজা আবার ভাবিলেন, "প্রতিকৃতিরই বা কি প্রয়োজন? এই সম্মুখস্থিত পুরুষরত্ন নিশ্চিতই—বাস্তবিকই আমার সেই হৃদয়হারী চিরারাধ্য প্রিয়তম জামসেদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা উপস্থিত। কোথা হইতে এক পারাবত-দম্পতি নির্ঝর নিকটস্থ উদ্যান-প্রাচীরের উপরে আসিয়া উড়িয়া বসিল এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রবল প্রেমাসক্তি বশতঃ কখন পরস্পর মুখ-চুম্বন, কখন মধুকলেবরে অব্যক্ত প্রেমগাথা গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ, কখন বা অসহ্য প্রণয়াবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠদেশে

উড়িয়া বসিতে উদ্যত। লজ্জাশীলতার বিষম বিঘ্নকর এই বিসদৃশ ভাব দর্শনে রাজকুমারী লজ্জাবনত মস্তকে কিছুক্ষণ রহিলেন। পরে এই নির্লজ্জ কপোতযুগলের শাস্তি বিধানার্থ স্বকীয় ধনুর্ব্বাণ আনাইয়া জামসেদকে কহিলেন, "মহাশয়! অগ্রে কাহার উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া ভূপাতিত করিব, আপনিই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিউন।" জামসেদ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "রাজনন্দিনি! আমার একটী কথা শুনুন। আশা করি, বিরক্তি প্রকাশ বা দোষগ্রহণ করিবেন না। দেখুন, পুরুষের সমক্ষে কোমলাঙ্গী রমণীকুলের এতাদৃশ কোনও কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। রমণী যদিও অধিকতর বীর্য্যশালিনী বুদ্ধিমতী ও বিদুষী হয়েন, তথাপি তাঁহাকে পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য্য করাই রমণীকুলের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ব্রত। অতএব সুন্দরি! আমাকে ধনুর্ব্বাণ দিউন—আমিই শর সন্ধান করি। এতদ্দ্বারা এ শরণাগত জন ধনুর্ব্বিদ্যায় কতদূর নিপুণ, ইহাতে তাহার পারদর্শিতা আছে কি না, তাহাও আপনার অবিদিত থাকিবে না।" এই বাক্য শ্রবণে কুমারী লজ্জিতা হইয়া তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিলেন। এই মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল ও স্ফীত হইয়া উঠিল। জামসেদ কহিলেন, "দেখুন, যদি আমি কপোতীর প্রতি শরক্ষেপে সাফল্য লাভ করি, তবে আমার নির্ব্বাচিত সুরসুন্দরী আমার প্রতি কি প্রসন্ন হইবেন?" রাজবালা মৃদু হাস্যের সহিত অপাঙ্গে চাহিয়া সম্মতিদান করিলেন। তখন রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতি গম্ভীরভাবে কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করতঃ পারাবত-পত্নীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ নিপুণতার সহিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন যে, কপোতী সেই অব্যর্থ সন্ধান এড়াইতে পারিল না। তাহার পক্ষপুট শরবিদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানেই নিপতিত হইল। পারাবত এই আসন্ন সঙ্কটে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিল বটে, কিন্তু প্রণয়িনীর দুর্দ্দশা দৃষ্টে তাহার

অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিল। সে স্বভাবসিদ্ধ প্রণয়ানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উড়িয়া বসিল।

এইরূপ কথিত আছে যে, রাজদুহিতার শরাসন এরূপ দৃঢ় ও কৌশলময় ছিল যে তাহাতে জ্যা-সংযোগ করিয়া বাণক্ষেপ করে, তৎকালে এরূপ শৌর্য্যশালী পুরুষ কেহই পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু ভীম-বিক্রম আগন্তুকের নিকট সেই কুলিশোপম কঠিন ধনু যখন কোমল কুসুমবৎ প্রমাণিত হইল, তখন নরেশনন্দিনীর আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি জামসেদের বলবীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মনে মনে কহিলেন, "আর প্রতিকৃতি আনয়নের আবশ্যক কি? ধাত্রী-বর্ণিত রাজপুত্র জামসেদ ব্যতীত ইনি যে অপর কেহই নহেন, ইহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম।" এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি স্মিতবদনে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেম বিহ্বল মৃদু মধুস্বরে কহিলেন, "কপোত পূর্ব্ব স্থানে পুনঃ উপবেশন করিয়াছে। যদি আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হয়, প্রথম সন্ধানেই উহাকে যদি বাণবিদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যাহার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবন-যৌবনাধীশ্বর জ্ঞানে যাঁহার কণ্ঠদেশে আমি মনে মনে মাল্য অর্পণ করিয়াছি, এই সভামণ্ডপস্থিত সেই রমণী-রঞ্জন পুরুষপ্রবর আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন কি?" জামসেদ অবিলম্বে প্রমোদিনীর এই বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লইলেন। কিন্তু রাজ-পুত্রীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে ধাত্রী সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত। ধাত্রী সুন্দরী-প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত তাবত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং জামসেদের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষান্তর প্রীতি-প্রফুল্ল-বদনে কহিল, "সৌভাগ্যবতি! শুভকরী জ্যোতিষ-বিদ্যা কখন মিথ্যা ফল প্রসব করে না এবং নিয়তি-লিপিও পরিবর্ত্তিত হইবার নাহে। দেখ, পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে ভাবী সংবাদের কথা বলিয়াছিলাম, অনন্ত মহিমার্ণব মঙ্গলময় বিশ্বপাতার অনুগ্রহে অদ্য তাহা সফল হইবার উপক্রম

হইয়াছে। তজ্জন্য আমাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার বা যত্নও করিতে হইল না। স্বয়ং যুবরাজ জামসেদ তোমার মনোমোহন বিলাস-উদ্যানে আসিয়া সমুপস্থিত। ইহা অবশ্য দৈবের অভিপ্রেত শুভ নির্ব্বন্ধ বলিতে হইবে। কিন্তু সাবধান, সৌভাগ্যের এই শুভ সূত্রপাতে ভ্রমেও অন্যমনস্ক থাকিও না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি, এই কল্যাণ-কর সম্মিলনে সর্ব্বশক্তিময় জগদীশ্বর তোমাকে ভুবনবিজয়ী বীর পুত্র প্রদানে অনুগৃহীত করিবেন।" অনাঘ্রাত গোলাপসুন্দরী ষোড়শী ললনা জামসেদকে ইতিপূর্ব্বেই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, পরন্তু ধাত্রীর নিকটে পুনঃ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রেমাবেগ দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল—যেন করতলে আকাশের চন্দ্র প্রাপ্ত হইলেন। হর্ষাতিশয্য বশতঃ তাঁহাকে যেন উম্মাদিনীর ন্যায় অনুমিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রণয়-প্রবাহ অনিবার্য্যরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ইচ্ছা আলাপ করেন, কিন্তু যেন শত যত্নেও রসনা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল না। সকলেই ক্ষণকাল চিত্রার্পিত প্রতিমাবৎ নীরব ও নিস্পন্দ। ইত্যবসরে এক পরিচারিকা প্রতিকৃতি আনিয়া রাজনন্দিনীর হস্তে প্রদান করিল। রাজবালা উল্লিখিত চিত্রের সহিত অভ্যাগত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন গঠন-সৌষ্ঠব সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইল দেখিয়া, সহর্ষে উহা জামসেদের করতলে অর্পণ করিলেন। নরপাল সহসা স্বকীয় প্রতিরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অতঃপর আপনার পূর্ব্ব সুখসমৃদ্ধি, বিপুল বিভব, রাজদণ্ড-ছত্র-সিংহাসনাদি গৌরব গরিমার কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার শোকাগ্নি সহস্র শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত দরবিগলিত ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। নরেশবালা তদ্দর্শনে মৃদু করুণে কহিলেন, "রাজন্! একি! এমন আমোদালাপের প্রারম্ভে অকস্মাৎ

বিষাদিত হইবার কারণ কি? কি জন্য এত ম্রিয়মাণ হইয়া হা-হুতাশ ও ক্রন্দন করিতেছেন! আমাদের সেবা-শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটিতে কি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? হায়, তবে বুঝি, এই মন্দভাগিনীই আপনার এই নিরানন্দের কারণ। যাহাই হউক, যদি অজ্ঞাতে কোনও অসৌজন্য হইয়া থাকে; তবে সহৃদয়তার গুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া আমার উদ্বিগ্ন চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন।"

জামসেদ মস্তকোত্তোলন করিয়া নম্রভাবে কহিলেন, "না না না, তাহা নহে। চারুশীলে! ভ্রমেও ওরূপ কুচিন্তা মানসে স্থান দান করিবেন না। আমি আপনার সদয় ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি প্রীতি-লাভ করিয়াছি। এ উপকার আমার হৃদয়ে চির জাগরুক থাকিবে। তবে আমার বিষাদ্ কি জন্য, শ্রবণ করুন। এ সংসারে কাহার অবস্থা চিরদিন সমভাবে অতিবাহিত হয় না। সুখদুঃখ পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকের উপর প্রভুত্ব করিয়া চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে। সুখ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় আলোক দেখাইয়া তন্মুহূর্ত্তেই গভীর তিমির-গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া যায়। সেই জন্য বাস্তবিক হৃদয়বান ও জ্ঞানরত্নমণ্ডিত মহাত্মারা পরকীয় অবস্থানুযায়ী সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি যদিও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—তাদৃশ মহৎ জনের সমকক্ষ নহি, তথাপি আজ মহারাজ জামসেদের প্রতিরূপ দর্শনে তদীয় দুরবস্থার কথা স্মরণ হওয়াতে আমার অন্তর বড়ই ব্যথিত হইয়াছে। হায়, এক দিন যিনি সসাগরা পৃথিবীর সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, আজ কিনা তিনি দুরদৃষ্টের অঙ্কুশ-তাড়নে ব্যতিব্যস্ত, সিংহাসনচ্যুত, রাজ্য-বিতাড়িত ও ধ্বংসদশাপন্ন। বিষম বিধাতা সিংহের কবল, ধূর্ত্ত শৃগালকে অর্পণ করিয়াছেন। সেই পবিত্র সিংহাসনে অপবিত্র সর্পবন্ধ জোহাক সমারূঢ় হই-য়াছে। অহো, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দুগ্ধফেননিভ সুকোমল কুসুম-শয্যা যাঁহার বিশ্রামের উপাদান ছিল, অসংখ্য দাস-দাসী ও সৈন্য

সামন্ত যাঁহার অনুমতি অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত, আজ কিনা তিনি অসহায় দরিদ্রের বেশে নিজের প্রাণ রক্ষার্থ দুর্গম গিরি-গুহা, কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তর এবং হিংস্র জন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্যানী পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন। হায়, এই অসহনীয় মহা-সঙ্কটে তিনি জীবিত আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয়ত কাননবিহারী রক্তমাংসলোলুপ ভীষণ সিংহ-ব্যাঘ্র তাঁহাকে গ্রাস করিয়া আপনাদের জঠর-যন্ত্রণার উপশম করিয়াছে। রাজকুমারি! এই কারণেই আমার অন্তরে হরিষে বিষাদের উদয় হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন!" রাজকন্যা ও ধাত্রী বক্তার এই মহাজনোচিত কৌশলপূর্ণ সুমধুর বাক্যালাপ শ্রবণে যদিও তাঁহাকে জামসেদ বলিয়া নিশ্চিত অবধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! সত্য বলুন, আপনি কি নরপতি জামসেদ নহেন?" তিনি অস্বীকার করিলেন। আবার প্রশ্ন হইল, "তবে এই প্রতিকৃতি কি প্রকাশ করিতেছে?" ইহাতে জামসেদ কহিলেন, "সুন্দরি! শারীরিক গঠন-সৌষ্ঠব বা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জাম-সেদের সহিত আমার মিল হইতে পারে, ইহা অসম্ভবও নহে; বলুন দেখি, এই বিশ্বসংসারে একের সহিত অপর মানবের কি আকারগত সামঞ্জস্য থাকে না?"

রাজকুমারী ও তাঁহার ধাত্রী জামসেদকে পরিচয় প্রদানার্থ আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সহিত বিবিধ প্রকারে পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেন এবং নানা কৌশল, পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই আত্ম-প্রকাশ করিলেন না। তখন ভূপাল-নন্দিনী প্রেম-তরলিত কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "রাজন্! আমার এই ধাত্রী প্রতিনিয়ত আমাকে এই সুসংবাদ দিত যে, রাজরাজেশ্বর জামসেদের সহিত তোমার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এবং সেই শুভ সম্মিলনের ফলস্বরূপ তোমার গর্ভে তাঁহার এক সুকুমার

কুমার জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি এই আনন্দের সংবাদ শ্রবণ অবধি সম্রাট জামসেদকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং সেই শুভ সম্মিলনের আশায় পিপাসাপীড়িতা চাতকিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টে অপেক্ষা করিতেছি। এ সংসারে তিনিই আমার হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র রাজা। ফলতঃ আমার অন্তর প্রথম দর্শনেই মহারাজ জামসেদ জ্ঞানে আপনার উপর আকৃষ্ট হইয়াছে। তবে আপনি কি জন্য সত্য গোপন করিয়া অনর্থক এ দাসীকে প্রতারিত করিতেছেন? দেখুন, অনেকানেক রাজ্যাধিপতি আমার পাণিপীড়নার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সমুদয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, কাহার প্রস্তাবে সম্মতিদান করি নাই। আমি যখন আপনারই ভোগ্যা—আপনারই জন্য নির্দ্দিষ্ট, অন্য কাহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইব না, তখন কি অপর প্রস্তাব আমার নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে?" রাজবালা ইহা বলিয়া ধাত্রী ব্যতীত যাবতীয় পরিচারিকাকে তথা হইতে বিদায় প্রদান করিলেন এবং নির্জ্জনতা পাইয়া উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগে কহিলেন—

"কত দিন হতে, নিদ্রা গেছেন ছাড়িয়া
অভাগীরে, প্রেমাবেশে জাগরিত আছে
কোমল অন্তর মম দীর্ঘ কাল ধরি।
আশায় জীবিত আছি আজো. একবার
চাহ করুণার আঁখে,—প্রফুল্ল-আননে
মম প্রতি, প্রাণেশ্বর! ঘুচাও যন্ত্রণা।
নতুবা এখনি আমি সম্মুখে তোমার
জুড়াইব যত জ্বালা প্রাণ পরিহরি।
এস নাথ, এই লও দাসীর জীবন
তব, অবলার ক্ষুদ্র প্রাণে আর কত
সহিবারে পারে হায় এ ভীম যাতনা?"

ইহা বলিয়া সুন্দরী কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রযুগল অশ্রুপ্লাবিত হওয়ায় যেন প্রফুল্ল নীল নলিনী-দল হইতে মুক্তা ঝরিতে লাগিল। কি অপূর্ব্ব মাধুরী! এই দুঃখ-বিষাদের মধ্যেও জামসেদ স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করিলেন। তাঁহার মনের দৃঢ়তা কিয়ং পরিমাণে শিথিল হইয়া গেল। ইহার উপর যখন নরেশ-নন্দিনী নারী-স্বভাব-সুলভ মৃদু মধুর কোমল বাক্যে মিষ্ট অনুযোগ ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। অলোক-সামান্যা সুন্দরীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তদীয় দুঃখ দর্শনে কাতর ও দয়ার্দ্রচিত্তে প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, "হৃদয়-রঞ্জিনি! আর রোদন করিও না, শোক সংবরণ কর। আমি এ স্থলে আগমনাবধিই তোমার প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। তোমার নিকটে আমার কোন বিষয় গুপ্ত থাকে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু কি করিব, দুইটী গুরুতর কারণ বশতই আমি সংপ্রতি সত্য পরিচয় দানে বিরত আছি। প্রথম কারণ এই—আমার এক জন ভয়ানক শত্রু আছে; সে অনুসন্ধান পাইলে আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে; এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ— আমি কখন নারী-জাতিকে বিশ্বাস করি না, তাহাদের নিকটে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে আমার সাহস হয় না। যেহেতু—

সৌভাগ্য বিপদ-মূল ভবে,
সম্পদ হইতে মোর,
বিপত্তি ঘটেছে ঘোর,
কোন্ নারী মন্ত্র গুপ্ত রাখিয়াছে কবে?
সম্পদে মরণ হতে হায়,
শত গুণে শ্রেষ্ঠ এ ধরায়,
দীন হয়ে দিন যাপি নির্ব্বিঘ্নে নীরবে?

প্রেমোন্মাদিনী এই অদ্ভুতাপোক্তি শুনিয়া কহিলেন, "রাজন্!

সকল রমণীকেই কি এইরূপ মন্দ প্রকৃতিক বিবেচনা করেন ? সকলেরই অন্তর কি এক উপাদানে—কাপট্য-খলতায় গঠিত ? আপনি সকল পুরুষকে পুরুষ এবং সকল নারীকে নারী বা সম প্রকৃতির মনে করিবেন না। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব ? আমা হইতে আপনার অনিষ্ট হইবে, এই কি আপনার বিশ্বাস ? আমি আপনাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ও মূল্যবান জ্ঞান করি, জানিবেন।”

জামসেদ এক্ষণে দেখিলেন, আর আত্মগোপন করা সহজ নহে, তিনি পরাজিত হইলেন। প্রণয়ের দীর্ঘ শ্বাস, দুঃখের অশ্রুবিন্দু, হতাশ হৃদয়ের তীব্র তিরস্কার ও বিনয়-ব্যাকুলতার যত্ন-অনুরোধে তাঁহার বীর হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি প্রেম-মুগ্ধ-হৃদয়ে রাজবালাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার পরিচয় জ্ঞাপন এবং স্বীয় দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। তখন নৃপবালা আগ্রহোৎফুল্ল-চিত্তে জামসেদের হস্ত ধারণ করিলেন; যেন করতলে চন্দ্র পাইলেন। চাতকিনীর নবঘন দর্শনের ন্যায়, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্তির ন্যায়, দরিদ্রের ধনভাণ্ডার লাভের ন্যায়, তিনি মহোল্লাসিতা হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে আনন্দ-প্রভা প্রতিভাত হইতে লাগিল। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া হাস্যমুখে হেলিতে দুলিতে কোমল করে প্রেমাস্পদের হস্তধারণ করিয়া প্রমোদ-কানন মধ্যস্থ আপনার গুপ্ত বিলাস-ভবনে চলিয়া গেলেন এবং দেশের প্রথানুসারে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দাম্পত্য-প্রেমালাপে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এ জগতে যে কোন বিষয় হউক না কেন, নবোদ্যমের উদ্দীপনা অতি গাঢ় ও অমৃতোপম। তাই এই অনাঘ্রাত প্রস্ফুটিতা কামিনীকুসুম স্বীয় প্রেমাস্পদের সহিত প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায়, দেহে দেহে সম্মিলিত হইয়া প্রেমসমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন।

রাজনন্দিনী দিনযামিনী প্রেমালাপেই মত্ত থাকেন, পিতৃ-দর্শনার্থ

আর গৃহে গমন করেন না। এ দিকে মহারাজ কোরঙ্গও দেখিলেন, তাঁহার কন্যা যে নিয়মে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, বহু দিন হইতে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। তিনি বিস্ময় ও চিন্তার সহিত অস্থির হইয়া দুহিতার এই দীর্ঘ কাল অনুপস্থিতির কারণ কি? কেন এরূপ ঘটিল, ইহার অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন এবং অবগত হইলেন যে, রাজবালা এক অভ্যাগত বৈদেশিক পুরুষকে বিবাহ করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন, অপর কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার আর স্পৃহা নাই—সমস্তই ভুলিয়াছেন। পিতার বিনানুমতিতে বিবাহ! নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এত দূর স্বেচ্ছাচারিণী! কি লজ্জার কথা! কি ক্ষোভের বিষয়!! কি নিন্দনীয় কার্য্য!!! এত দূর অপমানজনক কার্য্য কি রক্তমাংসময়-দেহ মানবের, বিশেষতঃ এক জন রাজার সহ্য হয়? জাবলরাজ শ্রবণমাত্র ক্রোধে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন,সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। রোষ-রঞ্জিত-লোচনে যেন অনল-স্ফুলিঙ্গ খেলিতে লাগিল। কি যে করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে অক্ষম হইলেন। এদিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ প্রমোদোদ্যানে পৌঁছিল। রাজবালা পিতার ক্রোধের কথা শুনিয়া অতীব ভীতা ও ভাবিতা হইলেন। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কমল শুকাইয়া গেল, হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল। আনন্দ, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, সকলই তিরোহিত হইল। অবশেষে বুদ্ধিমতী জামসেদকে উদ্যানে রাখিয়া পিতার ক্রোধ শান্তির জন্য চিন্তাকুল-চিত্তে অচিরে রাজভবনে প্রস্থান করিলেন।

ভূপাল-তনয়া গৃহাগত হইয়া পিতার সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা রহিলেন। ঘটনার সত্যতা শীঘ্রই প্রকাশিত হইল। তখন রাজা ক্রোধমলিন মুখে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "রে অকৃতজ্ঞ-হৃদয়া স্বেচ্ছাচারিণি! রে দুঃশীলে! তুই কি করিলি? অযোগ্য প্রেম-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আভরণ ও অমূল্য নিধি যে

লজ্জা, কুক্ষণে তাহাও জলাঞ্জলি দিলি ? লোকাপবাদ-ভয় কি একবারও তোর মনে উদয় হয় নাই ? তোর ঐ সুদৃশ্য সুকোমল গণ্ডস্থল, যাহা এক দিন যৌবন-বসন্তের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হ'ত, আজ কিনা তাহা পরিশুষ্ক—ম্লান, সে মোহনীয় ভাব একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কই তোর সে লাবণ্য, কই তোর সে কোমলত্ব, কই তোর সে মাধুর্য্য !!! হায় এই নিমিত্তই কি তোরে প্রতিপালন করিয়াছিলাম। অহো সূক্ষ্মদর্শী পূজনীয় পণ্ডিতেরা যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"হউক কামিনীকুল সৌন্দর্য্য-আধার,
মিথ্যারতা, অবিশ্বাসী, ধূর্ত্তা অনিবার।"

জাবলাধিপতি কন্যাকে এবম্প্রকারে বহু ধিক্কার দিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী পিতার শেলক্ষেপ সম তীব্র তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া তদীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহরণ মানসে নতমুখে কহিলেন, "পিতঃ ! আপনি কি আমাকে ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিবেকানুসারে এই তিরস্কার করিলেন ? আমার স্বভাব, আমার কার্য্য, আমার ব্যবহার আপনি কি অবগত নহেন ? আমি আপনাকে কোন প্রকারে লজ্জায় নিপাতিত করি নাই ; আপনার নিষ্কলঙ্ক কুলে, আপনার নির্ম্মল যশো-শশধরে আমা কর্ত্তৃক কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। আমি কখন আপনার মস্তক উন্নত ব্যতীত অবনত করি নাই। যখন পৃথ্বীপতি জামসেদের সহিত আমার বিবাহ অদৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সম্প্রতি আমি আপনার নির্দ্দেশ মত স্বয়ম্বর প্রথানুসারে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আমা হইতে লজ্জাজনক বা দোষের কার্য্য কি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ?"

এইরূপ উত্তেজনার সহিত বিনয়-নম্র-বচনে আত্ম-সমর্থন করিলে পর ধাত্রী আসিয়া তৎক্ষণাৎ রাজবালার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক জাবলরাজকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিল, কহিল, "মহারাজ ! ইতিপূর্ব্বে আপনার

নিকট যে ভাবী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহা সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপাতা ভূপতি জামসেদকে আপনার রাজ্য মধ্যেই উপস্থিত করিয়াছেন। আপনার কন্যা শীঘ্রই পুত্রের মাতা হইবেন।"

ধাত্রীর কথা সাঙ্গ হইলে রাজকুমারী পিতার সম্মুখে নম্রভাবে উপবিষ্ট হইয়া লজ্জা-বিজড়িত তেজস্বিতার সহিত পুনরায় কহিলেন, "পিতৃদেব! আপনি নিঃসন্দেহে জানিবেন, আমা কর্ত্তৃক আপনার অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই। কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি উৎসব-সভায়, কি গৃহাবরোধে, আমি সর্ব্বত্রই আত্ম-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকি। স্মরণ করিয়া দেখুন, আপনিই তো আমাকে স্বয়ম্বরা হইবার জন্য সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমি তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছি; ইহা আমার স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্ম নহে। পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি, নরকুলের গৌরব-স্বরূপ মহাবল পুরুষরত্ন মহারাজ জামসেদকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি। বলুন তো, এতদ্দ্বারা আপনার সম্ভ্রম ও গৌরব বৃদ্ধি ব্যতীত অপচয় কি হইয়াছে?"

জাবলেশ্বর অবশেষে এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সুখ-সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল। ফলতঃ প্রিয় পাঠক! তাঁহার এই আনন্দ বিবাহজনিত বা সদিচ্ছামূলক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। মহারাজ জামসেদ তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নবীন সম্রাট জোহাকের হস্তে অর্পণ করিলে প্রচুর পুরস্কার ও সম্মান লাভ হইবে। এই আশাতেই তাঁহার আনন্দ; এই আশাতেই তাঁহার হাস্যবদন! কি ভয়ানক দুরভিসন্ধি! কি রাক্ষসোচিত কল্পনা!! কপটাচারী নৃশংস জাবলেশ্বর এই ঘৃণ্য সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়া দুহিতাকে হাস্য বিকশিত বদনে কহিলেন—

"সুখের বারতা অতি মঙ্গলদায়িনী
প্রদানিলে আজি, ধন্যা তুমি কন্যা মম!
তোমার গৌরবে আমি গৌরব-মুকুটে
হব বিভূষিত, আহা শুভক্ষণে অতি,
আনায় মাঝারে সিংহ হয়েছে পতিত
মহাবল ; জামসেদে পাইয়াছি হাতে।
ত্বরা তারে বন্দী-রূপে করিয়া প্রেরণ
নবীন ভূপাল সেই জোহাক সদনে,
সাধনিয়া মহাতুষ্টি সে মহারাজার,
সম্মান সুযশঃ খ্যাতি সহ, তাঁর কাছে
লভিব গো রাজাধন, প্রীতি পুরস্কার।"

এই কুলিশপাতোপম নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র রাজবালা উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। দর-বিগলিত অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল ; হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন কালকূট জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যেক কেশরন্ধ্রে অত্যুষ্ণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি কি এক অব্যক্ত ভীষণ যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পিতার পদতল-বিলুণ্ঠিতা হইয়া সবিনয় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "পিতঃ! রাজ্যধনের প্রলোভনে পতিত হইয়া ঘোরতর নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিবেন না ; এমন এক জন নিরপরাধ শ্রেষ্ঠ রাজার হত্যাভাগী হইবেন না—আপনার নির্মল চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবেন না। দেখুন এ জগতে ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী নহে ; কিন্তু মন্দ কার্য্যজনিত কলঙ্ক অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অতএব এই নিন্দনীয় ভীষণ অপকর্ম্মে নিবৃত্ত থাকিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করুন। অরাতিকুল দমনার্থই তরবারির আবশ্যক, কিন্তু তাহা আত্মীয়-স্বজনের বিনাশার্থ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে সর্ব্বশক্তিধর মহান্ পুরুষ মানবের শক্তি, সামর্থ্য ও অমূল্য জীবনদাতা

তাঁহাকে ভয় করিবেন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন। আর আপনি তো অবগত আছেন, আশ্রিত ব্যক্তি চিরশত্রু হইলেও তাহার অনিষ্ট সাধন করা ন্যায়ানুমোদিত নহে। আরও দেখুন, জামসেদ এক দিন রাজরাজেশ্বর ছিলেন; আপনি তাঁহার অধীনে থাকিয়া অনুজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছেন। আজ তিনি দৈববিড়ম্বনে রাজ্যভ্রষ্ট ও দেশান্তরিত! কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ ও বাধাবাধকতা ছিন্ন করিয়া তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? অতএব পুনঃ বলিতেছি, এই দুরভিসন্ধি পরিহার করুন। আর যদি নিতান্তই না শুনেন, যদি নিতান্তই তাঁহার নিধন সাধন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন; তবে অগ্রে আপনার এই হতভাগিনী দুঃখিনী কন্যার মস্তক দেহ হইতে অসি প্রহারে বিচ্ছিন্ন করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করুন।"

ইহা বলিয়া রাজনন্দিনী গভীর দুঃখে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চকণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যার শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে পিতার অন্তর স্নেহার্দ্র হইল; পাষাণে কোমলত্বের সঞ্চার হইল। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন এবং কন্যাকে সাদর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া মধুর প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, "মাতঃ! আর রোদন করিও না, চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর। অতঃপর নিশ্চয় জানিও, আমা হইতে জামসেদের উপকার ব্যতীত আর অপকার হইবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তাঁহাকে রাজ্য-ধন-সম্পত্তি ও সৈন্য-সামন্ত দানে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা ও তাঁহাকে পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিব। তুমি অবিলম্বে এই সংবাদ জামসেদের কর্ণগোচর করিয়া তদীয় উদ্বিগ্নচিত্তে সান্ত্বনা প্রদান করিবে এবং আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিও, আমি কল্য প্রত্যূষেই প্রমোদোদ্যানে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। তাঁহাকে নিরাতঙ্কে প্রফুল্লমনে

অবস্থান করিতে বলিবে। শত্রু অতি প্রবল হইলেও এস্থলে তাঁহার কেশস্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না।" পিতার এই অনুকূল বাক্য শ্রবণে রাজবালার অন্তরাত্মা সজীব হইয়া উঠিল; উৎকণ্ঠা তিরোহিত হইল। তিনি উৎসাহ-উৎফুল্ল-অন্তরে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিভরে জনকের পদে প্রণতিপূর্ব্বক দ্রুতগতি উদ্যানের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যথাকালে তথায় উপনীত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তর স্বামীর পার্শ্বদেশে উপবেশনান্তর পিতার আগমনবার্ত্তা এবং তৎসহ এই শুভ পরিণয়ে তাঁহার আনন্দ প্রকাশের কথা জানাইয়া স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। অতঃপর হাস্য-কৌতুক, গীতবাদ্য ও নৃত্য-ক্রীড়াদি বহুবিধ আমোদ-প্রমোদ করণান্তর সেই প্রেমিকদম্পতি প্রেমালাপে সুখদায়িনী যামিনী যাপনার্থ কুসুমকোমল কমনীয় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন।

এদিকে রজনী-প্রভাতে জাবলেশ্বর জামাতৃ-দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি রাজোচিত আড়ম্বর ও লোকজন সহ উদ্যানের অভিমুখে চলিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে তথায় উপনীত হইলেন। চতুর-চূড়ামণি জামসেদ জাবলেশ্বরের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। তখন পরস্পর যথারীতি সাদর সম্ভাষণ হইল। জাবলস্থানাধিপতি জামাতার প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা ও স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিলেন "আপনাকে জামাতারূপে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এতদপেক্ষা পরম সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই নাই। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে এস্থানে সুখে অবস্থান করুন। আপনার পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষার্থ আমি প্রাণপণে যত্ন করিব। শত্রুগণ অতি প্রবল হইলেও আমার অধিকার মধ্যে আসিয়া আপনার অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হইবে না।" জাবলপতি জামাতাকে এবম্বিধ অনুকূল বাক্যে বিবিধ প্রকারে অভয় প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধচেতা জামসেদ তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পলায়নের উপায় অনুসন্ধানে

চিন্তিত হইলেন। অধিকন্তু তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইবার আর এক কারণ উপস্থিত হইল; তিনি দৈবসুযোগে গুপ্তভাবে অবগত হইলেন যে, জাবলস্তানাধিপের মন্ত্রীবর্গ তাঁহাকে ধৃত করিয়া দিবার জন্ত পরামর্শ করিতেছেন। কেননা তাঁহার এস্থানে আশ্রয় গ্রহণের কথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে নব ভূপতি জোহাকের যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ উৎপাদন করা হইবে এবং তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জাবলস্তান রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংসমুখে পাতিত করিবেন। এক জনের জন্ত যাবতীয় প্রজার প্রাণ, পুত্র-পরিবার ও ধনসম্পত্তি সকলই বিনষ্ট হইবে। অতএব অভ্যাগত ব্যক্তিকে মহারাজ জোহাকের অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে আশ্রয় দান করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অপেক্ষা তাঁহাকে ধৃত করিয়া দিয়া রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জামসেদ মন্ত্রীবর্গের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া অতীব শঙ্কিত হইলেন। রাজ্যহারা হইয়া এই দুরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া শুভক্ষণে প্রিয়ম্বদা প্রেয়সীর সহবাসে তিনি কয়েক দিবসাবধি যে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজ আবার তাহা তিরোহিত হইল। আশঙ্কার গাঢ় আবরণ আজ আবার তাঁহার হৃদয়ালোক ঢাকিয়া ফেলিল। তিনি বিষণ্ণমুখে দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন, প্রিয়তমা প্রণয়িণীকে উদ্বেগের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। যখন রজনী গভীর হইল, দাসদাসীবৃন্দ নিদ্রার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে শায়িতা হইয়া অস্পন্দশরীরে বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছিল, উদ্যানের দ্বারবানও ঢুলু ঢুলু চক্ষে চৈতন্যহারা হইয়া পড়িল; চতুর্দ্দিক নীরব, নৈশ সমীরণ মৃদু পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল, যখন নক্ষত্রমণ্ডল স্থির দৃষ্টিতে নিস্তব্ধ জগতের পরিণাম চিন্তা করিতেছিল, সেই সময়ে মন্দভাগ্য জামসেদ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে দস্যু-তস্করের ন্যায় ভয়ে ভয়ে উদ্যান হইতে অলক্ষ্যে বহির্গত হইলেন এবং বাহির হইয়াই দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্থানের নির্দ্দিষ্ট নাই, পথের স্থিরতা নাই, দৃষ্টিশক্তির নির্দ্দেশ অনুসারে চলিলেন। অতঃপর কত নদ-নদী-পর্ব্বত-অরণ্যাদি অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ তিনি চীনরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থানের পর, আবার গমনারম্ভ হইল; কিয়দ্দিবসের মধ্যে ভারতভূমিতে আসিয়া সমুপস্থিত। এই ধনধান্যপূর্ণ পরমরমণীয় ভূভাগে আসিয়া তিনি অবিশ্রান্ত দূর দূরান্তে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদা এইরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ায় যাইয়া উপবেশ করিলেন এবং সজল নয়নে আপনার রাজসিংহাসন, অপার দুঃখ, শোচনীয় দুরবস্থা ও পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, একে পথশ্রান্ত তাহাতে আবার অনাহার, সুতরাং তিনি আর বসিতে পারিলেন না, তরুতলে শুইয়া পড়িলেন। অহো দাসদাসী পরিসেবিত যে কোমলাঙ্গ সুখময় স্বর্ণ-সিংহাসনে পরমযত্নে রক্ষিত হইত, আজ কিনা তাহা ধূলি ধূসরিত,—অনাদরে অযত্নে বিজনে পতিত! উঃ অদৃষ্ট-চক্রের কি ভীষণ আবর্ত্তন! কি শোচনীয় অধঃপতন!!!

নিরাশ্রয় জামসেদ একেশ্বর ধরাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায় হায় এইরূপ দুর্দ্দশাতে থাকিয়াই কি আমাকে মৃত্যুমুখে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে? দীনহীন অনাথের ন্যায় আমার এই পঞ্চ-ভৌতিক দেহ পরমাণুতে পরিণত হইবে? হে সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় করুণাধার! হে দীনবন্ধো! তোমার অখণ্ড সাম্রাজ্য মধ্যে—তোমার পবিত্র নিয়মে আবদ্ধ আমার ন্যায় মন্দভাগ্য, আমার ন্যায় যাতনা-প্রপীড়িত আর কেহই কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। হা অদৃষ্ট! হা বিধাতঃ! আর সহ্য হয় না, এই কি আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি!! না না না—এরূপ নিদারুণরূপে, এরূপ ভীষণভাবে জীবলীলা সাঙ্গ করিবার জন্য আমি কখনই জন্মগ্রহণ করি নাই।" দুর্ভাবনায় তীব্র

তাড়নায় কাতর হইয়া অবশেষে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এদিকে নরপতি জোহাক পলায়িত জামসেদের অন্বেষণার্থ জনৈক দূতকে এক দল অশ্বারোহী সৈন্যসহ চীনাধিপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই দূত স্বকীয় দলবল সহিত যে স্থানে জামসেদ নিদ্রিত ছিলেন, তাহারই পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন, সহসা বৃক্ষতলে চাহিয়া দেখেন, এক পরমসুন্দর যুবা পুরুষ ধূলায় পতিত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছে। তখন তিনি কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট জামসেদকে চিনিতে আর বাকি রহিল না। পলায়িত কেশরী পুনঃ আয়ত্তে আসিল, পরিশ্রম সফল হইল, দূত এই ভাবিয়া মহোল্লাসিত হইলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া মহারাজ জামসেদকে নিদ্রোত্থিত করিলেন। জামসেদ জাগরিত হইয়া দেখেন, তিনি শত্রু-সৈন্য-পরিবেষ্টিত। তদ্দর্শনে তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং অব্যক্ত ভীষণ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া হতাশ-মলিন-হৃদয়ে মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অতঃপর দূত আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া জামসেদের কোমল কর-পল্লব ও পদ-যুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বন্দিভাবে বিজয়ী ভূপতি জোহাকের নিকট প্রেরণ করিলেন। অহো কি আক্ষেপ! কি অনুতাপ!! কি অসহনীয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!!! হায় এই জগৎ—মোহময় ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল জগৎ কাহার পক্ষে সুখ-শান্তিপূর্ণ চির আরামের স্থল নহে। অতএব বৃথাভিমানী মানব!—মরণ-ধর্ম্মশীল মানব! অনিত্য পার্থিব সুখ-সম্পত্তির উপর — জরাব্যাধি-মৃত্যুর অধীন দেহ-মন্দিরের উপর কদাচ বিশ্বাস স্থাপন করিও না—অন্তর নিবদ্ধ করিও না। নির্জ্জনে নিবিষ্টমনে অদৃষ্টের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিও। যিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন, এক সময়ে যাঁহার প্রবল প্রতাপে অরাতিকুল নতমুখে থাকিত, যাঁহার নির্দ্দয়

যশোসৌরভ দিগন্ত-প্রসারিত হইয়াছিল, এবং গৌরব-গরিমা আকাশ-মার্গ স্পর্শ করিয়াছিল, আজ কিনা সেই অমিতবিক্রান্ত মহামান্য রাজ-রাজেশ্বর শৃঙ্খলাবদ্ধ ! সামান্য দাসের হস্তে লাঞ্ছিত ও বিচারার্থ প্রেরিত !! হায় এতদপেক্ষা বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়,—শিক্ষালাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

যখন নরপতি জোহাক, তাঁহার শত্রু ধৃত ও বন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি বিজয়ামোদে উল্লাসিত হইয়া জামসেদকে সিংহাসনের সম্মুখভাগে আনয়নার্থ অনুমতি করিলেন। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল, মন্দভাগ্য জামসেদ বন্দীবেশে উপস্থিত হইলেন। তখন সভাস্থ সকলেই সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজার উপর নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। বন্দীর হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে আবদ্ধ ছিল, এবং গ্রীবাদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত অতি গুরু লৌহ-শৃঙ্খল লম্বিত ছিল। তিনি ভীষণ রোষ, ক্ষোভ ও অসহ্য যাতনার সহিত লজ্জাবনত-বদনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। জোহাক উপহাস ও ঘৃণাব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন,—

কোথায় মুকুট তব ছত্র-সিংহাসন ?
কোথা রাজ্য ? আর সেই সভাসদ্‌গণ ?
রাজকীয় বিধি, সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতা
কোথা এবে ? কোথা সেই শূরতা বীরতা ?
দেখ দেখি পূর্ব্বাপর করিয়া স্মরণ,
কি ঘোর ঘটেছে তব ভাগ্য-বিবর্ত্তন !!

জামসেদ অবজ্ঞামিশ্রিত তেজস্বিতার সহিত অথচ মৃদুভাবে বলিলেন, "আমাকে অন্যায়রূপে শৃঙ্খলিত করিয়া তোমার সমীপে আনয়ন করা হইয়াছে। আমার এই দুর্দ্দশার—এই অপমানের একমাত্র কারণ তুমিই। এ বিষয় তুমি অবগত সত্বেও আমারই অন্যায়াচরণ ও অদৃষ্টের

দোষোল্লেখ করিতে উদ্যত হইয়াছ! কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানিও, এই অনিত্য বসুন্ধরাতলে রাজ্য-সম্পদ কাহারও চিরস্থায়ী নহে। এই সাম্রাজ্য ও সিংহাসন এক দিন আমার পদানত ছিল, অধুনা ভাগ্যবলে তোমার হস্তগত হইয়াছে। পরন্তু তুমিই যে আজীবন এইরূপ সুখ-সম্ভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে?" জামসেদের এই তেজোবীর্য্যপূর্ণ উপেক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া জোহাক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া রোষকর্কশ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রাণভয়ে পলাতক কাপুরুষ! রাখ্‌ তোর বাচালতা, তুই এক্ষণে কি প্রকারে মরিতে কামনা করিস্‌, তাহাই প্রকাশ করিয়া বল্‌। সুতীক্ষ্ণ তরবারি প্রহারে তোর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিব, কি শূলাগ্রে আরোপণ করিয়া অথবা সুক্ষ্মাগ্র শরাঘাতে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করতঃ তোকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব? ইহার কোন্‌টী তোর স্পৃহনীয়, অগৌণে সেই উত্তর শুনিতে চাই।" জামসেদ অবিচলিতচিত্তে জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "রে অত্যাচারি! আমি তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহি। জগন্নিধান সেরূপ নীচ-প্রকৃতিক আমাকে করেন নাই? আমি এক্ষণে বন্দী—তোমার করতলগত, তোমার নিষ্ঠুর অন্তর,—তোমার কলুষ-কালিমাময় কঠিন হৃদয় যেরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে চায়, তুমি তদনুসারেই আমার বধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিজয়ামোদে উল্লাসিত হইতে পার। তজ্জন্য আমি শঙ্কিত বা কুণ্ঠিত নহি।" বীরহৃদয়ের এই বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণমাত্র জোহাক ক্রোধোন্মত্ত হইয়া এক রাক্ষসোচিত নৃশংস উপায়ে জামসেদের জীবন সংহার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি জামসেদকে কাষ্ঠফলকে বন্ধন করিয়া দ্বিখণ্ড করিতে অনুমতি দিলেন। কি ভয়ানক প্রতি-হিংসা! কি লোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার!! কি শোচনীয় দৃশ্য!!! তৎ-ক্ষণাৎ রাজাজ্ঞানুসারে দুই খানি কাষ্ঠ-ফলক আনীত হইল। উহার

এক খণ্ড মন্দভাগ্য জামসেদের সুকোমল বক্ষঃস্থলে ও এক খণ্ড পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইল। তৎপরে সেই মহামূল্য শোভন মস্তকোপরি করপত্র স্থাপন করতঃ পদতল পর্য্যন্ত চিরিয়া দ্বিধাবিভক্ত করা হইল। উঃ কি অসহনীয় কার্য্য! মানব মানবের প্রতি ঈদৃশ অত্যাচার করিতে পারে, ইহা স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিতে পারে না। ইহা নির্চ্ছুরতার চরম! পৈশাচিক কার্য্যের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

হায় সেই দিব্য-কান্তি যুবা পুরুষের পবিত্র প্রাণবায়ু অলক্ষ্যে উর্দ্ধগামী হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইয়া স্থানলাভ করিল। আর নশ্বর ক্ষণধ্বংসশীল দেহ বিকৃত অবস্থায় জন সাধারণের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক আবর্জ্জনা-ময় ধূলিশয্যায় পড়িয়া রহিল।—

হায় রে মানব কেন মোহের ছলনে,
অনিত্য সংসারে করে প্রণয় স্থাপন,
নির্চ্ছুরতা নিত্য যথা ভীষণতা সনে,
বৃদ্ধি হয়ে অট্টহাসে করে আস্ফালন।
মৃত্যুর বিকট নাদ আরো ভয়াবহ,
জীবমূল ছিন্ন যথা করে অহরহ।
তাই বলি——
হে বিধাতঃ! জগত-নিধান,
আর তো আমার চিত, ক্ষণতরে নহে প্রীত,
এ দুঃখ-প্রবাহ হতে চির পরিত্রাণ,
কর প্রভো! দয়াময় জগত-কল্যাণ!

নির্চ্ছুররাজ জোহাকের নীতিবহির্ভূত নরলোকের চিরঘৃণ্য এই নৃশংস কার্য্যের সংবাদ অবিলম্বে জাবলস্তানে যাইয়া পৌঁছিল। জাবল-রাজকুমারী প্রাণোপম পতির নিধন-বার্ত্তা শ্রবণমাত্র উচ্চ আর্ত্তনাদ

করিয়া ছিন্নমূল বিটপীর স্থায় ধরাশায়িনী হইলেন। তাঁহার কষিত কাঞ্চন সদৃশ সুন্দর দেহ ধূলায় পতিত হইয়া মসির বর্ণ ধারণ করিল। শোকের অবধি নাই! নীরব—নিস্পন্দ! অপাঙ্গে অশ্রুধারা অবিরল বহিতে লাগিল। এত দিন আশা ছিল, জীবনে কোন এক সময়ে প্রাণোপম পতির সহিত পুনঃ মিলিত হইতে পারিবেন। কিন্তু হায়, আজি সে আশা অপার জলধিতলে বিসর্জ্জন দিতে হইল। অখিল সংসার শূন্যময় ও আঁধার দেখিতে লাগিলেন। দুঃখের দারুণ পীড়নে তাঁহার বিজলীপ্রভা-গঞ্জন লাবণ্যরাশি তাপদগ্ধ প্রসূনের স্থায় মলিন হইয়া গেল। হায় যে নশ্বর ললিত দেহ দর্শন করিলে নয়নের তৃপ্তি সম্পাদিত হইত, ভীষণ মনস্তাপানলে বিদগ্ধ হওয়ায় সে বরাঙ্গের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আজ অদৃশ্য। সংসারের সুখ, শান্তি, মায়া, মমতা, আসক্তি সমুদায়ই চিরতরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কেবল বিলাপ, রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাস তিনি সার করিলেন। অবশেষে উন্মাদিনী রাজনন্দিনী অসহ্য শোকের গুরুভার বহন করিতে অসমর্থা হইয়া তীব্র হলাহল পানে সকল যন্ত্রণার অবসান করিলেন।

জামসেদের নিধন সাধনে জোহাক এক্ষণে নির্ব্বিঘ্ন হইলেন। তাঁহার দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, লালসা, সমুদয়ই শান্তভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি ইহাই করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। মহারাজ জামসেদের সহরনাজ ও আরনেয়াজ নাম্নী দুইটী পরমসুন্দরী ভগিনী ছিলেন। সেই কোমলাঙ্গী কামিনীদ্বয় রাজধানীতে আনীত হইলে দুষ্টমতি জোহাক তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার উপভোগ্যের সামগ্রী করিয়া লইলেন। ফলতঃ তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিনিয়ত নরশোণিত-পাতে ও বিবিধ প্রকার অকথ্য অত্যাচারণে ধরাতল কলুষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্কন্ধস্থিত সর্পদ্বয়ের পরিপোষণ জন্য প্রত্যহ দুইটী করিয়া নরবলি হইতে

লাগিল। তদ্ভিন্ন দুর্দ্ধর্ষ জোহাক স্বকীয় রক্ত-লোলুপ তরবারি কি যোদ্ধ-পুরুষ, কি সাধারণ প্রজা, কাহারও উপর নিক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না।

জোহাকের স্বপ্নভীতি।

একদা গভীর রজনীতে রত্নখচিত সুবর্ণ সিংহাসনোপরি দুগ্ধফেননিভ সুকোমল কুসুম-শয্যায় জোহাক নিদ্রাভিভূত আছেন; এমন সময়ে স্বপ্নযোগে দেখিলেন, "তিনি যেন তিন জন অমিততেজা সশস্ত্র বীর পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বীরত্রয়ের মধ্যে দুই জন অতি দীর্ঘকায় এবং ভীষণমূর্ত্তি, তৃতীয় ব্যক্তির আকৃতি অতি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রবপুঃ বলিষ্ঠ বীর জোহাকের শিরে সজোরে একটী পদাঘাত পূর্ব্বক তাঁহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিল এবং তাঁহার গলদেশে রজ্জু নিক্ষেপ করতঃ অসংখ্য নরনারীর মধ্য দিয়া সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল।" জোহাক এই ভয়াবহ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া ভয়-বিহ্বল-চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জোহাকের চীৎকারে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ জাগরিত হইলেন এবং রাজার ভয়-কম্পিত কলেবর দর্শনে অতীব আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কাঁপিতে কাঁপিতে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, আমি বড় ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। বলিব কি, তাহা স্মরণ করিতেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। প্রকাশ করিলে তোমরাও আমার ন্যায় ভয়াকুল হইবে এবং আমার জীবনের আশায় হতাশ হইবে, সুতরাং এক্ষণে প্রকাশ না করাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর নরপতি জোহাক স্বকীয় মন্ত্রীবর্গ, সভাস্থ জ্ঞান-গরীয়ান পণ্ডিতমণ্ডলী ও জ্যোতির্ব্বিদগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং

তাঁহাদের নিকটে স্বপ্নবিবরণ যথাযথ বিবৃত করিয়া উহার যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি করিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ আপনাদের বিদ্যা-প্রভাবে এই স্বপ্নবিবরণের বিষময় ফল উপলব্ধি করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, জোহাকের অবশ্যম্ভাবী পতনের সময় সমুপস্থিত। তাঁহার রাজ্য, ছত্রসিংহাসন, বলবীর্য্য, সমুদায়ই অচিরে ধ্বংসদশায় উপনীত হইবে! কিন্তু কেহই শঙ্কাক্রমে বলিতে সাহস করিলেন না। কেননা তাঁহারা জানিতেন, যদি স্বপ্নের প্রকৃত মর্ম্ম রাজার সমক্ষে উদ্‌ঘাটন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জোহাকের তীক্ষ্ণধার তরবারিতলে আপনাদে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এতন্নিবন্ধন জ্যোতির্ব্বিদগণ অধিকতর সাবধানতার সহিত যাবতীয় লক্ষণ ও ভাবাদি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া গণনা করিবার ব্যপদেশে তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। তথাপি কেহই স্বপ্নফল বলিতে সাহসী হইলেন না। চতুর্থ দিনে রাজা জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে স্বপ্নফল অভিব্যক্ত করিতে অনুমতি করিলেন। তখন জ্যোতির্ব্বিদগণ বিপত্তির পূর্ব্ব সূচনা অনুভব করিয়া বিনয়াবনত মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! সত্য কথা বলিতেও আজ আমাদের রসনা অবশ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বলিব কি, আপনার স্বপ্নের লক্ষণানুসারে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, আপনার জীবনকাল অন্তিম-দশায় উপনীত হইয়াছে। ফেরিদূঁ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বাহুবলে আপনার রাজ্য-সিংহাসন নিজায়ত্তে আনয়ন করিবে। সেই ফেরিদূঁ অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করে নাই, মাতৃগর্ভে আছে।" জোহাক এই নিদারুণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অধৈর্য্যের সহিত কহিলেন, "আচ্ছা, যে ব্যক্তি আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে কে?" তখন ভবিষ্যৎবাদীরা ভয়-কম্পিত দেহে কহিলেন, "মহারাজ! তাহা

ফেরিদুঁর্‌ই প্রতিচ্ছায়া জানিবেন। ফেরিদুঁর গদা-প্রহারেই আপনার জীব-লীলা সাঙ্গ হইবে।" হতাশের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জোহাক পণ্ডিতমণ্ডলীকে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন দেখি, ফেরিদুঁ আমার ধ্বংস-সাধন জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবে, কি জন্য ?" জ্যোতির্বিদগণ যথাকালে উত্তর করিলেন যে, ফেরিদুঁর পিতা আপনার অরাতি-ত্রাস তীক্ষ্ণধার অসির প্রহারে নিধন প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ-কামনায় প্রতিহিংসা-প্রণোদিত হইয়া সে আপনার প্রাণ সংহার করিবে।"

স্বপ্নের সর্ব্বনাশকর ভীষণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া জোহাক হতচৈতন্য হইয়া সিংহাসন হইতে ভূপতিত হইলেন এবং স্পন্দনরহিত শবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যেন পাষাণ পিশিয়া যাইতে লাগিল ; সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র হলাহলময় জ্বালায় তিনি যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কেবল দিবারজনী অবশাঙ্গে বিলাপ ও রোদন করিয়া যাপন করিতে লাগিলেন, ফলতঃ তাঁহার জীবন-বর্ত্তিকা গভীর তিমির-গর্ভে নিমজ্জিত হইল। ঘোর অশান্তির আবর্ত্তে পতিত হইয়া তিনি যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে জোহাক শত্রুর নিধন সাধন করিয়া স্বয়ং নিরাপদ হইবার মানসে ফেরিদুঁর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বেত্তাদিগের নিকটে অবগত হইলেন যে, ফেরিদুঁ তোহমুরসের বংশে ফারানক নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার পিতার নাম আবতিন। জোহাক এই তত্ত্ব অবগত হইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্তে ও সোৎসাহে আপন সৈন্যগণকে এই নিষ্ঠুরাদেশ প্রদান করিলেন যে, "কয়" বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ যেরূপে যেখানেই থাকুক না কেন, দেখিবামাত্র ধৃত ও বন্দী করিয়া

রাজ-দরবারে আনয়ন করিবে।" এই রাজাদেশ বিঘোষিত হইলে "কয়" বংশীয় ব্যক্তিবৃন্দ অতি সতর্ক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। আবতিনও আপনার বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ দেখিয়া সাধারণের অগম্য এক অতি নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। বহু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু নিয়ত নিভৃত নিবাস আর কত সহ্য হইতে পারে? একদা আবতিন বিরক্ত হইয়া আপন গুপ্ত গৃহের সীমা অতিক্রম করিলেন। তিনি নির্ম্মল মারুত-হিল্লোলে স্নিগ্ধ ও প্রকৃতির মধুময় সুষমা সন্দর্শনে তৃপ্ত হইবার মানসে অতি সন্ত্রস্ততার সহিত প্রান্তর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নিয়তি-লিপি কে খণ্ডাইতে পারে? ঘটনাক্রমে জোহাকের অনুচরগণ আবতিনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া রাজ-সমীপে প্রেরণ করিল। জোহাক অরাতি-নাশে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে আবতিনের প্রাণসংহার করিলেন।

ফেরিদুঁ-জননী প্রাণোপম পতির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি অরাতিভয়ে নির্জ্জন স্থানে নীরবে অজস্রধারে অশ্রুপাত করিলেন। অবশেষে এই ভীষণ শত্রু-সঙ্কুল স্থানে আর তিলার্দ্ধ অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে, বিবেচনা করিয়া প্রিয়তম পুত্রের জীবন রক্ষার্থ পলায়নপর হইলেন। রমণী বক্ষঃস্থলে শিশুকে ধারণ করিয়া ব্যাধ-বিতাড়িত হরিণীর ন্যায় চকিতচিত্তে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। এই সময়ে ফেরিদুঁর বয়ঃক্রম দুই মাসমাত্র হইয়াছিল। নিরা-শ্রয়া ফারানক সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বুকে লইয়া দ্রুতপদে ঘটনা-ক্রমে এক গোচারণ-ক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রপতির অসংখ্য দুগ্ধবতী গাভী ছিল। তন্মধ্যে "পুরমায়া" নাম্নী একটী গাভী প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। ক্ষেত্রপতি সেই সমস্ত দুগ্ধ দীনদুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। এদিকে পতির নিধন-জনিত দুঃখে এবং পথশ্রম

ক্লেশে ফারানকের স্তনদুগ্ধ একেবারে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং গো-দুগ্ধ ব্যতীত পুত্রের প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর নাই, বিনয়নম্র-বচনে ইহা জ্ঞাপন করায় সেই সদাশয় আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রপতি ফেরিদুঁকে দুগ্ধ পানার্থ সেই পয়স্বিনী গাভী সমর্পণ করিলেন। ফারানক কয়েক দিবস সেই স্থানে অবস্থান করিলেন, কিন্তু আর থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। একদা প্রত্যূষে উঠিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পরন্তু যাইবেনই বা কোথায়? প্রথমতঃ দুগ্ধের অভাব, দ্বিতীয়তঃ শত্রু-ভয়। পাছে সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং পুত্রের প্রাণনাশ ঘটে, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে বহু আন্দোলনের পর অনাথনাথ জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ফেরিদুঁকে ক্ষেত্রপতির হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং আলবোর্জ্জ পর্ব্বতে গমন করিবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অবধারণ করিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে ফারানকের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। তাঁহার প্রস্তাবে দয়ালু ক্ষেত্রপতি ফেরিদুঁকে নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলেন। তখন ফেরিদুঁ-জননী আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, বিবেচনা করিয়া পুত্রকে ক্ষেত্রপতির হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক সজল-নয়নে প্রস্থান করিলেন। ক্ষেত্রপতি ফেরিদুঁকে পরমযত্নে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই দীর্ঘ কাল পুত্রের অদর্শনে উৎকণ্ঠিতচিত্তে যাপন করার পর একদা ফারানক গুপ্তভাবে বৃদ্ধ ক্ষেত্রপতির নিকট পুনরাগমন করিলেন এবং পুত্রকে আলবোর্জ্জ পর্ব্বতের শিখরদেশে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার জন্ত আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। তৎ-শ্রবণে ক্ষেত্রপতি কহিলেন, "এই ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশুকে কি জন্য সেই দুরারোহ ভীষণ পর্ব্বত উপরে লইয়া যাইবে? ইহার কোমল অঙ্গ

তথাকার শীতাতপ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর সেখানে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।” রমণী উত্তর করিলেন, “সে চিন্তা করিবেন না; সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-বিধাতা আমার অন্তরে এরূপ একটী ভাবের উদয় করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে আমি বুঝিতেছি, শিশুকে এস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা সেই দৈবজ্ঞান প্রভাবে আমি অনুভব করিতেছি, শিশু এস্থলে থাকিলে নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত হইবে। ইহাকে লোকালয়ের সংস্পর্শে রাখিলে কোন্ দিন আমার সকল আশা অতল জলধিজলে নিমজ্জিত হইবে।” ক্ষেত্রপতি এতৎশ্রবণে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ফারানকও প্রিয়দর্শন পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক সংগোপনে বহির্গত হইলেন।

এদিকে ঘটনাচক্রে জোহাক অবগত হইলেন যে, আবতিন-পুত্র ফেরিদুঁ উল্লিখিত ক্ষেত্রপতি কর্তৃক রক্ষিত ও লালিত পালিত হইতেছে। এই সংবাদে জোহাক ক্রোধে প্রজ্জলিত হুতাশনবৎ উত্তেজিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বহু সৈন্য সামন্ত সহ শত্রু বিনাশার্থ বহির্গত হইলেন। অবিলম্বে সেই গোচারণ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া নৃশংস জোহাক সর্ব্বাগ্রে সেই বৃদ্ধ ক্ষেত্রপতি, তদ্বংশীয় যাবতীয় লোক, ফেরিদুঁর দুগ্ধদাত্রী সেই পয়স্বিনী গাভী পুরমায়ার জীবন সংহার করিলেন। কিন্তু পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও ফেরিদুঁকে কোনও স্থানে দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা যাহার সহায়, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে, এ জগতে এমন ক্ষমবান বীর পুরুষ কে আছে? নারকী জোহাক অরাতি-হননে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে যে কুটীর ফেরিদুঁর আশ্রয়-স্থান ছিল, তাহা ধূলিসাৎ করিয়া ক্ষুব্ধমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জনৈক মহাতপা দরবেশ নির্জ্জনে যোগ সাধনোদ্দেশে আলবোর্জ্জ গিরি-শৃঙ্গোপরি আশ্রম স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেন। ফারানক তথায় উপনীত হইয়া স্বীয় পুত্রকে সেই সত্যব্রত মহর্ষির চরণোপান্তে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "এই অনাথ শিশুর জীবন ভিক্ষা দিউন" বলিয়া ধূলাবলুণ্ঠিতা হইলেন এবং অশ্রুজলে ক্রন্দন করিতে করিতে শিশুর বিপদের কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তখন পুণ্যপ্রাণ তপোধন রমণীকে অভয় দান করিয়া কহিলেন, "নিশ্চিন্ত অন্তরে এস্থানে অবস্থান কর। জগদীশ্বরের প্রসাদে ইহা অতি নিরাপদ স্থান। হিংস্র জন্তু, বা ভীষণশত্রু মানব এস্থলে বালকের অণুমাত্রও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না।" দয়ালু তপস্বীর এই অনুগ্রহ-বাণী শ্রবণে ফারানকের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। অনন্ত দুঃখের মধ্যে তিনি সুখের পূর্ব্ব সূত্র দেখিয়া হর্ষে আপ্লুত হইলেন; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তখন সেই শান্তিময় আশ্রমে মাতাসুত নিঃশঙ্ক অন্তরে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

জগদীশ্বরের কৃপায় ঋষিরাজের কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না। কি খাদ্য সামগ্রী, কি নিত্য প্রয়োজনীয় অপরাপর বস্তু, সমস্তই অপর্য্যাপ্ত-রূপে তাঁহার পুণ্য-ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল সুতরাং ফারানক এবং তৎপুত্র মহর্ষির কৃপায় দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিষয়েও নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেই স্নেহপ্রবণ-হৃদয়, দয়ার অবতার দরবেশ বালকের শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখার সহিত তাহার মানসিক উন্নতি বিধানের দিকেও বহুল যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ বিষয়ক হিতোপদেশ দানে বালকের অন্তর উজ্জ্বল জ্ঞান-রত্নে বিমণ্ডিত করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। একদা ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী ফেরিদূঁ-জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জোহাকের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাণ-হন্তারক বলিয়া যে ব্যক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে তোমারই পুত্র বটে। এই শিশু কালে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। প্রকৃতিপুঞ্জ ইহার সদ্ব্যবহারে ও সুশাসনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লচিত্তে ইহার কুশল কামনা করিবে।" রমণী ঋষি প্রমুখাৎ পুত্রের এই ভাবী সুখ-সম্পদের কথা শ্রবণ করিয়া পরম পুলোকিত হইলেন এবং পুণ্যাত্মা তপস্বীর পদানত হইয়া ভক্তি-উচ্ছ্বসিত-প্রাণে কহিলেন, "তপোধন! আপনার এই আশীর্ব্বচন মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় বিফল হইবার নহে, ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। কিন্তু সেই শুভ ঘটনার পূর্ব্ব লক্ষণ কি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া এই দুঃখিনীর চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন।"

শুভ্রকর্ম্মা দরবেশ ফেরিদুঁ-জননীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া ফারাণককে তৎসম্বন্ধে বিবিধ লক্ষণ জ্ঞাপন করতঃ কহিলেন, "আর একটী বিশেষ কথা শ্রবণ কর। যখন এই বালক ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিবে, তখন ইহার হস্তে দুষ্টমতি জোহাকের প্রাণ সংহার হইবে। সেই ভীষণ ব্যাপার কোনক্রমেই লঙ্ঘন হইবার নহে।" ফারাণক এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ভাবী শুভ ফলের প্রতীক্ষায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরহৃদয় তনয়ও দরবেশের অনুগ্রহে শিক্ষা লাভ করিয়া দিন দিন বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বালক পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলেন। এই সময়ে এক দিন ফেরিদুঁ আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননি! নরপতি জোহাক কি জন্য আমার পিতাকে বধ করিয়াছিলেন?" আহা ফারাণক সেই নিদারুণ দুঃখের কাহিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "পুত্র! নিষ্ঠুর জোহাক নিরপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।" ফেরিদুঁ তৎশ্রবণে উত্থিতফণা বিষধরের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "জননি! অশ্রু সংবরণ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জোহাকের

সেই নির্দ্দয়তার—সেই নৃশংস কার্য্যের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিব। আমি আমার পিতার প্রাণের পরিবর্ত্তে নরাধম জোহাকের প্রাণ সংহার করিব।" বালকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমতী ফারাণক চমকিত হইলেন, এবং কহিলেন ফেরিদুঁ! তুমি অল্পবয়স্ক বালক এবং নিঃসহায়, এ সংসারে তোমার ধনবল জনবল কিছুই নাই। পক্ষান্তরে জোহাক পৃথিবীশ্বর, তাঁহার সৈন্য সামন্তের এবং ধনৈশ্বর্য্যের অভাব নাই। এরূপ স্থলে তাঁহার বিপক্ষে তোমার অস্ত্রধারণ করা কি সম্ভবপর হইতে পারে? তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অপেক্ষা কর, যদি রাজ্যলাভ করিবার সৌভাগ্য তোমার থাকে, তবে দয়াময় বিধাতা তোমাকে যথাকালে তাহার উপযুক্ত বিধান করিয়া দিবেন।" ফেরিদুঁ বিরক্তির সহিত মাতার এই কথাগুলি শ্রবণ করিলেন; কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণ-চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে তুমুলরূপে আন্দোলিত হইতেছিল; এজন্য সেই উত্তেজনা-বশে অধীর হইয়া তিনি মাতাকে কহিলেন, "জননি! দৈব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এবং ঐশিক শক্তিতে পরিচালিত হইয়া আমার এই হস্ত শীঘ্রই সেই অত্যাচারীকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত করিয়া আনিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করিবে। আপনি ভয় করিতেছেন কি জন্য?" ফারাণক অধিকতর উদ্বিগ্নচিত্তে কহিলেন, "অজ্ঞান বালক! তুমি কি রাজশক্তির সহিত বিবাদ করিতে সক্ষম? হৃদয়নন্দন! হায় তবে কি এই অভাগিনী এই পাপচক্ষে আবার কোন অমঙ্গল দর্শন করিবে? পুত্র! আমার কথায় মনোযোগ দেও, অপেক্ষা কর, এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে সহসা অগ্রসর হইয়া আত্মবিপদ ঘটাইও না।" এত কথা শুনিয়াও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ফেরিদুঁ মাতাকে পুনঃ কহিলেন, "জননি! আপনি বৃথা অমঙ্গল চিন্তা করিবেন না। যিনি অদ্বিতীয় শক্তিধর, যিনি বিশ্ব ভূমণ্ডলে সর্ব্বোপরি পরাক্রমশালী মহারাজ, তিনিই আমার সহায়। সুতরাং ক্ষুদ্র জোহাকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ভয়ের কারণ কিছুই

ত দেখিনা ?" ইহাই বলিয়া তিনি মাতার সহিত পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ করিলেন এবং একটী নিরাপদ স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে জোহাক ভীষণ চিন্তাকুল। ঘোর শত্রু ফেরিদুঁর ভয়ে তাঁহার সুখশান্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি দিন দিন দুর্ব্বল ও মলিনমূর্ত্তি হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার সাহস সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কারণ রাজ্যস্থ সর্ব্বশ্রেণীর প্রজামণ্ডলী জোহাকের উৎপীড়নে এতই মর্ম্মাহত ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বদা সেই তেজোবীর্য্যশালী ফেরিদুঁর আক্রমণের কথাই আন্দোলন করিতে থাকে এবং প্রতিদিন তাঁহার আগমনের আশায় আশ্বস্ত হইয়া আপনাদের সন্তোষ প্রদর্শন করে।

কাওয়া কর্ম্মকার।

এক দিন ইরাণেশ্বর জোহাক রাজ্যস্থ সমুদয় জ্ঞানী ও প্রধান পুরুষকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কহিলেন, "আমি অবগত হইয়াছি যে, জনৈক তরুণবয়স্ক যুবা আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। ফলতঃ বিপক্ষ ব্যক্তি অল্পবয়স্ক হইলেও তাহাকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। আমি আরও শুনিয়াছি যে, যদিও সে ব্যক্তি বয়সে বালক, কিন্তু জ্ঞানে ও রণদক্ষতার গুণে সে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাই বলিয়া আমি যে তাহার ভয়ে ভীত হইয়াছি, ইহা যেন কেহ ভ্রমেও মনে না করেন। তবে ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কথা পৃথক। তজ্জন্য আমি ইচ্ছা করি যে, নর-দৈত্য-পরী দ্বারা গঠিত এক বৃহৎ সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সৈন্যসহ আমি আমার সেই শত্রুকে অনুসন্ধান করিয়া বিনাশ সাধন করিতে হিন্দুস্থান রাজ্যে যাত্রা করিব।"

"এতদ্ব্যতীত আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। আমার রাজনীতি,

আমার সুবিচার, আমার বিচক্ষণতা, আমার প্রজাপালন, আমার ন্যায়পরতা প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া এক খানি পুস্তক প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতে রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হইবে এবং সেই পুস্তক প্রতিবৎসর সংশোধন করিয়া রাজভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।” রাজাজ্ঞানুযায়ী অবিলম্বে উল্লিখিতরূপ এক খানি প্রতিষ্ঠা-পুস্তক প্রস্তুত হইল, তাহাতে সভাসদগণ ও প্রধানবর্গ আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

এই সময়ে কাওয়া নামে জনৈক সুবিখ্যাত ন্যায়বাদী, সাহসী ও বলবিক্রমশালী লৌহকার বিদ্যমান ছিল। তাহার বিশাল পরিবারে লোকের অপ্রতুল ছিল না। এক দিবস এই কর্ম্মকারের দুইটী পুত্রকে বধ করিয়া তাহাদের মস্তিষ্ক জোহাকের স্কন্ধস্থিত সর্পদ্বয়কে ভক্ষণ করাইবার অনুমতি হইল, তদনুসারে কোমল-প্রাণ বালকদ্বয়কে ধৃত করিয়া আনীত হইলে তেজস্বী কাওয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজসভায় সমুপস্থিত হইল এবং বাদশাহকে কহিল—

এ রাজ্যের একছত্র অধিপতি তুমি,
কিন্তু কি কারণে বল, হায় মম শিরে,
বিষম বিপদ-বজ্র করিছ বর্ষণ?
জানি আমি, সর্পস্কন্ধ তুমি ভীমবল!
কিন্তু কেন মম প্রতি হবে হে নির্দ্দয়?
কোন্ অপরাধে আজি, বল হে আমারে,
প্রাণের অধিক পুত্রদ্বয়ে মম, বধি
মস্তিষ্ক তাদের আহা দিবে খাইবারে
সর্পযুগে? এইরূপে কত নর প্রাণ,—
তব প্রাণ রক্ষা হেতু হয়েছে বিনষ্ট!
আরো হবে ভবিষ্যতে, তব অত্যাচারে।

এই কি বিচার তব? এ ন্যায়পরতা?
এই কি রাজার কার্য্য—প্রজানুরঞ্জন?

লৌহকার কাওয়ার এই তেজোপূর্ণ বাক্য শ্রবণে নরপতি স্তম্ভিত ও বিচলিত হইলেন। তিনি তাহার পুত্রদ্বয়কে মুক্তি প্রদান করিলেন; তখন পিতৃ-হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। কাওয়া পুত্র-যুগলকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। অতঃপর নরপতি জোহাক আপনার প্রতিষ্ঠা-পুস্তকে কাওয়ার নাম লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন। তখন কাওয়া সেই প্রতিষ্ঠা-পুস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সমাগত প্রধানবর্গ ও সভাসদ্-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধ-কম্পিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আপনারা কি মনুষ্য? অথবা অপর কোন জীব? প্রাণের ভয়ে সত্যের অপলাপ করিয়া অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া কি আপনাদের পুরুষোচিত ও বিধিসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে? ফলতঃ আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া নর-ঘাতকের গৌরব ও সম্মান প্রদান করিতে সম্মত নহি।" ক্রুদ্ধ কাওয়া ইহাই বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই প্রতিষ্ঠা-পুস্তিকা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতঃ পদদলিত করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পুত্রদ্বয় সহ সভাস্থল হইতে বাহির হইল।

সমাগত নগরবাসীগণ কাওয়ার তেজস্বিতা দর্শনে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া নীরবে রহিলেন। তখন সভাসদগণ রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! পৃথ্বীপতির এই ঘোর অবমাননা কি সহ্য করা যাইতে পারে? বিদ্রোহী লৌহকার রাজসমক্ষে রাজকীয় পুস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া পদদলিত করিল, গর্ব্বোন্নত আননে ক্রুদ্ধস্বরে কটূক্তি করিল; অবশেষে রাজাজ্ঞা অবহেলন করিয়া পুত্রদ্বয় সহ প্রস্থান করিল। কিন্তু আপনি তাহার কিছুই প্রতিকার করিলেন না। ফলতঃ সেই নির্ভীক কর্ম্মকারের ঔদ্ধত্য ও ভাবভঙ্গি দর্শনে বোধ হয়, সে নিশ্চয়ই ফেরিদূঁর এক জন সাহসী অনুচর হইবে।"

ইরাণেশ্বর ইহা শুনিয়া কহিলেন "আমার হৃদয় তখন কেন যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ কর্ম্মকারকে সাতিশয় শোকবিহ্বল এবং পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু স্মরণে তাঁহাকে ক্রোধের সহিত অনুতাপ করিতে ও কপোলদেশে করাঘাত করিতে দেখিয়া আমি প্রকৃতই বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার ইচ্ছাশক্তি যেন স্তম্ভিত ও শৃঙ্খলিত হইয়া গিয়াছিল। হৃদয়ে কি এক আশ্চর্য্য ঔদাস্তের উদয় হইয়াছিল। ইহার পরিণাম যে কি, বিধাতাই জানেন; অদৃষ্ট-লিপি কেহই খণ্ডন করিতে পারে না।"

এদিকে কাওয়া রাজসভা হইতে বহির্গত হইয়া দেশবাসী যে অন্যায় অত্যাচারে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হইতেছে, তাহাই বজ্র-গম্ভীর নাদে বর্ণনা করিতে করিতে চলিতে লাগিল! চতুর্দ্দিক হইতে বহু লোক আসিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইল। সে একটী বর্শাগ্রভাগে এক খণ্ড জাঁতার চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া পতকা স্বরূপ উচ্চে উথান করতঃ লোকদিগকে আহ্বান করিল। যে স্থলে এই পতাকা দৃষ্ট হয়, লোকের জনতাও তদ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। কাওয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,— "আইস ভ্রাতৃগণ! আমরা ফেরিদূঁর সহিত যোগদান করি এবং নর-রাক্ষস রাজা জোহাকের অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হই। ধনী-দরিদ্র, প্রবল-দুর্ব্বল, বালকবৃদ্ধ, যে ইহা শুনিল, সেই তাহার মতবর্ত্তী হইতে ইতস্ততঃ করিল না। কিন্তু ফেরিদূঁর অবস্থান স্থান কোথায়? কোথায় গেলে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে, তাহা কাওয়া অবগত ছিল না। তথাপি ব্যগ্রচিত্তে তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে কাওয়া এক দৃঢ়-গঠিত শক্তিশালী শস্ত্রসজ্জিত নবীন যুবাকে দর্শন করিয়া স্বীয় বিবেকশক্তির বলে বুঝিল, এই যুবকই নিশ্চয় ফেরিদূঁ হইবেন। তখন আশালতা ফলবতী হইল ভাবিয়া, অদৃষ্ট প্রসন্ন জানিয়া দয়াময় বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। কিন্তু নবাগত যুবা জনস্রোত

দর্শনে মনে করিলেন, ইহারা জোহাক রাজার সৈন্ত হইবে। ফলতঃ তাঁহার সে সন্দেহ অবিলম্বে তিরোহিত হইল। কেননা কাওয়া ব্যস্ততার সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ফেরিদুঁর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল; কহিল "আমরা সেই জনহিতৈষী তেজস্বী যুবার পক্ষাবলম্বন করিয়া জোহাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি এই সুখময় ইরাণ দেশের অধীশ্বর হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায়।" তখন আগন্তুক যুবা কহিলেন, "এ কথার প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে? যদি তোমরা তাহাকে হস্তগত করিয়া দিতে বিপরীত কাণ্ড ঘটাও, এ দুরভিসন্ধিও ত তোমাদের থাকিতে পারে?" তখন কাওয়া ইহা শ্রবণ করিয়া শপথ পূর্ব্বক আন্তরিক ভাব প্রদর্শন করতঃ যুবকের সন্দেহ দূর করিল।

ফেরিদুঁ আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাস্যবদনে আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন উভয় পক্ষের আনন্দের সীমা রহিল না। ফেরিদুঁ বুঝিলেন, বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে এই সকল সৈন্য-সামন্তের সম্মিলন ও সাহায্য লাভ, বিধাতার অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহাই ভাবিয়া তিনি হৃদয় খুলিয়া জগৎস্রষ্টাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর কাওয়ার সেই চর্ম্মপতাকা মণি-কাঞ্চনাদির দ্বারা সুশোভিত করা হইল। ফেরিদুঁ তাহাকে "কাওয়ানি দরফ্‌স" অর্থাৎ কাওয়া-ধ্বজা নামে অভিহিত করিলেন এবং তাহা শুভপ্রদ জানিয়া লোক-সাধারণ তাহাকে পবিত্র পতাকা বলিয়া মান্য করিতে লাগিল। এই ধারণা বশতই ইরাণের পরবর্ত্তী ভূপতিগণ সিংহাসনারোহণ কালে এই পতাকার সম্মান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহা রাজপদের প্রকৃত চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

একণে ফেরিদুঁ লৌহকার কাওয়ার পরামর্শ ও নির্দ্দেশানুসারে

জোহাকের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি গো-মস্তক সদৃশ একটী গদা (গোর্জ্জ) গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া কাওয়াকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। অবিলম্বে কাওয়ার তত্ত্বাবধানে সেই লৌহ গদা বিনির্ম্মিত হইয়া উঠিল। অতঃপর বীরবর ফেরিদুঁ মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জননী চিন্তা-ভারাবনত চিত্তে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের উপর মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টার আশীর্ব্বাদ বর্ষণার্থ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফেরিদুঁর দুইটী জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনি সেই অগ্রজদ্বয়কেও এই যুদ্ধে সঙ্গী করিয়া লইলেন। এইরূপে বহু-সংখ্যক যোদ্ধা পরিবৃত হইয়া ফেরিদুঁ ইরাণেশ্বর জোহাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তেজস্বী কাওয়া চর্ম্মপতাকা আকাশে উড়াইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। হয়-হস্তী-পদাতিকগণের সমস্ত পদবিক্ষেপে ধরণী বিকম্পিত হইতে লাগিল। এবং বায়ু সংযোগে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া সহসা যেন প্রবল বাত্যার সৃষ্টি হইল। যাইতে যাইতে একদা তাঁহারা পথিমধ্যে একটী পবিত্র গোরস্থানে যাইয়া সমুপস্থিত হন। এই পুণ্যময় শান্তিভূমিতে ধার্ম্মিক পুরুষগণ নিয়তই গতিবিধি করিতেন। ফেরিদুঁ আসন্ন সমরে জয়লাভার্থে এক দিন রাত্রিকালে একাকী সেই গোরস্থানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে কাতরভাবে জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে এই ধ্বনি প্রবেশ করিল,—"তুমি যত্নের সহিত এই পবিত্র মন্ত্র স্মরণ রাখিবে। যদি কখন বিপদে পতিত হও, তাহা হইলে ইহা আবৃত্তি করিবামাত্র নিষ্কৃতি লাভ করিবে।" এই দৈববাণী শ্রবণের পরক্ষণেই এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ফেরিদুঁ তাঁহার নিকটে বিশ্বপতির মহানাম (এস্‌মে আজম) ও অপর গুপ্ত তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করিলেন। ফলতঃ এই দেব পুরুষের উপদেশে এবং

দৈবপ্রাপ্ত মহামন্ত্র প্রভাবে একণে ফেরিহুঁর সাহস ও বিক্রম সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইল।

এদিকে আর এক ব্যাপার উপস্থিত। ফেরিহুঁর অতুল আড়ম্বর, প্রবল প্রভাব ও সমূহ উন্নতি দর্শনে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরে হিংসা জাগিল। জ্যেষ্ঠের সম্মুখে কনিষ্ঠের উচ্চ সম্মান, ইহা নিতান্তই অসহ্য। ইহাই ভাবিয়া তাহারা গুপ্তভাবে পরামর্শ করিয়া ফেরিহুঁর বিনাশ সাধনে চেষ্টিত হইল। অতঃপর এক দিন ফেরিহুঁ পর্ব্বতের পাদদেশে প্রস্তর খণ্ডোপরি নিদ্রিত ছিলেন। ভ্রাতৃযুগল তদ্দর্শনে অবিলম্বে অতি সংগোপনে পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিল এবং তথা হইতে ফেরিহুঁর দেহের উপর পতিত হয়, এই সঙ্কল্পে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর সজোরে নিক্ষেপ করিল। প্রস্তর পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন গাত্র বহিয়া অধোগামী হইতে লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয়, উহার পতন-জনিত শব্দে ফেরিহুঁ জাগরিত হইলেন এবং উচ্চ দিকে মুখ তুলিয়া আসন্ন বিপদ দর্শনে ত্রস্ততার সহিত দৈব প্রদত্ত সেই মহানাম ও মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দ্রুত পতনশীল প্রস্তর গতিহীন—স্থির হইয়া পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন হইয়া গেল, আর অণুমাত্রও অগ্রবর্ত্তী হইল না। ফেরিহুঁর নির্ব্বোধ ভ্রাতৃদ্বয় এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইল এবং পর্ব্বতোপরি হইতে দ্রুতবেগে অবতরণ কালে আপনাদের অপরাধ ক্ষালন জন্য উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "সকলে সাবধান হও, প্রস্তর পতিত হইতেছে, তোমারা নিদ্রিত ফেরিহুঁকে শীঘ্র স্থানান্তরিত কর, ঈশ্বর যেন ফেরিহুঁর অমঙ্গল না করেন। ফেরিহুঁই আমাদের সর্ব্বস্ব ধন।" শীঘ্রই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ফেরিহুঁর নিকটে যাইয়া কতই মঙ্গল চিন্তা ও কতই স্নেহের ভাণ করিতে লাগিল। ফেরিহুঁ যে রক্ষা পাইয়াছে, ইহাই আমাদের পরম লাভ; বলিয়া বাহ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিল! কিন্তু প্রস্তর-নিক্ষেপ

যে ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে, ফেরিদূঁ তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার কোন তত্ত্ব লইলেন না এবং জ্যেষ্ঠদ্বয়কে ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না ; বরং হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে অধিকতর সম্মান ও উচ্চ পদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর ফেরিদূঁ কাওয়ার পথ-প্রদর্শন অনুসারে দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি, ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া স্বচ্ছ-সলিলা দেজলার (তাইগ্রীস নদীর) অপর তট-সংলগ্ন বোগদাদ নগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। এস্থলে নৌকাযোগে নদী পার হইয়া বোগদাদ নগরে যাইতে হইবে। তজ্জন্য ফেরিদূঁর লোকজন নৌকার জন্য মাঝিদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তখন অনেকে ফেরিদূঁর নিকটে আসিয়া বলিল, "নৌকা নাই, তবে আমরা কিরূপে তরঙ্গময়ী বৃহৎ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে যাইব ?" ফেরিদূঁ ইহা শুনিয়া অতীব রুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই দৈবলব্ধ মহানাম স্মরণ করিয়া আপনার অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক উচ্ছ্বসিত প্রবাহ মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সৈন্যগণও অবিলম্বে তাঁহার পদানুসরণ করিল এবং বিধাতার কৃপায় সকলেই সন্তরণ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে নদীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। অতঃপর অপার সাহসী ফেরিদূঁ তথা হইতে দলবল সহ বায়তুল মকাদ্দেসের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এই স্থলে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইল। এই অট্টালিকার শীর্ষদেশ এত উচ্চ যে, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাহা দর্শকগণের নেত্র আকর্ষণ করিত। পহলবী ভাষা এই অট্টালিকাকে "কুহুক দুজ মোকৃত" কহিত। এই প্রাসাদের মধ্যে মহর্ষি জোহাক যাদু-মন্ত্রপূত এক আশ্চর্য্য ভৌতিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও নানাপ্রকার মায়াময় কাণ্ডকারখানা করিয়া রাখিয়াছিলেন। মণিরত্ন-খচিত শাহী তক্ত ও বহু মণিকাঞ্চনাদি তন্মধ্যে রক্ষিত ছিল। বহু বিজলী-নিন্দিত রূপসী রমণীও তথায় বিরাজ করিতেছিল। এই সমস্তই

ইন্দ্রজাল বিদ্যার দৃঢ় বন্ধনে ও দৈত্যগণের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু পবিত্র মহানামের নিকটে সে সকল কত ক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে? ফেরিদুঁর বিরাট গদা প্রহারে তৎসমুদয় দৈত্যাকার প্রাণী বিধ্বংস, কতক বা অদৃশ্য পথে পলায়িত হইল। তিনি সমগ্র প্রাসাদ অবরোধ করিয়া তন্মধ্যস্থ ধন-রত্নাদি গ্রহণ করিলেন এবং তথায় বহু বন্দীকৃত কজ্জল-নয়না কুমারীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন। ফেরিদুঁ সেই যমপুরী সদৃশ অন্ধকারময় নিস্তব্ধ স্থান হইতে সেই নবোদিত সূর্য্যস্বরূপা উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যময়ী কৃষ্ণ-কুন্তলা কামিনীদিগকে মুক্ত করিলেন। তাহাদিগের মধ্যে জামসেদ বাদশাহের পূর্ব্বোল্লিখিত সহরনাজ ও আরনেওয়াজ নাম্নী সুন্দরী ভগিনীদ্বয়ও দীর্ঘকাল বন্দিনী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ফেরিদুঁর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভীষণ রাক্ষসের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মহিলাবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে ফেরিদুঁর কোমল কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুগন্ধি মোহন মাল্য অর্পণ করিলেন এবং ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া পরম কারুণিক বিশ্বস্রষ্টাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করতঃ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ফেরিদুঁ জোহাকের মায়ামূর্ত্তি ও দৈত্যপ্রহরী-বেষ্টিত শূন্য সিংহাসনের দিকে যাইয়া উক্ত মূর্ত্তি চূর্ণ ও দৈত্যদলকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রবণ করিলেন যে, অত্যাচারী জোহাক বহু সৈন্য সহ তদীয় বিপক্ষের অনুসন্ধানে হিন্দুস্থানে গমন করিয়াছেন, রাজধানী রক্ষার্থ অল্পসংখ্যকমাত্র সৈন্য আছে। ফেরিদুঁ তৎশ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রাজকোষ, ছত্রদণ্ডসিংহাসন বিনা বাধায় স্বয়ং অধিকার করিলেন।

ফেরিদুঁ আরনেওয়াজ বেগমের নিকটে জোহাকের হিন্দুস্থান গমনের কারণ শ্রবণেচ্ছুক হইলে তিনি কহিলেন, "জোহাক দুইটী কারণে

হিন্দুস্থান গমন করিয়াছেন। প্রথম কারণ এই যে, জোহাক আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনাকে সেই দিকে দেখিতে পাইবেন। যদি দেখিতে পান, তাহা হইলে আপনাকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া তথায় আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন এবং তথাকার অনেক মায়াবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের সাহায্যে আপনাকে হস্তগত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিসুখে রাজ্য ভোগ করিবেন। ইহাই তাঁহার ধরণা—ইহাই তাঁহার আশা! ফলে আপনার নামেই তিনি অহর্নিশ কষ্টভোগ ও বিভীষিকা দর্শন করেন। আপনার ভয়েই তাঁহার হৃদয় নিয়ত কম্প হইতেছে, জীবনে সুখের লেশমাত্র নাই।"

ফেরিদূঁ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। ফলতঃ জোহাকের সাম্রাজ্য এক্ষণে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, রাজ্যের প্রধানবর্গ বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু মায়ামূর্ত্তির রক্ষক শক্তিশালী কন্দ্রু কোথায়? কন্দ্রু পলায়ন করিয়াছে। সে জোহাকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তদীয় মায়ামূর্ত্তির বিনাশ, বন্দিনী রমণীবৃন্দের মুক্তি প্রদান, এবং রাজ্য-জয়-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। সে কহিল, "জাঁহাপানা! এত দিন পরে প্রতিশোধের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কোন্ দূর দেশ হইতে তিনটী বীর পুরুষ বহু সৈন্য সহ আসিয়া আপনার রাজ্য হস্তগত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটী অমিত বল-সম্পন্ন নবীন যুবা। তাহার হাবভাব ও আকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, সে কাওয়ানিয়ান বংশ-সম্ভূত হইবে। সে বিপুল সাহসে আপনার সিংহাসন অধিকার, আপনার মায়ার কৌশল ধ্বংস এবং রাজপুরী মধ্যে যত নরদৈত্য ছিল, সমস্তই বিনাশ করিয়াছে। শোণিতস্রোতে ধরাতল সিক্ত হইয়া গিয়াছে।" জোহাক ইহা শ্রবণ করিয়া ভীত, চকিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পাছে সৈন্যগণ হতাশ হইয়া বিপরীত কাণ্ড ঘটায়, এই

ভয়ে তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিলেন এবং হাস্যমুখে সৈন্যদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কন্দ্রু-কথিত ব্যক্তিগণ আমার শত্রু নহে বলিয়া ধারণা হয়। বোধ হয়, তাহারা রহস্য-প্রিয় অতিথি, রহস্য-ছলে সেই সমস্ত কার্য্য করিয়াছে।" কন্দ্রু ইহা শুনিয়া শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিল, "হাঁ জাঁহাপানা! ঠিক, ঠিক, তাহারা অতিথিই বটে! রহস্য ছলে আপনার প্রাসাদ আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। যদি তাহাই না হইবে; তবে গো-মস্তকাকার গদাঘাতে ভীষণ বিভ্রাট ঘটাইবে কেন? প্রাসাদের গুপ্ত মহলে প্রবেশ করিয়া সুন্দরীবর্গকে ও লোহিত ওষ্ঠ-কোমলাঙ্গী সহরনাজ ও আরনেওয়াজকে বহির্গত করিবেন কেন? আমি এক্ষণে বুঝিতেছি, আপনার মতিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।"

এই তেজোপূর্ণ বাক্য শুনিয়া জোহাকের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে, ক্ষোভে অধীর হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কন্দ্রু!—ভীরু! কেন তুই নিজের প্রাণের ভয়ে আমার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিলি? রে অবিশ্বাসি! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা—প্রভুর কার্য্যহানী করা কি মনুষ্যের কার্য্য? আর আমি তোরে সম্মানিত ধন-রক্ষকের পদে রাখিতে ইচ্ছা করি না।" স্পষ্টবাদী কন্দ্রু নির্ভয়ে উত্তর করিল, "আপনার রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত; দিন থাকিলে ত আমাকে ধনরক্ষক নিযুক্ত করিবেন? কিন্তু সে আশা অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত! আর যে আপনার মঙ্গল হইবে, আমি সে ভরসা আর করিতে পারি না!" জোহাক কন্দ্রুর নীরস বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইলেন এবং স্বরাজ্য পুনরধিকার মানসে তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। সেনাগণ অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত হইয়া সদর্প পাদক্ষেপে জোহাকের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিল। কিন্তু পথিমধ্যে ফেরিদূঁর কার্য্যকলাপ ও বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জোহাকের স্কন্ধস্থিত সর্পদ্বয়ের আহার-

সংগ্রহজনিত অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা নব ভূপতির সহায়তা করাই সকলে উত্তম জ্ঞান করিল। এদিকে জনসাধারণ জোহাকের কার্য্যে ইতিপূর্ব্বেই বীতশ্রদ্ধ ও উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাহারাও এক্ষণে নব-ভূপতির আগমনে উৎফুল্ল এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। জোহাক এই সকল ভ বিয়া নিরাশার গভীর গহ্বরে নিপতিত হইলেন। বুঝিলেন, তিনি সৈন্যগণের ভক্তি হারাইয়াছেন; তাহারা আর বাধ্য নহে। কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে হইবে। কি উপায়ে তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিজেই সেই কার্য্য সাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া যাত্রা করিলেন।

তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত বীর জোহাক গভীর নিশিতে প্রাসাদের নিকটে একটী নির্জ্জন গুপ্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাসনা—ফেরিদূঁকে তদীয় শয়নাগারে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করিবেন। তজ্জন্য তিনি "কানন্দ" (রজ্জু-সোপান) সাহায্যে অদৃশ্যভাবে প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিলেন; দেখিলেন, ফেরিদূঁ লাবণ্যময়ী সহরনাজের সহিত হাস্য-পরিহাসে ব্যাপৃত। তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বকার্য্য সাধন জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য খেলা! ফেরিদূঁ সহসা জোহাকের পশ্চাতে গদা-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে জোহাকের উপর এক গদাঘাত করিলেন। তাহাতে জোহাক মস্তকে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শক্তিসামর্থ্য দমিয়া গেল। ফেরিদূঁ পুনর্ব্বার গদা উত্তোলন করিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে এই দৈব শব্দ তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল। "উহাকে বধ করিও না, উহার সময় এখনও পূর্ণ হয় নাই। উহার জীবনে এখনও স্বকার্য্যের শাস্তিভোগ আছে। উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া

দামাওন্দ পর্ব্বতের এক অন্ধকারময় গহ্বরে বন্দী করিয়া রাখ। তথায় কঠোর যন্ত্রণায় উহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে।”

উল্লেখিত গদা স্থির ভাব ধারণ করিল। ফেরিদূঁ দৈব-বাণীর নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিলেন। জোহাক শৃঙ্খলিত ও বন্দী হইলেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পর্ব্বত-গুহায় আবদ্ধ থাকিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় ফেরিদূঁ জোহাকের উৎপীড়ন ও পাপানুষ্ঠান বিদূরিত করিলেন। ধরণী পবিত্রীকৃত হইল। তিনি মহানুভাবতা ও ন্যায় বিচার দ্বারা সাধারণের প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। ফলে তিনি স্বর্গের দেবতা ছিলেন না, মৃগনাভির দ্বারা তাঁহার দেহও নির্ম্মিত ছিল না। তবে তাঁহার এ সুনামের মূল কি? সুশাসন, সদ্বিচার ও সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি সৎকার্য্যে অগ্রসর, বিধাতা তাঁহার সহায়, তিনিই যশস্বী।

নরপতি ফেরিদূঁ ও তৎপুত্রত্রয়।

ন্যায়পর ফেরিদূঁর তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সলম, দ্বিতীয় তুর, এবং তৃতীয় ইরিজ। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি বিবেচনা করিলেন, এক রমণীর গর্ভজাত তিনটী কন্যার সহিত আমার তিন পুত্রের বিবাহ দিলে তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিবে না, পরন্তু প্রেম-প্রীতিতে পরমসুখে কালযাপন করিবে। ইহাই সঙ্কল্প করিয়া তিনি জোন্দল নামা আপনার এক জন বিচক্ষণ সভাসদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, আমি আমার পুত্রত্রয়ের বিবাহ এক পরিবার মধ্যে দিতে ইচ্ছুক। তজ্জন্য আপনি এক পিতার

ঔরসে ও এক মাতার গর্ভে জাত তিনটী রূপলাবণ্যশালিনী কন্যার অনুসন্ধান করুন। আমি শীঘ্রই এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাসনা করি।

সোন্দল রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কন্যা অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি বহু রাজ্য ও জনপদ ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু মনোমত কন্যা প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে তিনি এয়মন রাজ্যে যাইয়া সমুপস্থিত। তথায় অবগত হইলেন যে, এয়মনেশ্বর সাক্রর তিনটী সুন্দরী দুহিতা আছেন। বিধাতা বাসনা পূর্ণ করিলেন, ভাবিয়া সোন্দল এয়মনেশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইয়া আপনার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-অন্তঃকরণে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সোন্দল এয়মনেশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দিত মনে ফেরিদুঁ বাদশাহের নিকটে আসিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। ফেরিদুঁ রাজোচিত অনুষ্ঠান করিয়া বহু ধুমধামের সহিত তিন পুত্রকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করণার্থ এয়মনে পাঠাইয়া দিলেন। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল, তিনটী সৌন্দর্য্যশালিনী কুমারীর রাজপুত্রত্রয় পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যৌতুক স্বরূপ বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও হয়-হস্ত্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। ফেরিদুঁ দিব্য রূপশালিনী পুত্রবধূত্রয়কে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন।

কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে পর, বুদ্ধিমান ফেরিদুঁ আপনার সাম্রাজ্য তিন পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিয়া ভাবী বিরোধ নিরাকরণের সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র সলমকে রুম ও খাওয়ার, মধ্যম তুরকে তুরাণ ও চিনরাজ্য এবং কনিষ্ঠ তনয় ইরিজকে ইরাণ রাজ্য প্রদান করিলেন। তাঁহারা পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে স্ব স্ব রাজ্যে সস্ত্রীক মহাসমারোহে গমন পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

ইরাণ অতি সুন্দর দেশ। তদ্দেশের যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়। শস্যক্ষেত্র, কুসুমোদ্যান, ও নানাবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষাদি অধিবাসীদিগকে নিয়ত আনন্দ বিতরণ করিতেছে। লোকের আরা-মের অবধি নাই। পক্ষান্তরে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম রাজপুত্রের প্রাপ্ত রাজ্য মরুময়, কলহপূর্ণ উষ্ণ দেশ ও প্রাকৃতিক উৎপাতের চির আবাস-ভূমি ছিল। তজ্জন্য জ্যেষ্ঠ সলম রাজ্য-বিভাগ অন্যায় ও পক্ষপাতপূর্ণ হইয়াছে বোধে, পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে তিনি মধ্যম ভ্রাতা তুরকে আপনার অসন্তোষের কারণ জানাইয়া দূত-হস্তে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিলেন, "ভ্রাতঃ! পিতা ইরিজকে এক অতি সুখসমৃদ্ধিশালী শস্যশ্যামল ভূখণ্ড প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমা-দের উভয়ের ভাগ্যে দুইটী অস্বাস্থ্যকর মরু প্রদেশ পড়িয়াছে। আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমি তাঁহার এই অবিবেচনার কার্য্যে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি, আমাকে তাহা জানাইয়া সুখী করিবে।" তুর দূত-হস্তে জ্যেষ্ঠের পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া সসম্ভ্রমে গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতার মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এই কার্য্য সংশোধন করণার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যোগদান করিতেও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তিনি এই অসন্তুষ্টির কারণ প্রথমতঃ পিতার গোচরীভূত করা উপযুক্ত মনে করিলেন। কেননা তাহাতে পিতা আপনার ভ্রম বুঝিয়া পুনঃ ন্যায়সঙ্গতরূপে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। সেই ভাবী বিভাগ-কালে ফলশস্যপূর্ণ উর্ব্বর পারস্য দেশ আমার অংশে পড়িতে পারে; এই বিবেচনা করিয়া যুবরাজ তুর জ্যেষ্ঠ সলমকে পত্র লিখিলেন। পত্র প্রাপ্ত হইয়া সলম তুরের কথা যুক্তিসঙ্গত বোধে গ্রহণ করিলেন এবং পিতার এ বিষয়ে অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য সেই দূতকেই উপদেশ দিয়া পিতার নিকটে

প্রেরণ করিলেন। দূত-হস্তে এক খানি পত্রিকা প্রদত্ত হইল। তাহাতে প্রথমতঃ পুত্রোচিত বিনয়-নম্রতা ও ভক্তিসন্তবণাদি করিয়া শেষে লিপিবদ্ধ করিলেন যে, আপনি ইরিজকে অপর কোন রাজ্য প্রদান করুন, আমরা পারস্য পাইতে বাসনা করি। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে আমরা রুম, শাম, তুরাণ রাজ্য হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ইরিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব এবং তাহার রাজ্য ধ্বংস করিব।

দূত যথাকালে ফেরিদূঁর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং সম্মান প্রদর্শনার্থ ভূমি চুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে ফেরিদূঁ প্রথমতঃ পুত্রদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত শুভ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া পরে রাজাদেশে আপনার আগমনের কারণ বর্ণনা করিয়া পত্র প্রদান করিলেন। ফেরিদূঁ দূতের বাক্য শ্রবণে ও পত্র পাঠে অত্যন্ত দুঃখিত ও রোষান্বিত হইলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি অন্যায় বা মন্দ কার্য্য করিয়াছি? কখনই নহে। আমি ভাবী বিবাদ নিরাকরণ জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আপন রাজ্য পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়াছি। আমার ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের বিরুদ্ধে বাক্য ব্যয় করিতে কি তাহাদের লজ্জা বা ভয় হইল না? যদি তাহারা আমাকে ভয় না করে, কিন্তু সেই অখিল পৃথিবীশ্বর বিধাতাকে ত ভয় করা উচিত? আমার জীবন-প্রবাহ প্রায় অন্তিম দশায় উপনীত, নশ্বর জগতের সম্পত্তি শীঘ্রই আমা হইতে হস্তান্তরিত হইবে। আমি অতি বৃদ্ধ; সুতরাং এই বিদ্রোহ দ্বারা যে আমার রিপু উত্তেজিত হইবে, সে সম্ভাবনা আর নাই। আমি সকলকে শান্তি-প্রয়াসী হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছি। সকলেই স্বীয় স্বীয় সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট থাকুক। সর্ব্বনাশী যুদ্ধে প্রবৃত্ত কেহ যেন না হয়! শান্তির শীতল বাতাস সকলেরই হৃদয়ে প্রবাহিত হউক। ইহাই আমার ঐকান্তিক অভিপ্রায়।"

কেরিদ্ওয়েনের মন্তব্য শুনিয়া দূত বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কেরিদ্ওয়েন কনিষ্ঠ পুত্র ইদ্রিজকে নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়া কহিলেন, "পুত্র! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় তোমার উপর সন্তুষ্ট নহে। তাহারা একত্রিত হইয়া তোমার রাজ্য অধিকার ও তোমাকে বিনাশ করণার্থ বিপুল সৈন্যদল সহ অভিযান করিবে। ইহা আমি দূতমুখে শ্রবণ করিয়াছি। ইহাও শুনিয়াছি যে, যদি আমি তোমার পক্ষাবলম্বন করি, তাহা হইলে তাহারা আমার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি, বিবেচনা করিয়া বল।" ইদ্রিজ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; কহিলেন, "এই আসন্ন বিপদে আপনি যে পরামর্শ দিবেন, আমি তদনুযায়ী কার্য্য করিব।" কেরিদ্ওয়েন এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস! দুই জনের আক্রমণ সহ্য করা দূরে থাক, তুমি তোমার এক ভ্রাতার আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমি বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়াছি। জীবনের অবশিষ্ট সময় শান্তিতে থাকিয়া পরমার্থ-চিন্তায় যাপন করিব, মানস করিয়াছি। সুতরাং এমত স্থলে শান্তি ও সন্ধির মার্গ অবলম্বন করা এবং রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। কেননা ক্রোধ রিপু যদি একবার উত্তেজিত হয় এবং সর্ব্বনাশী যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে, বলিতে ব্যথিত হইতেছি, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইতেছে, তোমার মস্তক অতি শীঘ্র রাজ্য ও জীবনের সমস্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। অতএব শান্তি ও সন্ধি-মার্গই এক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়।"

দুর্ব্বল ইদ্রিজ পিতৃবাক্য যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া কহিলেন, "আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাদ বা যুদ্ধ করিতে চাহি না, বরং স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজ্য ও রাজমুকুট তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিয়া অনুগত দাসের ন্যায় অবস্থিতি করিতে বাসনা করি। কেননা——"

ঊর্দ্ধদিকে এক বার বিবেক-নয়নে
দেখুন চাহিয়া, নীল নক্ষত্র নিকর
স্থিতি করে কত ক্ষণ ?—কিরূপ নিয়মে ?
মনুষ্য জীবের শ্রেষ্ঠ,—কত শীঘ্র হায়
ত্যজে এ সংসার ! ক্ষীণ অনিল-বিশ্বাস
এই আছে, এই নাই । নিত্য সুখ-ধাম
কে ত্যজে ভবে গো হায় সম্পদ কারণে ?

ইরিজ এই সরল ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া অবিলম্বে ভ্রাতৃদ্বয় সমীপে যাইয়া স্বীয় রাজ্য তাঁহাদের করে সমর্পণ করতঃ তাঁহাদের অনুগ্রহ ও স্নেহ লাভ করিয়া বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইরিজ আরও কহিলেন,—"আমি কৌটিল্য বা ক্রোধ ভাব অন্তরে পোষণ করি না। যুদ্ধ-প্রয়াসীও আমি নহি। সিংহাসন বা জীবনের গৌরব-জনক বস্তুর আমার আবশ্যক নাই। আর মানব-জীবনের গৌরবই বা কি ? ইহা স্বপ্নের ছলনা মাত্র ! সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি জামসেদ কি গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? কলে প্রতিহিংসা শান্তির দান অপেক্ষা উপযুক্ত হইলেও, আমি ভ্রাতাদের নিকট গমন করিলেই তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে।"

প্রবীণ বাদশাহ ফেরিদূঁ পুত্রমুখে এই নীতিগর্ভ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "শত ধন্যবাদ পুত্র ! তোমাকে। তোমার ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধার্থী—তোমার ধ্বংস-প্রয়াসী, কিন্তু তুমি শান্তিকামী ! তোমার ন্যায় নিরীহ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি আর পৃথিবীতে নাই ! এই অল্প বয়সে তুমি যেরূপ ধর্ম্মভাব ও ত্যাগস্বীকার দেখাইলে, জগতে তাহা অবিরল ও অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত-স্থল ! যাও তুমি তোমার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে, নিশ্চয় তাহারা তোমাকে স্নেহ করিবে, কনিষ্ঠ জ্ঞানে ক্রোড়ে স্থান দিবে।" ইহা বলিয়া তিনি পুত্রদ্বয়ের নিকটে পত্র লিখিয়া জানাইলেন

যে, তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইরিজ তোমাদের নিকটে গমন করিতেছে। সে রাজমুকুট ও রাজ্যপদ অপেক্ষা তোমাদের ভ্রাতৃভাব ও বন্ধুত্ব অধিকতর মূল্যবান ও গৌরবপ্রদ মনে করে। তাহার অন্তঃকরণে দ্বেষহিংসা প্রভৃতি একেবারে নাই। তোমরা বিবেকসম্পন্ন ও অধিকতর বল-বিক্রান্ত এবং সে স্নেহভাজন কনিষ্ঠ। তোমরাও তাহার মত সরল হইবে। অন্তরে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিও না। তাহার প্রতি করুণ ব্যবহার দেখাইয়া কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য পালন করিবে। যদিও তোমরা আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ না, কিন্তু আমি তদ্রূপ নহি; আমি তোমাদের সুখশান্তির জন্য নিয়ত যোগময় বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি। ফলতঃ প্রিয় ইরিজকে কয়েক দিবস রাখিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়া দিতে অন্যথা করিও না।"

পত্র-লিখন সমাপ্ত হইলে ইরিজ রাজোচিত সাজসজ্জা করিয়া কতিপয় বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে গমনার্থ যাত্রা করিলেন।

ইরিজের তুরাণ গমন ও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

যখন যুবরাজ ইরিজ স্বকীয় অনুচরবর্গ সহ তুর্কিস্থানে উপনীত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সমবেত সৈন্যদল তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সলম ও তুর কনিষ্ঠের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচীন রীত্যনুসারে নগর-বহিঃস্থ ক প্রান্তরে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ইরিজের অভ্যর্থনা ও পিতৃ-প্রেরিত পত্র আনয়নার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা পিতার পত্র পাঠ করিয়া ইরিজকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং যত্নের সহিত সমাদর পূর্ব্বক রাজভবনে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কথিত আছে যে, ইরিজ অতীব সৌম্য-দর্শন ছিলেন। তাঁহার সুগঠিত মনোহর মূর্ত্তি যিনি দেখিতেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইতেন। বিধাতা লোকের মনোরঞ্জন করিবার সৌন্দর্য্য সেই বয়সে প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু সলম ও তুরের সৈন্যদল ও প্রজাসাধারণ ইরিজকে দর্শনমাত্র চীৎকার করিয়া কহিল, "আহা কি সুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব! কি প্রফুল্ল-কমল সদৃশ মুখ-মণ্ডল!! ইনিই বাদশাহ হইবার যোগ্য পাত্র!" ফলতঃ ইরিজ যে স্থানে পদার্পণ করিতেন, সেই স্থানেই ঐ একই কথা—একই আলোচনা হইত। সকলেই তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত। সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিত। "ইনি আমাদের বাদশাহ হউন", বিধাতার পাশে এই কামনা করিত।

সলম ও তুরের কয়েক জন বিশ্বস্ত সভাসদ ইরিজের প্রতি লোক-সাধারণের ও সৈন্যগণের ভক্তি ও প্রীতিদর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে কহিলেন যে, সৈন্যগণ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট নহে, পক্ষান্তরে তাহারা ইরিজকেই বাদশাহ হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করা হউক। এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে সলম ও তুর অতীব ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা ইরিজকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ইরিজের সৌম্য মূর্ত্তি তাঁহাদিগের হিংসানল-উত্তপ্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়াছিল, তাঁহারা ভ্রাতৃস্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এই দুঃসংবাদ শ্রবণে সেই হিংসানল আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। উভয়ে উত্তেজিত হইয়া ভ্রাতৃ-বধ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন!

জ্যেষ্ঠ সলম তুরকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমাদের সৈন্যগণের ব্যবহার প্রতি লক্ষ্য কর। তাহারা ইরিজের উপর কত আসক্ত এবং একত্রিত হইয়া কেমন তাহার প্রশংসাকীর্ত্তন করে। আমার ভয় হইতেছে,

তাহারা পারস্যাভিযান করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আর ইহাও অসম্ভব নয় যে, কোনক্রমে আমাদের তুরাণরাজ্যও তাহার হস্তগত হইতে পারে। কারণ সৈন্যগণ ইরিজের বশীভূত। এক্ষণে এই বিষম অঙ্কুর সমূলে উৎপাটন না করিলে কালে ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের ধ্বংস সাধন করিতে পারে। ভ্রাতঃ! আর কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। ইরিজের নিধন সাধন তোমাকেই করিতে হইবে, এবং তুমিই তাহার রাজ্যের অধিপতি হইবে।" ঐশ্বর্য্য-লোলুপ তুর জ্যেষ্ঠের প্রস্তাবে সেই রাক্ষসোচিত হেয় কর্ম্ম সাধন করিতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন।

পর দিবস ইরিজ মধ্যম সহোদরের নিকট উপস্থিত হইলে তুর ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "রে ইরিজ! কেন তুই পারস্য-রাজ্য গ্রহণ করিয়া তোর জ্যেষ্ঠগণের স্বার্থের ও সম্মানের পথে কণ্টক হইলি। আমাদের রাজ্য অনুর্ব্বর, বন-পর্ব্বত-সমাকুল, ও শত্রুবেষ্টিত। সে রাজ্যে নিরন্ত যুদ্ধ বিবাদ লাগিয়াই আছে। আর তোর রাজ্য উর্ব্বর, সদা শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ। আমরা জ্যেষ্ঠ হইয়া কি এইরূপ কষ্টে কাল-যাপন করিতে থাকিব? তুই সংসারের ধন ও সারাংশ ভোগ করিবি, আর আমরা জ্যেষ্ঠ হইয়া হীনাবস্থায় থাকিব? কনিষ্ঠ পুরস্কৃত হইবে, আর জ্যেষ্ঠ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও অভিশপ্ত হইয়া দূরদেশে পরিত্যক্ত হইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। পিতা স্নেহবশে ন্যায়ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া জ্যেষ্ঠের অধিকার কনিষ্ঠ তোরে দান করিলেন, কিন্তু তুই কেন তাহা গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদার হানি করিলি?"

সরল-স্বভাব ইরিজ ভ্রাতার এই কর্কশ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত নতমস্তকে কহিলেন, "পূজনীয় ভ্রাতঃ! আমি কেবল শান্তি ও বিশ্রাম বাঞ্ছা করি। রাজ্যপদ অতি তুচ্ছ পদার্থ। আমি তৎপ্রতি নেত্র-পাত করিতে চাহি না। অথবা পারস্য-রাজ্য মধ্যে সুনাম অর্জ্জন

করিতে ইচ্ছা করি না। যদিও পিতৃবিভাগ অনুসারে সেই রাজ্য ও রাজমুকুট ন্যায়তঃ আমার, তথাপি আমি তাহা আপনার সম্মুখেই পরিত্যাগ করিতেছি। আমি আপনাদের অনুগত থাকিয়া শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে সম্মত হইলাম। পার্থিব ধনসম্পদ ও রাজপদের পরিণাম অহঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি আমার সহোদরগণকে কেন? পৃথিবীর কোন প্রাণীকেই কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। জগদীশ্বর যেন আমাকে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর না করেন।”

ইরিজের এই সকল উক্তি ও অমায়িক ব্যবহার কঠিনপ্রাণ তুরের মর্ম্ম স্পর্শ করিল না। তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ ও তাহা প্রদানের একটী কথাও তুর বিশ্বাস করিলেন না। পরন্তু তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া যে স্বর্ণাসনে স্বয়ং উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাই উত্তোলন করিয়া নিমেষ মধ্যে ইরিজের মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন এবং “উহাকে বাঁধ—বাঁধ” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করিলেন। শান্তশীল যুবক ধরাশায়ী হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, “ওঃ পরমেশ্বরের দোহাই, একবার বৃদ্ধ পিতার কথা স্মরণ করুন। আমার প্রতি দয়ালু হউন। আমি আপনাদের আশ্রয় লাভার্থ আসিয়াছি, আমি আপনাদের আশ্রিত অতিথি। অতিথির প্রাণনাশ করিবেন না। যদি করেন, তাহা হইলে আমার প্রত্যেক শোণিত-কণা ঊর্দ্ধে উত্থান করতঃ দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইবে, আপনাকে এই ঘৃণিত পাপকার্য্যের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। আমি কেবল আপনাদের নিকট শান্তি ও আশ্রয়প্রার্থী। পিতার কথা স্মরণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন—দয়া করুন।”

আপনি জীবন যদি আর রণে করিবেন নাশ,
একি ভয়ানক কথা! কি ভীষণ বাসনার দাস!

ক্ষুদ্র শস্যকণাবাহী পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী,
ভুলেও তাহার প্রতি করিও না অত্যাচার হানি !
কেননা জীবিত সেও, জীবন যে অতি মূল্যবান্,
আর সে তো করে নাই তব প্রতি অত্যাচার দান !
তবে কেন সে নীরিহ প্রাণীরে বধিবে অকারণ !!
কি নিষ্ঠুর ! কি নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুরতার শেষ নিদর্শন !!
ভ্রাতার শোণিত-পাত, জনকের হৃদয়েতে ব্যথা,
ভাল কিহে ? ক্ষান্ত হও, ছাড় ক্রোধ, রাখ মম কথা।

নিষ্ঠুর তুরের পাষাণ-হৃদয় ইরিজের কাতরোক্তিতে দ্রবীভূত হইল না ! তিনি অনুজের বাক্যের উত্তর প্রদান না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অসি কোষমুক্ত করিলেন এবং সেই লাবণ্যের লীলা-ভূমি, বিনয়ের আধার প্রিয়দর্শন ইরিজের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। উঃ কি নীচাশয়তা ! কি লোমহর্ষণ ব্যাপার !! কেবল ইহাই নহে, সেই নরকুলগ্লানী রাক্ষস তুর, হুর্ভাগ্য ইরিজের মস্তকে সুগন্ধি আম্বর ও মৃগনাভি লেপন করতঃ বৃদ্ধ পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং যে কথা লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, দরদর ধারে নয়নে বারি-ধারা বিগলিত হয়, তাহাই লিখিয়া তৎসহ প্রেরণ করিলেন। সেই দুরাচারের পত্রের মর্ম্ম, পাঠক ! শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন—কাঁদিয়া আকুল হইবেন। লিখিল "পিতঃ ! এই আপনার পরমস্নেহের—অতি আদরের প্রিয় পুত্রের মস্তক। এক্ষণে ইহা রাজ-মুকুটে সুসজ্জিত করুন। আপনি যে সুপুত্রের জন্মদান করিয়াছিলেন, তাহাকে নিরীক্ষণ করুন। আপনার হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত মহামূল্য সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র এই, ইহা লইয়া সেই সিংহাসন অলঙ্কৃত করুন— আপনি স্বীয় সম্মুখে ইহাকে রাজ-মর্য্যাদা প্রদানে যত্নবান হউন।"

এদিকে বৃদ্ধ রাজা ফেরিদূঁ প্রিয় পুত্র ইরিজের আগমন কাল সমাগত

ভাবিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বন্দবস্ত করিতেছিলেন। এবং কখন্ আসিবে? প্রতিদিন ইহাই চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাল-হরণ করিতেছিলেন। কিন্তু হায় সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! হৃদয়ভেদী ঘটনা!! অসম্ভব কাণ্ড!!! ইরিজের ছিন্ন মস্তক পত্র সহ উপস্থিত হইল, বৃদ্ধ তাহা দর্শনমাত্র হা-হুতাশ ছাড়িয়া উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুরীমধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ পৌঁছিল। রমণীগণের ক্রন্দন-কোলাহলে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বৃদ্ধ পুত্রের মস্তক দুই হস্তে ধারণ করিয়াই অচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। সৈন্যগণ শোকে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিল। সভাসদবর্গ ম্রিয়মাণ! যে শুনে, তাহারই অন্তঃকরণ এই শোচনীয় সংবাদে বিষণ্ণ। সকলেরই চক্ষু দিয়া দরদর-ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। হায় হায় শব্দে গগনমণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। যেন রাজভবনে প্রলয় উপস্থিত। অহো সে কালের সে ভীষণ দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারে, কাহার সাধ্য?

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ রাজা ফেরিদুঁ চৈতন্য লাভ করিলেন এবং কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক মৃত পুত্রের শোক জন্য স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন ও অপর সাধারণ সকলকেই পরিধান করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর যুবরাজ ইরিজের যাবতীয় যুদ্ধসজ্জা, ধ্বজাপতাকা ও রণবাদ্য-যন্ত্রাদি ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে বলিলেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। তখন রাজভবন আরও শোক-কোলাহলময় হইয়া উঠিল। কথিত আছে, পুত্র-শোক-সন্তপ্ত ফেরিদুঁ জীবনে আর কখনও কৃষ্ণবর্ণ পোষাক ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই। অতঃপর ইরিজের মস্তক তদীয় প্রিয় প্রমোদোদ্যান মধ্যে শোক-সমারোহে সমাহিত করা হইল। বৃদ্ধ ভূপতি প্রতি সপ্তাহে বহু লোক-জন সহ সেই উদ্যান মধ্যে যাইয়া পুত্রের "কবর" পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক মনস্তাপ ও শোকোচ্ছ্বাস করিতেন। তিনি পুত্র-মস্তক, কবরস্থ

করিবার সময় কহিলেন, "হে জগদীশ্বর! হে মহিমাময় মহীপতে! অন্যায়রূপে নিহত এই যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহার মস্তক আমার সম্মুখে বর্ত্তমান, কিন্তু দেহ ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র পশুকুল কর্তৃক অবশ্যই ছিন্ন ও গ্রাসিত হইয়াছে। দয়াময়! আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমি যেন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঈরিজের বংশোৎপন্ন এক পুত্র কর্ত্তৃক এই অন্যায় হত্যার প্রতিহিংসা গৃহীত হয়, দেখিতে পাই। হে ন্যায়বান বিচারকর্ত্তা! আমার এই প্রার্থনা গ্রহণ করুন।"

এইরূপে শোক-জর্জ্জরিত ফেরিদূঁ বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন মৃতপ্রায় যাপন করিয়াছিলেন।

মন্নুচেহর।

ফেরিদূঁ লোকান্তরিত পুত্রের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া এবং তাহার অকাল নিধনের প্রতিহিংসা-গ্রহণেচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি অতীব আশা করিলেন যে, ঈরিজের বংশে, এই অবিচার-অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ অচিরে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তজ্জন্য তিনি অন্দরমহলে আগমন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেন যে, ঈরিজের বেগমদিগের * মধ্যে কেহ গর্ভবতী আছেন কি না। পরিচারিকাগণ কহিল, "মাহ আফরিদ নাম্নী মহিষী গর্ভবতী আছেন।" ফেরিদূঁ এই সুসংবাদ শুনিয়া মহানন্দে হস্তোত্তোলন

* পাঠক! ইতিপূর্ব্বে অবগত আছেন যে, নরপাল ফেরিদূঁ এক গর্ভজাতা তিনটী কন্যার সহিত তিন পুত্রের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে ঈরিজ একপত্নিক ছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু এক্ষণে "তাঁহার বেগমদিগের" শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তিনি যে পরে আরও দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহা প্রকটিত হইতেছে।

পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "হে করুণাময় জগৎপাতা! এই গর্ভে এমন এক পুত্র-সন্তান প্রদান করুন, যেন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফেরিদুঁর এ বাসনা পূর্ণ হইল না। যথাকালে মাহ আফরিদ একটী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা সযত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। পিতামহ ফেরিদুঁ শাহ তাঁহার নাম পরিচেহর রাখিলেন। পরিচেহর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি সগোত্রোৎপন্ন পোসাঙ্গ নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ প্রদান করিলেন। এই বিবাহের ফল স্বরূপ. ইরিজ ও বৃদ্ধ রাজা ফেরিদুঁর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল; ফেরিদুঁ তাহাকে মনুচেহর নামে অভিহিত করিলেন। ফলতঃ এই রাজকুমারের জন্মগ্রহণে রাজপুরী আনন্দপূর্ণ হইল। বৃদ্ধ ফেরিদুঁর ঈষৎ হাস্যপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় তাঁহার অন্তরস্থ আনন্দের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহার ভাবী আশাপূর্ণকারী এই সুকুমার শিশুকে তিনি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তাঁহার আশা-লতা ফলবতী করিতে ও রাজ্যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে যেন স্বয়ং ইরিজ পুনঃ সশরীরে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে।

মনুচেহর বৃদ্ধের নয়নে নয়নে অতি যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা, বীরোচিত কৌশল; শিল্প-চাতুর্য্য, ও রণনীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার গুণ ও জ্ঞানের সীমা রহিল না। এই সময়ে ফেরিদুঁ মনুচেহরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। মন্ত্রীবর্গ ও সৈন্যগণ তাঁহাকে সসম্মানে অবনতমস্তকে বাদশাহ বলিয়া অভিবাদন করিলেন। অতঃপর তাঁহার রাজ্যমধ্যে পিতৃব্য হত্যার উত্তেজনা চলিতে লাগিল। ফেরিদুঁ রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া প্রজাদিগকে প্রচুর ধন বিতরণ করায় মনুচেহর অচিরে এক

বিশাল সৈন্যদল সংগঠন করিতে সমর্থ হইলেন। রাজসভাসদ, সৈন্যদল ও প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার প্রতি অতীব অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধের আয়োজন মহাসমারোহে হইতে লাগিল। যথাকালে কেরিহুঁ রাজ্যস্থ প্রধানবর্গকে আহ্বান করিয়া এই অভিযানের সহায়তা করিতে অনুমতি করিলেন।

এদিকে সলম ও তুর তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত হইতেছিল, তদ্বিষয় এবং যুবক মনুচেহরের অদম্য উৎসাহ, বিপুল বীরত্ব ও শৌর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া, অপরন্তু প্রতিদিন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতেছে শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতা যে অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবেন, তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এ আসন্ন বিপদে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে রক্ষা পাওয়া যায়, চিন্তা-ভারাক্রান্তচিত্তে তাহারই পরামর্শ করিতে নিরত হইলেন। এক জন বিচক্ষণ উজির উপদেশ দিলেন যে, "আপনারা এক জন দূতকে বহুমূল্য উপহার সহ বৃদ্ধ রাজা কেরিহুঁর নিকটে প্রেরণ করুন এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা পাইবার জন্য করুণ ভাষায় এক পত্র লিখুন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে—রুষ্ট ভাব অপনীত হইয়া আপনাদের প্রতি তিনি স্নেহশীল হইবেন।" এই উপদেশ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া সলম ও তুর অবিলম্বে হস্তীপৃষ্ঠে বহু রত্নরাজি, একটী স্বর্ণ মুকুট, এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া পত্র সহ জনৈক চতুর দূতকে প্রেরণ করিলেন। পত্রে বহু অনুতাপ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন, "পিতঃ! আমরা অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আমরা মহাপাপী। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। নারকী শয়তান আমাদিগকে সেই ভীষণ কুকার্য্য করণার্থ কুমতি প্রদান করিয়াছিল। আমাদের অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, আমরা চিরদিন সেই

দুর্নামের কলঙ্কে কলঙ্কিত থাকিব। আমরা বুঝিতে না পারিয়া যে ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য এক্ষণে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি, হৃদয়ে সুখ নাই—শান্তি নাই। দিবা-রজনী অন্তরে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা জাগরূক রহিয়াছে। আমরা আপনার চরণে সহস্রবার অপরাধী। কিন্তু আপনি ক্ষমার সাগর, স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়। আমাদের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি ক্ষমা না করিলে আর আমাদিগের নিস্তার নাই। মেহাবার মনুচেহের জন্মগ্রহণ করায় আমরা অতীব আনন্দিত আছি। এক্ষণে বিধাতার কৃপায় সে উপযুক্ত হইয়াছে, আমরা তাহার দর্শন-প্রয়াসী। আমাদের বাসনা যে, এক্ষণে আমরা প্রিয়তম মনুচেহরকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক তাহার আজ্ঞাধীন রক্ষক ও আদেশ প্রতিপালকরূপে অবস্থান করিব। আমরা আর কোন সুখের বাসনা করি না। অতএব যদি দয়া করিয়া শাহজাদা মনুচেহরকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই। আমরা আপনার আদেশ প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

দূত উল্লিখিত পত্র ও ধনরত্নাদি সহ প্রবীণ রাজা ফেরিদুঁর দরবারে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য অভিবাদন ও বাদশাহের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক উপহার-সম্ভার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন ফেরিদুঁ মনুচেহরকে স্বর্ণাসনে স্বীয় পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া হাস্যবদনে কহিলেন, "প্রিয়তম! এই সমস্ত উপহার তোমার পক্ষে শুভাশীর্ব্বাদ ও উন্নতির পরিচায়ক স্বরূপ। তোমার বিপক্ষ পক্ষ তোমার ভয়ে যে ভীত হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জানিবে।"

অনন্তর দূত সলম ও তুরের পত্র বাদশাহের সিংহাসনোপরি স্থাপন করিলে আনন্দ ফেরিদুঁ দূতের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে অনুমতি করিলেন। তখন দূত করুণ তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের পূর্ব্বকৃত দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান অভিপ্রায় বর্ণনা করিলেন,

কহিলেন, "তাঁহারা যে অন্যায়রূপে স্বীয় ভ্রাতার শোণিতপাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অতীব অনুতপ্ত। সেই পৈশাচিক কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহারা যাবতীয় ধনরত্নাদি ও রাজ্য মনুচেহরকে প্রদান করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা তাঁহাদের পরমপ্রিয় মনুচেহকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এবিষয়ে শাহান-শাহের আদেশ প্রার্থনীয়।"

বৃদ্ধ বাদশাহ দূতমুখে পুত্রদ্বয়ের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া শোকে, ক্রোধে ও ঘৃণায় অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ রুক্ষভাবে কহিলেন, "প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড সূর্য্যদেবকে কি লুক্কায়িত রাখা সম্ভব? অসঙ্গত ও অর্থশূন্য বাক্যের দ্বারা কি সেই হেয় ও ঘৃণিত কার্য্য বিলুপ্ত হইতে পারে? ধিক্ তাহাদিগকে, তাহারা বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিয়া শাখাগ্রভাগে বারিবর্ষণ করিতে চাহে! ফলতঃ শত্রুর সহিত আবার কিসের সন্ধিস্থাপন? তবে তাহা হইতে পারে, যদি আমি হৃদয়-নন্দন ইরিজকে পুনঃ জীবিত দেখিতে পাই। বলিও তোমার সেই নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ প্রভুদ্বয়কে, যে রাজকুমারকে দর্শন জন্য এখন তাহারা এত স্নেহ-বাৎসল্য প্রকাশ করিতেছে, হায় আজ তাহার প্রিয় মাতামহ কোথায়? তাহারাই না তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছে? ভীষণ নৃশংস বিশ্বাসঘাতক, অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিশীল ভ্রাতৃদ্বয়, এক্ষণে ধূর্ত্ততা করিয়া আবার এক জয়লাভের কামনা করে। আচ্ছা! তাহারা মনুচেহরকে দেখিতে চাহিয়াছে, দেখিতে পাইবে,—শীঘ্রই বর্ম্ম-পরিহিত সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে, এবং তখন তাহারা জীবন-বিধ্বংসকারী শোণিত-পিপাসী তীক্ষ্ণধার তরবারির ভীষণ আঘাত অনুভব করিবে।"

ক্রুদ্ধ ফেরিদুঁ ইহাই বলিয়া প্রচণ্ড প্রতাপশালী দুঃসাহসিক বীর কাওয়া তাঁহার পুত্রগণ, শাহপুর, শিরুয়া, নরিমান, সাম, গারশাস্প,

আর্জ্জনের প্রভৃতি সেনাপতি ও সৈন্যগণকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মহ্মুদের শীঘ্রই রণাঙ্গণে তোমার প্রভুদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অতএব ধনরত্নাদি সহ তুমি তোমার প্রভুদের নিকটে প্রস্থান কর। ধনরত্নে কি দুঃখের বিনিময়ে সুখ প্রদান করিতে পারে? রাজাদের মস্তক নিশ্চিতই ক্রীত ও বিক্রীত হইবে। আমি কি শোণিতের পরিবর্ত্তে রত্ন গ্রহণ করিতে পারি? কখনই না। শোণিতপিপাসা রত্নে নিবারিত হইতে পারে না। অতএব সরাও—সরাও তোমার ধনরত্ন আমার সম্মুখ হইতে; আমি তাহাদের চাতুর্য্যপূর্ণ চাটুবাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু মানব-প্রকৃতি অনুসারেই আমার অন্তর পরিচালিত হইবে। এ প্রবাদ-বাক্য সত্য যে, যাহারা অত্যাচার-বীজ বপন করে, তাহারা তিক্ত ফল ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের আত্মা ইহ কিংবা পর-জগতে শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমার নিহত পুত্রের ভ্রাতৃদ্বয় যেমন তাহাদের পিতার আশা-বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়াছে, তেমনি তাহারা উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমার সেই উৎপাটিত বৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র শাখা এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। একণে সেই শিশুসিংহ জাতীয় গৌরব ও বীরত্ব লইয়া শাখার দণ্ড প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছে; শোণিতের পরিবর্ত্তে শোণিত গৃহীত হইবে। অতএব দূত! তোমার ধনরত্ন লইয়া সত্বর আমার দরবার হইতে প্রস্থান কর।"

দূত বাদশাহ ফেরিদুনের এই তেজোপূর্ণ তিরস্কার ও ক্রোধের কথা শ্রবণ করিয়া ভয়-কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং সত্বর-গমনে ও তুরের দরবারে উপনীত হইয়া আদ্যো-পান্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দূত মুখে যখন ক্রোধ

* সাম বীরবর নরিমানের পুত্র, অতঃ দুর্দ্দান্ত বীর ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মোহাম্মদ আবে এক রাত্রিতে জীবন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এবং মনুচেহর ও তাঁহার যোদ্ধৃবর্গের সাহস, বীরত্ব, যুদ্ধবিদ্যা, রণদক্ষতা ও আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিহ্বল ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সলম ক্ষণেক চিন্তার পর উৎসাহপূর্ণ বচনে তূরকে কহিলেন, "চল, আমরাই অগ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হই! ইহাতে এই উপকার হইবে যে, আমাদের আক্রমণের সংবাদ শ্রবণে বিপক্ষ পক্ষের অন্তরে শঙ্কা ও চিন্তার সঞ্চার হইবার সম্ভব, এমন কি, সেই শঙ্কা বশতঃ আমাদের সহিত তাহারা সন্ধির প্রস্তাবও উত্থাপন করিতে পারে। আর ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, মনুচেহর বীর-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে প্রকৃত সাহসী ও বীর হইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না। ফলতঃ ভীরুতা প্রদর্শন করা কাপুরুষের কর্ম। আমাদেরও সৈন্যবল ও বাহুবল পরীক্ষা করা কি কর্ত্তব্য নহে? অতএব নিশ্চেষ্ট থাকিও না, যুদ্ধে অগ্রসর হও; ইহাতে বিলম্ব করা অপেক্ষা সত্বরতা অবলম্বন করা উত্তম।"

তূর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন যুদ্ধের ঘোষণা প্রচারিত হইল। চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। ভ্রাতৃদ্বয় অতি সত্বর স্ব স্ব রাজ্য হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া রণডঙ্কা বাজাইয়া উৎসাহ-কোলাহলে ইরাণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীর পুরুষগণের সদম্ভ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। এদিকে বৃদ্ধ বাদশাহ ফেরিদুঁ তাঁহাদের আগমনের বার্ত্তা শ্রবণে কহিলেন, "উত্তম হইয়াছে, বিপক্ষদল অনাহূত হইয়াই আগমন করিতেছে। মত্ত মৃগ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করণার্থ শিকারীর পদতল লুণ্ঠিত হইতে আগমন করিতেছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ।" অনন্তর তিনি আপনার সেনাপতি ও সৈন্য-দিগকে অনুমতি করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না শত্রুসৈন্য নিকটবর্ত্তী হয়, তদবধি সকলে স্থির ও ধীরভাবে অবস্থান করিবে। সেনাদল কৌশল ও [illegible]

মনুচেহরের যুদ্ধযাত্রা ও জয়লাভ।

যখন বিপক্ষ সৈন্যদল রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন মনুচেহর বৃদ্ধ বাদশাহের সমীপে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অবিলম্বে ফেরিদুঁ প্রধান প্রধান বীরপুরুষদিগকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া আনিয়া, সমরক্ষেত্রে কে কোন্ পদে নিযুক্ত থাকিয়া কিরূপে সৈন্য পরিচালনা করিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং সময়োচিত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করতঃ মনুচেহরকে যুদ্ধে বিদায় প্রদান করিলেন। তখন সমবেত বীর পুরুষগণের হুহুঙ্কার নাদে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠিল। প্রত্যেক বীরেরই শিকার-পিপাসী সিংহের ন্যায় ভয়াল মূর্ত্তি! সকলেই স্ফুর্ত্তিযুক্ত!! পবিত্র রণপতাকা অগ্রে পতপত শব্দে বিমান স্পর্শ করিয়া উড়িতেছে। ভীষণ রণবাদ্য গম্ভীর রোলে বীর-হৃদয় উৎসাহিত করিতেছে। সকলেই বর্ম্মাবৃত, তীর-তরবারি-গদা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-সজ্জিত। অশ্বারোহী সৈন্যগণের তীব্র দাপটে অশ্ব সমূহ অস্থির হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ মহাড়ম্বরে মনুচেহর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যখন কারুণ আপনার সুশিক্ষিত লক্ষ সৈন্য পরিচালনা করিলেন, তখন যুদ্ধের আদেশ প্রদান করা হইল। মধ্যস্থলে বীরকেশরী মনুচেহর উন্নতশির স্তম্ভের ন্যায় যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান। তিনি মেঘমালা মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রের ন্যায় অথবা সমুন্নত পর্ব্বতোপরি উজ্জ্বল কিরণ-বিকীর্ণোজ্জ্বল প্রভাকর সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মনুচেহরের দক্ষিণবাহিনীর সৈন্যভাগ মহাবীর কোবাদ পরিচালনা করিতেছিলেন। বামভাগে বীরশ্রেষ্ঠ [illegible] চাপে চতুর্দ্দিকে সাম সৈন্য পরিচালনের অধিনায়ক হইলেন। তদ্ব্যতীত নরিমান, কারণ, আর্দ্দেশীর, শাহপুর প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ ক্রমান্বয়ে

স্থানে শার্দ্দূল-বিক্রমে সৈন্য সমাবেশে নিয়োজিত। ঝটিকা আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতির ন্যায় সকলেই গম্ভীর ও স্থির। ইত্যবসরে তুর অপ্রসন্ন হইয়া তীব্র তিরস্কার ও ঔদ্ধত্যের সহিত কোবাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! তোমাদের নব ভূপতি, যাঁহার পিতার নাম সাধারণের অপরিজ্ঞাত, তাঁহাকে একবার দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা কর, বিধাতা ইরিজকে একটী মাত্র কন্যা সন্তান প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে এই সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র—বর্ম্ম, তীর, তরবারি, গদা প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন? এবং এই গদা ও তরবারি হইতে জগতে কোন্ ভাল কার্য্য হইয়া থাকে?" কোবাদ কহিলেন, "আমি এই কথা শীঘ্রই আমাদের বাদশাহের কর্ণগোচর করিয়া উত্তর আনিয়া দিতেছি। কিন্তু জানিও, তোমরা কি গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া তোমাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তোমরা তাহাকে নিরপরাধে হত্যা করিয়াছ। এই পাপ কার্য্যের জন্য শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত সমগ্র মানবজাতি তোমাদের স্মৃতিকে সরোষ হৃদয়ে অভিসম্পাত প্রদান করিবে। যাঁহারা সমরক্ষেত্রে ন্যায় যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদের সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা পরিণামে চির সুখধামে আনন্দে অবস্থান করিবেন।"

চিন্তাযুক্ত তুর কোবাদের কথা শুনিয়া অধোবদনে স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাত্মা কোবাদ বীর-যুবা মনুচেহরকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি মৃদু হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "সে নিশ্চয়ই এক জন দুরভিমানী, অথবা নির্ব্বোধ ব্যক্তি। কেননা যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, তখন অনর্থক বাক্যালাপে বা বাগাড়ম্বরে আবশ্যক কি? আমাদের বাহুবল, যুদ্ধকৌশল, সৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতিতেই পরীক্ষিত হইবে।" বস্তুতঃ

আমি আমার যাতাবরের—শাক্‌সীণ পুণ্যপ্রাণ ইরিজের অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ ভিন্ন অপর কিছুই প্রার্থনা করি না। আমার অন্তরে সেই প্রতিহিংসা প্রতিক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। সলম ও তুরের ছিন্ন শির দেখিতে পাইলেই আমার সেই ভীষণ হিংসানল নির্ব্বাপিত হইবে।"

এই সময়ে দিনমান অবসান হইয়া আসিল। দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নবীন নৃপতি যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি করিলেন। স্বয়ং মনুচেহর স্ব শিবিরে উপাদেয় পানাহারে ও সঙ্গীতানন্দে রজনী যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সৈন্য-সেনাপতি সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবার জন্য ঘোষণা প্রচারিত হইল। চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। অনতিবিলম্বে অস্ত্র-শস্ত্র-ভূষিত হইয়া বীরগণ স্ফীতবক্ষে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ভয়াবহ সমর আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেরই শত শত বীর হত ও আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বিশাল সমরাঙ্গণ শোণিত-সমুদ্রে পরিণত হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন পৃথিবী রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছেন। উঃ কি লোমহর্ষণ দৃশ্য! ভূতল পিচ্ছিল ও বীভৎসময়! শবরাশিতে সমরক্ষেত্র ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই ছিন্ন মুণ্ড, ছিন্ন পদ, ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং অর্দ্ধমৃত নরগণ যন্ত্রণায় বিকটভাবে বদন ব্যাদান করিয়া কর্দ্দমাক্ত হইতেছে। কত শত জন বা অশ্ব-পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া নশ্বর জীবনের উপসংহার করিতেছে। অহো! কি ভীষণ—শোচনীয় পরিণাম!

মহেন্দ্রের সৈন্যদলের সাহস ও বিক্রমের সীমা নাই। তাহারা উন্মত্ত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণ করিয়া শত্রু-সৈন্য [illegible]

করিতেছে। তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারি মুহূর্ত্তে শতবার উঠে উত্থিত ও শত্রুশিরে পতিত হইতেছে। তথাপি রুধির-পিপাসা নিবারিত হইতেছে না। ফলতঃ তাহাদের সেই অমিত তেজঃ, অপার সাহস, দৃঢ় অধ্যবসায় ও বিপুল রণদক্ষতা প্রভাবে বীরসিংহ মনুচেহর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। বিজয়শ্রী তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আনন্দে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিলেন। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্‌ দয়াময় বিধাতা যে এ বিষয়ে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মনুচেহর মহানন্দিত। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আপনার সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে বহুমূল্য খেলাত ও পুরস্কার প্রদানে পরিতুষ্ট করিলেন। এদিকে সন্ধ্যা সমাগমে সলম ও তুর কতিপয় সমর-সচিবের সহিত মিলিত হইয়া গুপ্তভাবে সমর-মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনুতাপ ও চিন্তাভারাবনতচিত্তে কহিতে লাগিলেন যে, অদ্যকার যুদ্ধে আমাদের বহু বলক্ষয় হইয়াছে, ভাল ভাল যোদ্ধা রণশায়ী হইয়াছে। ইরাণের বীরগণের বলবিক্রম ও রণকৌশলের সমক্ষে আমাদের সৈন্যগণ দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম। কল্য যদি তাহারা আবার ঈদৃশ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়, তবে আমাদের তিষ্ঠিয়া থাকা কঠিন হইবে। এই জন্য আমরা রজনীযোগে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া মনুচেহরের দর্প চূর্ণ করিতে বাসনা করি। এই প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ বলিয়া সকলে অনুমোদন করিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, ঘটনাক্রমে তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ ব্যক্ত হইয়া পড়িল। অনেক গুপ্তচর এই সংবাদ মহারাজ মনুচেহরের কর্ণগোচর করিল। চতুর মনুচেহর তৎক্ষণাৎ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন এবং বীরবর কারণের উপর সৈন্যাধ্যক্ষতার ভারার্পণ করিয়া সাবধানে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে অনুমতি করিলেন। পরন্তু অরাতিগণের সৈন্য আক্রমণ কার্য্য ব্যর্থ করণার্থ মনুচেহর তিন সহস্র সৈন্য লইয়া একটী গুপ্ত স্থানে

অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কি ইরাণীর সেনাপতি, কি সৈন্য-গণ সকলেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া নিশা-জাগরণ করিতে লাগিল।

যখন রজনী গভীর হইল, জীবগণ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রার কোমল কোলে দেহ ঢালিয়া দিল, পৃথিবী তিমিরাবৃতা, তখন মন্দগতি সলম ও তুর তস্করের ন্যায় গুপ্তভাবে এক লক্ষ সৈন্য লইয়া ইরাণীয় যোধদিগকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখিলেন যে, বিপক্ষ সৈন্য সকলেই জাগরিত, সকলেই সতর্ক, সকলেই তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহারা অন্ধকার মধ্যে বহু দূর আসিয়া পড়িলেন এবং সেই স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের হুহুঙ্কার নাদে ও অস্ত্র-সঞ্চালনে আকাশমণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। এই সময়ে মহাবল মনুচেহর আপনার ত্রিশ সহস্র সৈন্য সহ গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রবলবেগে শত্রু সৈন্যের মধ্যস্থলে আপতিত হইলেন এবং রুদ্রতেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহু লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইল। পরিশেষে তিনি তুরের সম্মুখীন হইলেন। তুর সশঙ্কচিত্তে প্রাণ-ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায় পলাইবেন কোথায়? রণদক্ষ মনুচেহর অবিলম্বে তাঁহাকে তীক্ষ্ণাগ্র বর্শাস্ত্র-প্রহারে ঘোটক হইতে ভূপাতিত করিলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হায় অত্যাশায় রণ-পিপাসা চির শান্তি লাভ করিল। তাঁহার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া শৃগাল-কুক্কুরের ক্ষুধানল নির্ব্বাণ করিল। এবং মস্তক? সেই রাজমুকুট-শোভিত মস্তক? বিজয়ী মনুচেহর তাহা জয়-চিহ্ন স্বরূপ বৃদ্ধ বাদশাহ ফেরিদুনের সমীপে প্রেরণ করিলেন।

তুর-বধ-কার্য্য সমাপনান্তে রণোন্মত্ত মনুচেহর সলমের অনুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইলেন। সলম ভ্রাতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে ঝটিকাবেগে আসিয়া মহুচেহরের সঙ্গে সমরে লিপ্ত হইলেন। তিনি শোকে ক্রোধে অধীর হইয়া ভীম প্রতাপে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্তই বৃথা, মহুচেহরের বিক্রম-বহ্নিতে তাঁহার প্রভূত সৈন্য দগ্ধ হইয়া গেল; রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক একটী দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতঃ আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু মহুচেহর পবন-গতিতে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং অসংখ্য সৈন্য দ্বারা দুর্গ অবরোধ করিয়া ফেলিলেন।

একদা কাকিউ নামক জনৈক ভীমবিক্রান্ত সৈনিক পুরুষ দুর্গাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া মহুচেহরের যোধগণ মধ্যে আপতিত হইল এবং মহুচেহরের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সে মহুচেহরকে লক্ষ্য করিয়া একটী ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার সে সন্ধান বিফল হইয়া গেল। তখন বীর-শার্দ্দূল মহুচেহর দ্রুত কাকিউকে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রাঘাত করিলেন; কিন্তু তাঁহারও সে সন্ধান ব্যর্থ হইল, তেজস্বী কাকিউএর বর্ম্মে লাগিয়া অস্ত্র ঠিকরিয়া পড়িল। তখন মহুচেহর ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার কটিদেশ ধারণ পূর্ব্বক অমিত তেজে অশ্ব হইতে ঊর্দ্ধে তুলিয়া সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার মস্তক তরবারি দ্বারা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাযোদ্ধা কাকিউএর দুর্দ্দশা এবং মহুচেহরের বীরত্ব ও তেজঃ দর্শনে আততায়ীগণের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

এই অবসরে আনন্দিত হইয়া মহুচেহর সোৎসাহে আপনার সৈন্যদিগকে নিরলস ও সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন, যেন আর একটী প্রাণীও কেল্লা হইতে বহির্গত হইতে না পারে, এরূপ ভাবে

অবস্থান করিতে উপদেশ করিলেন। ফলতঃ কেল্লা অবরুদ্ধ অবস্থায় কয়েক দিবস থাকিল। তাহাতে সলমের সাহস ও শক্তি বহু পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। কেল্লাস্থ খাদ্য সামগ্রী ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইল। তখন সলম ও তৎসেনাপতিগণের মনে বিষম চিন্তার উদ্রেক হইল। যদি খাদ্যাভাব ঘটে, তবে আর পরিত্রাণ কোথায়? ভাবিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ হইল। এই সময়ে মনুচেহর সলমের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, আমাদের উভয়ের ভাগ্যের ফলাফল পরীক্ষিত হউক। কাপুরুষের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকিয়া কেন উৎপীড়ন ভোগ করিতেছেন? দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হউন, এবং যদি সাহস থাকে, তাহা হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। বিধাতা যাহার প্রতি সদয়, সেই জয়লাভ করিবে এবং অখণ্ড পৃথিবীর অধিপতি হইবে।

এই অপমান-জনক বাক্যে সলমের অন্তরে আঘাত লাগিল। তিনি সদর্প সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন উভয় সৈন্যে ভীষণতর সমর আরম্ভ হইল। জীবনের প্রতি মায়া নাই, মমতা নাই, প্রত্যেক বীরই প্রাণ-সংহারক শাণিত অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু এ যুদ্ধ অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না; অল্প সময়ের মধ্যে মহাবীর মনুচেহরের হস্তে মন্দভাগ্য সলম নিধন প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার রাজ্য-সম্পদ, আশা-ভরসা সকলই চিরদিনের জন্ত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল।

রাজ্যেশ্বর সলমের দুর্গতি দর্শনে তাঁহার সৈন্যগণ হতবীর্য্য ও নিরুৎসাহিত হইয়া ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তখন তাঁহার রাজ্যের অনেক বিজ্ঞলোক তাঁহার যুক্তকরে নতমস্তকে মনুচেহরের সম্মুখে আসিয়া ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মহামতি মনুচেহর উক্ত

দান করিলে সেই চতুর উজির সমস্ত সেনানায়ককে সমবেত করিলেন। তাঁহারা মহুচেহরের আশ্রয় প্রার্থনা করায় তিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তাঁহাদের ক্ষমতায় ও চেষ্টায় সলম ও তুরের যাবতীয় সৈন্য মহুচেহরের বশীভূত ও সৈন্য-দলভুক্ত হইল। কার্য্যকুশল মহুচেহর সৈনিক পুরুষগণের এই কার্য্যের জন্য গুণানুসারে সকলকে পুরস্কার প্রদান ও উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন।

এক্ষণে মহুচেহরের আনন্দের সীমা নাই। সমর-ক্ষেত্রে আনন্দ-মেলা বসিয়া গেল। গীতবাদ্য আমোদ-প্রমোদের তুফান বহিতে লাগিল। সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে আত্মহারা হইয়া পড়িল। বিজয়ী মহুচেহর উপাদেয় পানাহারে সৈন্যগণের তুষ্টি সাধন করিলেন। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই সুসমাচার বৃদ্ধ ভূপতিকে সত্বর প্রদান, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় ত্বরিত গমনে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া, বিজয়-নিশান উড়াইয়া বিজয়ানন্দে সৈন্যশ্রেণী পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বয়োবৃদ্ধ ফেরিদূঁ প্রচলিত প্রথানুসারে বিজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণার্থ পদব্রজে অগ্রগমন করিতেছিলেন। মনস্বী মহুচেহর বৃদ্ধ রাজাকে দর্শনমাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিচুম্বন করিলেন। সেনাপতি ও সৈন্যগণও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। বৃদ্ধ রাজা যুদ্ধজয়-সংবাদ শ্রবণে প্রথমতঃ হস্ত তুলিয়া মঙ্গলময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পরে সানন্দে প্রাণ খুলিয়া মহুচেহরকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করতঃ আদরের সহিত বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। বৃদ্ধের নয়ন-যুগল হইতে আনন্দে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি বংশধরের বদনে চুম্বন

দিয়া প্রগাঢ় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। পরে উভয়ে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজতক্তে উপবেশন করতঃ যুদ্ধের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক মনুচেহরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার ভাবী মঙ্গলার্থ দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ এবং বহু ভোজাড়ম্বর ও উৎসব করিলেন।

কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে পর ফেরিদুঁ আপনার জীবনকালের স্বল্পতা অনুভব করিয়া এক দিন সভাসদ ও সেনাপতিদিগকে সমবেত করতঃ বীরবর সাম ও নরিমাণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমার গমনকাল আগত প্রায়, জীবনের আর ভরসা নাই। সত্বর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া যাইবে। অতএব আমি সর্ব্ব সমক্ষে আমার প্রিয়তম মনুচেহরকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমরা ইহার রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিবে।" ইহাই কহিয়া তিনি মনুচেহরকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে মণিরত্নখচিত মহামূল্য রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন এবং আমির, ওমরাহ, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "মনুচেহর এক্ষণে রাজ্যেশ্বর হইল। ইহার আজ্ঞাক্রমে তোমরা রাজকার্য্য পরিচালনা করিবে। প্রজার সুশাসন সাধন করিতে ত্রুটি করিবে না।" অতঃপর মনুচেহরকেও কহিলেন, সকলেরই উপর যেন তোমার সমান দৃষ্টি থাকে। রাজার কার্য্য বিচার করা, একথা বিস্মৃত হইবে না। তাহা হইলে বিধাতার কৃপায় তোমার রাজত্ব দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে। তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাক।" ইহা বলিয়া বিচক্ষণ ফেরিদুঁ রাজনীতি বিষয়ক বহু উপদেশ প্রদান করিলেন।

ফেরিদুঁ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিছু দিন গত হইলে পর তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত

হইল। তিনি পবিত্র ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রবীণ নৃপতি কেমিয়ূর্ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাপুঞ্জ পরমসুখে ছিল। মহুচেহেরও সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রজাপুঞ্জ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার বশীভূত থাকিয়া আজ্ঞানুসারে কার্য্যরত হইল! ফলতঃ কি সভাসদ্‌গণ, কি প্রজাবর্গ এবং কি সৈন্য-সামন্ত সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরত মহুচেহরের আজ্ঞানুসারে রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগদীশ্বরের উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল।

সাম-নন্দন জালের জন্ম ও সিমোরগ কর্ত্তৃক প্রতিপালন।

মহামনস্বী ফেরদৌসী তুসী যে প্রাচীন ধারাবাহিক ইতিহাস হইতে এই ভুবন-প্রসিদ্ধ "শাহ্‌নামা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বীরবর সামের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই পুত্রের মস্তকের যাবতীয় কেশ শুভ্র ছিল। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র ধাত্রী সামের নিকটে আসিয়া বলে, "জগদীশ্বর আপনাকে একটী অপূর্ব্ব রূপগুণসম্পন্ন তনয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মস্তকের সমস্ত কেশ শ্বেতবর্ণ।" এই সংবাদ শুনিয়া সাম স্বয়ং পুত্র দর্শনার্থ গমন করিলেন। শিশু আনীত হইল। সাম দেখিলেন, শিশুর সর্ব্বাবয়ব সৌষ্ঠবময়, গণ্ডদেশ বসন্ত ঋতুর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, আকৃতি দীর্ঘ ও সবল, বক্ষঃ আর্য্যজনোচিত। কিন্তু মস্তকের

কেশরাশি বৃদ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। সাম তদ্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।

নবপ্রসূত শিশুর জননী পুত্রকে জাল নাম প্রদান করিলেন। জাল লালিত পালিত হইতে লাগিল। কিন্তু সামের আত্মীয় স্বজন ও প্রতি-বাসীবর্গ পুত্রটীর সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। অনেকে বলিল, শিশুটী কুলক্ষণাক্রান্ত,—শুভজনক নহে। ইহা হইতে সামের বিস্তর অমঙ্গল ঘটিবে। ইহাকে স্থানান্তরিত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; নতুবা অচিরাৎ বিপদের সম্ভাবনা। পৃথিবীর কোনও মানব-বংশে এরূপ অদ্ভুত শিশু জন্মগ্রহণ করে না। আকার ও আকৃতিতে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও এ শিশু নিশ্চিতই দৈত্যবংশ-সম্ভূত। আর যদি দৈত্যও না হয়, তবে সে যে কোন অদ্ভুত জীব, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাহাকে বীরবর সামের সন্তান বলিয়া কোন-রূপে বিশ্বাস্ করিতে পারি না।" এইরূপ নানা জনে নানা কথা ও কত উপহাস করিতে লাগিল। সাম তৎশ্রবণে বিষম লজ্জিত হইলেন এবং চিন্তিতচিত্তে কি কর্ত্তব্য, বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিয়দ্দিবস পরে অমঙ্গলাশঙ্কা ও সাধারণের উপহাসে ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হইয়া বীরবর সাম দুঃখিতচিত্তে, সাশ্রুনয়নে, কঠিনপ্রাণে সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভীষণ আলবোর্জ পর্ব্বতোপরি হিংস্র পশুপক্ষী কর্ত্তৃক হত ও ভক্ষিত হইবার জন্য জনৈক ভৃত্যকে রাখিয়া আসিতে অনুমতি করি-লেন। আজ্ঞামত কার্য্য সম্পাদিত হইতে চলিল। অসহায় শক্তিহীন শিশু কোমল মাতৃক্রোড় হইতে জনপ্রাণীহীন কঠিন পার্ব্বত্য প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইল। অহো! কি হৃদয়বিদারক কঠিন কার্য্য! জন্মদাতা পিতা হইয়া নির্দ্দয়প্রাণে কোমলপ্রাণ পুত্রকে এরূপ অবস্থায় নির্ব্বাসিত করিতে—দুর্গম কান্তারে নিক্ষেপ করিতে কে কোথায় শুনিয়াছেন? জগতে এ ভয়ানক [illegible] ঘটিয়াছে? আর তুলনা কোথায়? [illegible]

অতুলনীয়, অসম্ভব ও অকথ্য পৈশাচিক প্রবৃত্তি-সম্পন্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আলবোর্জ্জ পর্ব্বত সিমোরগ নামক এক জাতীয় একটী বৃহৎকায় আশ্চর্য্য পক্ষীর বাসস্থান ছিল। সেই পক্ষী স্বীয় ক্ষুধার্ত্ত শিশু-সন্তানের আহার অন্বেষণার্থ বাসা হইতে বহির্গত হইয়া আকাশমার্গে উড়িতেছিল। ইতস্ততঃ উড়িতে উড়িতে একটী রোরুদ্যমান মনুষ্য-শিশু কঠিন প্রস্তরোপরি একাকী পতিত রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। সে দ্রুত পক্ষসঞ্চালনে শিশুর নিকটে উপস্থিত হইল। কিন্তু দয়াময় বিশ্ব-বিধাতার কি মাহাত্ম্য-প্রভাব! সিমোরগের অন্তরে করুণার উদ্রেক হইল, তাহার হনন-প্রবৃত্তি দূর হইয়া গেল। সিমোরগ দেখিল, শিশু ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং আপনার অঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছে। তখন দয়ার্দ্র সিমোরগ শিশুকে যত্নে ওষ্ঠপুটে ধারণ পূর্ব্বক শূন্যপথে উড্ডীন হইল এবং নিরাপদে আপনার বাসায় লইয়া গিয়া স্বীয় শাবকের পার্শ্বে রক্ষা করিল। শাবকগণও এই নরশিশুর প্রতি অনুরক্ত ও স্নেহবান হইয়া পড়িল। সিমোরগ প্রতিদিন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আপনার শাবকদিগকে ও জালের মুখে প্রদান করিতে লাগিল। দয়াময়ের কৃপায় তাহাতেই জালের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হইতে লাগিল। এইরূপে বিধাতার কৌশলে পক্ষী-প্রদত্ত আহারে জাল প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।*

---

* পক্ষী কর্ত্তৃক নরশিশু-পালন! কথাটি বিস্ময়কর বটে, অনেকে ইহাতে আস্থা স্থাপনও না করিতে পারেন। কিন্তু ঘটনাটিও অপ্রকৃত নহে। এক্ষেত্রে সিমোরগ প্রাণীটি কি এবং কিরূপ, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সিমোরগ মনুষ্য হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর এক উচ্চতর দিব্য প্রাণী। তাহাদের বাক্‌শক্তিও ছিল। আবার অনেকে বলেন, এই পক্ষীর বাসা ইহাই প্রতীয় হয় যে, আলবোর্জ পর্ব্বতে বনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথায় বিদ্যার্থী শিশুরা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইত। সাম তজ্জন্য স্বীয় পুত্র জালকে তথায় বর্জ্জন করিতে অনুমতি

আহা! এ সংসারে যাহার উপর জগদীশ্বরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহার কিছুরই অভাব থাকে না। সে অতি সঙ্কটেও আশার আলোক দেখিতে পায়। তাহাকে নর-হস্ত নষ্ট করিতে চাহিলেও, সে আশ্চর্য্য-রূপে রক্ষা পাইয়া থাকে। আর যাহার উপর তাঁহার কোপ-দৃষ্টি, সেই অকিঞ্চন প্রাণীকে আজীবন কষ্টভোগ করিতে হয়। শত যত্নেও সে নিরাশার অগাধ সাগরে হাবুডুবু খাইয়া মরে। নিঃসহায় পিতৃ-পরিত্যক্ত জালের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই একথা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ফলতঃ জালের প্রতি জগদীশ্বরের সদয় দৃষ্টি ছিল বলিয়াই হিংস্র জীব সিমোরগের অন্তরে অপূর্ব্ব স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। বিধাতা যেন সেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রাণীর প্রতি অলক্ষ্য গুপ্ত স্বরে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, এই নিরাশ্রয় মানব-শিশুকে তোমার আশ্রয়ে রক্ষা করিলাম; তুমি সমুচিত স্নেহে ইহার লালন পালন করিবে। সেই আদেশই জালের জীবন রক্ষার প্রধান উপায় এবং তাহাতেই জাল কতিপয় বৎসর সিমোরগ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

দিয়াছিলেন। সেই অনাথাশ্রয়ের কথাই সিমোরগ পক্ষী নামে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক! অতঃপর দেখিতে পাইবেন যে, সিমোরগ জালকে একপ্রকারে দেশের ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাহার মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন যে, জালের জননী ভাষায় বক্তৃতা করিবার শক্তি জন্মিয়াছিল। বলুন দেখি, পক্ষীর দ্বারা কি এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে? কখনই নহে। আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, আলবোর্জ পর্ব্বত মুনিদিগের আশ্রম জন্য বিখ্যাত ছিল। (Alborz is famous for a number of temples of the Magi.) অতএব এই সিমোরগ যে উক্ত পর্ব্বতবাসী উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, অলৌকিক শক্তিশালী কোন ঋষি ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানবলে কোন যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা (অথবা যোগ-বলে) শূন্যে আরোহণ ও অবতরণ করিতেন বলিয়া তিনি সাধারণে পক্ষী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন। সিমোরগের শাবক, তাহার শিষ্যবর্গ বা অপর অনাথ শিশু ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু কবিবর ফেরদৌসী কেন যে তাঁহাকে যোগ-[illegible] পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বলা যায় না।

সামের স্বপ্নদর্শন।

জাল ক্রমে বয়োপ্রাপ্ত হইল। সেই অপোগণ্ড শিশু একণে আত্ম-নির্ভর করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সমর্থ হইল। এক দিন সিমোরগ কি ভাবিয়া বালক জালকে আলবোর্জ পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নদেশে নামাইয়া দিল; জাল প্রান্তরে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক জন সওদাগর সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি জালকে দেখিয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন আবাসে লইয়া আসিলেন। সওদাগরের আত্মীয় স্বজন এই নবাগত শিশুর প্রতি সন্তুষ্ট ও দয়ার্দ্র হইলেন। তাঁহারা পরম স্নেহে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে এক দিন রজনীতে সাম সংসারের দুঃখকষ্টের বিষয় বহু চিন্তা ও আলোচনা করিয়া গাঢ়রূপে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া স্বপ্নদর্শন করিলেন,——এক ব্যক্তি তাঁহার মস্তকের দিকে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ সাম! তোমার সেই পরিত্যক্ত শিশু সন্তান জগদীশ্বরের কৃপায় এখনও জীবিত আছে।" সাম এই স্বপ্নদর্শনমাত্র চমকিত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহে ব্যাকুল ও অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর নিদ্রা হইল না, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুত্রের অনুসন্ধানার্থ বহু লোক আলবোর্জ পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিল, সহস্র যত্নেও সাম-তনয়ের উদ্দেশ পাইল না। তাহাতে সামের অন্তরে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হইল; কিন্তু উপায় কোথায়? অতঃপর পরবর্ত্তী এক রজনীতে আবার স্বপ্নদর্শন,—দেখিলেন, একটী সৌম্যদর্শন সুগঠিত যুবা পুরুষ এক বিশাল সৈন্যদলের পরিচালক-পদে অধিষ্ঠিত, সম্মুখে দুন্দুভি-পতাকা-পতাকা-শোভিত উড্ডীয়মান; বাম পার্শ্বে অপর একটী সুন্দর

যুবক (যুবিষ্ট) আসীন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন সাধকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

অবিবেকী নর! আহা অন্তর হইতে
করেছ কি দূর বিশ্ব-বিধাতার ভয়?
অন্তর করেছ তাই প্রাণের আত্মজে!
কিন্তু হে নির্দ্দয়! বল এত দিন পরে,
হয়নি কি অপনীত ভ্রম-তমঃ তব?
লজ্জা-আবরণ কিহে করিয়াছ ছিন্ন
একেবারে! আছয়ে কি বিশ্বাস প্রবল
আজিও হৃদয় মাঝে; রজত-সন্নিভ
শুভ্র কেশপাশ অতি দোষের কারণ!
যদি তাই হয়, তবে কেশপাশ তব
হইয়াছে শুভ্র অতি তুষার-বরণ;
তুমিও তো দোষী ঘৃণ্য নিকটে নরের?
ফলে এ তাবত্ত যেন দত্ত বিধাতার—
প্রাকৃতিক দান; শিশু নিকটে তোমার
হলেও ঘৃণিত তুচ্ছ; দিলেও ফেলিয়া,
পিতৃস্নেহ দিয়া জলাঞ্জলি ঘোর বনে
মরিতে ব্যাঘ্রের মুখে, দয়াল বিধাতা
কিন্তু কৃপাধাম্ তারে, ধাত্রী রক্ষে যার,
নর-প্রেম-স্নেহ তার কিবা প্রয়োজন?
নির্দ্দয় বিমুখ তুমি তারে, মহাবলী
কিন্তু এক জন, আহা পরম যতনে
ঘুচিতেছে নির্বিঘ্নে তারে পালিছে কৃপায়*।

* সাধ-সিদ্ধিতাবস্থায় এই অস্পৃশ্য শবদর্শনে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন

এবং অত্যন্ত ভীত হইয়া শয্যার উপর উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর আর কাল বিলম্ব না করিয়া জালের অনুসন্ধানার্থ বহু লোক-জন সহ প্রত্যূষে আলবোর্জ্জ পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নিকটে অবনতাঙ্গে বহু ক্রন্দন ও কাতরকণ্ঠে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে দরদর-ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি সন্তপ্ত-চিত্তে কহিলেন, "হে দয়াময়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। যদি আমার সেই শিশু-সন্তান আপনার কৃপায় আজও জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বকৃত ঘৃণিত কর্ম্মজনিত অপরাধ ক্ষমা করিয়া—অধমের প্রতি সদয় হইয়া আমার সেই সুকুমার শিশুকে আমার সম্মুখে আনয়ন করিয়া দিউন, আমার প্রাণরক্ষা করুন; অধমের প্রার্থনা গ্রহণ করুন।"

দয়াল-হৃদয় বিধাতা সামের করুণ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার বিলাপ ও উচ্চ রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সিমোরগ সামের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে সাম পুত্রের বর্জ্জন-বিবরণ ও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন। তখন সিমোরগ কহিল, "আমি তোমার সেই পুত্রের ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছি।" তৎ-শ্রবণে সাম পুত্রের দর্শন জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সিমোরগ কহিল, "এক্ষণে সে এক জন সওদাগরের আশ্রয়ে আছে।" সামের অনুরোধে সিমোরগ অবিলম্বে জালকে সওদাগরের নিকট হইতে আনয়ন করিল এবং সামের হাতে সমর্পণ করিয়া স্নেহভরে কহিল, "দেখ পুত্র! আমি তোমাকে দয়াবতী ধাত্রীর ন্যায় স্নেহে আহার প্রদান ও লালন পালন করিয়াছি এবং পিতার ন্যায় তোমাকে "দস্তান" নাম দিয়াছি। তোমার জন্মদাতা পিতা বীরবর সাম তোমার সন্ধানে আগমন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে তোমাকে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।"

জাল সহসা প্রতিপালক সিমোরগের বিদায় গ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাহার সেই উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। সিমোরগ জালকে সান্ত্বনার বাক্যে কহিল, "আমি তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিতেছি না; বরং তোমার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহাই করিতেছি। আমি স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ আমার কয়েকটী পালক তোমাকে প্রদান করিতেছি। যখন আমাকে তোমার প্রয়োজন হইবে, কিংবা যখন তুমি কোন কষ্টে বা বিপদে পতিত হইবে, তখন একটী পালক অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিলে আমি যেখানে থাকি না কেন, অবিলম্বে তোমার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইব এবং তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিব; তুমি আমাকে কখনও বিস্মৃত হইও না। আমি তোমার উপর চির অনুরক্ত থাকিব।"*

জাল আনন্দ-গদ্গদ-কণ্ঠে সিমোরগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান ও তৎপ্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তৎপরে সিমোরগ সামকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এই লও তোমার প্রিয়তম পুত্র, উত্তরকালে এই পুত্র রাজ্য ও রাজমুকুটের উপযুক্ত হইবে।" "তাহা তাহাই হউক, বলিয়া সাম আনন্দিত চিত্তে সিমোরগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং কৃতজ্ঞতা-কুসুমের হারে তাহার কণ্ঠদেশ শোভিত করিলেন। অতঃপর সাম করুণকণ্ঠে জালকে কহিলেন, "আমি আমার পূর্ব্ব আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছি। আমার অপরাধ ক্ষমণীয় নহে। আমি লোক-সমাজে নিন্দিত ও বিধাতার দ্বারে

* সিমোরগের পালক প্রদান, ইহা একটী বৈজ্ঞানিক কৌশল শিক্ষা প্রদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই কৌশল অগ্নি সংস্পর্শে কার্য্যসাধক হইত, বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক সভ্য জগতের তারহীন টেলিগ্রাফের ন্যায় উহাও এক অপূর্ব্ব বার্ত্তাবহ যন্ত্র ছিল, এ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

দণ্ডার্হ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণ হইতে আমি তোমার প্রতি পিত্রোচিত ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিব না। আমি আশা করি, সে সমস্ত কথা তুমি একেবারে বিস্মৃত হইবে।” জাল ইহা শ্রবণ করিয়া নতমুখে কহিলেন, “পিতঃ! আপনার অপরাধ কি? আমার অদৃষ্টের দোষ। নিয়তি-লিপিতে নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়াই সেই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।” সাম জালের এবংবিধ সাধূক্তিতে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন।

অতঃপর পিতাপুত্র সিমোরগের নিকট বিদায় হইয়া গৃহযাত্রা করিলেন। ইরাণেশ্বর মন্তুচেহর সামের সপুত্র আগমন সংবাদ পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং নগর সন্নিহিত হইলে তাঁহাদিগকে “ইস্তাক্‌বাল” (অভ্যর্থনা) করিয়া আনিবার জন্য যুবরাজ নওদরকে অনুমতি করিলেন। নওদর কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সমভিব্যাহারে যাইয়া তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে আনয়ন করিলেন। সাম বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন এবং জাল নম্রভাবে ভূমিচুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বসিতে অনুমতি করিলেন এবং জালের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিলেন।

অনন্তর বাদশাহ কতিপয় বিচক্ষণ জ্যোতির্ব্বিদকে জালের শুভাশুভ গণনা করিতে কহিলে, তাঁহারা জালের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, “শাহানশাহ! এই বালকের ভবিষ্যৎ অতি শুভজনক, কালক্রমে এ বালক আপনার রাজ্য মধ্যে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। ইহার শৌর্য্যবীর্য্যে যাবতীয় বীর পরাভব মানিয়া অবনত মস্তকে ইহাকে আপনাদের সর্দার (নেতা) বলিয়া স্বীকার করিবে। ইহার আজ্ঞা তাহারা শিরোধার্য্য করিবে। করুণাময় বিধাতার অনুগ্রহে ইহার মস্তকে নেতৃত্বের উজ্জ্বল মুকুট চির শোভা বিস্তার

করিবে।” বাদশাহ জ্যোতির্ব্বিদ-মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং হাস্যবদনে সিংহাসনের এক পার্শ্বে বীরবর কারুণকে ও অপর পার্শ্বে বিচক্ষণ সামকে উপবেশন করাইলেন। পরে সর্ব্ব সমক্ষে জালকে আরবদেশীয় দ্রুতগামী অশ্ব, সুদৃঢ় বর্ম্ম, বহুমূল্য স্বর্ণাভরণ ও কারুকার্য্য-খচিত পরিচ্ছদাদি প্রদানে আপ্যায়িত করিলেন। জাল নতমস্তকে তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। অতঃপর বাদশাহ রাজকার্য্যদক্ষ সামকে জাবলস্তান ও কাবুল প্রদেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া সৈন্য-সামন্তাদি সহ বিদায় প্রদান করিলেন।

মহাবাহু সাম জালকে সঙ্গে লইয়া জাবলস্তানে আগমন করিলেন এবং তথায় কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করতঃ সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তিনি পুত্র জালকে সুশিক্ষিত করণার্থ উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও সামরিক বিদ্যা-বিশারদ বহু উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জাল আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া বিবিধ শাস্ত্রে এবং যুদ্ধবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ইতিমধ্যে সাম গর্গসেরাণ ও মাজেন্দারাণ * জয় করিবার জন্য বাদশাহের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ দুই রাজ্য দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যদিগের অধিকারে ছিল। সাম জালকে জাবলস্তানের রাজকার্য্য পরিচালনের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং বহু সৈন্য সহ উক্ত প্রদেশদ্বয় অভিমুখে অভিযান করিলেন।

জাল পিতার অনুপস্থিতিতে অতি দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি আলস্যে বা নিরর্থক কার্য্যে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। পরন্তু রাজকার্য্য সুচারুরূপে

* মাজেন্দারাণ প্রদেশ কাস্পীয়ান সাগরের সমগ্র দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। উহার প্রধান নগর আমল।

সম্পন্ন ও তৎসহ সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বহু বিদ্বান ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহবাসে কালযাপন করিতেন। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-বাসনা এতই বলবতী ছিল যে, কেবল কাবলস্থানে আবদ্ধ থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে নাই! তজ্জন্য তিনি পৃথিবীর বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাবুল রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং এক শ্যামল সুন্দর প্রান্তরে তাঁবু স্থাপন করিয়া কয়েক দিবসের জন্য অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন।

রাজনন্দিনী রুদাবার প্রেম-কাহিনী।

কাবুলেশ্বর মেহ্‌রাব জোহাকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামন্ত রাজা ছিলেন। নিজের রাজ্যের নিরাপদ জন্য ইরাণেশ্বর-নিয়োজিত প্রধান শাসনকর্ত্তা সামকে বার্ষিক কর প্রদান করিতেন। মেহ্‌রাব জালের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া নগরোপকণ্ঠে জালের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্মান প্রদর্শনার্থ আগমন করিলেন। বীর-যুবক জাল মেহ্‌রাবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন। জাল কথোপকথনকালে অবগত হইলেন যে, মেহ্‌রাবের রুদাবা নাম্নী অসাধারণ রূপ-গুণবতী এক কুমারী কন্যা আছেন। কন্যার রূপ-মাধুরী উছলিয়া পড়িতেছে। তিনি সাধারণ নর-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করেন, অন্তঃপুর তাঁহার সৌন্দর্য্যে আলোকিত। রুদাবার মুখমণ্ডল প্রাতঃসূর্য্যবৎ উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ গুণ-সম্পন্ন। তাঁহার আপাদ-মস্তক সুগঠিত, বিরল-রূপবৎ নিরেট—নিখুঁত। তাঁহার গণ্ডদেশ বসন্ত ঋতুর ন্যায় আরক্তিম আভায় উদ্ভাসিত। আকার দীর্ঘ। তাঁহার চন্দ্রকর-বিনিন্দিত সৌন্দর্য্যের উপর মস্তকের কৃষ্ণবর্ণ

কুঞ্চিত কেশ চরণ স্পর্শ করিতেছে। রূপসী সুগন্ধি দাড়িম্ব-পুষ্পবৎ সতত নতমুখী—ব্রীড়াশীলা। নরগেস্ পুষ্পের ন্যায় নয়নদ্বয় কোমল, উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত। অক্ষি-পল্লব ভ্রমরকৃষ্ণ, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় বক্র। আহা! পাঠক! যদি চন্দ্র দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে রুদাবা সুন্দরীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ কর। যদি মৃগনাভির সুগন্ধি আঘ্রাণ বাসনা কর, তবে তাহাতেই তাহা পাইবে। আবার রুদাবার সংসর্গ এতই প্রীতিকর, এতই মোহনীয় যে, স্বর্গের সুষমা—স্বর্গের সুখও তাহার কাছে পরাভব মানে।

রুদাবা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা শ্রবণে বীর-যুবক জালের অন্তঃকরণ মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়া পড়িল। কল্পনা-চক্ষে সে সৌন্দর্য্য তিনি আরও উজ্জ্বল—আরও কমনীয়, আরও মধুর দর্শন করিতে লাগিলেন। জালের হৃদয় নারী-রূপ-সাগরে নিমগ্ন হইল। এই অবস্থায় তিনি তাঁবু মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অপর এক দিবস মেহ্‌রাব জালের নিকট আগমন করিলেন। জাল তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিলেন। তিনি মেহ্‌রাবকে কহিলেন, "আপনার আগমনে আমি আনন্দিত, কিন্তু বলুন, কি প্রকারে আপনার সন্তোষ সাধন ও বাসনা পূর্ণ হইতে পারে?" মেহ্‌রাব কহিলেন, "আমি একটী ভোজের আয়োজন করিতে মনস্থ করিয়াছি। আপনি সেই ভোজন-মন্দিরে যাইয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলেই আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারি।" কিন্তু বিচক্ষণ জাল এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেননা তিনি পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, জোহাক-বংশীয় কোন ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে তাঁহার পিতা কিংবা স্বয়ং ইরাণেশ্বর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে পারেন। সুতরাং এ নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত না হওয়াই উচিত। মেহ্‌রাব জালের আপত্তি শ্রবণে হতাশচিত্তে স্বভবনে প্রত্যাগমন

করিলেন, তাঁহার রাজসম্ভাষণ-জনিত অনুষ্ঠান প্রারম্ভেই বিলয়প্রাপ্ত হইল।

মেহ্‌রাব অন্তঃপুরে গমন করিলে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী স্মিতবদনে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া জাবলস্তান হইতে নবাগত শ্বেত-কুন্তল যুবা পুরুষের আকৃতি ও গঠন-প্রণালী কীদৃশ এবং সিমোরগ পক্ষী-সংসর্গে তিনি কিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। মেহ্‌রাব সাম-নন্দন জালের ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়া কহিলেন, "তিনি অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী সৌম্যদর্শন বীর পুরুষ। তাঁহার গঠন-সৌষ্ঠবে অণুমাত্র কলঙ্ক নাই। কেবল মস্তকের কেশরাশি শুভ্র। কিন্তু তাহারও শোভা অবর্ণনীয়।" সুরসুন্দরী রুদাবা নিকটেই উপস্থিত ছিলেন. তিনি পিতৃমুখে জালের অনুপম রূপলাবণ্যের অসীম প্রশংসা শুনিয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। অতঃপর জাল সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথা বিমোহিনী রুদাবা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর প্রণয়াবেগ বশতঃ অস্থির ও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। অনূঢ়া কুলবালা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! একদা ব্যাকুলভাবে কোন গুপ্ত স্থানে উপবেশন করিয়া হৃদয়ের ব্যথা সখিদিগকে জ্ঞাপন করিলেন, লজ্জাভয় জলাঞ্জলি দিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "প্রিয় সহচরিগণ! তোমরা আমার প্রিয় সঙ্গিনী। আমার সুখে সুখিনী, এবং দুঃখে অনুতাপিনী। আমার অন্তরের কথা কেবল তোমাদেরই নিকট ব্যক্ত আছে। আমি তোমাদিগকে কিছুই গোপন করি না। তজ্জন্য আজও একটী মর্ম্মের কথা প্রকাশ করিতেছি,— আমার বক্ষ আত্মার গভীর বেদনা তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। লজ্জা বা ভয় আমাকে সে কথা বলিতে আর প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারিতেছে না। সখি! আমি পিতৃমুখে বীরবর জালের রূপলাবণ্যের

কথা শ্রবণ করা অবধি তাঁহার অনুরাগিণী। আমি জীবন-যৌবন, প্রণয়-প্রীতি সমস্তই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি। আমার আর অন্য কার্য্য নাই—অন্য চিন্তা নাই, কেবল দিবারজনী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন থাকি। আমি তাঁহাকে নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখি, জাগ্রতে মনশ্চক্ষে পার্শ্বদেশে আসীন, অবলোকন করি। আমি সহায়-হীনা—অবলা, তোমরাই আমার সহায়, সম্বল, বল ও ভরসা। এক্ষেত্রে তোমরা আমাকে সাহায্য করিয়া রক্ষা কর, অন্তরের প্রদীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাণ কর। আমার ভগ্ন হৃদয়ের দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান তোমরা যদি না করিবে, তবে করিবে আর কে?" ইহাই বলিয়া সুন্দরী রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল নেত্র-নীলোৎপলে দরদর-ধারে অশ্রুর সঞ্চার হইল।

সহচরিগণ কোমল-হৃদয়া রাজনন্দিনী রুদাবার মুখে সহসা এই নিতান্ত লজ্জা-হীনতার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। তাহারা তাঁহাকে শান্ত করিয়া সকলেই এই অসম্ভব অনুরক্তির প্রতিবাদ করতঃ কহিল, "রাজনন্দিনি! আপনার কি লজ্জা-ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছে? হিতাহিত জ্ঞান কি নাই? আত্ম-সম্মানের মস্তকে কি একেবারে কুঠারাঘাত করিয়াছেন!! ছি ছি কি ঘৃণার কথা—কি কলঙ্কের কথা। অন্যের কর্ত্তৃক রূপ-বর্ণনা শুনিয়া প্রেম-বশীভূত হইতে জগতে তো কাহাকেও দেখা যায় না! আপনি জালকে কখন স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। সে মানব বটে, কিন্তু মানব কর্ত্তৃক কখন প্রতিপালিত হয় নাই। পার্ব্বত্য পক্ষী-প্রদত্ত আহারে তাহার অঙ্গপুষ্টি এবং পশু-পক্ষীর সহবাসেই সে পরি-বর্দ্ধিত। আপনি কি সেই পশু-প্রকৃতিক মানবকে আপনার প্রণয়-পাত্র স্থির করিয়া পিতার উন্নত মস্তক অবনত ও তৎসহ তাঁহাকে জগতে জনগণের সমক্ষে কলঙ্কিত করিবেন? স্থির হউন, হৃদয়াবেগ সংবরণ

করুন। তাহার হস্তে পড়িলে আপনার অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য-রাশির কি সদ্ব্যবহার হইবে? জানিনা, কি গুণে আপনার হৃদয় সেই কানন-বিহারী শুভ্রকেশ অজ্ঞ পুরুষের পক্ষপাতী হইয়াছে।"

সহচরিগণের এই তীব্র তিরস্কারে ও প্রতিবাদেও রুদাবার অন্তর দমিল না, মনের গতি ফিরিল না, বরঞ্চ সেই প্রণয়-পিপাসা-পীড়িতা কামিনী জালের প্রতি অধিকতর অনুরাগিণী হইলেন। তিনি সখিদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ দমন করিয়া পুনরায় অধীরভাবে কহিলেন, "সহচরিগণ! অনুযোগ বৃথা! চেষ্টা বৃথা। মন একবার বাঁধা পড়িলে আর খোলা যায় না। সে বন্ধন শিথিল করা দুষ্কর। ফলতঃ আমি আমার নির্ব্বাচন স্থির করিয়াছি এবং তাহা উপযুক্তই বুঝিয়াছি। আমি অনুপম সৌন্দর্য্যের আধার কামদেবকে দেখিতে বাঞ্ছা করি না, কিংবা মহামূল্য মণি-মাণিক্য-ভূষিত রূপ-গর্ব্বিত পারস্য সম্রাটকেও চাহি না। আমার হৃদয় যাহাকে চাহে, সে ব্যতীত আমি অপর সকলকেই আন্তরিক ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমার সেই নির্ব্বাচিত প্রিয়তমকে বৃদ্ধ বল, কুরূপ বল, ক্ষতি নাই। আমি তাঁহাকেই সুন্দর-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, আমি তাঁহাকেই প্রার্থনা করি। হউন তিনি বৃদ্ধ ও কুরূপ—কুৎসিত, আমি তাঁহারই চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি এবং চিরদিন করিব। সখি! রিপুর তাড়না কখন কেহ কি দমন করিতে পারিয়াছে? জানিনা, কি গুণে তিনি আমার হৃদয়কে—আমার আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন। আমি তাঁহারই জন্য বাঁচিয়া আছি, তাঁহাকেই আমি আমার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া পূজা করি। যত দিন আমি তাঁহাকে আপনার বলিয়া নিকটে না পাইতেছি, তত দিন আমার হৃদয় হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিতপাত হইতে থাকিবে, আমার মন মরুময় হইবে।"

রুদাবা সুন্দরীর জালের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া এবং সেই অনুরাগ দৃঢ়বদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় বুঝিয়া সহচরীবৃন্দ জালের সহিত প্রেমোন্মাদিনী রাজনন্দিনীর মিলন জন্য যত্নবতী ও ব্যগ্র হইল। তাহারা বিরহিণী রাজবালার হৃদয় সন্তাপ দূর করিবার জন্য অবশেষে সহানুভূতি প্রকাশ ও সঙ্কল্প করিল। উন্মাদিনী রুদাবা সহচরীগণের এই ভাব অবগত হইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন।

বসন্ত কাল। চতুর্দ্দিকে বিবিধ নয়ন-রঞ্জন পুষ্পকলি বিকশিত হইয়াছে। পক্ষী সকল সুললিত রাগে গান করিতেছে। মৃদু মন্দ পবন কুসুম-সৌরভ বহিয়া লইয়া গিয়া নাসিকায় প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। এহেন মধুর সময়ে রুদাবার সহচরিগণ নগরোপকণ্ঠে জালের অবস্থিতি স্থানের নিকটবর্ত্তী নদীতটস্থ রাজোদ্যানে পুষ্প-চয়ন ভাগে উপস্থিত। কেহ এ দিকে, কেহ ও দিকে কেহ বা অপর দিকে অনন্যমনে পুষ্প সংগ্রহে নিরত। এইরূপে পুষ্পসংগ্রহ করিতে করিতে সেই ললিতা ললনাগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক অথচ যেন অন্যমনস্কভাবে জালের তাঁবুর সম্মুখভাগে সমাগত হইল। জালের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। তখন জাল আপনার সহচরগণকে কহিলেন, "কে ইহারা? কি জন্য এবং কোন্ সাহসে এই উদ্যান মধ্যে পুষ্প-চয়ন করিতে আসিয়াছে?" তিনি অবগত হইলেন যে, সেই সুন্দরীবৃন্দ মেহ্‌রাবের অন্তঃপুরচারিণী, কাবুলস্থান-চন্দ্রমা কর্ত্তৃক পুষ্প সংগ্রহার্থ প্রেরিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া জালের অন্তর বিচলিত হইল; প্রবল বাসনার তাড়নায় তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত ও আকুল হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং চিত্তবিনোদনার্থ ধনুর্হস্তে একটী ভৃত্যের সহিত নদীতটে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে জাল সুহাসিনী কামিনীগণের সমীপবর্ত্তী হইলে একটী পক্ষী জল হইতে উড্ডীয়মান হইল। তিনি তাহার

পক্ষ লক্ষ্য করিয়া একটী তীর নিক্ষেপ করিবামাত্র পক্ষী নিহত হইয়া পুষ্পসংগ্রহকারিণীদিগের নিকটে পতিত হইল! জাল আপনার ভৃত্যকে পক্ষীটী আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্য নিকটবর্ত্তী হইলে ললনাগণ সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তীর-নিক্ষেপকারী পুরুষ কে?" ভৃত্য উত্তর করিল, "আপনারা কি জানেন না, ইনি সুবিখ্যাত বীর সামের তনয় নিবয়োজ, ইঁহার আর একটী নাম দস্তান। সাধারণ্যে ইনি জাল বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত ইঁহার ন্যায় বীর-পুরুষ কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।" ভৃত্যের বাক্য শ্রবণে সকলে হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, "আমরাও কোন সদ্গুণবিশিষ্ট লোকের—মেহ্‌রাব-প্রাসাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী চন্দ্রমার অনুগত সঙ্গিনী। আমরা কাবল হইতে জাবলস্তানের রাজার নিকট আসিয়াছি। যদি রাজনন্দিনী রুদাবা এবং রাজকুমার জাল উভয়ে রূপে-গুণে এবং পদমর্য্যাদায় সমান হন, তাহা হইলে রুদাবার রক্তাভ কোমল ওষ্ঠদ্বয় তাঁহার ওষ্ঠে সম্মিলিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের উভয়ের বাঞ্ছিত সম্মিলন-ক্রিয়া অনায়াসে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে!" এই কথা শ্রবণান্তর ভৃত্য জালের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সুন্দরীদের সমুদয় কথা প্রকাশ করিল। তখন জাল মনোহারিণী মহিলাগণের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন। তাহারা পুষ্প-চয়নার্থ আসিয়াছিল, কিন্তু বহুমূল্য রত্নাভরণ পরিধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই সঙ্গে দুইটী হীরক-খচিত উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়ক গুপ্তভাবে রাজকুমারীকে প্রদানার্থ প্রেরিত হইল।

এক্ষণে সহচরিগণ বুঝিল, তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; সিংহ স্বেচ্ছায় জাল মধ্যে পতিত হইয়াছে! তদ্দর্শনে তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। রুদাবাকে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করিলেও, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ এখনও সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল না! প্রেমবিহ্বলা রাজনন্দিনী

অধীরা হইলেন, তিনি জালের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার গঠন-সৌষ্ঠব কীদৃশ, সৌন্দর্য্য কেমন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অনন্তর সহচরীগণ সে অনিন্দ্য রূপের বর্ণনা করিলে তাঁহার অন্তর সুখদায়িনী আশায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিরূপে মিলিত হইবেন? কিরূপে সেই প্রিয়তমের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার বদন-সুধা পান করিবেন? এই বিষয়ে এক বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। কিন্তু এদিকে চতুরা সহচরীবৃন্দ রুদাবার প্রেম-পিপাসা চরিতার্থতার এক সুগম উপায় শীঘ্রই নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিল। নগর বহির্ভাগে নির্জ্জন স্থানে একটী সুন্দর পরিভবন ছিল। তাহার প্রকোষ্ঠগুলি সুসজ্জিত,নানাবর্ণে সুচিত্রিত ও বহু বিখ্যাত লোকের আলেখ্য-ভূষিত। সেই মনোরম রাজভবন প্রণয়ীযুগলের সম্মিলনস্থান স্থির হইয়া গেল। তখন নবযৌবনসম্পন্না রাজনন্দিনী রুদাবা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সংগোপনে সেই ভবনে গমন করিলেন এবং প্রাণপ্রতিম হৃদয়েশ্বরের আগমন-পথ চাহিয়া চিন্তিতচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরিগণ ইতিপূর্ব্বেই জালকে সূর্য্যাস্তগমন করিলেই সেই নির্জ্জন ভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সুতরাং রজনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাল প্রণয়ের আকর্ষণে ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সহচর মাত্র নাই, একাকী অস্ত্রশস্ত্র-ভূষিত হইয়া অতি সন্তর্পণে চঞ্চল চরণে চঞ্চল চিত্তে চলিতে লাগিলেন। ভবন সন্নিহিত হইলেন, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই প্রণয়োন্মাদিনী রাজকুমারী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বারান্দার উপর হইতে মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আপনি চিরসুখী হউন। আপনার দীপ্তিমান মুখশ্রী নৈশান্ধকার বিদূরিত করিয়া দিবসের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য-লহরী প্রকাশ করিয়াছে। আপনার সুকুমার দেহের সুগন্ধিতে সমীরণ চতুর্দ্দিক সুগন্ধ

বিতরণ করিতেছে। আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ঘোর অন্ধকারে একটী দীনা অবলার নিমন্ত্রণ রক্ষা মানসে পদব্রজে আগমন করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য আপনাকে প্রাণের বাধ্যতা জ্ঞাপন করিতেছি।" এই বেণুস্বর-বিনিন্দিত সুধামাখা বাণী শ্রবণে বিমুগ্ধ জালের প্রশস্ত নয়নদ্বয় উর্দ্ধ দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, বারান্দার উপরে একটী ভুবনমোহিনী ষোড়শী রূপসী চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মানা। তাঁহার অপরূপ রূপজ্যোতিঃ বিদ্যুৎবৎ ঝলক মারিতেছে। জাল মন্ত্রমুগ্ধনয়নে কিয়ৎক্ষণ সেই হৃদয়হারিণী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া কহিলেন—

কত দিন কত নিশা, আশায় বাঁধিয়া বুক,
তোমার ধ্যানেতে মজি আছি চন্দ্রাননে,
কোন দিন অবশ্যই, বিধাতার কৃপাবলে,
তোমার দর্শন পাব, এই চিন্তা মনে।
তোমার সৌন্দর্য্য-সুধা, পিয়ে পরিতৃপ্ত হব,
অন্তর-অনলরাশি যাইবে নিবিয়া,
ভাগ্যক্রমে সে বাসনা, সুন্দরি পূরিল মম,
এ ভবন মাঝে আজি তোমারে পাইয়া।
তোমার মোহিনী মূর্ত্তি, হেরিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
মধুমাখা বাণী তব বীণার ঝঙ্কার,
এক্ষণে প্রাণের কথা, অসঙ্কোচে বল দেখি,
শান্ত কর লো সুন্দরি! অন্তর আমার।

প্রেমাতুরা বিহ্বলা রুদাবা যুবরাজ জালের প্রত্যেক কথা মনো-যোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় মধ্যে কি যেন এক প্রবল তুফান প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, বিধাতা তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া প্রিয়তমকে উপরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। সুর-সুন্দরী

রুদাবার কোমল কুন্তলরাশি যেমন সুশ্রী, তেমনি অতি দীর্ঘ ছিল। তিনি নয়ন-রঞ্জন কেশরাশি আলুলায়িত করিয়া তাহার মূল দিক বারান্দার একটী লৌহদণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক নিম্ন দিকে লম্বিত করিয়া দিলেন এবং সেই কেশরাশি ধারণ করিয়া জালকে উপরে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। জাল কোনরূপ চিন্তা না করিয়া তাহাই করিলেন। তিনি প্রথমতঃ সেই মৃগনাভি-গন্ধামোদিত কেশগুচ্ছে অতি ব্যগ্রভাবে চুম্বন প্রদান করিলেন; পরে তদবলম্বনে উল্লম্ফন করিয়া উপরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নির্জ্জন ভবন মধ্যে প্রেমোদ্বেলিত যুবক-যুবতী পরস্পর হস্তধারণ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। দৃশ্যটী বড়ই মনোরম, বড়ই সুন্দর, বড়ই চিত্তাকর্ষক। যেন নন্দনকাননে অনন্তযৌবনা শচী স্বীয় প্রাণ-প্রতিমার সহিত বিচরণ করিতেছেন। গৃহভিত্তি সুচিত্রিত ও রাজোচিত কারুকার্য্য-শোভিত এবং গৃহ মধ্যস্থ প্রত্যেক দ্রব্য সুশৃঙ্খলার সহিত স্থাপিত। মুহ্যমান জাল সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার হৃদয়হারিণী মোহিনী রুদাবার মনোমোহিনী মূর্ত্তি,—তাঁহার গোলাপ-রক্ত-রঞ্জিত কোমল গণ্ডদেশ, মধুর অধরযুগল, নীলপদ্ম-বিনিন্দিত বিশাল নয়নদ্বয়, সৌরভ-প্রপূরিত দীর্ঘ চাঁচর চিকুরদাম, দ্যুতিমান মণিময় কণ্ঠাভরণ, হস্তোপরি শোভাদায়ক হীরক-খচিত অলঙ্কার প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার জালও রাজোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণিময় মুকুট, বক্ষে স্বর্ণময় কোষে তীক্ষধার তরবারি প্রলম্বিত, পরিচ্ছদ মণিকাঞ্চন-খচিত। রুদাবা তাঁহার সুন্দর বদনশোভা অপলক-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, লজ্জার আবির্ভাবে কখন বা নতমুখী হইতে-ছিলেন। ফলতঃ যতই দেখিতেছেন, প্রেম-বিহ্বলা রুদাবার অতৃপ্ত নয়ন সে রূপ দেখিতে ততই ইচ্ছা করিতেছে, দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি জন্মিতেছে না। উভয়ে উভয়কে দেখিতেছেন, আর উভয়ে মনে মনে

উভয়ের প্রশংসা করিতেছেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে বীরবর জাল কহিলেন, "প্রণয় প্রথমাবেগে উচ্ছৃঙ্খল পথ অবলম্বন করিতে চাহিলেও আমাদিগকে বিজ্ঞতার পথভ্রষ্ট হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। সংযমের পরিণাম মধুর, ইহা সকলেরই জানা আবশ্যক। আমার পূজনীয় পিতা কত দিন আমাকে অনুপযুক্ত অখ্যাতিজনক কার্য্য বা অমূলক চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা হিতানুষ্ঠান করিতে ও মন্দ আচরণ পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন! আমার এই নূতন কাহিনী শ্রবণ করিয়া না জানি তিনি কতই অসন্তুষ্ট, কতই ক্রুদ্ধ হইবেন। না জানি ইরাণেশ্বর মনুচেহর আমার এই জাগ্রৎ স্বপ্নের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কতই তিরস্কার করিবেন। কিন্তু আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা পুরুষকে সাক্ষী রাখিয়া কহিতেছি, যিনিই আমার এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিবন্ধক হউন না কেন, আমি হৃদয় খুলিয়া কহিতেছি, হে প্রিয়তমে প্রাণারাম রুদাবা! আমি তোমারই—এ জীবনে তোমারই—চিরদিন তোমারই।"

এই হৃদয়ানন্দদায়ক প্রগাঢ় প্রেমের কথা শুনিয়া রুদাবা সুন্দরীর নয়নে আনন্দাশ্রু উপস্থিত হইল। তিনি আকাশের চাঁদ আজ হাতে পাইয়াছেন এবং এক্ষণে সেই চন্দ্রালোকে চির প্রফুল্ল—চিরোজ্জ্বল থাকিতে পারিবেন বুঝিয়া প্রেম-গদ্গদ মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার! আপনি আমার মনোপ্রাণ হরণ করিয়াছেন। অপরাপর নরপতিগণের আমাকে লাভ করার ইচ্ছা বৃথা। আমি আপনাকে আমার জীবন-যৌবন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। আপনিই আমার প্রেমাধার, আপনিই আমার হৃদয়েশ্বর, আপনিই আমার সংসারে আশ্রয়স্থল। ভুলিবেন না এ দাসীরে, ইহাই আমার শেষ নিবেদন।" রুদাবা মুগ্ধা—বিহ্বলা; প্রেম-তরঙ্গিত কম্পিতকণ্ঠে ইহাই কহিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, নীরবতা অবলম্বন করিলেন। অনন্তর

বীরবর জাল মিষ্ট সম্ভাষণে বিদায় গ্রহণ করিয়া বারান্দা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

বুদ্ধিমান্ জাল বর্ত্তমান অভাবনীয় ঘটনায় জড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্য অবধারণ মানসে সত্বর উজির ও স্বকীয় সহচরগণকে আহ্বান করিলেন এবং দারপরিগ্রহের পবিত্র উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া সকলকে শ্রবণ করাইলেন। অবশেষে কহিলেন, "বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ-বন্ধন। যে স্বীয় হাস্য-বিকশিত কোমলাঙ্গ শিশুদের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিতে পারেন, তিনিই সুখী—তিনিই ধন্য! অমুক ব্যক্তি মহাবীর সামের তনয় অথবা জালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী, একথা কি প্রচারিত থাকা গৌরবের ও আনন্দের পরিচায়ক নহে?"

অনন্তর জাল মেহ্‌রাব-দুহিতা রুদাবা-সুন্দরীর প্রতি তাঁহার প্রণয় ও আসক্তির কাহিনী প্রকাশ করিলে সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ কহিলেন, "এই বিবাহ আমাদের অভিপ্রেত নহে, কেননা মেহ্‌রাব সর্পস্কন্ধ জোহাকের বংশ-সম্ভূত।" এই কথায় জাল কথঞ্চিৎ রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন তাঁহারা এ বিষয় পত্রের দ্বারা দুর্দ্দর্শী সামকে জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে এক খণ্ড পত্র লিখিত ও দূত-হস্তে প্রেরিত হইল। বীরবর সাম সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ত্বরায় আপনার দরবারস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণকে এই বিবাহের শুভাশুভ ফল নির্দ্ধারণ করিতে কহিলেন। তাঁহারা বিদ্যাবলে প্রকাশ করিলেন যে, এই বিবাহের ফল অতি শুভজনক ও সুখকর হইবে। এই ভাবী দম্পতির এক অদ্ভুত তেজোবীর্য্যশালী ভুবনবিজয়ী বীর-পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিবে। এতচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ বীরের অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি সেই আগন্তুক দূতের দ্বারাই বিবাহে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তিনি গর্গসেরাণ হইতে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করেন,

এবং ইরাণেশ্বর মনুচেহরের সহিত পরামর্শ করিতে সমর্থ হন, তদবধি বিবাহ-প্রস্তাব গোপন রাখিতে কহিলেন।

জাল পিতৃ-সম্মতি পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং এই আনন্দের সংবাদ দূতী দ্বারা রাজনন্দিনী রুদাবার নিকট প্রেরণ করিলেন। এই চতুরা দূতী এতাবত কাল অতি সংগোপনে প্রণয়ীযুগলের মধ্যে সংবাদাদি আদান প্রদান করিয়া আসিতেছিল। এই বার যখন সে রুদাবাকে সুসমাচার জ্ঞাপন করিয়া রুদাবা-প্রদত্ত প্রণয়োপহার জাল সমীপে আনয়ন করিতেছিল, তখন রুদাবার জননী সহসা তাহাকে দেখিতে পাইয়া আপনার নিকটে আনাইলেন এবং সন্দেহ-বশে তাহার বস্ত্রাবদ্ধ দ্রব্য-সম্ভার খুলিয়া দেখিতেই চমকিয়া উঠিলেন। অন্তঃপুরের মধ্যে যে কোনরূপ কুকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত দ্রব্য-সম্ভার, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন, "কি বিষম দুঃসাহস! কি ভয়ানক বিশ্বাস-ঘাতকতা!! আমার এই পুরী মধ্যে শিরবন্দ ও পুরুষের পোষাক কি প্রকারে আসিল? রে দুরাচারিণি! বল্ শীঘ্র বল্, তোর গুপ্ত কার্য্য প্রকাশ করিয়া বল্। নতুবা আমি এখনি তোর কঠিন শাস্তির বিধান করিব।"

চতুরা দূতী রাজ্ঞীর তর্জ্জন গর্জ্জনেও ভীতা হইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিল না। কিন্তু বিনয়-নম্রতার সহিত কহিল, "আমি এই নগরে অলঙ্কার ও মূল্যবান্ পরিচ্ছদাদি বিক্রয় করিয়া থাকি। সেই জন্ম আজ রাজকন্যাকে আমার এই সমস্ত দ্রব্য দেখাইতে গিয়াছিলাম মাত্র। যদি তাঁহার পসন্দ হইত, লইতে পারিতেন। তদ্ভিন্ন আমার এখানে আসার অন্য কোন অভিপ্রায় নাই।" রাজ্ঞী ইহা শুনিয়া স্বকীয় সন্দেহ নিরসন জন্ম ব্যাকুল মনে—চকিত চরণে কন্যার কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি প্রকাশ করিতে কহিলেন। কিন্তু প্রেমোন্মাদিনী রুদাবা তাঁহার গুপ্ত প্রণয়ের কথা আর প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন

না। তিনি অশ্রুপাত করিতে করিতে মৃদুস্বরে জালের প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা—অচলা প্রেমভক্তির কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

জননি! ক্ষম গো অপরাধ,
হৃদয়ের বশে আমি, জানেন অন্তরযামী,
পুরাইতে অগ্রসর হৃদয়ের সাধ।
ভেব'না অযোগ্য হেয় মম নির্ব্বাচন,
সাম বীর মহীপাল, তাঁহার তনয় জাল,
রূপে গুণে ভুবনমোহন।
হৃদয় আমার মাগো! তাঁহারেই চায়,
তাঁর জন্ম ভাসি সদা নয়ন-ধারায়।
তাঁহার লাগিয়া প্রাণ, আজো আছে বর্ত্তমান,
হৃদয়-দেবতা তিনি অমূল্য রতন,
এক দিন তাঁর সনে, জননি গো সংগোপনে,
হইয়াছে শুভ যোগে মম দরশন।
এক গৃহে একাসনে, সমাসীন দুই জনে,
প্রাণ বিনিময়ে তাঁর পেয়েছি পরাণ,
পৃথিবী হ'লেও লীন, এ প্রণয় চিরদিন,
র'বে স্থির, এ প্রতিজ্ঞা বজ্রের সমান।

উন্মাদিনী রুদাবা নির্লজ্জভাবে মনের আবেগে ইহাই কহিয়া এতৎ সম্বন্ধে বীরবর সামের সম্মতির কথাও জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিলেন না। তাহাতে রুদাবা-জননী কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কাবুলেশ্বর মেহ্‌রাব দুহিতার স্বাধীন ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পক্ষান্তরে তিনি ভয়-বিহ্বল-চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, বাদশাহ মনুচেহ্‌র ও বীরবর সাম ইহা জানিতে

পারিলে না জানি কি ভয়ানক বিপদই সংঘটিত হইবে। তজ্জন্ত তিনি ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্তবৎ অধীর হইয়া কলঙ্কিনী কন্তার প্রাণবধার্থ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক তদীয় কক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন। এই মহা অনর্থপাতের সূত্রপাত দেখিয়া বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী মেহ্‌রাবের পদধারণ পূর্ব্বক কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া রুদাবার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে—তাঁহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। মেহ্‌রাব মহিষীর কাতরোক্তিতে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু দুহিতাকে তদ্দণ্ডে তাঁহার সম্মুখে আনয়নার্থ আগ্রহ করিতে লাগিলেন। তখন কন্তার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিব না, স্বামীকে এই অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইয়া লইয়া মহিষী রুদাবাকে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। রুদাবা সন্তপ্তা অপরাধিনীর স্তায় অথবা ক্ষমা-প্রার্থনাকারিণীর ন্যায় যুক্তকরে কাতরভাবে অলঙ্কারোন্মোচন করিয়া আসিলেন না; বরং তিনি স্বামী-নির্ব্বাচন-গর্ব্বে অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক পিতার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। মেহ্‌রাব লজ্জা ও বিস্ময়-বিকশিত-নয়নে কন্তার দিকে চাহিয়া দুঃখ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—

"কেন, কি কারণে আজি এই বেশভূষা
মনোরম? দেব-দূত সহ কি মিলেছে
দৈত্য দুরাচার! আহা আরব মাঝারে
নর-নেত্রপথে সর্প পড়িলে, তখনি
নিধন সাধন তার করে খড়্গাঘাতে।"

রুদাবা পিতৃবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অধোবদনে নীরব রহিলেন, একটী কথাও তাঁহার বদন হইতে বহির্গত হইল না; যেন পাষাণ-প্রতিমাবৎ অচলা—স্থির। তদ্দর্শনে মেহ্‌রাব দুহিতাকে আর কিছু না বলিয়া পরুষ বাক্যে তাঁহার মাতার সহিত গমন ও অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন।

এদিকে ইরাণেশ্বর মনুচেহর রুদাবা ও জালের অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, কালে হয় তো জাল ও মেহরাবের সম্মিলিত শক্তিতে পারস্য সাম্রাজ্যের ভাবী অমঙ্গল উৎপাত ও ধ্বংস আনয়ন করিতে পারে। মহামতি ফেরিদূঁ জোহাকের পাপাচার হইতে পৃথিবীকে পবিত্র ও রক্ষা করিয়াছিলেন। মেহরাব সেই নৃশংস অত্যাচারীর বংশধর। সুতরাং তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বতন অত্যাচারের পুনরভিনয় হইতে পারে ভাবিয়া, উপস্থিত কার্য্যে সামকে উপদেশ প্রদানার্থ নিকটে আহ্বান করিলেন।

গর্গসেরাণ ও মাজেন্দারাণ-বিজয়ী মহাবীর সাম এই আহ্বানে রাজধানীতে আগমন করিলেন। তিনি মহাসমারোহে সসম্মানে রাজপ্রাসাদে গৃহীত হইলেন। অনন্তর বিচক্ষণ সাম মহামতি মনু-চেহরকে আপনার বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করাইয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। যে রাজার সহিত সামের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাঁহার মাতামহ-কুল জোহাক-বংশ-সমুৎপন্ন। তাঁহার দৈত্য-সৈন্য পিপীলিকাবৎ অথবা পঙ্গপাল অপেক্ষাও সংখ্যায় অধিক। সেই বিপুল সেনা বিস্তৃত সমর-ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম কহিলেন, "এই দৈত্যরাজ আমার আগমন সংবাদ ও কার্য্যের বিষয় জানিতে পারিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার উপরে ফাঁস-যন্ত্র নিক্ষেপ করে। কিন্তু আমি কৌশল-বলে দেহ নত করিয়া তাহার উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহার মস্তক লক্ষ্য করতঃ ক্ষিপ্রহস্তে তীর বর্ষণ করিতে লাগিলাম। তীর মস্তক ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে আমি সত্বরতার সহিত অগ্রসর হইয়া তাহার কটিদেশ ধারণ পূর্ব্বক ভূপাতিত করতঃ বধসাধন করিলাম। এই ব্যাপার দর্শনে দৈত্য-সৈন্য ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল; কতক পর্ব্বতারণ্যে পলায়ন করিল, কতক সমর-

ক্ষেত্রে পরাভূত ও নিহত এবং কতক পারস্ত-রাজের বশীভূত হইল।

মহুচেহর এই বিজয়কাহিনী শ্রবণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ সামের বহু প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে মূল্যবান খেলাতাদি দিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করতঃ অপর এক নব যুদ্ধাভিযানে নিযুক্ত করিলেন; তাঁহাকে কাবুলরাজ্য বিজয় ও বিধ্বস্ত, বিশেষতঃ মেহ্‌রাব-পরিবার সর্পবক্ষ জোহাকের যাবতীয় বংশধর ও তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিবৃন্দকে বিনষ্ট করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বীরবর সাম এই অভিযানের আজ্ঞা পাইয়া জাবলস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বাদশাহকে এই ভীষণ ধ্বংস-সাধন কার্য্য হইতে নিরস্ত করণার্থ প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই।

অবশেষে মহুচেহরের এই জিঘাংসা প্রবৃত্তির কথা কাবুলরাজ্যে প্রচারিত হইল। মেহ্‌রাব ও তৎপরিবারবর্গের মহাভয় ও হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এই সময়ে জাল পিতার নিকটে আগমন করিলেন। তখন সাম ইরাণেশ্বরের ক্রোধ শান্তির জন্য আর একবার চেষ্টা করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি এক খানি যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়া পুত্র জালের দ্বারা মহুচেহর সমীপে প্রেরণ করিলেন। সাম এই পত্রে প্রথমতঃ গর্গসেরাণ ও মাজেন্দারাণে তাঁহার বিজয়-কার্য্য ও অপর দুঃসাহসিকতার বর্ণনা করিয়া পরে লিখিলেন, "মহীপতে! আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত অনুগত দাস। আপনি এক শত বিংশ বর্ষ কাল আমার শক্তি-সামর্থ্য ও আচরণ দেখিয়া আসিতেছেন! অশ্বারোহণে, শস্ত্র-ব্যবহারে, সৈন্য-পরিচালনে ও বিজয়কার্য্যে সামের সম অধ্যবসায় ও দক্ষতা কার আছে? যে ভীমকায় দুর্দান্ত দৈত্য বিশাল সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশের নরনারী গ্রাস করিয়াছিল, নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে অশান্তি-অনল বিস্তার করিয়াছিল, আবার এই ভুজবয়

কি তাহার বিনাশ সাধন করে নাই? যখন দেখিতে পাইলাম, নর-বংশ তাহার ভয়ে আকুল, আকাশ পক্ষীশূন্য, অরণ্য বা প্রান্তর জান্তব বংশহীন, জলাশয়ের কুম্ভীর পর্য্যন্ত কবলিত হইতেছে, তখন আমি জগদীশ্বরের নামে উৎসাহিত হইয়া শঙ্কাশূন্য হৃদয়ে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলাম। দেখিলাম, পর্ব্বতাকার এক বিকটদর্শন প্রাণী যেন আকাশমণ্ডল জুড়িয়া চলিতেছে, তাহার মস্তকের স্থূল কেশরাশি ভূতল লুঠিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা লক্‌লক্‌ করিতেছে। সেই বিরাট মূর্ত্তির চক্ষু দুইটী যেন দুইটী প্রকাণ্ড শোণিত-সরোবর। দীর্ঘ দন্তপাতি অস্থি চর্ব্বণে লোলুপ। সে আমাকে দর্শনমাত্র শ্রবণ-ভৈরব গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সেই বজ্র-গম্ভীর গুরু নিনাদে ধরাতল কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার বিশাল মুখ-বিবর হইতে অজস্রধারে বিষ-ধারা পড়িতে লাগিল। আমি অমিত সাহসে আস্ফালন করিয়া সিংহবিক্রমে তাহাকে আক্রমণ ও তীক্ষ্ণাগ্র তীরাঘাতে ভূতলশায়ী করিলাম। পরে অবিলম্বে শাণিত যুদ্ধ-কুঠার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলাম। অমনি চতুর্দ্দিক রক্তপ্লাবিত হইল, রক্ত-স্রোতে দুরাচার রাক্ষসের বিশাল দেহ ভাসিতে লাগিল। জয় জয় ধ্বনি নরনারী-কণ্ঠে সমুত্থিত হইল; পৃথিবী পূর্ব্বের ন্যায় সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য পুনর্লাভ করিল। প্রকৃতির বদনে পুনঃ হাস্যছটা প্রতিভাত হইল। নরনাথ! ইহা আমার এক সময়ের কার্য্য। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার যৌবনের যে নির্ভরতা, শক্তি, সাহস, তেজোবীর্য্য অতীত প্রায়। তজ্জন্য আমি এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়া আমার পদে আমার বীর-পুত্র জালকে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করি। আশা আছে, আমার কার্য্যাবলী আলোচনা ও বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া মহারাজেরও আপত্তি হইবে না।"

পাঠক! এক্ষণে এদিকের অবস্থা শ্রবণ করুন। বিপথ-বর্ত্তী

মৃত্যমান্ মেহ্‌রাব আপনার স্ত্রী-কন্যাকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করা ব্যতীত আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমতী মহিষী এক উৎকৃষ্ট মার্গের অনুসরণ করিলেন। তিনি হতবুদ্ধি স্বামীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া কহিলেন, "আমাদের বিপদের কথা জ্ঞাপনার্থ এবং জাল সহ রুদাবার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিতে বিচক্ষণ সামের নিকটে আমার স্বয়ং গমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে বিধাতার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে।" মেহ্‌রাব এ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া সম্মতি দান করিলেন। তখন মেহ্‌রাব-মহিষী সুন্দর সজ্জা-শোভিত অশ্বারোহণে বহুমূল্য উপঢৌকন সহ আপনার লোক জন সমভিব্যাহারে জাবলস্তান যাত্রা করিলেন। পাঠক! এস্থলে একবার তাঁহার উপহার-সম্ভারের পরিচয় শ্রবণ করুন। তিন লক্ষ দিনার, দশটী স্বর্ণময় ও ত্রিশটী রৌপ্যময় আভরণ-শোভিত উৎকৃষ্ট অশ্ব, বহুমূল্য অলঙ্কার, মৃগনাভি, কর্পূর, মদ্য ও মিষ্টান্ন-পূর্ণ থালা বহনার্থ মনোহর বেশভূষা-সজ্জিত ৬০ ষাটটী কজ্জলনয়না সুন্দরী কুমারী, চল্লিশ খানা সুচিত্রিত কারুকার্য্যময় কৌষেয় বস্ত্র, এক শত দুগ্ধবতী পুষ্টাঙ্গী উষ্ট্রী, এক শত ভারবাহী বলবান্ উষ্ট্র, দুই শত খানা ভারতবর্ষ-নির্ম্মিত অত্যুত্তম তরবারি, একটী স্বর্ণমুকুট, এক খানি স্বর্ণময় সিংহাসন এবং চারিটী বৃহৎকায় হস্তী। পাঠক! বিস্মিত হইবেন না, মেহ্‌রাব-মহিষী এই সমস্ত অলৌকিক উপহার সহ বীরশ্রেষ্ঠ সামের দরবারে উপনীত হইলেন। সাম তদবলোকনে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও চিন্তিত হইলেন। যদি তিনি তৎসমুদয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মহারাজ মনুচেহর কুপিত হইবেন, এবং যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা অপ-মানিত ও তৎসহ পুত্র জাল ভগ্নোৎসাহিত ও হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হইবেন। এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া বহু চিন্তার পর অবশেষে সাম

উপহার-সম্ভার গ্রহণ করিলেন এবং রুদাবা-জালের শুভ পরিণয়-কার্য্য সম্পাদনের সম্মতি ও অনুমতি দিয়া মহিষীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

ওদিকে জাল পিতার পত্র সহ মনুচেহর বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলে সসম্মানে গৃহীত হইলেন। সামের পত্র রাজসম্মুখে প্রদত্ত হইল; পত্র পঠিত হইল। দূরদর্শী মনুচেহর পত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া বহু চিন্তার পর মেহরাবের অনুকূল ও শান্তিপ্রদ প্রস্তাবের অনুমোদন ও জাল সহ রুদাবা সুন্দরীর বিবাহের সম্মতি দান করিলেন; সকল সঙ্কট দূরীভূত হইল। মনুচেহর আপনার জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনায় জানিতে পারিলেন যে, এই নব দম্পতির তনয় এক জন অসাধারণ সাহসী ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীর-পুরুষ হইবেন। কয়েক দিবস অবস্থানের পর জাল ইরাণ-রাজদরবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাগমন কালে তিনি মেহরাবনন্দিনী রুদাবার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন প্রেমিক-প্রেমিকার সাদর সম্ভাষণ, আদর-আপ্যায়নের ইয়ত্তা রহিল না। ফলতঃ অনতিবিলম্বে তাঁহাদের শুভ সম্মিলন-কার্য্যের আয়োজন হইল। সাম সমারোহ সহকারে কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রণয়ীযুগলের সেই মিলন-স্থান নির্জ্জন পল্লী-ভবনে রাজকীয় আড়ম্বরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রুদাবার কামনা সিদ্ধ হইল, জালের দুর্ভাবনা দূরে গেল। যুবক-যুবতী প্রেমালাপে শান্তি-সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুচরিত সাম রাজকীয় কার্য্যানুরোধে সত্বর সিস্তানে প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর রোস্তমের জন্মগ্রহণ।

জাল-রুদাবা দাম্পত্য-সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কত নিশি তাঁহাদের পূর্ব্ব রাগ, অভিসার প্রভৃতির কথোপকথনে অতিবাহিত

হইল। কিছু দিন পরে বিধাতার কৌশলে রাজনন্দিনী রুদাবা গর্ভবতী হইলেন। প্রসবকাল সমুপস্থিত। কিন্তু কি এক আভ্যন্তরিক বেদনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। শরীর পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল। কি নিদ্রায়, কি জাগরণে জীবনে শান্তিমাত্র নাই। কষ্টের একশেষ; যেন করাল মৃত্যু বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। রুদাবা-জননী ও জাল রুদাবার এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে অতীব চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা মহাসঙ্কট গণিতে লাগিলেন। অবশেষে হঠাৎ জালের সিমোরগের পালকের কথা স্মরণ হইল। তিনি অবিলম্বে একটী পালক লইয়া অগ্নির উপরে নিক্ষেপ করিলেন। চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন হইল। এই ধূমাপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে শণ শণ শব্দে আকাশমার্গ শব্দায়মান করিয়া সিমোরগ আবির্ভূত হইল। সিমোরগ কহিল, "বৎস জাল! দুঃখ ও শোকের লক্ষণ দেখিতেছি কেন? তোমার নয়নদ্বয়ে অশ্রু ঝরিবার কারণ কি?" তখন জাল নতমস্তকে প্রণতি পূর্ব্বক আসন্ন বিপদ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ভবিষ্যদ্দর্শী সিমোরগ কহিল যে, এই রমণীর গর্ভে এক বীর-শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার কার্য্যাবলী দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইবে। সে অতি দীর্ঘকায় হইবে, তাহার ভয়ে দেও-দৈত্য সিংহ-ব্যাঘ্র কম্পিতাঙ্গে পলায়ন করিবে। প্রসূতির গর্ভবিদারণ করিয়া বাহির না করিলে শিশু স্বাভাবিকরূপে ভূমিষ্ঠ হইবে না।" জাল এই সঙ্কটের কথা শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার বিহিত উপায় করুন, যাহাতে প্রসূতি ও শিশু উভয়েই কষ্ট না পায়, তাহারই ব্যবস্থা করুন।" ইহা শুনিয়া বিজ্ঞ সিমোরগ দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালনে প্রস্থান করিল এবং সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া জালকে কয়েকটী বৃক্ষমূল ও পত্র দিয়া কহিল, "প্রসূতিকে মদ্যপান করাইয়া অচৈতন্য কর, তৎপরে তাহার পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া সন্তান বহির্গত করতঃ বিদারণ-স্থানে এই বৃক্ষমূল ও পত্র পেষণ পূর্ব্বক

প্রলেপ দিবে। কোনও ভয় নাই, বিদারণ-স্থান পূর্ব্বমত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং প্রসূতি ও পুত্র নির্ব্বিঘ্ন হইবে।”

সিমোরগের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য সম্পাদিত হইল। প্রসূতি বিপদ্‌মুক্ত ও পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্রের আকৃতি সামের অনুরূপ ছিল, তাহা ও তাহার অপরূপ রূপ দর্শনে জালরুদাবা ও অপর সাধারণে চমৎকৃত হইলেন। এরূপ অদ্ভুত শিশু কখন জন্মগ্রহণ করে নাই; শিশু এক দিনে যেন এক বর্ষবয়স্ক বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহার ক্ষুন্নিবারণ জন্য সাত জন ধাত্রীর প্রয়োজন হইল। শিশুকে রোস্তম নাম প্রদত্ত হইল। অতঃপর জাল রোস্তমের প্রতিকৃতি রেসম-বস্ত্রে চিত্রিত করাইয়া মাজেন্দারাণে যুদ্ধ-নিরত পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। বীরবর সাম প্রিয় পৌত্রের গঠন-সৌষ্ঠব দেখিয়া মহা-নন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র দিনার দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিলেন। মেহ্‌রাবও দৌহিত্রের জন্ম-সংবাদে ততোধিক পুলকিত হইলেন। তখন কাবুল ও জাবলস্থানে রোস্তমের জন্ম-গ্রহণোৎসব চলিতে লাগিল!

কথিত আছে যে, যখন রোস্তম স্তন্য পরিত্যাগ করিয়া ভোজনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন আহারার্থ পাঁচটী ছাগের মাংস প্রয়োজন হইত দেখিয়া সকলে অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিত। তিন বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিশু অশ্বারোহণে পটু ও পিতার সুবৃহৎ গদা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যখন বীর-বালক অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন তিনি অতুল শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ বালক রোস্তম কি আকারে, কি সৌন্দর্য্যে, কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালীতে, কি শক্তিমত্তায়, সর্ব্ববিষয়ে তদানীন্তন বীরকুলের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

বীরবর সাম ও কাবুলপতি মেহ্‌রাব আপনাদের এই অপূর্ব্ব রূপ-

গুণসম্পন্ন শিশুকে সন্দর্শনার্থ অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তদ্ধেতু তাঁহারা উভয়েই জাবলাস্তানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মেহ্‌রাব সামের অগ্রেই সসৈন্যে মহাসমারোহে আসিয়া দৌহিত্রের সুবিমল মুখচন্দ্র দর্শনে প্রীতিলাভ করিলেন। অতঃপর সামের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে মেহ্‌রাব ও জাল তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা প্রিয়দর্শন রোস্তমকেও সুদৃশ্য বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া একটী সুন্দর হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সঙ্গে লইলেন। বীরবর সামকে দূর হইতে দেখিয়াই মেহ্‌রাব ও জাল অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সাম স্নেহময় পৌত্র রোস্তমকে দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন এবং ফুল্লবদনে বহু আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আসিয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর এক দিবস সাম হৃষ্টান্তঃকরণে একটী রাজকীয় পান-ভোজনোৎসবের আয়োজন করিলেন। তদুপলক্ষে রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত, সুচিত্রিত, ও সুগন্ধামোদিত হইল। আনন্দোৎসবে পুরবাসী ও অপর সাধারণে উন্মত্ত হইলেন। হর্ষকোলাহল ও জয়োল্লাসের প্রতিধ্বনি আকাশে যাইয়া পৌঁছিল। সাম পৌত্রকে আপনার সম্মুখে স্বর্ণাসনে বসাইয়া এবং সভাসদ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত। নৃত্যগীত, পানভোজনের সীমা নাই। মেহ্‌রাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রফুল্ল, অধিক পানোন্মত্ত। তিনি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত দৌহিত্রে পাইয়া, ভাবী আশায় স্ফীত হইয়া এতদূর তন্ময় ও গর্ব্বিত হইলেন যে, সর্ব্বত্র আত্ম-প্রাধান্য ও আত্ম-প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি আহ্লাদ-গদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে গাহিলেন—

"আমি আর ভয় করি কারে ?
ছিল যে সামের ভীতি, জালের প্রতাপ-বহ্নি,
গেছে দূরে, সব নিবে গেছে একেবারে।

ইরাণের শৌর্য্য দেখে দমেনা হৃদয়,
রোস্তমের অসি গদা, সহায়—স্বপক্ষে ভয়,
জয় রোস্তমের জয়, মেহরাবের জয়।
কে সাধিবে বাদ মোর? সাধ্য কারো নয়।
জোহাকের রাজনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিব,
সুযশঃ-সৌরভে বিশ্ব, অচিরে ভরিয়া যাবে,
আশীসভাজন হ'য়ে জীবন যাপিব।"

এই আনন্দ-গীতিতে মেহ্রাবের জাতিগত চরিত্র সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইল। কিন্তু স্থিরধী সাম এবং তৎপুত্র জাল উহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু সাম ঊর্দ্ধমুখে প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময় খোদা! রোস্তম যেন পরিণামে অত্যাচারীরূপে পরিগণিত না হয়।

অনন্তর সংবাদ পৌঁছিল যে মাজেন্দারাণে শত্রুপক্ষ অভ্যুত্থান করিয়াছে। তথায় সামের রক্ষিত সৈন্যদল তজ্জন্য ভীত হইয়াছে। এতচ্ছ্রবণে মহাবীর সাম সকলের নিকট বিদায় লইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। জাল জাবল-রাজধানী শিস্তানে পুত্র রোস্তম সহ যাইয়া আপনার বাসভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মেহ্রাবও নিজ রাজ্য কাবুলের দিকে শুভ যাত্রা করিলেন।

শিস্তানে ইরাণেশ্বরের একটী বৃহৎকায় মত্ত মাতঙ্গ ছিল। এক দিন রজনীতে রোস্তম ভয়ঙ্কর চীৎকার ও আর্ত্তনাদ-কোলাহলে জাগরিত হইয়া কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাদশাহের শ্বেত হস্তী সহসা বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইয়াছে এবং লোকদিগকে পদদলিত ও মৃত্যুমুখে পাতিত করিতেছে। বৃক্ষাদি উৎপাটিত ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া মহানর্থ ঘটাইতেছে। ইহা শ্রবণ করিয়া রোস্তমের অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং সেই দুর্দান্ত জন্তুর

সর্ব্বনাশী কবল হইতে সাধারণকে রক্ষা মানসে তৎক্ষণাৎ পিতামহ সামের বিরাট গদা হস্তে লইয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কিন্তু অনুচর ও প্রহরীগণ রোস্তমকে বাধা প্রদান করিয়া কহিল, এই গভীর রজনীতে ক্ষিপ্ত মাতঙ্গের সম্মুখে তোমার ন্যায় বালকের গমন করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া রোস্তম গমনের জন্য অধিকতর ব্যস্ত ও ব্যগ্র হইলেন এবং দ্বাররক্ষকদিগকে শীঘ্র দ্বার-মোচন করিতে কহিলেন। কিন্তু তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং অধিকতর বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তখন বীরবালক রোস্তম ক্রোধান্ধ হইয়া স্বয়ং দ্বারমুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন এবং তৎকালে এক জন প্রহরীকে এরূপ সতেজে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে অন্যান্য প্রহরীগণ সভয়ে পলায়নপর হইল। তখন বীরবর রোস্তম রুদ্ধ দ্বার ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইলেন এবং ত্বরিত গমনে সেই মহাবল বারণের সম্মুখীন হইলেন। গজরাজ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। রোস্তম স্থির ও সতর্ক হইয়া হুহুঙ্কার নাদের সহিত হস্তীকে এরূপ ভীম বলে গদাঘাত করিলেন যে, গজরাজ অবসন্ন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিল; সাক্ষাৎ শমন সদৃশ মাতঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। লোকের আশঙ্কা দূর হইল। রোস্তম হৃষ্টচিত্তে গৃহমুখী হইলেন, ভবনে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে তুমুল আন্দোলন! সাধারণে বীর-বালকের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। রোস্তম এক গদাঘাতে উন্মত্ত হস্তীবধ করিয়াছেন শুনিয়া জাল আশ্চ-র্য্যান্বিত হইলেন এবং ভক্তিভরা প্রাণে দয়াময় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পরে প্রাণাধিক রোস্তমকে নিকটে বসাইয়া স্নেহভরে বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়

বৎস! বাস্তবিকই তুমি বীরত্বে ও সাহসে জগতে অতুলনীয়!" এবং মনে মনে কহিলেন, এই বীরপুত্র হইতে আমার পিতামহ নরিমাণ-হত্যার প্রতিশোধ লইতে পারিব।

বীরবর নরিমাণ ইতিপূর্ব্বে ইরাণেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে সেপন্দ পর্ব্বত-দুর্গ জয় করিতে গমন করেন। যখন তিনি দুর্গ-পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে দুর্গস্থ লোক উপর হইতে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর নরিমাণের উপর নিক্ষেপ করে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। অনন্তর বীরবর সাম পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে বিশাল সৈন্য-শ্রেণী সমভিব্যাহারে সেপন্দে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই দুর্গ পর্ব্বতোপরি-ভাগে অবস্থিত এবং সুদৃঢ় ও অজেয়। তিনি দুর্গ অবরোধ করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রবেশ-পথ সন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই, কাহাকেও দুর্গে গমনাগমন করিতেও দেখেন নাই। কেবল কয়েক বৎসর নিষ্ফল অবরোধ করিয়া থাকার পর বীরবর সামকে হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। জাল রোস্তমকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে তোমার বীরত্ব প্রদর্শনের সময় উপস্থিত। তুমি আমাদের চিরন্তন অভিপ্রেত কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব শীঘ্র সেপন্দে যাইয়া সেই নিদারুণ হত্যার প্রতিফল প্রদান কর।" রোস্তম পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া উপযুক্ত সেনাবল সহ সেপন্দ যাত্রা করিলেন।

মাজেন্দারাণে বীরবর সাম পৌত্রের যুদ্ধাভিযান-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "রোস্তম বালক, যুদ্ধ-কৌশলে অপরিপক্ক, পাছে কোন বিপদ ঘটে।" ইহা ভাবিয়া স্থিরধী সাম সত্বর রোস্তমের সাহায্যার্থ সৈন্য সহ সেপন্দে উপস্থিত হইলেন। তিনি তিন বৎসর এক মাস কাল দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। অগত্যা বিচক্ষণ সাম হতাশচিত্তে রোস্ত-

মকে বিদায় দিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার মাজেন্দারাণে গমন করিলেন। তাঁহাদের প্রস্থানের পর চতুর দুর্গ-পতি নির্ভয়ে দুর্গ-দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তখন দুর্গমধ্যে যথারীতি গতিবিধি ও বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে লাগিল। সাম এই বিষয় অবগত হইয়া রোস্তমকে জানাইলেন যে, যদি তুমি বাণিজ্য ব্যপদেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে আমাদের মনোভিলায় পূর্ণ হইতে পারে। রোস্তম এ সঙ্কল্প উত্তম বলিয়া তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে দুর্গ-প্রবেশ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু কোন্ ব্যবসায় অবলম্বনীয়? অবগত হইলেন যে, সেপন্দে লবণ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ। সুতরাং লবণ সংগ্রহ করিয়া "ছালা-বন্দী" করতঃ কতিপয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চাপাইলেন। ছালাস্থ লবণ মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কায়িত রহিল। এইরূপ অনুষ্ঠানের পর স্বয়ং রোস্তম ও তৎসহগামীগণ সওদাগরের ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া এক একটী উষ্ট্রের পরিচালকরূপে সেপন্দে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যথাকালে দুর্গ-দ্বারে উপনীত হইলেন; প্রহরীগণ তাঁহাদিগকে লবণ-ব্যবসায়ী জানিতে পারিয়া দুর্গ মধ্যে সংবাদ দিল; ছদ্মবেশী রোস্তম সহচরগণ সহ দুর্গ প্রবেশের অনুমতি পাইলেন।

সওদাগরগণ কেল্লা মধ্যে যাইয়া উষ্ট্র হইতে পণ্য দ্রব্য নামাইলেন। লবণ-ব্যবসায়ী আসিয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। রোস্তম ও তৎসঙ্গীগণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-পরিবেষ্টিত হইয়া লবণ বিক্রয় করিতে লাগিলেন। লবণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে বিক্রয় বন্ধ হইল। তখন নিশার অন্ধকারে বীরবর রোস্তম সহচরগণ সহ অস্ত্র-শস্ত্র-সজ্জিত হইয়া দুর্গ-স্বামীর আবাস অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দুর্গ আক্রমণ ও ভীতি প্রদর্শনজনক বিজাতীয় কোলাহলে কোতোয়াল জাগরিত হইয়া রোস্তম ও তৎসঙ্গীদের প্রতি-

রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তেজস্বী রোস্তম ভীষণ গদাঘাতে তাঁহাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিলেন। একণে দুর্গবাসীগণ সকলেই জাগরিত, ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ঘটনাস্থলে আগমন করিল এবং ছদ্মবেশী সওদাগরদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আর থাকিতে পারিল না! মহাসমর আরম্ভ হইল। অন্ধকার মধ্যে চাকচিক্যশালী তরবারি বিদ্যুৎবৎ ঝলক মারিয়া প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; বীরগণের দম্ভে দুর্গ কাঁপিতে লাগিল; ধরাতল রক্তাপ্লুত হইল। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। দুর্গস্থ বহু লোককে এই অকস্মাৎ আক্রমণে শমন-করে আত্ম সমর্পণ করিতে হইল। প্রত্যূষে দুর্গ-স্বামীকে দেখিতে পাইয়া বীর-শার্দ্দূল রোস্তম তাঁহাকে আক্রমণ ও বধসাধন করিলেন। এই অভাবনীয় ভীষণ ব্যাপার দর্শনে অপর সকলে পলায়নোদ্যত হইল, কিন্তু প্রচণ্ডবিক্রম রোস্তমের তীক্ষ্ণধার তরবারি-মুখে কেহই রক্ষা পাইল না।

একণে অবসর পাইয়া চতুর-চূড়ামণি-রোস্তম দুর্গাধিপতির প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। এই প্রাসাদ প্রস্তর-নির্ম্মিত ও তাহার প্রবেশ-দ্বার লৌহময় ছিল। শক্তিশালী রোস্তম রণ-কুঠারাঘাতে সেই সুদৃঢ় দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখে একটী কৌশলময় সুন্দর স্বর্ণ-গুম্বজ মন্দির নয়ন গোচর করিলেন। তন্মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ধন-রত্ন-অলঙ্কারাদি রক্ষিত ছিল। তিনি তৎসমুদয় হস্তগত করিলেন এবং দুর্গ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য পিতার নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। জাল সেপন্দ-দুর্গ-জয়-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং পুত্রকে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি দুর্গস্থ দুষ্টগণকে তরবারি দ্বারা শাস্তি প্রদান করিয়া বীরবর নরিমানের মৃতাত্মার সন্তোষ সাধন করিয়াছ, তজ্জন্য আমরা আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। একণে ধন-রত্ন

উষ্ট্র-পৃষ্ঠে চাপাইয়া স্বভবনে লইয়া আসিবে এবং দুর্গ অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত ও ভূমিসাৎ করিবে, ইহাতে অণুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না। পিতার আদেশ প্রতিপালিত হইল। অনন্তর রোস্তম বিজয়ামোদে প্রফুল্ল হইয়া জাবলস্তানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজ্যে সমাগত হইলে জাল সদলবলে অগ্রসর হইয়া প্রিয় পুত্র রোস্তমকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাঁহার বদনে চুম্বন দিয়া স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করিলেন। রোস্তম-জননী কৃতী পুত্রের বিজয়-কাহিনী শ্রবণে হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। জাল আনন্দিত হইয়া দীনদরিদ্রগণকে ধন বিতরণ করিলেন, তাহারা প্রীত হইয়া বীর বালকের মঙ্গল কামনা করিল। অনতিবিলম্বে জাল এই বিজয়-বার্ত্তা বৃদ্ধ বীর সামের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি এবং ইরাণ-রাজ্যের জন-সাধারণ তৎশ্রবণে যে কীদৃশ আহ্লাদিত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। দুষ্ট লোক সকল আর মস্তকোত্তোলন করিতে সাহসী হইবে না, ভাবিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন।

ইরাণেশ্বর মন্নুচেহরের লোকান্তর গমন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! এক্ষণে আমরা ইরাণেশ্বর মন্নুচেহরের রাজত্ব-কালের শেষাংশের দিকে একবার আগমন করিতেছি। এই জ্ঞান-গরীয়ান নরপতি, যখন বিংশোত্তর শত বর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন, তখন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া বাদশাহের আসন্ন কাল উপস্থিত প্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "জাঁহাপানা! যে অশুভ দিনে আপনি সিংহাসন শূন্য করিয়া, সর্ব্ব সাধারণকে শোক-

সাগরে ভাসাইয়া সুখময় নিত্যধামে গমন করিবেন, সেই দিন সমাগত প্রায়। অতএব আপনি চির মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করিবার পূর্ব্বে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহা একবার স্মরণ করুন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন, পরিণাম যাহাতে শুভ হয়, তাহাই করুন।"

বিজ্ঞ বাদশাহ দৈবজ্ঞ-মুখে স্বকীয় অন্তিম সংবাদ শ্রবণ করিয়া সভাসদগণকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সর্ব্ব সমক্ষে প্রিয় পুত্র নওদরকে বিবিধ হিতোপদেশ ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়া কহিলেন, "পুত্র! আমার এ প্রবাস-বাস শেষ হইয়াছে। আমাকে এ স্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করিতে হইবে। তুমি সিংহাসন আরোহণ কর। কিন্তু সিংহাসন লইয়াই প্রমত্ত থাকিও না; কেননা এই পৃথিবী নশ্বর ও নিরর্থক। আমি এক শত বিংশ বর্ষ কাল বহু শোক-তাপ সহ্য করিয়াছি। অবশ্য ইহার মধ্যে সুখভোগও আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বহু শত্রুনাশ করিয়াছি। আমি পূজনীয় ফেরিদুঁ বাদশাহের আদেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম এবং তাঁহারই পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। আজ সেই ফেরিদুঁর সিংহাসনই তোমাকে সমর্পণ করিতেছি; তুমি পৃথিবী-পতি হইবে। কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনা-মার্গ-বিচ্যুত হইও না। প্রজাদিগকে সুখে প্রতিপালন করিবে। অত্যাচার—অবিচারে যেন তাহারা ব্যথিত না হয়। আর একটী বিশেষ কথা শ্রবণ কর; দয়াময় বিধাতার অনুগ্রহে হজরত মুসা পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিয়া বহু কুকর্ম্মশীল দুরাত্মাকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র পথের পথিক না হওয়ায় মিসরাধিপতি মহাপাপী ফেরাউন নিহত হইয়াছে। তুমি সেই পবিত্র প্রেরিত পুরুষ হজরত মুসার প্রবর্ত্তিত উপাসনা-পদ্ধতি শুচিচিত্তে গ্রহণ করিবে; কদাচ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না, করিলে মহাক্লেশে পতিত হইবে। বৎস! আমি দিব্য চক্ষে

দেখিতে পাইতেছি, কিছু দিন পরে তুমি একটী মহাহবে জড়িত হইবে। তোমার বৈরীকুল এবং তুরাণ হইতে পোসাঙ্গ-পুত্র স্বকীয় যোধবৃন্দ সহ তোমার রাজ্যে আপতিত হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা তোমার সাধ্যাতীত। সেই সঙ্কট-সময়ে তুমি বীরবর সাম ও জালকে সংবাদ দিয়া আনাইবে এবং তাঁহাদিগের উপর সেনাপতিত্বের ভারার্পণ করিবে। জাল-নন্দন রোস্তম যদিও এক্ষণে বালক, কিন্তু তাহার তুল্য সমরকুশল বীর অতি বিরল। রোস্তমও তোমার সাহায্য কল্পে প্রস্তুত থাকিবে। জানিও, এই বীরত্রয় ভৃত্যের ন্যায় অনুগত থাকিয়া আমার বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তুমি ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত যুদ্ধবিগ্রহাদি কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইও না। জগদীশ্বরের কৃপায় এবং ইঁহাদের আনুকূল্য-বলে তুমি বিপন্মুক্ত হইবে। তখন আর তুরাণ নিরাপদ থাকিবে না এবং ইঁহাদের জয়যুক্ত হস্ত হইতে কেহই তুরাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।"

বৃদ্ধ বাদশাহের কথা সাঙ্গ হইল। পিতা-পুত্র উভয়েই অশ্রুসিক্ত হইলেন। পুত্র অধিকতর কাতর হইয়া "হা বিধাতঃ! রক্ষা কর। কৃপা করিয়া আমার মস্তকে তোমার অনুগ্রহের ছায়া দান কর। প্রভু! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন স্থিরধী মনুচেহর কহিলেন, "নওদর! স্থির হও, অশ্রু সংবরণ কর। যে পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে, তৎপ্রতি তুমি প্রগাঢ় আসক্ত ও লিপ্ত হইও না। পৃথিবীতে একটী কাফেলা (যাত্রীদল) অদ্য অন্য স্থানে গমন করিতেছে, অন্য এক দিন অপর এক যাত্রীদল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সকলেই আপনাপন নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত করিয়া গমনোদ্যোগ করে। আমার প্রস্থানের কাল সমাগত হইয়াছে, আমাকে নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিতেই হইবে। ইহা বিধাতার চিরন্তন

নিরুর। তজ্জন্য বিলাপ বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে কি ফল হইবে ?"

এই সমস্ত উপদেশপূর্ণ বাক্য বলিবার সময় প্রবীণ বাদশাহ মনু-চেহরের বদনে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা চিন্তার চিহ্ন প্রকটিত হইল না। সে বদন প্রফুল্ল শতদল সদৃশ বিকশিত ও শান্তোজ্জ্বল ছিল। এইরূপ অবস্থায় তিনি সর্ব্ব সমক্ষে কথা কহিতে কহিতে ইহ জগতের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া এক শত বিংশতি বৎসর কাল রাজত্ব করার পর পরলোক যাত্রা করিলেন। তাঁহার নয়ন-যুগল চিরতরে মুদ্রিত হইল।

নওদরের রাজপদ-গ্রহণ ও রাজত্ব-বিবরণ।

বিচক্ষণ বাদশাহ মনুচেহরের লোকান্তর গমনের পর তৎপুত্র নওদর ইরাণের সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ পিতার উপদেশা-নুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সাধারণের প্রীতি-ভাজন হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশ শান্তিপূর্ণ ও আশাপ্রদ ছিল। কিন্তু মাসদ্বয় অতীত হইতে না হইতে তিনি পিতার উপদেশ পদ-দলিত করিয়া স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের ও অত্যাচারের অনুষ্ঠান দেখাইতে লাগিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রজাপীড়ন আরম্ভ হইল। প্রজার অর্থ-শোষণ করিয়া তিনি রাজকোষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। সভাসদগণেরও দুঃখের ইয়ত্তা রহিল না। অবশেষে প্রধানবর্গ ও জনসাধারণ তাঁহার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ মানসে অপর দেশস্থ নরপতিগণের সাহায্যপ্রার্থী হইল। এমন কি, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করা হইল যে, আপনারা সসৈন্যে আসিয়া ইরাণ আক্রমণ করুন, আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা আপনাদের পক্ষাবলম্বন করিব।

ইহার অনতিবিলম্বে নরপতি নওদর বুঝিতে পারিলেন যে, প্রজা-সাধারণ ও সৈন্যবর্গ তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তিনি চিন্তিত হইলেন। অবশেষে পিতার উপদেশ স্মরণ হইল। তিনি ভবিষ্যৎ বিপৎপাত—রাজ্যাক্রমণাশঙ্কা নিবারণ আশায় মাজেন্দারাণে বীরবর সামের নিকট পত্র লিখিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "পিতৃদেব মৃত্যুকালে আমাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, বিপদাপন্ন হইলে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সাম ও জালকে সংবাদ দিবে। তাঁহারা ইরাণেশ্বরের চিরহিতৈষী বন্ধু, তাঁহাদেরই বাহুবলে আমি নিরাপদে রাজ্যশাসন করিয়াছি। তাঁহারা তোমাকে বিপদমুক্ত করিবেন। আমি সেই আশায় আজ আপনাকে জানাইতেছি যে, সংপ্রতি আমি বিপন্ন। ইরাণের প্রজাসাধারণ ও সেনাগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট। তাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণের উদ্যোগ করিতেছে। অতএব আপনি অগোণে এখানে আগমন করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। আপনিই আমার বল, আপনিই আমার সাহস। আপনি যদি না আসেন, তবে আমার রাজ্য ধ্বংস-দশায় উপনীত হইবে।" জনৈক বিশ্বস্ত দূত এই পত্র লইয়া মহাবীর সামের সমীপে গমন করিল। কিন্তু এই দূত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বহু উৎপীড়িত প্রজা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল; হৃদয়বান্ সাম তৎশ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। অতঃপর দূত উল্লিখিত পত্র লইয়া সমুপস্থিত হইল। সাম পত্র পাঠ করিলেন। তিনি অধিকতর দুঃখিত হইয়া নব রাজার বিপত্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে ইরাণ-যাত্রা করিলেন।

বীর-কুলমণি সাম রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অভিনন্দিত ও গৃহীত হইলেন। অতঃপর প্রধান-বর্গ সমবেত হইয়া সামকে রাজ্যেশ্বর নওদরের কঠোরত্বের কথা নিবেদন

করিয়া কহিলেন, "নব রাজার অত্যাচার তাঁহার পিতার অমূল্য উপদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার লৌহ-বিক্রমে প্রজাকুল আকুল ও সন্ত্রস্ত। অতএব আমাদের অনুরোধ, আপনি রাজপদ অধিকার ও সিংহাসনারোহণ করিয়া আমাদিগকে জীবন দান করুন। আমরা আপনার আদেশ সন্তুষ্টচিত্তে সর্ব্বদা পালন করিব।" ধর্ম্মশীল সাম ইহা শ্রবণ করিয়া সকলকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনাদের এ অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিব না। কেননা আমি লোকান্তরিত বৃদ্ধ নরপতি মনুচেহরের নিয়োজিত আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারী। সুতরাং তৎপুত্র নরপতি নওদরের আদেশও পালন করিতে বাধ্য। যদি না করি, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া বিধাতার বিচারে মহাপরাধী হইব। নওদর পিতার কথা অমান্য করিলেও, আমি কিন্তু সেই স্বর্গীয় জ্ঞানী বাদশাহের উপদেশ অবহেলা করিতে পারি না। সকলেই জানে, নওদর একণে ইরাণ-রাজ্যের বাদশাহ; তাঁহাকে বন্দী করিয়া আমার রাজ্য গ্রহণ করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি তদ্রূপ কলঙ্ক-পসরা মস্তকে গ্রহণ করিতে সম্মত নহি। তবে যদি স্বর্গগত বাদশাহের একটী কন্যা সন্তানও বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিতাম। কিন্তু তাহাও নাই। যাহা হউক, আপনারা শান্ত ও আশ্বস্ত হউন। আমি আপনাদের সমস্ত অবিচার-অত্যাচার দূরীভূত করিব। আমি নওদরকে সৎপথে আনিয়া শাসন-কঠোরতা দূর করিব এবং সদয়ভাবে প্রজাপালন করিতে প্রবুদ্ধ করিব।"

শুভ্রকর্ম্মা সামের এই প্রবোধবাক্যে সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল; হৃদয়ের অবসাদ অনেকাংশে অদৃশ্য হইল। অনন্তর সাম নরপতি নওদরের দরবারে গমন করিলেন। বহু লোক তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। বিচক্ষণ সাম ইরাণেশ্বরকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন;

তিনিও তৎক্ষণাৎ সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে রাজ্য-সংক্রান্ত বহুবিধ কথোপকথন হইল। অবশেষে সাম নওদরকে কহিলেন, "নরপতে! আপনার পূজনীয় পিতার মোহনীয় চরিত-কথা স্মরণ করুন, তাঁহার গুণাবলী চিন্তা করুন। আপনি সেই দেবোপম মহাপুরুষের উপযুক্ত বংশধর এবং উত্তরাধিকারী। আপনি এরূপ-ভাবে রাজ্যশাসন করুন, যাহাতে প্রজাগণ আপনার নাম ভক্তি ও সম্মানের সহিত উচ্চারণ করে। তাহাদের শ্রদ্ধা-প্রীতি স্বতই আপনার প্রতি ধাবিত হয়। ফলতঃ পৃথিবীর মূল্য কত, তাহা বুদ্ধিমান মানব মাত্রেই অবগত আছেন। ইহা একটী পান্থশালা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনন্তের পথে যাইবার জন্য সকল পান্থকেই এই স্থলে মিলিত হইতে হয়, কেহই এখানে চিরদিন বাস করে না। যাহারা ক্ষণস্থায়ী ইহ জীবনের উপর স্থায়ীরূপে স্নেহ-মমতা স্থাপন করে, জ্ঞানিজন তাহাদিগকে বোধহীন অদূরদর্শী মানব বলেন।"—

ধন, মান, সুখ, শান্তি অবনী ভিতরে,
অনা'সে লভিয়া থাকে মানব নিকরে।
থাকেনা থাকেনা হেথা কিছুরি ভাবনা,
বিধিমতে পূর্ণ হয় বিলাস-বাসনা!
কিন্তু বড় দুঃখ, খেদে বুক কেটে যায়,
মৃত্যু সে সুখের শত্রু—ঘোর অন্তরায়।
সংগোপনে সে তস্কর সহসা আসিয়া,
মুহূর্ত্তের অবসর কাহারে না দিয়া,
জীব-মূল ছিন্ন করে, সকলি ফুরায়!
রাজাও প্রজাবে তার লুটায় ধরায়।
কোথা থাকে রাজদণ্ড—ছত্র-সিংহাসন?
কোথায় মুকুট তাঁর রতন কাঞ্চন?

সকলি পড়িয়া থাকে, শোভন শরীর,
গড়াগড়ি যায়, আহা সংজ্ঞাহীন স্থির।
পার্থিব আনন্দে যেই মগ্ন হ'য়ে রয়,
জানেনা সে স্বর্গ-সুখ কত সুখময়।
বিভুর আশীস্ সে ত পায় না কখন,
আত্মা তার অন্ধকারে চির নিমগন।
বল দেখি, কি কারণে ধার্ম্মিক নিকর,
সহ্য করে এ সংসারে কষ্ট বহুতর?
ভাবী সুখ, চির শান্তি লাভের আশায়,
পার্থিব জীবন তাঁরা ক্লেশেতে কাটায়।
ফেরিদুঁর নামে কেন ক্ষুদ্র নরগণ,
জোহাকেরে কেন শাপে? বল সে কারণ।

ন্যায়বাদী সামের এই উপদেশ-অনুযোগ শ্রবণে নওদরের অন্তরে কোমলত্বের সঞ্চার হইল। তিনি রাজ্য-শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া সদয় ব্যবহারে—হোসাঙ্গ, ফেরিদুঁ ও মনুচেহরের পথানুবর্ত্তী হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্য-শাসন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন রাজ্যস্থ প্রধানবর্গ ও অপর সাধারণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও ভক্তিমান্ হইলেন।

নরপতি নওদরের বিরুদ্ধে তুরণরাজকুমার আফ্রাসিয়াবের যুদ্ধোদ্যোগ।

ইতিপূর্ব্বে মনুচেহর বাদশাহের মৃত্যু-সংবাদ, তৎপুত্র নওদরের রাজ্যশাসন কঠোরতা ও অবিচার এবং প্রজা-সাধারণের অসন্তোষের কথা তুর-বংশোদ্ভব তুরাণপতি পোসাঙ্গের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি

পৈতৃক শত্রু-জ্ঞানে ইরাণের উপর সততই কুপিত ছিলেন। কিন্তু মনুচেহরের জীবদ্দশায় তৎরাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। এক্ষণে সলম ও তুরের মৃত্যুজনিত প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার স্বর্ণ সুযোগ জ্ঞান করিয়া স্বীয় বীর-পুত্র আফ্রাসিয়াবের নিকট আপনার প্রস্তাব ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপনার্থ আহ্বান করিলেন। আফ্রাসিয়াব সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পোসাঙ্গ তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার পিতামহ মহানুভব তুর মনুচেহর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। মনুচেহর প্রভূত প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া আমি প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে সাহসী হই নাই। এক্ষণে সেই প্রচণ্ড-বিক্রম মনুচেহর লোকান্তরিত, অপরিণত বয়স্ক নওদর তৎসিংহাসনে সমারূঢ়। রাজ্যস্থ প্রধানবর্গ ও প্রজাগণ নওদরের প্রতি সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং তোমার পিতামহ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ইহাই উপযুক্ত সময়। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অতএব তুমি সসৈন্য ইরাণে উপস্থিত হইয়া আমার অভিলষণীয় কার্য্য সম্পাদন কর।" বীরসিংহ আফ্রাসিয়াব প্রতিনিয়ত রণ-চিন্তাই করিয়া থাকেন। তিনি পিতৃবাক্য শ্রবণমাত্র উত্তেজিত ও সন্তুষ্ট হইলেন; কহিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু একটী কথা—আপনি বলিতেছেন যে, মনুচেহর জীবিত থাকিতে তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন নাই। এক্ষণে তিনি নাই, তৎসিংহাসনে দুর্ব্বল নওদর আছেন। সত্য বটে মনুচেহর নাই, কিন্তু তাঁহার সময়ে যে সকল অনল-প্রতাপ মহাবীর ছিলেন, তাঁহারা ত অদ্যাবধি জীবিত আছেন? সেই বীর-কুলভূষণ সাম, সেই যুদ্ধনীতি-বিশারদ কারুণ, সেই ভীমকায় গারশাস্প, সেই মহাবলী আর্দ্দসের প্রভৃতি মহারথীবৃন্দ আজও ইরাণেশ্বরের সৈন্য-গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহাদেরই হস্তেই না সলম ও তুরের অধঃপতন ও লাঞ্ছনা ঘটে!

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক্ষণে নিরস্ত থাকিয়া আরও কিছু দিন পরে যুদ্ধোদ্যোগ করা শ্রেয়ঃ নহে কি ?” আফ্‌রাসিয়াবের কনিষ্ঠ সহোদর অগ্‌রিরস ভ্রাতৃবাক্য অনুমোদন করিয়া পিতাকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন। কিন্তু পোসাঙ্গ পুত্রদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, বরং কুপিতভাবে কহিলেন, “এ কথা বুদ্ধিমানের ও বীর-হৃদয়ের পরিচায়ক নহে। অপিচ যে পুত্র প্রাণভয়ে ন্যায় কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করে, সে কি বংশের উপযুক্ত ? যাও তুমি, এই ক্ষণই আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবার অনুকূল ও উপযুক্ত সময়। মনুচেহর যেরূপে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আফ্‌রাসিয়াব ! তোমারও সেইরূপে প্রতিহিংসা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সলম ও তূরের মস্তকের পরিবর্ত্তে মস্তক গ্রহণ করিয়া আমার প্রতিহিংসা-বহ্নি নির্ব্বাণ কর। তোমার ন্যায় অমিত-সাহসী ও শক্তিশালী বীরের নওদরের বা তদীয় যোদ্ধৃবর্গের হইতে ভয় পাওয়া কি শোভা পায় !”

আফ্‌রাসিয়াব নিরুত্তর হইলেন এবং পিতৃ-তিরস্কারে উত্তেজিত হইয়া পূর্ণ উদ্যমে সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। হয়-হস্তী-উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বিবিধ যুদ্ধাস্ত্র ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী স্থাপিত হইল। আফ্‌রাসিয়াব ত্রিশ সহস্র নির্ব্বাচিত শক্তিশালী সৈন্য এবং খাজেরওয়ান, ও সামাশাস নামক দুই জন প্রথিতনামা রণদক্ষ সেনাপতি ইরাণাভিযানার্থ প্রস্তুত করিলেন। হস্তী-পৃষ্ঠ-স্থাপিত পিত্তল-নির্ম্মিত বৃহৎ জয়ঢক্কা গুরুগম্ভীরে যাত্রা-সূচক বাজিয়া উঠিলে, আফ্‌রাসিয়াব ও তাঁহার সৈন্যগণ অপার উৎসাহে সদম্ভ পাদবিক্ষেপে ইরাণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের পদোত্থিত ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এদিকে ইরাণপতি নওদর এই যুদ্ধাভিযান-সংবাদ অবগত হইবার পূর্ব্বেই আফ্‌রাসিয়াব সসৈন্যে পারস্যের বিহন প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দ্রুতবেগে আগমন করিতেছেন, অবগত হইয়া ইরাণীয় যোধবৃন্দ অবিলম্বে তদভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং দেওস্থান নামক স্থানে উপনীত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিল।

পথিমধ্যে আফ্‌রাসিয়াব সংবাদ পাইলেন যে, মহাবীর সাম লোকান্তরিত হইয়াছেন। আফ্‌রাসিয়াব এই সংবাদে প্রকৃতই আনন্দিত হইলেন। যে মহাভয়ে তাঁহার অন্তর আতঙ্কিত ছিল, এক্ষণে তাহা তিরোহিত হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে পিতাকে পত্র লিখিলেন যে, আমার সৈন্য সংখ্যায় অল্প কিন্তু ইরাণীয় সৈন্য পঙ্গপাল সদৃশ অগণ্য। তবে যে জন্য আমার অন্তর ভয়-কম্পিত ছিল, তাহা আর নাই। আপনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, ইরাণের সেই ভুবনপ্রসিদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি সামের মৃত্যু হইয়াছে, ইরাণের দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, শত্রুসৈন্য যতই বলবান হউক না কেন, আমি তাহাদিগকে আমার তীক্ষ্ণধার অসিপ্রহারে অণু-পরমাণুতে পরিণত ও বিলীন করিব। তবে আপনি আমার সাহায্যার্থে আরও কিছু সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন।” তুরাণীয় যুবরাজ আফ্‌রাসিয়াব পিতার নিকট এই পত্র প্রেরণ করিয়া উৎসাহস্ফীতবক্ষে দেওস্তানে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল বিশাল প্রান্তর-ভূমি পঙ্গপালবৎ ছাইয়া ফেলিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। তখন আফ্‌রাসিয়াবের আজ্ঞাক্রমে বারমান নামক জনৈক রণকুশল বীর বিপক্ষ পক্ষের যে কোন যোদ্ধাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু শাহজাদা অগরিরাস আপত্তি করিয়া কহিলেন যে, প্রথমতঃ এত বড় এক জন যোদ্ধাকে বিপক্ষের সম্মুখীন করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে আফ্‌রাসিয়াব ক্রুদ্ধ হইয়া আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন এবং বারমানকে অভিলষণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,” শত্রু-ভয়ে ভীত হইয়া

সঙ্কুচিত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। সকলে নিঃশঙ্কহৃদয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও, ভীরু কাপুরুষ ব্যক্তি উভয় লোকে ঘৃণার পাত্র।"

তখন বীরবর বারমান স্ফূর্ত্তিভরে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। যদি কেহ মৃত্যু-বাঞ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইস, বলিয়া বারমান গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ইরাণীয় অন্যতম সেনাপতি কর্ম্মকার কাওয়া-নন্দন বৃদ্ধ কোবাদ তৎশ্রবণে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অনেকেই, বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা কারুণ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনি কি আপনার শুভ্র কেশপাশ ক্রোধবশে রক্তরঞ্জিত করিতে যাইতেছেন? আপনার অভাবে আপনার অধীন সৈন্যদল অভিভূত হইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ভাবী যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিবে। সে মহাক্ষতি আপনিও ইচ্ছা করেন না, অতএব নিরস্ত হউন।" কিন্তু সেই বয়োবৃদ্ধ সাহসী সেনাপতির জ্ঞানগর্ভ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। তিনি কহিলেন, "প্রিয় ভ্রাতঃ! এই রক্তমাংসময় দেহ—এই অচিরস্থায়ী চর্ম্মাবৃত দুর্ব্বল দেহ কি মৃত্যুর অধীন নহে? কোনও জীবিত নর অদ্যাবধি সশরীরে স্বর্গে গমন করে নাই। সকলকেই এক দিন করাল কালের কবলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। কেহ তরবারি আঘাতে, কেহ ছুরিকা বা বর্শাগ্রে, কেহ হিংস্র পশুর কবলে, কেহ শয্যোপরি শান্তভাবে, কেহবা সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পার্থিব সুখভোগে বঞ্চিত হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যদিই আমার মৃত্যু ঘটে, তবে কি আমার স্নেহময় ভ্রাতা গৌরবকান্ত-বদনে আমার দেহ পবিত্র সৈনিক সমাধি-ক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবেন না? তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইবে না? এবং সকলে আমার স্মৃতিকে আশীর্ব্বাদ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি রক্ষা করিবেন না?"

এই বীর-জনোচিত উক্তি করিয়া বহুদর্শী যোদ্ধা কোবাদ বারমানের সম্মুখীন হইলেন। দুই জনে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নেজা, গদা, তেগ-তলোয়ার প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র সঞ্চালিত হইল। কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। অবশেষে ভীমবাহু বারমান এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর উত্তোলন পূর্ব্বক এরূপ প্রচণ্ডবেগে কোবাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন যে, বৃদ্ধ বীর কোবাদ তাহাতেই প্রাণশূন্য দেহে বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। ভ্রাতার দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধোদ্দীপ্ত কারুণ প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে আপনার সমুদায় সৈন্য একত্র করিয়া অনিবার্য্য বেগে বারমানকে আক্রমণ করিলেন। তখন রণ-শার্দ্দূল আফ্‌রাসিয়াব এতদবলোকনে বারমানের সাহায্যার্থে সসৈন্য ক্ষিপ্রপদে ধাবিত হইলেন। সমরাঙ্গন ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিল। অশ্বের হ্রেষা-রবে এবং বীরগণের শ্রবণ-ভৈরব হুহুঙ্কার নাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও আকুল হইয়া উঠিল। তাহাদের পদাঘাত-শব্দে পৃথিবীর সুগভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। প্রবল পবনে ধূলি-পটল সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল দৃষ্টি-পথ হইতে লুক্কায়িত হইল। শত শত তরবারি বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল প্রভা দেখাইয়া মুহূর্ত্তে শতবার উত্থিত পতিত ও ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে রক্ত-নদী প্রবাহিত, সেই রক্ত-স্রোতে খণ্ডিত-দেহ শবরাশি ভাসমান! যেন মূর্ত্তিমান্ প্রলয়-তুফান আবির্ভূত হইল। তুরাণীয় সৈন্য বহু-সংখ্যক হতাহত হইয়া সমর-সাধ মিটাইল। পারস্যপক্ষে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের অস্তিত্ব থাকিল না। এইরূপ ভীষণ সমরে দিবাভাগ অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধ-বন্ধ-সূচক ডঙ্কা বাজাইয়া স্ব স্ব শিবিরে আসিয়া আহার ও বিশ্রামে মনোযোগ দিল।

যুদ্ধাবসানে শোকার্ত্ত কারুণ ইরাণেশ্বর নওদর সমীপে যাইয়া আপনাদের দুর্দ্দশা-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। নওদর বীরবর সামের

মৃত্যুতে যত না দুঃখিত হইয়াছিলেন, প্রবীণ বীর কোবাদের পতনে ততোধিক শোকার্ত্ত হইলেন। অতঃপর সকলেই সমর-চিন্তা করিয়া নিশা যাপন করিলেন। প্রভাতে পূর্ণ উৎসাহে আবার যুদ্ধোদ্যোগ, আবার কালান্তক শমন সদৃশ বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান! কারুণ আপনার সেনাদল সহ উন্নতশীর্ষে যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তদ্দর্শনে স্বয়ং আফ্‌রাসিয়াব সসৈন্যে সমর-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। বীরগণ উন্মত্ত হইয়া, জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে অস্ত্র সঞ্চালনে নিরত! কে কাহারে মারিতেছে, আত্ম-পর জ্ঞান নাই। শত শত যোদ্ধা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে। পারসিক সৈন্যের ক্ষতির অবধি নাই। এই পক্ষে বহু খ্যাতনামা বীরের পতন হইল। তদ্দর্শনে এবং হতাবশিষ্ট সৈন্য সমরক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না দেখিয়া ইরাণপতি নওদর আপনার বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া বিপুল বিক্রমে ক্রোধোন্মত্ত কলেবরে যুদ্ধার্থ কুদিয়া পড়িলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার অন্তরে কঠোরত্বের পরিবর্ত্তে কোমলত্বের আবির্ভাব হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "বৃথা কেন এই সমস্ত বীর দেহ বিসর্জ্জন করিবে? ঈশ্বরের সৃষ্ট নর অকারণে ধ্বংস হয় কেন? আফ্‌রাসিয়াব ও আমি উভয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। জয়-পরাজয় বিধাতার ইচ্ছা, উভয়ের মধ্যে বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যশঃ লিখিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, তিনিই ইরাণের তক্তে বসিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন। অতএব অনর্থক বহু প্রাণ নাশের প্রয়োজন কি?"

শান্তিকামী নওদরের এই সদ্যুক্তি তুরাণ-রাজকুমার আফ্‌রাসিয়াবের কর্ণগোচর হইলে তিনি হাস্যবদনে তৎক্ষণাৎ নওদর শাহের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। কেহই পরাজিত নহেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। তখন বীরদ্বয়

যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। নওদর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি দুঃখিত ও হতাশ হইয়া বিশ্রাম-শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং জয়লাভের কোনও আশা নাই দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার বিজ্ঞ পিতা মনুচেহরের কথা স্মরণ-পথে উদিত হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, তুরাণ-রাজকুমারের আক্রমণ প্রতিরোধ করা তোমার সাধ্যাতীত। এক্ষণে সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হইল দেখিয়া তিনি বিষণ্ণবদনে আপনার মন্ত্রী ও সমর-সচিবগণকে কহিলেন, বিপক্ষ পক্ষের বিক্রমে আমার সৈন্যগণ হতাশ ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িল, যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিব, এ আশা অতি কম। আমি এক্ষণে কি করি? কোথায় পলায়ন করিব? কোন্ দেশে গেলে আমার সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারিবে? কিন্তু পলায়ন করিলেও রক্ষা নাই। শত্রুসৈন্য পশ্চাদনুসরণ করিয়া আমাকে ধৃত ও বন্দী করিবে। পরন্তু বন্দী হইয়া শত্রু-হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাহাতে আবার যদি জয়লাভ করিতে পারি, তবে আনন্দের অবধি নাই। আর যদি মৃত্যুই ঘটে, তবে জগতে বীর বলিয়া সুনাম থাকিবে এবং পরলোকে স্বর্গবাস ঘটিবে।" ইরাণরাজ নওদরের এই বিলাপ-বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ দুঃখের সহিত কহিলেন, "আপনার সিদ্ধান্ত প্রবীণত্বব্যঞ্জক এবং যুক্তিমূলক, যুদ্ধ করা ব্যতীত আপনার উপায় নাই। কিন্তু একটী নিবেদন, এই সর্ব্ব-বিধ্বংসী কাল সমরে ভাবী বংশ ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। যাহাতে মহামতি ফেরিদুঁ-বংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমরা তজ্জন্য বলিতেছি, সাহেবজাদা তুস্ ও গোস্তহামকে নিরাপদে রক্ষার্থ রাজধানী পারস্যে প্রেরণ করুন।"* এই মন্ত্রণা অবিলম্বে গৃহীত হইল। তুস্

* পুস্তকান্তরে আলবোর্জ্জ পর্ব্বতোপরি [illegible] প্রেরণের কথা লিখিত আছে।

ও গোস্তহাম ইরাণে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সতর্কতার সহিত ধনরত্নাদি রক্ষা করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইরাণপতি আফরাসিয়াবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহার সৈন্যের অল্পতার হেতু দুই দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইবে। সৈন্য সংগৃহীত হইলে তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার সমরাভিনয় আরম্ভ হইবে। বীরবর আফ্রাসিয়াব এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্য দুই দিবসের অবসর পাইয়া আমোদ-প্রমোদে যাপন করিল। তৃতীয় দিবসে প্রত্যুষ-কালে আবার গম্ভীর নিনাদে রণতূর্য্য বাজিয়া উঠিল! দুই দিকে রণ-পতাকা বিমান স্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল। সমরক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্য উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান। তুরাণীয় সৈন্যের সংখ্যা নাই। তদধীন রাজ্য চীন ও তুরস্ক হইতেও সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত। পারস্য-পক্ষে বীরবর কারুণ, শাহ্পুর প্রভৃতি যোধগণ বিরাট মূর্ত্তিতে রণস্থলে পদ-স্থাপন করিয়াছেন। রণ-দামামা ও ঢকা-নিনাদের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধারম্ভ। বীরগণ তীর-গতিতে অশ্ব চালাইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। প্রত্যুষ হইতে গোধূলি সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। পৃথিবীর অঙ্কে বহু-সংখ্যক মৃত দেহ পতিত হইল। ঐ দিবস পারস্যের প্রসিদ্ধ বীর শাহ্পুর ও অপর বহু সেনাপতি মৃত্যুর কঠিন করে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তদ্দর্শনে ইরাণীয় সৈন্যগণ হতাশপ্রাণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যে যেদিকে পারিল, প্রাণ লইয়া পলায়নপর হইল। কারুণও মহাসঙ্কট দর্শনে আপনার অশ্বারোহণ করিয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন। সৈন্যবলহীন নিরুপায় নওদর আর কি করিবেন? অল্প-সংখ্যক অনুচর লহ ক্ষিপ্রপদে দেওস্তান দুর্গাভ্যন্তরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল। আফ্রাসিয়াব স্বয়ং পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সংখ্যাতীত সৈন্য দ্বারা দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং বীরবর বারমানকে এক লক্ষ

সৈন্য দিয়া নওদর-তনয়-দ্বয়কে ধৃত ও বন্দী ও তাঁহার ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারস্যে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে কারুণ রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইতেছিলেন, পথি-মধ্যে বারমানের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। আফ্রাসিয়াব এই সংবাদ পাইয়া বারমানের সাহায্যার্থ আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কারুণ ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইয়া বারমানকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে এরূপ ভীষণ বেগে কুঠারাঘাত করিলেন যে, বীরবর বারমান তাহাতেই অশ্ব হইতে পতিত হইল। তখন কারুণ শীঘ্র আপনার অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে বারমানের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অশ্ব-পৃষ্ঠে লম্বিতভাবে বন্ধন করিয়া লইলেন। তৎপরে তিনি তুরাণীয় সৈন্য আক্রমণ ও পর্য্যুদস্ত করিয়া ইরাণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দেওস্তান-দুর্গাবরুদ্ধ নরপতি নওদর কারুণের ইরাণযাত্রার সংবাদ পাইয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি নিশীথ সময়ে একটী গুপ্ত পথ দিয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কারুণের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তুরাণ-রাজকুমার আফরাসিয়াবের এ সংবাদ জানিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি ইহা শ্রবণমাত্র আপনার বিশাল সৈন্যদল সহ নরপতির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। রজনী প্রভাতে পথিমধ্যে পলায়িত নরপতির সহিত তুরাণীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তৎক্ষণাৎ ভীষণ সমর আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। অশ্বের পদ-প্রহারে, বীরগণের লম্ফনকুর্দ্দনে ধূলিপটল উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অবশেষে ভীমবাহু আফ্রাসিয়াব হত-ভাগ্য নরপতি নওদরের কটিবন্ধ ধারণ পূর্ব্বক অশ্ব হইতে উত্তোলন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। অচিরাৎ তিনি এবং তাঁহার সহস্রাধিক বীর সঙ্গী শত্রু-হস্তে পতিত ও বন্দীকৃত হইলেন। ভূপতি

নওদর মাত্র সাত বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।

আহা অদৃষ্টের কার্য্যই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল! বিজয়-লক্ষ্মী কখন এ পক্ষ, কখন অপর পক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শত্রু-মিত্র পর্য্যায়-ক্রমে সৌভাগ্য-মুকুট পরিধান করে। ফলতঃ এই বিশাল বসুন্ধরা একরূপ মায়া-ক্রীড়ার রঙ্গভূমি! এখানে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই লীলাস্থলীতে কখন কেহ প্রভূত ধন-সম্পত্তি পাইয়া ফুল্লবদনে আনন্দ-সাগরে ভাসমান, আবার কেহ কষ্টের কঠোরতম পীড়নে ম্রিয়মাণ, নিরাশ্রয়, জর্জ্জরিত, পরাভূত ও পদদলিত। অহো অদৃষ্ট! হা বিধাতঃ!! কিন্তু সুখী—দুঃখী সকলেরই পরিণাম মৃত্যু!!!

বিজয়োৎফুল্ল আফরাসিয়াব এক্ষণে বীরবর কারুণকে আক্রমণ ও দমন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে অবগত হইলেন যে, কেশরী-বিক্রম বারমান ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রণ-কুশল কারুণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এবং বিজয়ী কারুণ হৃষ্টচিত্তে ইরাণ-রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত পারস্য-দুর্গ মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতেছেন। আফরাসিয়াব এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র শোকে ক্ষোভে অধীর হইয়া হস্তমর্দ্দন এবং রোষে ও জিঘাংসার উত্তেজনায় দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু আর সেই অনুশোচনার ফল কি? তিনি গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে আফরাসিয়াব আপনাকে পারস্য রাজ্যের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

আফ্‌রাসিয়াবের কাবুলাভিযান।

অনন্তর আফ্‌রাসিয়াব আপনার সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ

করিলেন যে, জালের শাসনাধীন রাজ্য সকল যুদ্ধ করিয়া হস্তগত করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি ত্রিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য দিয়া বীরবর সামাশাস ও খাজেরওয়ানকে কাবুল ও জাবলস্তান আক্রমণ ও জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। সমর-বিদ্যা-বিশারদ সাম-নন্দন মহাবীর জাল এই সংবাদ পাইয়া কাবুলপতি মেহ্‌রাবের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক বিশাল সৈন্যদল সহ শিস্তান নগরে যাইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। আফ্‌রাসিয়াবের সৈন্যগণ বীরক্ষাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভয়াবহ সমর আরম্ভ হইল। প্রবীণ বীর জাল সর্ব্বাগ্রে তীক্ষ্ণধার তেগ, তরবারি, তীর ও অপর প্রহরণ গ্রহণে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। তাঁহার যোদ্ধবর্গ অশ্বোপরি রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল। এদিকে প্রচণ্ড-প্রতাপ খাজেরওয়ান আপনার অরাতিত্রাস সুবৃহৎ রণ-কুঠার গ্রহণে বিদ্যুৎ-বেগে আসিয়া জালকে আক্রমণ করিলেন এবং গভীর গর্জ্জন করিয়া তাঁহার মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন। জাল ক্ষিপ্র-হস্তে আপনার মস্তকের উপর "ঢাল" ধারণ করিলেন; কিন্তু সেই রণ-দুর্ম্মদ বীরের সন্ধান এমনি ভীষণ যে, ঢাল চূর্ণ হইয়া জালের মস্তকে আঘাত লাগিল; ফলতঃ তাহা তাদৃশ সাংঘাতিক হইল না। অনন্তর জাল উত্তেজিত সিংহের ন্যায় গভীর হুহুঙ্কার ছাড়িয়া খাজেরওয়ানের উপর তীব্র তেজে অস্ত্রাঘাত করিলেন এবং তাহাতেই তিনি দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করিলেন। তাঁহার খণ্ডিত দেহ হইতে শোণিত-স্রাব উৎস স্বরূপ উত্থিত হইয়া সেই স্থল রক্তরঞ্জিত ও কর্দ্দমাক্ত করিল। অভাগার সমর-সাধ চিরতরে ফুরাইল।

দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা খাজেরওয়ান নিহত হইল দর্শন করিয়া বীরবর সামাশাস ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাল বক্ষঃ বিস্তার পূর্ব্বক প্রতিশোধ গ্রহণার্থ জালের দিকে স্বীয় তুরঙ্গ তাড়িত করিলেন। তখন বীরে বীরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তেজস্বী জাল প্রথমেই আপনার সুবৃহৎ গদা উত্তোলন করিয়া

প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, বৃথা আস্ফালনকারী সামাশাস আপনার বীরত্ব-স্ফীত বক্ষঃ সঙ্কুচিত করিয়া প্রমাদ গণিয়া ভীতচিত্তে রণভঙ্গ দিয়া পলায়নোদ্যত হইলেন, তাঁহার দ্রুতগামী তুরঙ্গ তীব্র তেজে ছুটিয়া চলিল। তাঁহার সৈন্যগণ সেনাপতির কার্য্য দর্শনে, ভীষণ ঝটিকাগমে পশুপাল যেমন ঘন পদক্ষেপে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ভয়াকুল হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিল। রণ-শার্দ্দূল জালও নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনিও আপনার তুরঙ্গ তাড়না করিয়া পবন-গতিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং যে স্থলে যাহাকে পাইলেন, সেই স্থলেই তাহাকে সংহার করিয়া সমর-পিপাসা নিবারণ করিলেন। আহা সেই দিন জালের নির্দ্দয় হস্তে অসংখ্য মানব প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

আফরাসিয়াব এই ভীষণ দুর্দ্দৈব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার জিঘাংসা-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য এক অতি নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি বন্দী নরপতি হতভাগ্য নওদরকে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত করতঃ ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে অস্ত্রাঘাত পূর্ব্বক হত্যা করিলেন। মন্দভাগ্য নওদরের কুসুম-কোমল কলেবর খণ্ডবিখণ্ড হইল, সেই সুকুমার দেহাংশ গুলি শোণিত-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। উঃ কি লোমহর্ষণ জঘন্য কার্য্য! বীরের বীরত্ব—প্রতিহিংসা-পিপাসা-নিবারণ কি এবংপ্রকারে হইয়া থাকে? দুর্মতি আফরাসিয়াব! তোমার যতই বীরত্ব থাকুক, তুমি যত বড়ই তেজস্বী হও, তুমি কাপুরুষোচিত এই পৈশাচিক কার্য্যের জন্য জগতে চির কলঙ্কিত থাকিবে; লোকে তোমাকে এই শৃগাল-বৃত্তির জন্য ঘৃণা ও অভিসম্পাত করিবে।

নওদর-বধ-সাধন সাঙ্গ হইলে তৎপুত্র তুস্ ও গোস্তহামকে ধৃত ও বন্দী করণার্থ আফরাসিয়াব বদ্ধপরিকর হইলেন। এদিকে দুর্ব্বল তুস্ ও গোস্তহাম এতদ্ব্যাপার শ্রবণে ভীত হইয়া ইরাণ হইতে পলায়ন

ফরতঃ বীরবর জালের আশ্রয়ে নির্ভয়ে অবস্থান করিবার অভিলাষে স্বকীয় সৈন্ত-সম্ভার সহ শিস্তান গমন করিলেন। সেনাপতি কারুণও এ সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা উপস্থিত হইলে মহামতি জাল উপযুক্ত সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রদর্শন করিয়া রাজকুমারদ্বয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক অভয় দান করিলেন। তাঁহাদিগের যত্নের ত্রুটি হইল না। তাঁহাদের সহগামীদিগকেও সদয় ব্যবহারে স্থান দান করিলেন। এই সময়ে নিহত নরপতি নওদরের বহু অনুগত ও আশ্রিত লোক রাজকুমারদ্বয়ের আগমন-সংবাদ শ্রবণে শিস্তানে আসিয়া সমবেত হইল। সৈন্যদল ক্রমশই পুষ্ট হইতে লাগিল। জাল সকলেরই প্রতি সস্নেহ ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন এবং যথোচিত আশ্বস্ত করিয়া ভবিষ্যৎ জয়াশায় সকলকেই উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিলেন।

অনন্তর বিচক্ষণ জাল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি হইবে, এতদ্বিষয়ে তিনি বহু আন্দোলনের পর স্থির করিলেন যে, এক্ষণে ইরাণের সিংহাসনে এক জন তেজোবীর্য্যশালী ও অমানুষিক সাহসসম্পন্ন জ্ঞানবান্ রাজার প্রয়োজন। নতুবা আফ্রাসিয়াবের সর্ব্বনাশী গ্রাসের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব নহে—তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু তুস্ ও গোস্তহাম অপরিণত-বয়স্ক দুর্ব্বল বালক এবং তরলবুদ্ধি। বিশেষতঃ এ স্থানে পলাইয়া আসায় তাঁহারা ভীরু ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। প্রজামণ্ডলী বা সৈন্তগণ কেহই আর তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেন বলিয়া প্রত্যয় জন্মে না। সুতরাং এই ভ্রাতৃযুগলের কেহই আর সিংহাসনারোহণ করিবার যোগ্য নহেন। আবার তিনি (জাল) স্বয়ং ইরাণের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতেও পারেন না। কেননা এ পর্য্যন্ত কায়ানিয়ান বংশীয়রাই ধারাবাহিকরূপে ইরাণের রাজপদ অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তিনি সেই বংশীয়

ব্যক্তি নহেন। সেই বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও এই গৌরবের উচ্চ পদে বরণ করা তাঁহার মতে যুক্তি-সঙ্গত নহে। কিন্তু সেরূপ রাজগুণসম্পন্ন, সেরূপ তেজোবীর্য্যশালী প্রতিভান্বিত চতুর পুরুষ কোথায়? কে এমন মহাবল বিচক্ষণ ব্যক্তি আছেন, যিনি এই নিমজ্জমান প্রায় ইরাণ-অর্ণবযানের কর্ণধার হইয়া সুখশান্তির বিধান করিবেন? পরিণামদর্শী মহাবীর জালের চিন্তার অবধি নাই। অবশেষে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি "রয়" প্রদেশের শাসনকর্ত্তার উপর পতিত হইল। তিনি আফরাসিয়াবের কনিষ্ঠ সহোদর, নাম অগরিরাস। অগরিরাস দয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমা, ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচার ও তেজোবীর্য্যাদি গুণের আধার ছিলেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণ থাকাতেই তাঁহার পিতা তাঁহার উপর "রয়" প্রদেশের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। জাল উপযুক্ত গুণসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকেই পারস্য সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সিদ্ধান্ত করিয়া দূরদর্শী জাল অপর প্রধানবর্গের সহিত যুক্তি করতঃ অগরিরাসের নিকট দূত-হস্তে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিত হইল, "রাজ্য আছে, সৈন্য সামন্ত আছে, কিন্তু রাজা নাই। ইরাণের রাজতক্ত একণে শূন্য। আপনি সে রাজ্যের রাজপদ গ্রহণের সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। অতএব আমার অনুরোধ, যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুভাগমন করেন, তাহা হইলে পারস্য-সিংহাসন অনায়াসেই অধিকার করিতে পারিবেন। আমি আপনাকে সর্ব্বতোপ্রকারে আনুকূল্য করিব এবং চিরদিন আপনার মঙ্গল সাধনার্থ প্রস্তুত থাকিব। আফরাসিয়াব অতীব অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ইরাণ-রাজ্য হইতে নিষ্কাশন করিয়া দেওয়া আমাদের সাধারণের অভিপ্রায়।"

আহা এই প্রলোভন-পরিপূর্ণ ধরণীতলে লালসা-বৃত্তির উদর কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে। এই রাক্ষসী বৃত্তির সীমা নাই, শান্তি নাই,

প্রশমন নাই, নির্ব্বাণ নাই। ইহা ক্রমশই বর্দ্ধিত, ক্রমশই উত্থিত, ক্রমশই প্রজ্জ্বলিত হয়। আকাশ-মার্গের সীমান্ত রেখা স্পর্শ করিয়াও এ অগ্নি-শিখা আরও অগ্রসর হইতে চায়। তাই আজ অগরিরাস রয় প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াও ইরাণ-রাজপদ প্রাপ্তির ইঙ্গিতে প্রফুল্ল—প্রলুব্ধ! তাই তিনি জালের পত্র পাইয়া মহানন্দিত হইয়া আপনার সৈন্যদল সহ অবিলম্বে শিস্তান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত। অগরিরাস কাবুল পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে আফ্রাসিয়াব ভ্রাতার দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া দ্রুততার সহিত সসৈন্যে উপনীত হইলেন। অগরিরাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অগরিরাস জ্যেষ্ঠের উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে ভীত হইলেন; কিন্তু তিনি নীরবে কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেন। ফলতঃ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এমত সাহস বা সৈন্য তাঁহার ছিল না। তজ্জন্য তিনি শান্তির প্রার্থনা করিয়া বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ আফ্রাসিয়াব কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "অগরিরাস! এ তোমার কেমন ব্যবহার? তুমি কি ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী নহ? বিস্তীর্ণ রয় প্রদেশের আধিপত্য তোমার পক্ষে কি যথেষ্ট নহে? তাহাতে কি তোমার তৃপ্তি জন্মে নাই? তাই আবার তুমি ইরাণের রাজতক্ত লাভের আশায় গমন করিতেছ? তুমি আমার প্রাণের শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছ, ভ্রাতা হইয়া ভ্রাতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছ! এহেন বিপক্ষতা কে কবে করিয়া থাকে?"

ভয়-বিহ্বল অগরিরাস ভ্রাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "কেন আপনি আমাকে অযথা তিরস্কার ও অপমান করিতেছেন? আপনি মিথ্যা জনরব শুনিয়াছেন। আমি আপনার অনুগত ও আজ্ঞাবহ। ইরাণের রাজত্বে আমার কি প্রয়োজন আছে! আপনি অকারণে আমাকে দোষী স্থির করিয়া কুপিত হইয়াছেন।

ক্রোধ সংবরণ করুন, ধৈর্য্য ধরুন। নিশ্চয়ই বিধাতা অনর্থক কাহার অনিষ্ট সাধন করিতে—আত্মীয় স্বজনের অহিত করিতে আপনাকে অপার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। অতএব নিবেদন,—চিত্তবেগ সংযত করুন।" পাষাণ-হৃদয় ক্রুর আফ্‌রাসিয়াব শান্ত হওয়া দূরে থাক, বরং ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া হুতাশনবৎ উত্তেজিত হইলেন এবং কম্পিত কলেবরে কোষ হইতে অসি গ্রহণ করিয়া অনুজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। হায় ভ্রাতার শোণিত ভ্রাতা পান করিল। অভাগা অগরিরাসের দুরাকাঙ্ক্ষার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

জাল যথাসময়ে অগরিরাস-হনন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে দুঃখকম্পিত উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এত দিন পরে আফ্‌রাসিয়াবের সকল উন্নতি—আশা-ভরসা ধ্বংসোন্মুখ হইল; এত দিন পরে অত্যাচারীর রাজসিংহাসন টলবলায়মান হইল। তাহার পূর্ব্ব গৌরব বিলীন হইতে চলিল। বীরগণ! তোমরা বদ্ধ-পরিকর হও, সেই নির্ম্মম অত্যাচারীকে ইরাণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও। তাহাকে বধ করিয়া নওদর-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! আর একটী গুরুতর চিন্তার উদ্রেক হইল। ইরাণ-রাজদণ্ড পরিচালন করিবেন কে? কে এই পতিত ভূমির উদ্ধার সাধন করিবেন? নওদর-তনয় তুস্‌ ও গোস্তহাম এ পদের উপযুক্ত নহেন। তাঁহাদের শক্তি, সাহস, তেজস্বিতা, ও রাজগুণাদি কিছুই নাই। তাঁহাদিগকে রাজপদে অভিষিক্ত করা, আর সুখের ইরাণ রাজ্যকে অতল জলধিতলে নিমজ্জিত করা, একই কথা। আমি তজ্জন্য অতীব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার অন্তরে সুখ নাই,—শান্তি নাই। তোমরা অনুসন্ধান করিয়া আমাকে বল, যদি স্বর্গীয় বাদশাহ কেয়িহুঁর কুলসম্ভূত কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি থাকেন, তবে তাঁহাকে আনিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করি এবং সৈন্য-সামন্ত, হয়-হস্তী বিভবাদি সমর্পণ করিয়া পুরস্কৃত ও

নিশ্চিন্ত হই। আমি আজীবন সেই ব্যক্তিরই মঙ্গলচিন্তা করিয়া আত্মপ্রসাদ ও আত্মশ্লাঘা লাভ করিব।"

বীরবর জালের এই উত্তেজনাপূর্ণ আশাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জনৈক প্রধান পুরুষ কহিলেন, "যখন মহাবীর মনুচেহরের হস্তে সলম ও তুর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই সময়ে সলম পুত্র তহমাস্প পলায়ন করতঃ একটী দ্বীপ মধ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানেই গুপ্তভাবে থাকিয়া জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র বিদ্যমান আছেন; নাম জও। জও বুদ্ধিমান ও সুগঠিত সুন্দর পুরুষ। তেজস্বিতা, সহিষ্ণুতা, বীরত্ব-বিভবেও তিনি দরিদ্র নহেন। আমি বোধ করি, তাঁহার রাজগুণের অপ্রতুল নাই। অতএব যদি তাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া আপনার বিবেচনা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া অভীপ্সিত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।"

তহমাস্প-তনয় জওকে আনয়ন ও রাজ্যাভিষিক্ত করণ।

জ্ঞান-গরীয়ান জাল সম্ভ্রান্ত কেরিহূ-বংশীয় জও এর সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে আনয়নার্থ তৎক্ষণাৎ বীরবর কারুণকে বহুসংখ্যক সৈন্য ও উপযুক্ত অনুচর সহ প্রেরণ করিলেন। কারুণ যথাকালে জও সমীপে উপনীত হইয়া জালের আহ্বান-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সেই স্থিরধী যুবা প্রফুল্লবদনে জালের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। পরে আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সদলে কারুণের সহিত ত্বরিতপদে পিস্তানাভিমুখে ধাবিত হইলেন। জও উপস্থিত হইলে বীরবর জাল প্রধানবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিলেন এবং আপনার আবাসে পরমযত্নে রাখিয়া শুভ দিনে পিস্তানের রাজকীয় সিংহাসনে

অভিষিক্ত করিলেন। এতদুপলক্ষে আনন্দোৎসবের ত্রুটি হইল না। প্রধানবর্গ ও অপর সাধারণ সকলেই পান-ভোজনে আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইলেন; সকলেই কও এর আনুগত্য স্বীকার করিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভীমবিক্রম জাল ভাবী ইরাণ-পতি কও সমভিব্যাহারে পারস্য-রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সংবাদ পৌঁছিল যে, বীরবর জাল ইরাণ-রাজতক্ত উদ্ধার কল্পে সসৈন্যে আগমন করিতেছেন। ভয়ে আফ্‌রাসিয়াবের আত্মা-পুরুষ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "একে জালের পরাক্রম অপরিহার্য্য, তাহাতে আবার একটী নব শক্তির সংযোগ! সুতরাং সেই মিলিত শক্তির সম্মুখে তাঁহাকে তিষ্ঠিয়া থাকা কঠিন হইবে, সংগ্রামানলে পতঙ্গবৎ জীবনাহুতি দিতে হইবে। অগত্যা এমত স্থলে যুদ্ধ করা অপেক্ষা পিতৃ-সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবন রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।" ভীরুমতি আফ্‌রাসিয়াব ইহাই চিন্তা করিয়া পলায়নের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি পলায়ন করিলেন। পরে উৎসাহ-উদ্দীপ্ত জাল ও কও অচিরে তথায় উপনীত হইয়া নির্ব্বিরোধে রাজধানী অধিকার করিলেন। অনন্তর কও মহাড়ম্বরে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন। প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার মস্তকে স্বর্ণমণি-মাণিক্যাদি বর্ষিত হইল। প্রজামণ্ডলী ও সেনাগণ উপযুক্ত উপঢৌকন প্রদানান্তর সানন্দে নব নরপতির দীর্ঘায়ু কামনা ও আশীর্ব্বাদ করিল।

এদিকে পলায়িত বীর আফ্‌রাসিয়াব পিতৃসমীপে উপনীত হইয়া জালের যুদ্ধাভিযান-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। তুরাণপতি পোসাঙ্গ তৎশ্রবণে মহাক্ষুব্ধ হইলেন। একে তিনি প্রিয় পুত্র অগরিরাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকার্ত্ত ছিলেন, এক্ষণে আবার আফ্‌রাসিয়াবের কাপুরুষতার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত

হইলেন এবং ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া তাঁহার উপস্থিতি অসহ্য বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত কর্কশ ভাষায় পুত্রকে কহিলেন, "রে ভীরু! নির্লজ্জ বর্ব্বর! তুমি শত্রু সংহার করিতে যাইয়া আত্মসংহার করিয়া আসিলে' কেন এবং কোন্ অপরাধে তুমি ধন ও শক্তিমদে প্রমত্ত হইয়া স্নেহের ভ্রাতাকে জল্লাদ প্রায় স্বহস্তে হত্যা করিলে? কেন তুমি দোষ না পাইয়া প্রিয়তম ভ্রাতৃ-শোণিতপাত করিয়া হস্ত কলঙ্কিত ও আপনাকে দুরপনেয় পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত করিলে? যাও তুমি নরাধম, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি কি আমার পুত্র? না--এ জীবনে তুমি আমার কেহই নহ, বরং প্রাণের শত্রু! হায় হায়, আমার সুখ ও আনন্দের দিন অবসান হইয়া গিয়াছে! জীবন যেন নিশাকালীন গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ-পরিবৃত! এ বিষাদ-ঘন বিদূরিত—এ অমানিশার অবসান হইবে কি না, কে বলিতে পারে।" ইহাই বলিয়া সন্তপ্ত পোসাঙ্গ নীরব হইলেন। তাঁহার জলদ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। আফ্‌রাসিয়াব পিতার তীব্র তিরস্কার ও অবমাননায় ম্রিয়মাণ হইলেন, সাধারণো তাঁহার আর সম্ভ্রম-সম্মান থাকিল না। তিনি অনুতপ্ত চিত্তে পিতৃ-ভবন হইতে প্রস্থান করিয়া ঘৃণিত অপরাধীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নরপতি জও পারস্য-রাজাসনে আসীন হইয়া ন্যায়পরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তাঁহার যশের সৌরভ দিগ্‌দিগন্তরে বিকীর্ণ হইয়া সকলকে বিমুগ্ধ ও শ্রদ্ধাপ্লুত করিল। প্রজাসাধারণ ভক্তিমান, সৈন্যগণ আজ্ঞাবহ, এবং সামন্ত-রাজগণ সতত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ইয়ত্তা কোথায়? অনন্তর তাঁহার ইহজীবনের কার্য্যকাল নিঃশেষিত হইয়া আসিল। নরপতি জও নির্ব্বিবাদে মাত্র পঞ্চ বর্ষ রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র

গারশাস্প ইরাণের রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

গারশাস্পের রাজত্ব-প্রাপ্তি।

ইরাণপতি জও-নন্দন গারশাস্প অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। রাজকুল প্রথানুসারে তিনি বিশাল ইরাণ-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্য-শাসনের সংপূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সেই শক্তি ও গুণনিচয় তখনও পরিস্ফুট হইবার বহু বিলম্ব ছিল। তজ্জন্ত বীরবর জাল অভিভাবক স্বরূপ সর্ব্বদা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতেন। জালের উপদেশানুসারেই গারশাস্প রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সৈন্য-সংরক্ষণ, বিচার ও রাজ্যের অপর আভ্যন্তরীণ কার্য্য সমূহ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল।

এদিকে তুরাণেশ্বর পোসাঙ্গ পুত্রের অপকর্ম্ম জনিত অবমাননায় ক্ষত-বক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে অবগত হইলেন যে, এক্ষণে পারস্যের সিংহাসনে একটী অকর্ম্মণ্য তরলমতি বালক উপবেশন করিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, এইবার একটী স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত! এই সুযোগে তাঁহার চিরন্তন অভিলাষ—সলম্‌ ও তুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং আফ্‌রাসিয়াবের কলঙ্ক বিমোচন হইতে পারে—আফ্‌রাসিয়াবের বীরত্ব এই সময়ে উপকারে আসিতে পারে। ইহাই ভাবিয়া তিনি পরিত্যক্ত পুত্রকে পুনরাহ্বান করিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইরাণের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে একটী বিশাল সৈন্যদল গঠিত হইল। পোসাঙ্গ আফ্‌রাসিয়াবকে তাহার সৈনাপত্যে বরণ করিয়া ইরাণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আফ্রাসিয়াব পুনর্ব্বার বিশাল বাহিনী লইয়া ইরাণ-সৈন্তের সম্মুখীন হইতে চলিলেন। কত নদ-নদী, কত সমতল ভূমি, কত বিশাল মরুস্থলী, কত উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অবশেষে ইরাণের অমরাবতী তুল্য রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। সৈন্যগণের হুহুঙ্কারধ্বনি নগর-বাসীদের ভীতি উৎপাদন করিল, গৃহে গৃহে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তখন রাজপুরুষগণ ও নগরস্থ দলপতিবর্গ জালের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "এই বার ভীষণ বিপদ হইতে ইরাণবাসীদিগকে রক্ষা করুন। আমরা শুনিলাম, আফ্রাসিয়াব পুনর্ব্বার বহু সৈন্য লইয়া আগমন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার বিক্রম-বহ্নিমুখে সে সমস্ত তৃণবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আপনি রাজনীতিবিশারদ ও সমর-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। যুদ্ধ-কার্য্যেই আপনার এই সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। আপনার পক্ষে সমগ্র পৃথিবী জয় করাও সুসাধ্য। আপনি ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই আগন্তুক আততায়ীর স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নগরবাসীদের সুখ-শান্তির প্রতি মনোযোগ প্রদান করুন।"

প্রবীণ পুরুষ জাল সকলের আন্তরিক ভাব অবগত হইয়া হাস্যবদনে কহিলেন, "আপনাদের অনুরোধ সর্ব্বথা প্রতিপালনীয়। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থার দিকে আপনারা দৃষ্টিপাত করিয়াছেন কি? আমি এক্ষণে বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত হইয়াছি। পরম্পরাগত সংগ্রামকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমার ক্লান্তি ও অবসাদ জন্মিয়াছে। এখন আমাকে অবসর প্রদান করা সকলের কর্ত্তব্য। তবে আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্রূপ কোন সমীচীন ব্যবস্থা আমাকে করিতে হইবে। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার পুত্র রোস্তম এক্ষণে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছে এবং যুদ্ধবিদ্যাতেও তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। আমি তাহাকেই আফ্রাসিয়াবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-

ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে—তাহার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে বাসনা করি।” জালের এই উক্তি সকলে যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞতামূলক বলিয়া প্রফুল্লবদনে অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর জ্ঞানবৃদ্ধ বীরশ্রেষ্ঠ জাল প্রিয় পুত্র রোস্তমকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া কহিলেন,——

“বৎস !

জানি আমি, শক্তি তব সিংহ সমতুল
এ জগতে, পরাক্রমে তব হইয়াছে
হতবীর্য্য শত শত জনে। কিন্তু এবে,
কহি তব আগে পুত্র! অতি ভয়াবহ—
অতি গুরু কার্য্য এক সম্মুখে তোমার
অই হের সমুদিত; সুসাধিতে যাহা,
বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা-সুখে দিয়া বলি,
কেবল যতন আর শক্তি প্রাণপণ
চাহি তব। কিন্তু তুমি এখনো বালক,
রণ-নীতি আর রণ-কৌশল তাবত
অবিদিত তব ঠাঁই, কি করিব আমি ?
এ নহে ক্রীড়ার কাল! আহা প্রাণাধিক!
ভাবনা অসীম পুনঃ মনে, কোন্ প্রাণে
হায়রে পাঠাই তোরে কেমনে সে ঘোর
রণে! বল্ দেখি, পারি কি পাঠা’তে তারে
রণস্থলে, সম্মুখীন হ’তে ভীমবল
শোণিত-লোলুপ প্রতিহিংসা-পরায়ণ
ক্রোধান্ধ অরাতি সনে, যেই জন হায়,

যৌবন-চাপল্যে আর স্বভাব-সুলভ
আমোদ-প্রমোদে মগ্ন,—আকৃষ্ট সতত ?"

বীর-কুল-শিরোমণি রোস্তমকে পরীক্ষা করাই জালের উদ্দেশ্য, তাঁহার আন্তরিক ভাব অবগত হওবার জন্যই জালের এত বাকাড়ম্বর। কিন্তু বীর-পুত্র বীরাচরণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে! সে হৃদয়ে কি কাপুরুষতা, ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা স্থান লাভ করিতে পারে? তাই পিতার ভীতিও সন্দেহ-সমাকুল বাক্য শ্রবণ করিয়া বলদর্পিত রোস্তম দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—

কিসের ভাবনা-ভয় বল পিতৃদেব!
কেন বা করেন মনে অলীক সন্দেহ?
ভ্রান্তি-ভ্রান্তি-মহাভ্রান্তি তব! চাহেনাক
এ হৃদয় কমনীয় কোমল আনন্দ।
করেনা সুখের আশা, বদ্ধ থাকি আহা
গৃহের মাঝারে, ইচ্ছা নাহি করে প্রাণে
ভোগ-বিলাস-বাসনা। বিধাতা দয়াল,
এই বক্ষোদেশ, এই দীর্ঘ ভুজদ্বয়
দিছে কি ভুঞ্জিতে সুখ-বিলাস-প্রমোদ?
কভু নয়, কভু নয়। দেশবৈরী-নাশ,
সুকৃতি সাধন শুধু উদ্দেশ্য ইহার।
কৃপায় ধাতার আর তব আশীর্ব্বাদে,
মারিব মারিব বৈরী, খেদাইব দূরে।

বিচক্ষণ জাল পুত্র-মুখে এই বীরোচিত তেজস্বিতার কথা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি রোস্তমকে সমর-নীতি ও সমর-কৌশল সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। বীর-বালকের কার্য্যদক্ষতা, যুদ্ধোপযোগিতা ও রণ-নৈপুণ্যাদি গুণ তাঁহার অপেক্ষা

অধিকতর বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জাল জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই বালক হইতে তাঁহার নাম রক্ষা ও দেশের গৌরব অক্ষুন্ন রহিবে, ভাবিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তৎপরে রোস্তম একটী গদা-প্রার্থী হইলে জাল তাঁহাকে মহাবীর সামের প্রকাণ্ড গদা অস্ত্রাগার হইতে আনাইয়া প্রদান করিলেন। উহা রোস্তমের প্রার্থনোচিত হইয়াছে, দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। পরে বীর-যুবক অধিকতর আহ্লাদ সহকারে পিতাকে যথোচিত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "পূজনীয় পিতামহের গদা পাইয়াছি, উত্তম হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমাকে এমন একটী ঘোটক প্রদান করুন, যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমি স্বর্গীয় বীরের ভীম গদা সঞ্চালন করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে পারি!" জাল পুত্র সহ অশ্বশালায় প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রকে একে একে সমস্ত অশ্বই দেখাইলেন। রোস্তম এক একটী অশ্বের নিকটে যান, আর তাহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, হস্ত প্রদানমাত্র অশ্বের পৃষ্ঠদেশ নমিয়া যায়, অমনি রোস্তম তাহা অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এইরূপে বহু অশ্ব পরীক্ষিত হইল। কিন্তু একটীও মনের মত হইল না। অবশেষে ঘোটকীর সহিত একটী বৃহৎ, বলবান ও সুন্দর অশ্বশাবক পরিদৃষ্ট হইল। শাবকটীর গাত্র বিবিধবর্ণে চিত্রিত। দেখিলেই নয়ন-মন আকৃষ্ট হয়। তাহাকে রাখস নামে অভিহিত করা হইত। রোস্তম রাখসকে দেখিয়াই আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে ধৃত করণার্থ রজ্জু-ফাঁস লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অশ্বরক্ষক ব্যস্ততার সহিত কহিল, "বিশেষ সাবধান না হইয়া এই অশ্ব-শাবককে ধরিতে যাওয়া উচিত নহে। কেননা উহাকে ধরিতে যাইয়া ইতিপূর্ব্বে কয়েক ব্যক্তি উহার মাতার তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" তেজস্বী যুবক ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং সত্বর রাখসের গলদেশে রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া

তাহাকে ধৃত ও বন্ধন করিলেন। এই সময়ে ঘোটকী উচ্চ চীৎকার করিয়া রোস্তমকে আক্রমণ করিতে ধাইয়া আসিল। কিন্তু বীর-বালক হুহুঙ্কার নাদে প্রহারোদ্যত হইলে ঘোটকী প্রমাদ গণিয়া ভীতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল—আর এক পদও অগ্রসর হইল না। বলবান রাখ্সও বিস্তর লম্ফঝম্ফ করিয়া অবশেষে রোস্তমের বশীভূত হইল। রোস্তম প্রভূত বলশালী ও যুদ্ধোপযোগী অশ্ব পাইয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর জাল পুত্রকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়া আফ্রাসিয়াবের বিরুদ্ধে সুবিশাল সেনাদল পরিচালনা করিলেন।

বীরসিংহ রোস্তম রণ-তূর্য্য বাজাইয়া, বিজয়-নিশান উড়াইয়া, বিপুল উৎসাহে বিপুল বাহিনী লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। দুই দিবস অতিবাহিত হইল। এই দুই দিন জালের চিন্তার অবধি নাই। হউক রোস্তম প্রভূত বল-বিক্রমশালী, কিন্তু তরুণবয়স্ক। তৎসঙ্গে আমার গমন না করা অতীব অন্যায় ও ভ্রম হইয়াছে। চিন্তার এইরূপ বিষদিগ্ধ বাণে অস্থির হইয়া অবশেষে জাল সমর-ক্ষেত্রে পুত্রের সহিত যাইয়া সম্মিলিত হইলেন। তদ্দর্শনে স্পর্দ্ধা-স্ফীত আফ্রাসিয়াব সর্ব্ব সমক্ষে হাস্যাননে কহিলেন, "পারস্যাধিকার আমার পক্ষে অতি সহজ, কারণ ইরাণের নব ভূপতি গারশাস্প তরলমতি বালক! তৎসেনাপতি জাল-নন্দন রোস্তমও বালক; তাহাদিগকে তুচ্ছ তৃণের ন্যায় উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। রোস্তমের পিতা জাল বৃদ্ধ—যুদ্ধাক্ষম! তাঁহাকে আর ভয় করে কে?" আফ্রাসিয়াবের সৈন্যগণ এই গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইল। জাল কিন্তু এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন; ভাবিলেন "গারশাস্প প্রকৃতই অকর্ম্মণ্য। ফেরিদূঁ-বংশে বাদশাহ-পদযোগ্য, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী পুরুষ কেহ কি জীবিত নাই?" অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল। অনন্তর অবগত হইলেন যে, আল্‌বোর্জ পর্ব্বতের একটী নিরাপদ প্রদেশে কায়কোবাদ নামক জনৈক

বলিষ্ঠ পুরুষ আত্ম-গোপন করিয়া বাস করেন। তিনি রাজকুল-সম্ভূত এবং রাজকার্য্য-পরিচালন-পটু। জাল তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া রোস্তমকে তাঁহাকে আনয়নার্থ নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, "বলিও, যে কাওয়ানিয়ান-কুলে এক্ষণে আপনিই রাজ্যশাসনের যোগ্য ব্যক্তি। চলুন, সেনাদল সাহায্য-দানে প্রস্তুত, সিংহাসন শূন্য। আপনি সেই শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রজারক্ষা করুন।" রোস্তম প্রিয় তুরঙ্গ রাখস্‌ আরোহণে তৎকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিপক্ষ-সৈন্যের সমাবেশ, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যই না করিয়া স্ফূর্ত্তিভরে চলিলেন।

আল্‌বোর্জ্জ পর্ব্বতের সানুদেশে এক খণ্ড মনোরম সমতল ভূমি। তদুপরি শ্যামল তৃণদল ও ফল-পুষ্প সমন্বিত সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী নয়নের আনন্দ বিধান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত থাকায় ভূমিখণ্ড উর্ব্বরতাশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ স্থানটী যেন কাহার যত্নরচিত উদ্যান বলিয়া অনুমিত হয়। রোস্তম তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, এক ব্যক্তি সুনির্ম্মল নির্ঝর-তটে কতিপয় সহচর সহ উপবেশন করিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন। তিনি রোস্তমকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এই স্ফূর্ত্তিমান অশ্বারোহী যুবক কোথা হইতে আসিলেন? তিনি কে এবং কোথায় যাইতেছেন? যুবক স্বয়ং যেমন সুন্দর, তাঁহার ঘোটকটীও তেমনি সুন্দর ও শক্তিশালী। তাঁহার হস্ত-ধৃত গদাটী কি বৃহৎ! ফলতঃ ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।" ইহাই ভাবিয়া রোস্তমকে সাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? এবং কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন? এই প্রখর আতপ-তাপে এক্ষণে গৃহের বাহির হওয়া উচিত নহে। আপনি ঘোটক বন্ধন করিয়া এস্থলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যাউন। বিবিধ উপাদেয় খাদ্যপেয় প্রস্তুত আছে, যদি অভিরুচি হয়, তবে কিঞ্চিৎ পানভোজন দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল করিতে পারেন।" রোস্তম এই আহ্বান এই বলিয়া

প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, আমি একটী গুরুতর কার্য্য সাধন জন্য আল্‌-বোর্জ্জে গমন করিতেছি। সুতরাং এক্ষণে আমার আমোদোৎসব বা পানভোজনের সময় নহে। পরন্তু একটী নিবেদন, আমি সুবিখ্যাত কায়কোবাদের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছি। তিনি কোথায় থাকেন, যদি জানেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া আমার উপকার করুন।” আহ্বানকারী পুরুষ ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “আসুন, এই স্থলেই কায়কোবাদের সন্ধান পাইবেন।” তখন কর্ত্তব্য-পরায়ণ রোস্তম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকটে গমন করিলেন। আহ্বানকারী যুবা অগ্রসর হইয়া রোস্তমের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সসম্মানে আসনে বসাইলেন এবং সুমধুর সুশীতল সরবৎ ও মদ্য পান দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া কহিলেন, “আপনি কায়কোবাদের নাম কিরূপে জানিলেন? সেই নগণ্য ব্যক্তির প্রয়োজনই বা কি? কাহার আদেশে আপনি তাহার অনুসন্ধানার্থ আসিয়াছেন?” রোস্তম উত্তর করিলেন, “আমি ইরাণ হইতে আসিতেছি। বীরকুল-চূড়ামণি মহাত্মা জাল আমার পিতা, আমি তাঁহারই আদেশে মহামতি কায়কোবাদের অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি।” ইহাই কহিয়া তিনি আগমনের উদ্দেশ্য সরলভাবে প্রকাশ করিয়া কহিলেন।

রোস্তম-প্রমুখাৎ শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যুবক প্রফুল্লবদনে কহিলেন, “আপনি যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমিই সেই কায়কোবাদ। আমি আপনার স্বর্গীয় পিতামহ বীরবর সাম এবং পিতা জালের প্রকৃত পরাক্রমের বিষয় অবগত আছি। আমি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকি। আপনি উপযুক্ত পিতৃপিতামহের উপযুক্ত বংশধর।” অমিত তেজস্বী জ্ঞান-গরীয়ান রোস্তম কায়কোবাদ নাম শ্রবণমাত্র দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে পারস্য-সম্রাট বলিয়া সসম্মানে সম্বোধন ও যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, “আমার চিন্তা দূরীভূত হইল, শ্রম সফল

হইল। আপনিই ইরাণেশ্বর, ইরাণের শাহী তখ্‌ত ও ধনৈশ্বর্য্য আপনারই। তখন রোস্তম ও কায়কোবাদ উভয়েই উল্লাসিত, উভয়েরই বদন হাস্য-বিকশিত। তখন তাঁহাদের পানভোজন ও গীতবাদ্যে সেই নির্জ্জন প্রমোদ-কানন অধিকতর উৎসবময় হইয়া উঠিল। কায়কোবাদ স্মিত-বদনে রোস্তমকে, কেন তিনি আলবোর্জ্জ হইতে অবতরণ করিয়া সেই উপত্যকা-কাননে ভোজনোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিলেন; কহিলেন, "আমি বিগত রজনীতে স্বপ্নযোগে সন্দর্শন করি যে, ইরাণ হইতে দুইটী শ্বেতকায় শ্যেন (বাজ) পক্ষী আসিয়া আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইল এবং মস্তকে একটী সুন্দর রাজমুকুট পরাইয়া দিল। এই শুভ লক্ষণে প্রফুল্ল হইয়া আমি পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এই মনোরম স্থানে আনন্দোৎসবে লিপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে বিধাতার কৃপায় আপনার শুভাগমন হওয়ায় সেই আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল।" বিচক্ষণ রোস্তম স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, "আপনার স্বপ্নদৃষ্ট শ্বেত শ্যেনদ্বয় আমার পিতা ও আমি। আমরা আপনার করে ইরাণের শাসনদণ্ড অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। অতএব আপনি আর কাল বিলম্ব করিবেন না, ইরাণের অভিমুখে যাত্রা করুন।"

অনন্তর কায়কোবাদ যুদ্ধাস্ত্র-সজ্জিত হইয়া মহাবীর রোস্তমের সহিত বহির্গত হইলেন। নিশিদিন গমনের বিরাম নাই। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বীরসিংহ রোস্তমের গদা প্রহারে তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পলায়নপর হইল। পরন্তু একটী খণ্ড যুদ্ধে রোস্তম কিছু বেগ প্রাপ্ত হইলেন। পারস্পাস্প ঘটনাক্রমে জালের কায়কোবাদকে আনয়ন করিবার কথা শ্রবণ করিয়া কালুন নামক জনৈক সেনাপতিকে সৈন্যসহ পারস্য-সীমান্ত-পথে রক্ষা করিয়াছিলেন। রোস্তম কায়কোবাদ সহ তথায় উপস্থিত হইলে কালুন অমিত বিক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। কালুনের যুদ্ধ-কৌশল

ও শস্ত্র-নিপুণতা প্রশংসনীয়। সে রোস্তমের বক্ষঃ লক্ষ্যে আপনার তীক্ষ্ণাগ্র বর্শা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু বীর-বংশাবতংস রণ-ধুরন্ধর রোস্তম তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিলেন—শন্ শন্ শব্দে বিদ্যুৎবৎ ধাবিত বর্শা ক্ষিপ্রহস্তে ধরিয়া ফেলিলেন এবং মেঘ গম্ভীর-গর্জ্জনের সহিত সেই বর্শাই তাহার বক্ষে এরূপ সজোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, ফালুন চীৎকার করিয়া বাণ-বিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সর্ব্ব সমক্ষে ভূতলশায়ী হইল। তদ্দর্শনে তাহার সাহসী যোধবৃন্দ কম্পিত কলেবরে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। বিজয়ী রোস্তম ভাবী ইরাণপতির সহিত প্রান্তরস্থ একটী নির্ঝরিণী-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে দিনমণি অস্তগত হইলে, তমস্বিনীর তমিস্রাবরণ মেদিনী-গগন আবৃত করিয়া ফেলিলে পুনঃ প্রফুল্লমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন এবং যথাকালে গুপ্তভাবে কায়কোবাদকে পিতৃপ্রাসাদে আনয়ন করিলেন।

প্রবীণ বীর জাল কায়কোবাদকে পাইয়া অতীব প্রফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহাকে সপ্ত দিবস একটী গুপ্ত গৃহে লুক্কায়িত রাখিলেন। এই সপ্ত দিবস মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইল। ক্রমাগত মন্ত্রণা চলিল। অবশেষে অষ্টম দিবসে জাল সমস্ত প্রবীণ পুরুষ ও অপর সাধারণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। হতভাগ্য পারশাম্প সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং আগন্তুক যুবক কায়কোবাদ তৎপদে অধিষ্ঠান করিলেন। কায়কোবাদ মণিরত্ন-জড়িত দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিলে সৈন্যগণ ও প্রধানবর্গ নত-মস্তকে তাঁহাকে রাজ-সম্মান প্রদান করিলেন।

কায়কোবাদ বাদশাহের রাজত্ব-বিবরণ।

কায়কোবাদ একণে রাজ্যেশ্বর। তাঁহার শাসন-তূর্য্য চতুর্দ্দিকে বিঘো-

ষিত হইল। তিনি সিংহাসনারূঢ় হইলেই মন্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক আপতিত ঘোর-বৈরী আফ্‌রাসিয়াবকে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইলেন। তদনুসারে রাজ্যস্থ সমস্ত সৈন্য সমবেত করিলেন। মহাড়ম্বরে বিশাল সৈন্য-বাহিনী পরিচালিত হইল; এক পার্শ্বে কাবুলেশ্বর মেহ্‌রাব এবং অপর পার্শ্বে ভূতপূর্ব্ব ইরাণপতি নওদর-তনয় গোস্তহাম, মধ্যস্থলে কারুণ ও কেশোয়াদ, সম্মুখভাগে বীর-যুবক রোস্তম এবং পশ্চাতে স্বয়ং কায়কোবাদ অশ্বারোহণে চলিলেন। অগ্রে সেই কাওয়া-জয়ধ্বজা পত-পত শব্দে পবন-হিল্লোলে দুলিতে লাগিল। রণ-ডঙ্কা শঙ্খ জয়ঢাক ঘোর রোলে বাদিত হইল।

বিপক্ষ পক্ষেও যুদ্ধোদ্যমের ত্রুটি নাই। আফ্‌রাসিয়াব আক্‌বাজ, সামাশাস, গারসিওয়াজ প্রভৃতি তদীয় শৌর্য্যশালী যোধবৃন্দের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষীয় সেনাগণের হুহুঙ্কার নাদে ও সদম্ভ পদ-বিক্ষেপে রণস্থল গম্‌গম্ করিতে লাগিল। অশ্ব সমূহের হ্রেষা রবে ও পদশব্দে, রণতুরী ও পিত্তল-নির্ম্মিত বৃহৎ দামামা-নির্ঘোষে এক অবর্ণনীয় অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত ও তীর-তরবারি-বর্শা-ঢাল সমূহের ঔজ্জ্বল্যে এক অভাবনীয় বৈদ্যুতিক সৌন্দর্য্যচ্ছটা উৎপাদিত হইল।

প্রথমেই ইরাণের অন্যতম সেনাপতি বীরবর কারুণ যুদ্ধ প্রথানুসারে অশ্ব চালাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আস্ফালন পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের বীরগণকে সমরে আহ্বান করিলেন। তচ্ছ্রবণে ভীম-প্রতাপ সামাশাস বিদ্যুৎবেগে আপতিত হইয়া মার মার শব্দে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতের পর সামাশাস কারুণের করাল তরবারি-তলে আত্মসমর্পণ করিলেন। অনন্তর রোস্তম উত্তেজিত হইয়া আফ্‌রাসিয়াবের সহিত যুদ্ধ করিতে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রবীণ বীর জাল কহিলেন, "বৎস! স্থির হও, জ্ঞান সঞ্চয় কর, আপনাকে বিপত্তিমুখে পাতিত করিও না। আফ্‌রাসিয়াব এক জন

সমর-কুশল প্রবীণ যোদ্ধা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁহার বিলক্ষণ আছে। তাঁহার লৌহ সদৃশ দেহ সুদৃঢ় লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত, মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ। পরাক্রমে দশ জন বীরের সমান। যুদ্ধস্থলে তিনি চক্রবৎ ঘুরিয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করেন। অনেকে তাঁহাকে যুদ্ধ-শার্দ্দূল বলিয়াও অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে তুমি তরুণ-বয়স্ক ; যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এখনও তোমার জন্মে নাই। অতএব তাঁহার সঙ্গে কি তোমার যুদ্ধ করা শোভা পায় ?" রোস্তম কহিলেন, আপনি তজ্জন্য শঙ্কা করিবেন না। বিধাতার কৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে এই বাহুধৃত তরবারি দ্বারা সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে যশোর্জ্জন করিব।" ইহাই বলিয়া বীর-সিংহ রোস্তম আপনার সুশিক্ষিত যুদ্ধাশ্ব রাখ্‌সকে তুরাণীয় বীরবৃন্দের দিকে ধাবিত হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং কুলিশ-পাতোপম গর্জ্জন করিয়া আফ্‌রা-সিয়াবকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আফ্‌রাসিয়াব তদ্দর্শনে আপনার যোধদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে, এই দুঃসাহসিক বালক কে ?" অবগত হইলেন, "ইনি জাল-নন্দন রোস্তম। পিতামহ সামের যুদ্ধ-কুঠার হস্তে লইয়া গর্ব্বিতভাবে যশোলাভ কামনায় আগমন করিয়াছেন।"

বীরবর আফ্‌রাসিয়াব এতৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া অগ্রগামী হইলেন এবং রোস্তমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ওহে বীর! তুমি তো অল্পবয়স্ক বালক! তুমি কি এই বৃহৎ যুদ্ধাস্ত্র সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইবে ? তোমার সহিত যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইতে আমি লজ্জিত হইতেছি। যুদ্ধ করিলেও সাধারণে দেখিয়া আমাকে উপহাস ও নিন্দাবাদ করিবে। আহা তুমি বৃথা কেন ইচ্ছা করিয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া তোমার জনক-জননীকে শোকার্ত্ত করিবে ? তবে যদি নিতান্তই সমরপ্রয়াসী হইয়া থাক, আইস, যুদ্ধস্পৃহা শান্ত কর!" তখন উভয় বীর সন্নিকট-বর্ত্তী হইয়া রণ-রঙ্গে মত্ত হইলেন। বিবিধ শস্ত্র সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্‌ঝন্ শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অশ্ব-খুরাঘাতে ধূলি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর তেজস্বী যুবা উল্লম্ফন করিয়া আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ সজোরে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে শূন্যমার্গে উত্থিত করিলেন। আফ্‌রাসিয়াবের গৌরব-গরিমা ও দর্পস্পর্দ্ধা চূর্ণ হইয়া গেল। রোস্তম মনে করিলেন, প্রথম যুদ্ধের জয়চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে সেইরূপেই ইরাণে-শ্বরের নিকট লইয়া যাইবেন। কিন্তু সহসা কটিবন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, আফ্‌রাসিয়াব ভূপতিত হইলেন। তখন তাঁহার সৈন্যদল অবিলম্বে ধাবিত হইয়া রোস্তমকে আক্রমণ ও আপনাদের পতিত দলপতিকে উদ্ধার করিল। চতুর্দ্দিকে বীর-বালকের উপর অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইরাণীয় সৈন্যগণও সরোষে ধাবিত হইল। প্রবীণ বীর জাল ও মেহ্‌রাব এবং স্বয়ং ইরাণপতি কায়কোবাদ হুহুঙ্কার নাদে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মহাসমর সমারব্ধ হইল। উভয় পক্ষ একত্রীভূত হইয়া উন্মত্তবৎ পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। জীবনের প্রতি কাহারও মায়া নাই—মমতা নাই—দৃক্‌পাত নাই। যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। অশ্ব সমূহের পদপ্রহারে মেদিনী প্রকম্পিত এবং রণদুন্দুভি-নাদে ও বীরগণের শ্রবণভৈরব হুহুঙ্কার শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত। ধরাতল রক্ত-প্লাবিত। শত শত নরমুণ্ড নিদাঘ-কালীন শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। হায় যোদ্ধৃগণের কঠোর হস্তে কত জীবের প্রাণ-বায়ু যে শূন্যে মিশাইয়া গেল, তাহার সংখ্যা করে কে? বীর-বালক স্থির নহেন, বিদ্যুতবেগে চতুর্দ্দিকে অশ্ব চালাইয়া বিরাট গদাঘাতে কত জনের মস্তক চূর্ণ করিতেছেন। কখন বা তীক্ষ্ণধার তরবারি কোন অশ্বারোহীর উপর পাতিত করিতেছেন। অমনি হতভাগ্য সঅশ্ব দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। মুহূর্ত্তে শত শত বীর কোমল কদলের ন্যায় কর্ত্তিত হইতেছে। বীরবর জাল সাহ্লাদে বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে স্বীয় পুত্রের বীর্য্যবত্তা

নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রমে ইরাণ-বিক্রম তুরাণীয়দের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা ইরাণীয়দিগকে রণজয়ী করিয়া ত্বরিতপদে পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিল। হায় সেই দুর্দ্দিনে হতভাগ্য তুরাণীয় সৈন্যের যেরূপ মহা-বিনাশ সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে।

হতভাগ্য আফ্‌রাসিয়াব ভগ্নচিত্তে সসৈন্যে জৈহুন নদী পার হইয়া দুরবস্থার তীব্র তাড়না—চিন্তার বিষ-দংশন সঙ্গে লইয়া ভবনমুখী হইলেন। হায় কোথায় তাঁহার সে দর্প ও তেজঃ! কোথায় সে গর্ব্ব ও অহঙ্কার!! বালক-সমরে সে সমুদয়ই বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই ঘোরতর পরাজয়ে লজ্জায় ও অবমাননায় তিনি মৃতপ্রায় হইয়া চলিলেন। এদিকে পারস্য-সেনা বহু বন্দী সহ রাজধানীতে উপনীত হইলেন। রোস্তম সমধিক সমাদরে ইরাণরাজ কর্তৃক গৃহীত হইলেন। তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা ও জয়-ধ্বনিতে আনন্দ-সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পাঠক! এক্ষণে এদিকের বিজয়োৎসব ত্যাগ করিয়া একবার আফ্‌রাসিয়বের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করুন। তিনি পিতৃসমীপে উপনীত হইয়া প্রণতশিরে, বিষণ্নবদনে, ক্ষীণকণ্ঠে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, আমি আর ইরাণে যুদ্ধ-যাত্রা করিব না! কিন্তু হায় অদৃষ্টের দুর্গতির হাত কে পাশরিতে পারে? আমার আগমন-সংবাদে তথাকার নব অভিষিক্ত বাদশাহ সমর-বিদ্যা-বিশারদ চতুর কায়কোবাদ আপনার বিশাল বাহিনী আমার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। তৎপক্ষে বিজ্ঞ বীর সামের তনয় রোস্তম নামে এক দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপশালী নবীন যুবক আছেন। তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য ও বীরত্ব এবং সমর-নৈপুণ্যের কথা আর কি বলিব? সেই অনল-তেজোসম্পন্ন দুর্দ্দান্ত বীর আমার কৃষ্ণবর্ণ রণপতাকা দর্শনমাত্র

বিরাট মূর্ত্তিতে সিংহ-বিক্রমে আমাকে আক্রমণ করিলেন। আমার বহু যোদ্ধা তাঁহার বিক্রম-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। অবশেষে তিনি আমার কটিবন্ধ এরূপ বজ্র-মুষ্টিতে ধারণ করিলেন যে, তৎকালে বোধ হইয়াছিল যেন কটি-সন্ধি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল এবং যখন আমাকে সেই অবস্থায় শূন্যমার্গে উত্তোলন করিলেন, তখন আমি পতঙ্গবৎ তাঁহার হস্তমধ্যে মৃতপ্রায় হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে সহসা আমার স্বর্ণময় কটিবন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল, আমি জীবনী-শক্তিহীন শবের ন্যায় ভূপতিত হইলাম। সেই সময়ে আমার যোদ্ধৃবৃন্দ দ্রুতপদে আসিয়া আমাকে বেষ্টন পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া না আনিলে আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিত, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। ফলে অপযশঃ, অবমাননা ও অপৌরুষতা এরূপ কাহার ঘটেনা। আমি আমার বাহুবল কীদৃশ, তাহা বিলক্ষণ জানি, আপনিও আমার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের বিষয় অবগত আছেন। আমি বহু খ্যাতনামা বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, হস্তী-ব্যাঘ্র সংগ্রামেও পরাঙ্মুখ হই নাই, কিন্তু আজ আমার সে বল, সে বিক্রম অতি তুচ্ছ! সেই বীরের নিকটে আমি অতি নগণ্য! আমি এমন শক্তিশালী যুবক কখন দেখি নাই! তাঁহার দেহ যেন লৌহময় অথবা পাষাণগঠিত!! রোস্তম জীবিত থাকিতে ইরাণের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করা সাধ্যাতীত! অতএব আমার ইচ্ছা, যদি ধ্বংসমুখ হইতে দেশ রক্ষা করিতে চান, তবে আন্তরিক বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ব কলহ ভুলিয়া গিয়া সন্ধির প্রার্থী হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করুন।"

পোসাজ পুত্র-মুখে এই বিষাদ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং বিস্তর সৈন্য এই কাল সমরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, দেখিয়া আফ্‌রাসিয়াবের পরামর্শ প্রাজ্ঞ জনোচিত বিবেচনা করিলেন। এজন্য তিনি আপনার মন্ত্রীবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইরাণপতির নিকট সন্ধি-প্রার্থনা পূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন। সন্ধির সর্ত্ত ও মর্ম্ম এইরূপ—"হরিত-

হত্যার প্রতিশোধ তুর ও সলমের প্রাণ-বিনিময়ে গৃহীত হইয়াছে। আমার পুত্র আফ্রাসিয়াব আবার উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশ-জনিত প্রতিহিংসা-পিপাসা নওদরকে বধ করিয়া শান্তি করিয়াছেন। বীর যুবা রোস্তমের তরবারি-তলে পুনর্ব্বার আমার বহু সৈন্য নাশ ও আফ্রাসিয়াবের বীরত্ব-বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে বংশ-পরম্পরায় এইরূপ বৈরিতায় লিপ্ত থাকিলে পরিণামে উভয়কেই ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে হইবে। ফলতঃ যুদ্ধে প্রজানাশ ও দেশের শোচনীয় দশা ঘটিয়া থাকে। অতএব আর ঈর্ষাবৃত্তি অন্তরে পোষণ করিয়া অশান্তি উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরলোকগত বিচক্ষণ নরপতি ফেরিদুঁ স্বীয় বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রদের মধ্যে রাজ্য-বিভাগ করিয়া দিয়া যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, আসুন, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আত্মোন্নতি সাধন করি। তিনি ইরিজকে যে ভূমির অধিকার দিয়াছিলেন, যে ভূমির স্বত্ব-সামিত্ব-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়েরা তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া শাসন করিতে থাকুক। জৈহুন নদী আমাদের উভয় রাজ্যের সীমান্ত রেখা নির্দ্দিষ্ট হউক। স্মরণ করুন, আমরা একই বংশোৎপন্ন—আমাদের একই শোণিত-সম্বন্ধ। অতএব পবিত্র সন্ধি-বন্ধনে আমাদের উভয় রাজ্য সুখশান্তির আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া উঠুক।"

প্রবীণ সভাসদ ওয়াসার প্রতি সন্ধির ভারার্পণ করা হইল। তিনি উল্লিখিত পত্র ও বহুমূল্য উপহার সহ ইরাণরাজ-দরবারে উপনীত হইলেন। ইরাণেশ্বর সেই পত্র পাঠান্তর প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, আমি প্রথমে এই কলহে অগ্রসর হই নাই। আপনার পূর্ব্ব পুরুষ তুর হইতে এই সর্ব্বনাশী সংগ্রাম ও অত্যাচারের সূচনা। আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন, কিরূপে তিনি স্বীয় সহোদরকে নৃশংস-ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালে আবার আপনার তনয়

আফ্‌রাসিয়াব হিংসা-প্রণোদিত হইয়া বিপুল বাহিনী সহ জৈহুন নদী অতিক্রম পূর্ব্বক পারস্য আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় নহে, কিন্তু ভীরু কাপুরুষের ন্যায় বন্দী অবস্থায় নওদরকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন। উঃ কি নিষ্ঠুর! কি নীচাশয়তার কার্য্য! আপনার পুত্র চিরদিনই নিষ্ঠুর!! সেই নিষ্ঠুরতার বশবর্ত্তী হইয়াই আফ্‌রাসিয়াব স্বীয় সহোদর অগরিরাসকে স্বহস্তে হত্যা করেন। বলুন দেখি, তজ্জন্য কি আপনি শোক-সন্তপ্ত নহেন? অগরিরাসের অন্যায় নিধনে কি আপনার অন্তর আফ্‌রাসিয়াবের উপর বিরক্ত ও কুপিত নহে? ফলতঃ আপনারাই আবহমান কাল অন্যায় অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন। তথাপি আমি প্রতিশোধ গ্রহণার্থ অগ্রসর কিংবা যুদ্ধার্থে ব্যাকুল নহি। আপনাদের প্রতিজ্ঞাও বিশ্বাস করিতে পারি না। কেননা আপনারা পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন। এই সমুদয় সত্ত্বেও আমি বলিতেছি, যদি আপনি এবং আফ্‌রাসিয়াব উভয়ে পবিত্র-চিত্তে শুদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বলেন যে, আমরা কস্মিনকালে আপনাদের সীমান্ত রেখা অতিক্রম করিব না, পারস্য-সাম্রাজ্যান্তর্গত কোনও প্রদেশে উৎপাত করিব না, তাহা হইলে আমি আপনার প্রার্থিত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি, জৈহুনের পারস্থিত অধিকার ত্যাগ করিতে পারি, নতুবা নহে।"

দূত এই সংবাদ অবিলম্বে পোসাঙ্গ সমীপে উপস্থিত করিলেন। ইরাণেশ্বরের প্রস্তাব কার্য্য পরিণত করা হইল। পোসাঙ্গ সন্ধি-সর্ত্তানুসারে তৎক্ষণাৎ তুরানীয় সৈন্য পারস্য-সীমা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে তেজোবীর্য্যসম্পন্ন নবীন যুবক রোস্তম স্বীয় শৌর্য্যে স্ফীত হইয়া সন্ধি-স্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক ইরাণপতি কায়কোবাদকে কহিলেন, "এ সময় সন্ধি স্থাপন করা কোনক্রমেই উচিত নহে। তুরাণরাজ আজ ভীত হইয়া এই ন্যূনতা স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু

প্রভূত বলসম্পন্ন হইলে করিতেন না, নিশ্চয় জানিবেন। আর এ সন্ধিতে আমাদের উপকার কি আছে? যুদ্ধ চলুক, আমি বিধাতার ইচ্ছায় একাকী এই ভীষণ গদা-প্রহারে তুরাণীয় তাবত সৈন্যের মস্তক চূর্ণ করিব—তাহাদের পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া দিব। বিধাতার অনুগ্রহে বিজয়শ্রী আমরা নিঃসন্দেহে লাভ করিব।" বীরসিংহ নীরব হইলেন। কিন্তু ইরাণেশ্বরের অন্তর ভিন্ন মার্গগামী, তিনি সন্ধি স্থাপনের ন্যায় সুখদায়ক কার্য্য আর কিছুই মনে করিলেন না। বিচক্ষণ জাল ও মেহরাবও বাদশাহের ইচ্ছার পোষকতা করিলেন। অতঃপর তুরাণপতি পোসাঙ্গ পুত্র সহ প্রাগুক্তরূপ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে সন্ধির ঘোষণা প্রচারিত হইল। শান্তির শীতল বাতাস সর্ব্বত্র বহিল। রাজনীতি-বিশারদ চতুর কায়কোবাদ বীরবর জাল ও রোস্তমকে বহুমূল্য খেলাত প্রদানে ও সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিলেন এবং অপরাপর যোদ্ধগণকেও যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া আপনার বদান্যতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

তুরাণপতির সহিত প্রীতি স্থাপনের পর কায়কোবাদ রাজধানীতে গমন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি ইস্তাখার * নগরে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া ন্যায়পরতার তুলাদণ্ড হস্তে লইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিচার ও দয়াদাক্ষিণ্যে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখী হইল। তাঁহার নিরপেক্ষ বিচার প্রভাবে বলবানের দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবার শক্তি রহিল না। কায়কোবাদ এই নগরে দশ বৎসর কাল প্রশংসার সহিত রাজত্ব করিয়া ইরাণে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বহু নগর-নগরী

* এই নগরের আর একটী নাম চেহেল-মিনার (চল্লিশ স্তম্ভ)। কথিত আছে, এই সমৃদ্ধিশালী নগর ভুবনবিজয়ী বাদশাহ সেকেন্দর শাহ কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। মতান্তরে ধর্ম্মোন্মত্ত আরবীয়রাই এই কার্য্যের অধিনায়ক বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

স্থাপন, এবং সর্ব্বত্র উন্নতি ও সুখশান্তি বিস্তার করিয়া ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, ঔদার্য্য, ও অবিশ্রান্ত নিরপেক্ষ রাজধর্ম্ম সন্দর্শনে সকলেই করুণার আধার সদাশয় ফেরিদুঁর নাম বিস্মৃত হইল। দেখুন, সৎকার্য্যের প্রভাব কি মোহময়!! এই ভূপতি শতবর্ষ কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম কায়কাউস্, দ্বিতীয় আরস, তৃতীয় পোশিন এবং চতুর্থ আরামিণ। কায়কোবাদ আপনার জীবনকালের স্বল্পতা অনুভব করিয়া পুত্র চতুষ্টয়কে আহ্বান পূর্ব্বক বহু উপদেশ প্রদানান্তর কহিলেন, "বৎসগণ! তোমরা জান, জ্যেষ্ঠের দাবি অগ্রগণ্য ও অধিক। আমি তজ্জন্য কায়কাউস্‌কে ইরাণের রাজপদে অভিষিক্ত করিলাম। তোমরা যথাযোগ্য উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা এবং জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়া কার্য্য করিবে। ভ্রমেও বিবাদ-বিসংবাদ-চিন্তা অন্তরে স্থান দিবে না। আমার উপদেশ মানিয়া চলিলে সকলেই সুখ-শান্তিতে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবে।" ইহাই বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সততা ও ন্যায়পরতার মার্গ অনুসরণ করিতে এবং দয়ালু ও ক্ষমাশীল হইতে উপদেশ দিলেন। সকলেই পিতৃআদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে প্রজারঞ্জক ন্যায়বান নৃপতি কায়কোবাদ স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজ্যমধ্যে শোকের তুফান বহিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মলিনমুখে অশ্রুপাত ও শোকচিহ্ন ধারণ করিল।

কায়কাউসের সিংহাসনারোহণ।*

কায়কাউস্ যথাবিধানে সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং পিতৃ-উপদেশানুসারে ন্যায়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যের আপামরসাধারণ প্রজামণ্ডলী তাঁহার সদয় ব্যবহার দৃষ্টে তৎপ্রতি অনুরক্ত হইল। কিন্তু তিনি কুমতিক্রমে সত্বরই সেই সর্ব্ব-সুখময় শান্তিপ্রদ পথ হইতে বিচ্যুত হইতে আরম্ভ করিলেন। ভোগ-বিলাস, অমিতব্যয়িতা, আলস্য, রাজকার্য্যে অমনোযোগ তাঁহার নিত্য সহচর হইয়া উঠিল। তিনি নিয়ত যোদ্ধৃমণ্ডলী ও নেতৃবর্গ-পরিবৃত্ত থাকিয়া পান-ভোজ-গীত বাদ্যাদি আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইলেন। এবংবিধ অসৎ কার্য্য পরম্পরায় তাঁহার অন্তরে ঈদৃশ অহঙ্কার জন্মিল যে, তিনি আপনাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী নর বলিয়া জ্ঞান করিলেন। ফলতঃ অহঙ্কারই পতনের মূল, একথা একবারও মনে করিলেন না।

একদা মাজেন্দারাণবাসী জনৈক সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ সুকণ্ঠ গায়ক কায়কাউস বাদশাহ সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার জন্মভূমির সুখ-সমৃদ্ধি সংক্রান্ত একটী মনোহর সঙ্গীতালাপ করিল। সে গাহিল—

> জন্মভূমি প্রিয় মম মাজেন্দারাণ!
> সুখময় বসন্তের চির বাসস্থান।

---

* কায়কাউস্ কায়ানিদ (Kaionides) বংশের দ্বিতীয় পারস্যাধিপ। তিনি হজরত ঈসার (যীশু খৃষ্টের) জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যারোহণ করেন। শাহ্-নামা-প্রণেতা মহাকবি ফেরদৌসীর মতে কায়কাউস নির্ব্বোধ, অত্যাচারী, ও অহঙ্কারী নৃপতি ছিলেন। তিনি মহাবীর রোস্তমকে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; এবং তৎসহ তাঁহাকে "বিশ্ব-বিজয়ী" উপাধিতে ভূষিত করিয়া একটী স্বর্ণময় তাজ (মুকুট) দান করেন। এই তাজ তৎকালে কেবল নরপতিরাই পরিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু কায়কাউস রোস্তমকে এই তাজ পরিধানের অধিকার দিয়া এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তৎপ্রভাবে রোস্তম সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দরবার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কায়কাউস জ্যোতিষ বিদ্যার সবিশেষ আলোচনা করিতেন। তিনি একটী বাবেলে ও একটী তাইগ্রীস নদী-তটে সুবৃহৎ মানমন্দির (Observatory) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

১

সুগন্ধি সমীরণ সদা তথা বিহরে,
শৈত্য স্বাস্থ্য সুখ-শান্তি নিত্য বিতরে,
কত সুখী বল আহা তথা নর-নিকরে,
(যেন) নন্দন-উদ্যানে রাজে সুর সুখীপ্রাণ।

২

গোলাপ মল্লিকা বেলা যাঁতী যুথী মালতী,
ফুটে থাকে হাসি-মুখে প্রাণে ঢালি স্ফুরতি,
অলিকুল-গুঞ্জন নাহি তথা বিরতি,
(তারা) মধু পিয়ে ক্ষুল্ল হ'য়ে করে কিবা গান।

৩

যে দিকে চাহিয়া দেখি ফিরে না নয়নদ্বয়,
ফুলময় ভূমি সেই আহা এত শোভাময় ,
ফুল-গন্ধে অন্ধ হ'য়ে পাপিয়া বুল্‌বুল্‌চয়,
কুঞ্জে কুঞ্জে সুধা ঢালি জুড়ায় পরাণ!

৪

স্নিগ্ধ করজাল রবি করে নিত্য বিতরণ,
গ্রীষ্মের দারুণ কোপ কিংবা শীত বিভীষণ,—
জীবনে জানিনে মোরা—জানিনেক কদাচন,
পূর্ণ শশী সদা হাসি করে সুধা দান!

৫

দের বারি নিঝরিণী সুশীতল সুবিমল,
চল্‌চল্‌ রূপভরা সে ভূমির নারী দল!
জানেনা সে সুধামোদ—সে জীবনে কিবা ফল,
হেরেনি নয়নে যেই সেই সুখস্থান।

সঙ্গীত থামিল, কায়কাউস বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে সেই সুমধুর ধ্বনি যেন পরতে পরতে অমৃত-সিঞ্চন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। অধিকন্তু তাঁহার আর একটী বলবতী স্পৃহার উদ্রেক হইল। তিনি গায়ক-মুখে মাজেন্দারাণ প্রদেশের ঈদৃশী প্রলোভনময়ী বর্ণনা শ্রবণে সেই চিরবসন্ত-বিরাজিত স্থান অধিকার করিতে সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। কায়কাউস শীঘ্রই তদভিমুখে সৈন্য প্রেরণের অভিপ্রায় করিয়া স্বকীয় উজির, সমর-সচিব ও অপর প্রধান যোদ্ধৃবর্গকে স্মিতবদনে কহিলেন, "পূর্ব্বগত বাদশাহ জামসেদ, জোহাক বা কায়কোবাদের রাজত্ব অপেক্ষা আমার রাজত্ব সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী, গৌরবপূর্ণ ও সুখশান্তিদায়ক। আমার ভাণ্ডার ধনরত্নে প্রপূরিত, সৈন্য-বলও আমার প্রভূত! কিন্তু তাই বলিয়া আমার গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, কেবল মজলিসে বসিয়া হাস্যকৌতুক ও ভোগ-বিলাসে কালহরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা বাদশাহদিগের পক্ষে দূষণীয় ও নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। তদাচরণে রাজ্যের অবনতি ঘটে; এমন কি, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমি রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি, ও দৃঢ়তা স্থাপনের সহিত পরিশ্রমপরায়ণ হইতে বাসনা করিয়াছি। আমি সংপ্রতি মাজেন্দারাণ প্রদেশ সংপূর্ণরূপে জয় করিয়া তথায় আপনার অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।" ইরাণপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে ভয়-বিহ্বল হইলেন; কিন্তু প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, মাজেন্দারাণবাসীরা দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপশালী মায়াবী রাক্ষস বিশেষ। তথায় গমনমাত্র সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। পূর্ব্বতন প্রবীণ বাদশাহ কেরিত্বু, জামসেদ ও মনুচেহর মহাতেজস্বী ও যাদুবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে দৈত্য-সমাজও ভীতচিত্তে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারাও

তো কখন এবংবিধ কুচিন্তা—স্পর্দ্ধার সহিত মাজেন্দারাণ-জয়াশা করা দূরে থাক্‌, তদ্দিকে সৈন্য-চালনার কথা মনেও করেন নাই ! ফলতঃ নরপতি কায়কাউসের এ বাসনা মঙ্গলজনক নহে। বিচক্ষণ বীর গারশাস্প, গোদর্জ্জ, গেও, গোস্তহাম প্রভৃতি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন ও অনিচ্ছা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্র ব্যয় করিতে সক্ষম হইলেন না। পরন্তু বাদশাহের এই কুমতি-প্রণোদিত সর্ব্বনাশী মানসিক গতির প্রতিরোধ কল্পে তাঁহারা এক জন দূত পাঠাইয়া মহামতি জালকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাদশাহ সমীপে আসিতে অনুরোধ করিলেন। যদি না আসেন, তবে সংপ্রতি তিনি স্বয়ং এবং রোস্তম কর্ত্তৃক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, তৎসমুদয় বৃথা ও বিফল হইবে।

দূত-মুখে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং সকলের অনুরোধ এড়াইতে অসমর্থ হইয়া জ্ঞান-গরীয়ান জাল অবিলম্বে শিস্তান হইতে ইরাণ যাত্রা করিলেন। তিনি যথাকালে বাদশাহ-দরবারে উপস্থিত হইলে ইরাণেশ্বর তাঁহাকে যথোচিত সম্মানে ও সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিনানুমতিতে সহসা জাল কেন আসিলেন, তাঁহার আগমনের কারণ কি ? কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জাল পাত্রমিত্র ও প্রধান-বর্গ পরিবৃত হইয়া দরবারে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বাদশাহের গুণকীর্ত্তন, রাজ্যশাসন-প্রশংসা, ও অপার কীর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিলেন। তাহাতে নরপাল কায়কাউস্‌ মহাতুষ্ট হইয়া জালের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয়ে বহু কথোপকথন হইল। অবশেষে মাজেন্দারাণ-অভিযান-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সুচতুর জাল তদ্বিষয়ে বাদশাহকে নিরস্ত করণার্থ কৌশল-মণ্ডিত বাক্যে চিন্তিতভাবে কহিলেন, "আপনি কি মাজেন্দারাণ-জয়াশায় উত্তেজিত হইয়াছেন ? কিন্তু সেই দুঃসাহসিক কার্য্যের চতুর্দ্দিকে যে কত বিপদ, কত বিঘ্ন, কত অনিষ্টপাত অলক্ষ্যে

বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমি আপনাকে কিরূপে বুঝাইব? হায় জানিনা, কেমনে আমি আপনার অন্তর হইতে এতদ্বিষয়ক ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিব! প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ জামসেদ, যিনি সমুজ্জ্বল সূর্য্য সদৃশ মণিমাণিক্য-খচিত প্রভাময় মুকুট মস্তকে ধারণ করিতেন, দুরাচার দৈত্যগণও কম্পিত কলেবরে যাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল, প্রভূত উন্নতির দিনে গৌরবের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনিও কখন স্বপ্নেও মাজেন্দারাণ-জয়ের চিন্তা করেন নাই। স্মরণ করুন সেই স্বর্গীয় প্রথিতনামা বাদশাহ ফেরিদূঁর কথা, যিনি দুর্ম্মতি জোহাকের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, অবিবেকী অত্যাচারীকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমেও মাজেন্দারাণ-জয়-চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই। এই অপূর্ব্ব মরীচিকাময়ী দুরাশা বিক্রমকেশরী, সর্ব্ব যুদ্ধজয়ী মহারাজ মনুচেহর কিংবা জও, কিংবা নওদর, এমন কি কায়কোবাদ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের কাহারও আত্মাকে প্রজ্জ্বলিত করে নাই। তাঁহারা আপনাদের গৌরবের দিনেও মাজেন্দারাণ-জয়োচ্ছ্বাসে কদাপি প্রোৎসাহিত হন নাই। কেন হন নাই? কারণ সেই দূরবর্ত্তী প্রদেশ মায়াবিদ্যাবিৎ দুরাচার দৈত্যদিগের আবাসভূমি। তীর-তরবারি-গদার প্রভাব সেখানে সাজে না, উৎকোচ প্রদানে বা বুদ্ধি-কৌশলেও সেই যাদু-মন্ত্র-রক্ষিত ভূমির অধিকার লাভ করা যায় না। তাই বলিতেছি নরনাথ! সৈন্যদল বা ধনরাশি অনর্থক জলধি-জলে বিসর্জ্জন দিবেন না, সাহসিক যোদ্ধ-পুরুষগণের পবিত্র ও বহুমূল্য শোণিত অকারণে অপচয় করিবেন না।"

কায়কাউস্ মনোযোগ পূর্ব্বক সমুদয় শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই আপনার সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। অধিকন্তু কহিলেন, "আমি নিশ্চয়ই মাজেন্দারাণে যাইব এবং তদ্দেশ জয় করিয়া তথায় আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিব। ফেরিদূঁ, জামসেদ, মনুচেহর প্রভৃতি নরপতিগণ যে

কার্য্যে অগ্রসর হন নাই বলিয়া আমিও কি তাহাতে অগ্রসর হইব না ? তাঁহাদের অপেক্ষা আমার সৈন্যবল, ধনবল, সাহস, রণনৈপুণ্য ও বিক্রম সর্ব্বাংশে অধিক। তবে আমি কেন কাপুরুষের ন্যায় এ সুযোগ পরিত্যাগ করিব ? কুহকী দৈত্যগণ কি এমন পদার্থ যে, তাহাদের হইতে আমি ভয়াকুল হইব ? আমি বিধাতার কৃপায় তাহাদিগকে পরাজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিব, তাহাদের মায়া-মন্ত্র-পাশ ছিন্ন করিব, এবং দৈত্য-দুর্গ ভূমিসাৎ ও দৈত্যবংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া গৌরবের বিজয়-মুকুট মস্তকে ধারণ করিব। আমি যৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিব, আশা করি, তৎকালে হে মহাবীর! আপনি পুত্র রোস্তম সহ রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া রাজ্যরক্ষা ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সাহায্য করিবেন। বীর ভোগ্যা পৃথিবী, সাহসই পরম ধন! একথার সার্থকতা সম্পাদন করা প্রত্যেক বীর্য্যবন্ত রাজার কর্ত্তব্য।"

প্রতিভা-মহিমান্বয় জাল, কায়কাউসের প্রতিজ্ঞা অটল, তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহেন, হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে আর কিছুই না বলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি বাদশাহের চির আজ্ঞাবহ; রাজার মঙ্গলসাধন ও রাজাদেশ পালন করিতে সতত প্রস্তুত। আমাকে অনুমতি করুন; আমি শিস্তানে গমন করি; দ্বিতীয় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে রাজ্য-পরিচালনের ভারার্পণ করিয়া আপনি মাজেন্দারাণাভিযান করুন। আমি শিস্তানে থাকিয়া তাঁহার সাহায্য করিব। আপনার কোন চিন্তা নাই, বিধাতা আপনাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রদান করুন।" রাজনীতি-বিশারদ বহুদর্শী জাল ইহাই বলিয়া বাদশাহের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কায়কাউসের মাজেন্দারাণাভিযান ও দৈত্য-হস্তে বন্দী।

দুরাকাঙ্ক্ষ কায়কাউস মিলাদ নামক জনৈক রাজগুণসম্পন্ন বিচক্ষণ সেনাপতিকে রাজকার্যের ভারার্পণ করিয়া মাজেন্দারাণাভিযানার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি মিলাদকে কহিলেন, "আপনি সতর্কতার সহিত রাজধানী রক্ষা করিবেন। যদি কেহ আমার অনুপস্থিতিতে মস্তকোত্তোলন করে, তাহা হইলে দূত পাঠাইয়া বীরবর জাল ও রোস্তমকে আনয়ন করিবেন এবং তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত যেন কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা না হয়।" মিলাদ বাদশাহের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। রজনী প্রভাতে রণায়োজন—কায়কাউসের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার বিশাল বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। রণ-নিপুণ গেওকে সেনাপতিত্বের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং বাদশাহ তৎসঙ্গে যাত্রা করিলেন। বীরপুঙ্গব গেও বলবান অশ্বারোহণ পূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিভরে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। সেনাদল মাজেন্দারাণ-সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলে ইরাণেশ্বর কায়কাউস সেনাপতি গেওকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তেজস্বী, রণ-কুঠার-পরিচালনে নিপুণ ও নির্ভীক দুই সহস্র যোদ্ধপুরুষ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া নগর আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। গেও তদনুসারে কালান্তক যমদূতাকৃতি দ্বি-সহস্র ভীমবিক্রান্ত যোদ্ধা লইয়া প্রজ্বলিত দাবানল সম ধাবিত হইলেন এবং সম্মুখে যাহা পড়িল,—শস্যক্ষেত্র, কলোদ্যান, অট্টালিকা, কুটীর প্রভৃতি যথাক্রমে অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া, পুরুষ-নারী-বালক-বালিকাদিগকে নির্দ্দয়-রূপে নিহত করিয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভীষণ উৎপীড়ন করিতে করিতে পাষাণ-হৃদয় গেও নগরদ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন। নগরের সৌন্দর্য্যের অবধি নাই। সে সৌন্দর্য্য

বর্ণনা করে কাহার সাধ্য? আহা যেন স্বর্গের সুষমারাশিতে নগরটী ভরিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি কুসুমরাজিপূর্ণ মনোরম উদ্যান, মৃদুল মারুত প্রাণস্নিগ্ধকর শৈত্য বিতরণ করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত। রাজপথ, গৃহাবলী, বাজার সকলই সুন্দর—সকলই সুসজ্জিত! সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী কামিনীগণ, চন্দ্রবৎ কোমলোজ্জ্বল মুখময়ী যুবতী ও কুমারীবৃন্দ সর্ব্বত্র বিচরিত। যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকই সৌন্দর্য্যময়, শান্তিপূর্ণ ও ধনধান্যে ভরা। গেও এবং তৎসহগামীগণ দেখিয়া হর্ষিত ও বিস্মিত হইয়া অবাক্ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিমুগ্ধ গেও এই আনন্দ-বার্ত্তা ইরাণরাজ কায়কাউস সমীপে প্রেরণ করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ইরাণরাজ গায়কমুখে যে বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য উপলব্ধি করিয়া, মাজেন্দারাণ প্রকৃতই সৌন্দর্য্যের উদ্যান, স্বভাব-শোভার নিত্য নিকেতন এবং বিধাতার আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত নির্ব্বাচিত স্থান ভাবিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

মাজেন্দারাণরাজ ইতিপূর্ব্বে এই যুদ্ধাভিযানের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। তজ্জন্য তিনি সংপূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যখন ইরাণ-সৈন্য অকস্মাৎ নগর মধ্যে আপতিত হইয়া সহস্র সহস্র নর-নারী তরবারি-মুখে নিপাত করিতেছিল, তখন তিনি বজ্রাহতের ন্যায় চকিত হইয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল প্রাণপণ করিয়া অস্ত্র-সঞ্চালন করিতে লাগিল। ভীষণ প্রলয়-তুফান উপস্থিত হইল। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষণে অনল নির্গমন হইতে লাগিল ও ঝন্‌ঝন্ শব্দ দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত যোধ খণ্ডিতদেহে ভূলুণ্ঠিত হইল। ধরাতলে রক্তনদী বহিল। ইরাণ-সৈন্যের বীরত্বের সীমা নাই। তাহারা সেনাপতি গেও এর উত্তেজনায় রণকৌশল ও শস্ত্র-সঞ্চালন নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। তাহাদের প্রচণ্ড

প্রহারে অসংখ্য দৈত্যমুণ্ড উৎপাটিত হইল, কত দৈত্য প্রাণ-ভয়ে ঘোর পর্ব্বতারণ্যে পলায়ন করিল। মাজেন্দারাণরাজের অন্তঃকরণে এই সময়ে মহাভীতির উদ্রেক হইল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং মাজেন্দারাণের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক পার্ব্বত্য প্রদেশে সফেদ দেও (শ্বেত দৈত্য) নামে এক প্রচণ্ড প্রতাপশালী দৈত্যের অধিকার ছিল; তিনি সেই সফেদ দেওকে আপনার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। সফেদ দেও মাজেন্দারাণ-আক্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধোন্মত্ত কলেবরে আগন্তুক আততায়ীর দণ্ডবিধানার্থ সংখ্যাতীত দৈত্য-সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল।

এদিকে ইরাণরাজ কায়কাউস নিশ্চিত জয়লাভ করিবেন, পরদিবস প্রভাতে শত্রুকুল সমূলে ধ্বংস করিয়া দৈত্যদর্প চূর্ণ করিবেন,এই ধারণায় নগরোপকণ্ঠে একটী নিরাপদ স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন পূর্ব্বক পরমোৎসাহে সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। গভীর রজনীতে সহসা মেঘমালা সমুদিত হইয়া পৃথিবী ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎসহ প্রবল ঝঞ্চাবাত প্রবাহিত হইয়া শিবিরশ্রেণী উৎপাটিত ও উৎসন্ন করিয়া দিল এবং প্রচণ্ড বেগে করকাপাত হইয়া ইরাণীয় সৈন্যগণের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিল! তাহারা মহাবিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। চক্ষে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দৈব উৎপাতে তাহাদের যে ঘোর দুর্দ্দশা আনয়ন করিল, তাহা আর কথিতব্য নহে। সহস্র সহস্র জন অসাড় ও অবসন্ন দেহে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠেরা পলায়ন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রভাতে নরপতি কায়কাউসের নয়নে ধন্দ ব্যতীত আর আলোক সঞ্চারিত হইল না। তিনি ভয়াকুল, হতাশ ও অবসন্ন অবস্থায় বুঝিলেন যে, তাঁহার ধনাগার লুণ্ঠিত, হয়-হস্তী-সৈন্য

বিনষ্ট এবং সেনাপতি গেও, গোস্তহাম, গোদার্জ্জ, তুস ও তিনি স্বয়ং শত্রুহস্তে বন্দী। এই পরাজয়ে ও অবমাননায় তাঁহার মর্ম্মচ্ছেদ হইতে লাগিল। তখন বুঝিলেন, বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ জালের কথা অবহেলন করাতেই তাঁহার এই দুর্গতি—এই অধঃপতন! তিনি অনুতপ্তচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভীমদর্শন মহাকায় সফেদ দৈত্যের ভয়ঙ্কর তর্জ্জন-গর্জ্জন ও তীব্র তাড়না তাঁহার শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল। সে কহিল "রাজন্! মাজেন্দারাণ-বিজয়-সাধ কি মিটিয়াছে? সমর-সাধ ঘুচিয়াছে? আপনি কি কখন দেও সফেদের বিশ্বত্রাস বিক্রমের কথা শ্রবণ করেন নাই? আমি জীবিত থাকিতে কে এমন মহাবীর আছে যে, মাজেন্দারাণের উপর হস্তক্ষেপ করে!! আমি মোহমন্ত্রবলে অন্ত কোন্ ছার, স্বর্গস্থ নক্ষত্রনিকরকে মুহ্যমান করিতে সমর্থ। অন্যান্য নরপতিগণ যে উন্মাদ উদ্যম হইতে এতাবত কাল ক্ষান্ত রহিয়াছেন, আপনি কোন্ সাহসে তাহাতে অগ্রসর হইলেন? আপনি এক্ষণে নিঃসহায়, শক্তিশূন্য—বন্দী! আপনার হতাশ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে বা আপনার শোক-ক্লিষ্ট অন্তরকে প্রবোধ দিতে একটী প্রাণীও আজ এখানে উপনীত নাই। ভাবুন, আপনার কি শোচনীয় অধঃপতন! কি ভীষণ পরিণাম!!" বন্দী নরপতি নীরবে দৈত্য-তিরস্কার সহ্য করিলেন। অনন্তর সফেদ দেও ইরাণীয় বন্দীগণকে মাজেন্দারাণপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের রক্ষক স্বরূপ দ্বাদশ সহস্র শক্তিশালী দৈত্য-সৈন্য নিযুক্ত রাখিল এবং বন্দীদের মাত্র জীবন ধারণার্থ যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

কায়কাউস কঠোর কারাগারে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অবরুদ্ধ রহিলেন। কিন্তু তিনি বন্দী হইবার কালে জনৈক দূত দ্বারা আপনার দুরবস্থার সংবাদ জালের নিকট প্রেরণ করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি অনুশোচনার সহিত এই কথা বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমি আপনার

বাধা না মানিয়া মাজেন্দারাণে আসিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছি। আমার সৈন্যসামন্ত অধিকাংশ নিহত হইয়াছে। আমি এক্ষণে মাত্র কতিপয় অনুচর সহ বন্দী হইয়া কঠোর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যদি আপনি সুস্থ ও স্বাধীন থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন। আপনার সাহায্য ভিন্ন আমাদের আর মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। যদি এ কার্য্যে বিলম্ব ঘটে, তবে না জানি কোন্ দিন আমাদিগকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই ভীষণ বিষাদ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহামতি জাল শোকে, ক্ষোভে ও ক্রোধে অধীর হইয়া আপনার হস্ত দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই নিদারুণ দুঃখের কথা আর কাহারও কর্ণগোচর না করিয়া কেবল সংগোপনে রোস্তমকে ডাকিয়া চিন্তা-ক্লিষ্টবদনে কহিলেন, "পুত্র! মহানর্থ ঘটিয়াছে। আমাদের দেশাধিপতি কায়কাউস্ মাজেন্দারাণে দৈত্য-হস্তে অবরুদ্ধ। তিনি কষ্টে কারাগারে থাকিবেন, আর আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে কালক্ষেপ করিব? ইহা কখনই হইতে পারে না। তোমাকেই তাঁহার উদ্ধারার্থ অসি কোষমুক্ত করিতে হইবে। তোমার বায়ুগতি তুরঙ্গম রাখসকে তদ্দিকে ধাবিত করিতে হইবে। ঈশ্বর তোমাকে মহাশক্তিশালী বীর করিয়াছেন; অতএব তোমাকেই এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এক্ষণে বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত হইয়াছি। আমার শরীর দুর্ব্বল, হস্ত শিথিল হইয়াছে। গুরুতর যুদ্ধের পরিশ্রম করিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ অসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তুমি বর্ম্ম পরিধান কর, অস্ত্র গ্রহণ কর, তোমার রাজাকে কারামুক্ত করিয়া প্রকৃত প্রশংসা ও অমর সম্মানের অধিকারী হও।"

বীরপুঙ্গব রোস্তম পিতার অনুমতি নতমস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক চিন্তিত

সাথে কহিলেন, "মাজেন্দারাণ অতি দূরস্থিত দুষ্প্রবেশ্য দেশ! শুনিয়াছি, ইরাণপতির তথায় গমন করিতে ছয় মাস কাল অতীত হইয়াছিল। আমার ভয় হইতেছে, এই দীর্ঘ সময় পথে যাইতে যাইতে পাছে দুরাচার দৈত্যগণ তাঁহাকে মৃত্যুগ্রাসে পাতিত করে।" জাল ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মাজেন্দারাণ গমনের পথ দুইটী। প্রথমটীতে ছয় মাস লাগে, দ্বিতীয় পথটার নাম হপ্তখানা অর্থাৎ তদ্দ্বারা সাত দিবসে তথায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু এই পথটা অতীব বিপদসঙ্কুল, কষ্টময় এবং শোণিত-লোলুপ সিংহশার্দ্দূল-রাক্ষস-দৈত্য-সমাচ্ছন্ন। তদ্ভিন্ন সেই পথে মায়াবীগণের কুহকময়ী মায়াজাল বিস্তৃত থাকে। তাহাতে পতিত হইলে মানবের পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" তেজস্বী বীর কহিলেন, "তবে আমি এই পথই নির্ব্বাচন করিলাম। আমি দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় একাকী এই পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—মায়াজাল ছিন্ন করিয়া মাজেন্দারাণে যাইব এবং আমার বন্দী নরপতিকে উদ্ধার করিয়া জীবন সার্থক করিব।"

পর দিবস প্রভাতে বীরকুল-বরণীয় মহাবাহু রোস্তম বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার উপর আত্ম-ন্যস্ত করিয়া যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন এবং নতশিরে পিতৃপদে প্রণাম করিয়া প্রিয় অশ্ব রাখসোপরি আরোহণ পূর্ব্বক মাজেন্দারাণ গমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ বীর জাল, "তুমি ঈশ্বর-প্রসাদে যশোবিমণ্ডিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর," বলিয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। বীর-জননী রুদাবা অশ্রুসিক্তলোচনে চিন্তিত হৃদয়ে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তিনি মাতাকে মিষ্টবাক্যে বহু প্রবোধ দিলেন এবং অপর হিতৈষী বন্ধুদিগকে কহিলেন, "যে ব্যক্তি দেশরক্ষক নরপতিকে বিপদমুক্ত করণাভিলাষে সৎ সাহসে নির্ভর করিয়া বিপদরাশি মধ্যে ঝম্প প্রদান করে, করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহার রক্ষাকারী হন তাঁর মঙ্গ-

কোপরি ধারণ করেন, তাহার অস্ত্র জয়-চিহ্ন দ্বারা পরিশোভিত করেন।" ইহাই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধবদনে হপ্তখানা-পথাভিমুখে সতেজে অশ্ব চালনা করিলেন।

হপ্তখানা অর্থাৎ রোস্তমের মাজেন্দারাণ যাইবার সপ্ত দিবসীয় পথের কার্য্য-বিবরণ।

প্রথম দিবসের কার্য্য—ব্যাঘ্র-বধ।

বীরবর রোস্তমকে পৃষ্ঠে লইয়া তেজী তুরঙ্গম রাখস তড়িত্বেগে ধাবিত হইল। তাহার খুরাঘাতে ধূলিকন্বর দূরে নিক্ষিপ্ত, ধরাতল কম্পিত এবং পথিপার্শ্ব শব্দায়মান হইয়া উঠিল। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, অনর্গল অপ্রতিহত ও অক্লান্তগতিতে সমস্ত দিবাভাগ চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাখ্স একটী অরণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল। রোস্তম অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় সেই স্থলে একটী অরণ্যচর গর্দ্দভ (গোর) শিকার করিলেন এবং শুষ্ক তৃণ ও বৃক্ষশাখা সংগ্রহ করতঃ বর্শাগ্রভাগ-ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি-কণা দ্বারা প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নিতে মাংসখণ্ড সমূহ কাবাব (দগ্ধ) করতঃ পরমানন্দে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এই সময়ে রাখ্সের ক্লান্তি নাশ হওয়ায় তাহার রশ্মি শিথিল করিয়া দিলেন। অশ্ব তৃণ-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রোস্তম নিশাযাপনার্থ একটী সুরক্ষিত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন এবং মস্তক-নিম্নে তরবারি রক্ষা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই একটী ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র আসিয়া রাখ্সকে আক্রমণ করিল। তখন সেই বলশালী চতুর অশ্ব উচ্চৈঃস্বরে বজ্রকোলাহল

করিয়া পশ্চাতের পদ দ্বারা এরূপ ভীষণ-বেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল যে, পশুরাজ গভীর গর্জ্জনের সহিত ভূতলে পড়িয়া ছটপট করিতে লাগিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত অশ্ব পুনর্ব্বার তদুপরি পদস্থাপন করতঃ গলদেশ দন্তদ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ব্যাঘ্র যন্ত্রণায় উচ্চ নাদ করিয়া অবশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পশুদ্বয়ের তর্জ্জন-গর্জ্জনে রোস্তম নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখেন, মৃত ব্যাঘ্র সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব দণ্ডায়মান! তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তরঞ্জিত; চতুর্দ্দিকে তৃণগুল্ম উৎপাটিত ও উৎসাদিত! বীরবর রোস্তম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার আর ঘটনা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি কুপিত হইয়া আপনার সহচরকে কহিলেন, "নির্ব্বোধ রাখ্‌স! কেন তুই এরূপ অসম সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলি? কেন তুই ভীতিব্যঞ্জক উচ্চ ধ্বনি করিয়া আমাকে জাগরিত করিতে ভ্রান্ত হইয়াছিলি? যদি আজ ব্যাঘ্রের দশা তোর উপর ঘটিত, তাহা হইলে আমার এই যুদ্ধাস্ত্র সকল কে মাজেন্দারাণে বহন করিয়া লইয়া যাইত? জানি তুই নির্ভীক-হৃদয়; ভয় কাহাকে বলে, জানিস্ না; তথাপি ভয়াবহ ব্যাপারে-লিপ্ত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে! সাবধান, ভবিষ্যতে যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে তাহার সম্মুখীন হইতে বিরত থাকিয়া আমাকে জাগরিত করিবি।" ইহাই কহিয়া রোস্তম আবার শয়ন করিলেন এবং শান্তিপূর্ণ সুষুপ্তির সহিত নিশাভাগ অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তিনি রাখ্‌স-পৃষ্ঠে আসীন হইয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ছুটিলেন।

দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য—মরু-ভ্রমণ, অজগর-হত্যা।

যৌবনের নব বলে বলীয়ান অশ্বারোহীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অশ্ব পবন-গতিকে পরাস্ত করিয়া ছুটিতেছে। কিয়ৎক্ষণ গমনের পরেই একটী বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তরে উপস্থিত। এস্থলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে ঈষুৎ

প্রতপ্ত যে, বোধ হইল যেন সমগ্র প্রদেশ প্রজ্বলিত হুতাশনপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, ধূ ধূ করিতেছে, মায়াবিনী মরীচিকা তরতর কম্পিত হইয়া নয়নে ধাঁদা লাগাইতেছে। জলের লেশমাত্র নাই, বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই, কেবল উত্তাপ—দারুণ উত্তাপ। অশ্ব ও অশ্বারোহী অসহ্য তৃষ্ণায় অস্থির—উন্মাদপ্রায় হইলেন। জিহ্বা শুষ্ক, কণ্ঠনালী নীরস। প্রাণ যায় যায়। বীরবর এই অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ কামনায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা। হায় শান্তি কোথায়। অবশেষে অবসন্ন দেহে ভক্তিগদগদ চিত্তে পরমকারুণিক বিশ্বস্রষ্টার শরণাপন্ন হইলেন, তিনি সৎকার্য্য সাধনার্থ নিয়োজিত বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর যখন শক্তিশূন্য দেহে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পড়িয়া আপনার দুর্গতির জন্য বিলাপ করিতেছেন তখন অদূরে একটী হরিণ ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, সহসা দেখিতে পাইয়া তাহাকে দুঃখাবসানের অগ্রদূতী বিবেচনা পূর্ব্বক অভিনন্দন করিলেন। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটী নির্ম্মল-সলিল নির্ঝর-তীরে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রোস্তমের আনন্দের অবধি নাই, সুখের সীমা নাই, তাঁহার মুখমণ্ডল হর্ষ-বিকশিত হইল। জগদীশ্বরের অপার করুণায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া প্রবাহের স্নিগ্ধ বারি পান করিয়া এবং অশ্বকে পান করাইয়া শান্তিলাভ করিলেন। এক্ষণে বীরপুরুষ ক্ষুন্নিবারণের উপায় না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে একটী হরিণ জাতীয় জীবহত্যা করিয়া তাহার মাংস অগ্নিদগ্ধ পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে ভোজন করিলেন। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে তিনি অশ্বকে নির্ঝর পার্শ্বে চারণার্থ ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং শয়ন করিলেন।

নিশীথ সময়ে এক ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত! কোথা হইতে একটী সুবৃহৎ ও ভয়াবহ ভুজঙ্গম চতুর্দিক আলোড়িত করিয়া দেখা দিল। এই ফণীরাজ দৈর্ঘ্যে অশীতি গজ এবং এরূপ হিংস্রক ছিল যে, নরদৈত্য, হস্তিব্যাঘ্র কিছুই তাহার অবস্থিতি স্থানের নিকট দিয়া গতিবিধি করিতে সমর্থ হইত না; সকলকেই তাহার সর্ব্বনাশী গ্রাসমধ্যে আকৃষ্ট হইতে হইত। সেই বিরাটবপুঃ কাল সর্পকে ফণা বিস্তার পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আসিতে দেখিয়া অশ্বরাজ রাখ্‌স উচ্চ চীৎকার এবং এরূপ প্রচণ্ড প্রভাবে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিতে লাগিল যে, বীরবর রোস্তম শীঘ্র জাগরিত হইলেন এবং নিশ্চিতই কোন উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, অনুভব করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই নয়নগোচর হইল না; অজগর অদৃশ্য হইয়াছে। তখন প্রিয় অশ্বকে "অকারণে কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলি" বলিয়া মহাবাহু পুনঃ শয্যাশায়ী হইলেন। কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল; আবার সেই দৃশ্য—আবার ফণীরাজ আবির্ভূত হইয়া তড়িদ্বেগে অশ্বের দিকে আসিতে লাগিল। তখন রাখ্‌স বিপদ বুঝিয়া প্রভুর মস্তকের নিকট যাইয়া ভীতিব্যঞ্জক উচ্চ ধ্বনি করিল। রোস্তম তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, "এ তোর কেমন ব্যবহার রাখ্‌স? কেন তুই পুনঃ আমার শান্তির ব্যাঘাত করিলি? যদি কোন বিপদজনক ঘটনা উপস্থিত হয়, যদি কোন হিংস্র জীব বা নরশত্রু আসিতেছে দৃষ্ট হয়, তবেই তুই ভীতিপ্রকাশক উচ্চ নাদ করিবি, নতুবা নহে। যদি পুনর্ব্বার বিনা কারণে আমার বিশ্রাম-সুখের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে দেখি, তাহা হইলে এই সাংঘাতিক অস্ত্র তোরই দেহোপরি পতিত হইবে এবং আমি নিজেই আমার যুদ্ধাস্ত্র সমূহ বহন করিয়া একাকী মাজেন্দারাণে গমন করিব।" ইহাই কহিয়া বীর রোস্তম আবার শয়ন করিলেন।

রাখ্‌স যদিও পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বোধশক্তি ও প্রভুপরায়ণতা বিলক্ষণ ছিল। সে প্রভুর কঠোর তিরস্কার-বাক্যে ব্যথিত হইয়া এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, এবার যতই বিপদ ঘটুক, সে আর প্রভুকে জাগরিত করিবে না, প্রভুর পার্শ্ব হইতে এক পদও এদিক ওদিক যাইবে না! ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বুদ্ধিশীল পশু রোস্তমের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। অনতিকাল পরে আবার সেই দৃশ্য! আবার শন্‌শন্ শব্দে হেলিয়া দুলিয়া সেই প্রকাণ্ড ভুজঙ্গমের আবির্ভাব! তাহার প্রবল নিশ্বাসে যেন জ্বালাময় অগ্ন্যুত্তাপের অনুভূতি হইতে লাগিল। অহিরাজ মন্থর গতিতে ক্রমে অশ্বের নিকট-বর্ত্তী হইল। অশ্ব বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। প্রভুর নিদ্রা ব্যাঘাত জন্মাইব না, কিন্তু এই মহাসঙ্কট-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এ উভয় কার্য্য একযোগে কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে? রাখ্‌স প্রমাদ গণিতে লাগিল। অবশেষে বুদ্ধিমান রাখ্‌স প্রভুকে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া সর্পের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। রোস্তমকে গ্রাস করিবার ইচ্ছায় অজগর যেই অন্য দিকে যায়, সতর্ক অশ্বও অমনি তদ্দিকে যাইয়া প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করে। সহসা সর্প অধিকতর ক্রোধে ফণা আস্ফালন করিয়া অশ্বের অতি নিকটবর্ত্তী হইল, তখন রাখ্‌স উপায়ান্তর না দেখিয়া উচ্চ নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করতঃ অহি-রাজকে আক্রমণ করিল। রোস্তমও অশ্ব-রবে ত্রস্ততার সহিত আবার গাত্রোত্থান করিলেন। এবার আর বিরক্ত হইতে পারিলেন না, কিন্তু বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। তিনি জাগরিত হইয়াই দেখিলেন—কি লোমহর্ষণ কাণ্ড!—প্রিয় রাখ্‌সের সম্মুখভাগে একটী ভীমকায় অজগর ক্রোধে স্ফীত হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে, অশ্ব পদপ্রহারে কখন বা তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে সর্পকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রোস্তম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ স্বীয় অসি কোষমুক্ত করিয়া

সেই ভয়াবহ জন্তুর শরীরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার গাত্রস্পন্দনমাত্র হইল না; অজগরের শক্ত শল্কাচ্ছাদিত চর্ম্ম ভেদ করিতে তরবারি-ধার পরাভব স্বীকার করিল। অধিকন্তু সর্পরাজ ফণা আস্ফালন ও মুখব্যাদান পূর্ব্বক রোস্তমকে গ্রাস করিতে আসিল। তাহার অনলোপম বিষাক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া রোস্তম পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই সময়ে স্বীয় প্রভুকে বিপন্ন দেখিয়া চতুর অশ্ব সবেগে ধাবিত হইয়া গিয়া সর্পের গ্রীবাদেশ ভীষণ-রূপে কামড়াইয়া ধরিল এবং মাংস ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন রোস্তম উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বীরদর্পে কৃপাণাঘাত করিলেন। ফণীবর বিখণ্ডিত হইয়া স্পন্দহীন স্থির ভাব ধারণ করিল। তাহার রুধির-স্রাবে মৃত্তিকা রঞ্জিত হইল। এই ঘোর শত্রু ভুজঙ্গম-গ্রাস হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বীরবর প্রফুল্ল অন্তরে মহিমাময় মহীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মস্তক নত করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

দয়াময় শক্তিকেন্দ্র হে মাহাত্ম্য-রাশি!
কৃপায় রক্ষিলে আজি দীনের জীবন
মৃত্যুগ্রাস হ'তে। তুমি রক্ষা কর যারে,
দুর্দ্ধর্ষ সিংহের শক্তি, দৈত্যের প্রকোপ,
উত্তপ্তমরুভূ-ত্রাস, বিষাক্ত পবন,
কি করিতে পারে তার? হে প্রভাবময়!
যুগে যুগে দয়া যেন থাকে দীন প্রতি।

তৃতীয় দিবসের কার্য্য—মায়া-রাক্ষসী-সংহার।

কাল-সর্প-সংহারের কিছুক্ষণ পরে রজনীর অবসান হইয়া আসিল। পূর্ব্বদিকে ঊষা দেবীর শুভাগমনের পূর্ব্ব সূত্র দৃষ্ট হইল। তখন মহাবল

রোস্তম স্বীয় গৃহীত ব্রত উদ্যাপনার্থ পুনঃ প্রস্তুত হইলেন। তিনি প্রিয় অশ্ব রাখ্‌সের পৃষ্ঠে জিন বন্ধন পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুৎ বেগে ছুটিল। এই দিবস দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অশ্ব অতীব ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সায়ংকালে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রোস্তম আর অশ্ব-চালনা করিলেন না। বল্‌গা ত্যাগ করিয়া অবতরণ করিলেন। স্থানটী অতি মনোহর! চতুর্দ্দিকে শ্যামল সুন্দর তৃণক্ষেত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। মৃদুমন্দ পবন মধুর হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া শৈত্য বিতরণ করিতেছে। রোস্তম মুগ্ধ হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে তথায় উপবেশন করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার পথ-পর্য্যটন-জনিত ক্লেশ আর থাকিল না। প্রাণে আরাম পাইয়া তিনি মধুর স্বরে একটী সদ্ভাব-সূচক সংগীতালাপ করিলেন। সহসা এক অভাবনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য! একি রঙ্গালয়ে নিপুণ হস্তের পট-পরিবর্ত্তন? না মোহকরী যাদুবিদ্যার চমকপ্রদ বিকাশ? রোস্তমের কণ্ঠস্বর সেই নির্জ্জন বনভূমে প্রসারিত হইতে না হইতে, অক্ষি-পল্লব পড়িতে না পড়িতে, এক ভুবন-মনোমোহিনী সুর-সুন্দরীর আবির্ভাব হইল। যেন পৌর্ণমাসী নিশার পূর্ণ শশধর ভূতলে উদিত হইল। আহা সেই অকলঙ্ক রূপের জগতে তুলনা কোথায়? যুবতীর দীর্ঘ কোমল কুন্তল, গঠন-সৌষ্ঠব, বেশ-ভূষা, সকলই সুন্দর—সকলই হৃদয় মনোরঞ্জন। যুবতী যৌবন-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ রূপ-সাগরে টলমলায়মানা। আহা কিবে কি নয়ন, কিবে কি হৃদয়, যদি একবার সেই রূপ—সেই টলমল তনু—সেই ডগমগ ভাব দর্শন করা যায়! বিমোহিনী সুঠাম-সুন্দর দেহে হেলিতে দুলিতে, মধুর ভঙ্গিতে হাসিতে হাসিতে, মাধুর্য্য ছড়াইয়া, দিক্‌দশ মাতাইয়া মৃদুমন্দ পবনে রোস্তমের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। তাহার এক হস্তে পানপাত্র সম্বলিত সোরাহি, (মদ্যভাণ্ড) এবং অপর হস্তে একটী তম্বুরা বাদ্যযন্ত্র ছিল। সুন্দরী

অংসযুগল ভূতলে নামাইয়া রোস্তমের পার্শ্বে বসিয়া খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ রোস্তম—নারীরূপ-সাগরে মগ্ন রোস্তম চৈতন্যরহিত—উন্মত্ত। এই জনপ্রাণীহীন নিস্তব্ধ বনভূমে, বিশেষতঃ এই নিশাকালে যুবতী রমণী কোথা হইতে আসিল? তিনি একবারও এ চিন্তা করিলেন না। কিন্তু মোহ-বশে তাহার মদ্যভাণ্ড হইতে এক পাত্র মদ্য লইয়া পান পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিলেন। অতঃপর রোস্তম রমণীর আত্ম-বৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহলী হইলে রমণী কহিল, "আমি একটী সত্যানু-রাগিণী—সদা ধ্যান-ধারণা-নিরতা মহিলা, একাকিনী বনমধ্যে সাধন-কুটীরে বাস করি। আমার খাদ্যসামগ্রী আমি দৈব-প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমার কোনও বস্তুর অভাব নাই। যখন যাহা আবশ্যক হয়, তখনই তাহা প্রস্তুত পাই। আমি গীতবাদ্যামোদে সময় অতিবাহিত করি।" রমণী ইহাই বলিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতে আরম্ভ করিল। রোস্তম মহানন্দিত, তাঁহার কর্ণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি এমনি তন্ময় ও আত্মহারা হইলেন যে, আপনিও তৎ-সঙ্গে গানারম্ভ করিলেন। উভয়ের কণ্ঠস্বর সেই নির্জ্জন বনভূমি মাতাইয়া স্বর্গমার্গ প্রমোদিত করিল। সংগীত সমাপনান্তে মোহিনী রোস্তমের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি প্রথমতঃ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ব-নিয়ন্তার পবিত্র নামোচ্চারণ পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হই-লেন। কিন্তু শুনিবে আর কে? সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার প্রশংসাবাদ শ্রবণমাত্র রমণীর সৌন্দর্য্য মলিন ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও মসিবৎ হইয়া গেল। তখন রোস্তমের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বিস্ময়-চকিত-নেত্রে সেই অভাবনীয় কাণ্ড দর্শনে বুঝিলেন, এ যুবতী মানবী নহে, এ নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী দুরাচার দৈত্য অথবা কোন কুহকিনী পিশাচী। অতএব ইহার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। ইহাই স্থির করিয়া বীরবর ক্ষিপ্র-হস্তে কামান্দ (রজ্জু-ফাঁস) নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দৃঢ় ও

বন্দী করিলেন এবং কহিলেন পাপিয়সি! কে তুই, সত্য বল্। যদি অসত্যের অবতারণা করিস্, তাহা হইলে এই দণ্ডে গদা-প্রহারে তোর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব।" মায়াবিনী কম্পিতভাবে বলিল, "আমি এখন প্রকৃত কথাই বলিতেছি, আমি জনৈক মায়াবী-দুহিতা এবং মায়াবিনী। আপনি কৃপা করিয়া আমায় প্রাণদান করুন, আমি আজীবন আপনার পদসেবা করিব এবং আমা দ্বারা আপনি বহু উপকার পাইবেন।" রোস্তম কুহকিনীর কাতরতা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে বিশ্বাস করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করে, শত্রু সুযোগ পাইলে তাহারই প্রাণনাশ করিয়া থাকে। অতএব শত্রুনাশ করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তরবারি উত্থিত ও পতিত হইল এবং তৎসহ কুহকিনী চীৎকার করিতে করিতে খণ্ডিতদেহে ধরাতল সার করিল। এই কার্য্য সম্পাদনের পর রোস্তম শয্যাশ্রয় করিতে আর অণুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

চতুর্থ দিবসের কার্য্য—অমা-রাজ্যে প্রবেশ, দৈত্য-বন্দী।

প্রভুভক্ত অশ্ব প্রত্যূষে প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রোস্তম তৎক্ষণাৎ প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিল, যথাকালে একটী অপূর্ব্ব ময়দানে যাইয়া সমুপস্থিত হইল। ময়দানটী গাঢ় অন্ধকারাবৃত, কুত্রাপি আলোকের লেশমাত্র নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার সেই দিকেই স্তরে স্তরে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের প্রকাশ সেখানে হয় না, রাত্রিদিবার প্রভেদ বুঝা যায় না। তথায় নিবিড়তম ঘনীভূত অন্ধকারের একাধিপত্য—রাজত্ব। দৃষ্টিশক্তি সেই তমসাবৃত স্থানে অকর্ম্মণ্য। রোস্তম কোথায় যাইতেছেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিলেন,

সে নির্ব্বাচন ক্ষমতা রহিল না। অগত্যা অশ্ব-রশ্মি শিথিল করিয়া দিয়া অশ্বকে যদৃচ্ছা গমন করিতে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকাররাশি ক্রমেই তরল দেখিতে পাইলেন। অবশেষে অন্ধকারাবৃত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া একটী আলোকোদ্ভাসিত শস্য-শ্যামল স্থান পরিদৃশ্য হইল। রোস্তম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি প্রফুল্লবদনে গমনে ক্ষান্ত দিয়া তৃণক্ষেত্রে অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। সম্মুখেই একটী নানা জাতীয় নধর বৃক্ষরাজিপূর্ণ মনোরম উদ্যান! উদ্যানের চতুর্দ্দিকে কতবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ভ্রমর-গুঞ্জন, অলিকুল-ঝঙ্কার এবং বিহঙ্গ-কাকলী শ্রবণকুহরে মাধুরী ঢালিয়া দিতেছে! বৃক্ষশ্রেণী সুপক্ক সুরসাল ফলভরে অবনত। রোস্তম সাতিশয় আনন্দিত হইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সুস্বাদু ফল ভক্ষণ ও উদ্যান মধ্যস্থ পুষ্করিণীর জলপান করিয়া বিশ্রাম লাভার্থে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উদ্যানপাল আসিয়া উপস্থিত। সে নিদ্রিত যুবককে দেখিয়া বিরক্তির সহিত চীৎকার করতঃ তাঁহার পদে দণ্ডাঘাত করিল। রোস্তম জাগরিত হইলেন। উদ্যানপাল কহিল, "তুই কোন্ সাহসে আপনার অশ্ব শস্য-ভক্ষণে ছাড়িয়া দিয়া আপনি নিদ্রা যাইতেছিস্? তুই কি শুনিস্ নাই যে, প্রভূত শক্তিশালী দৈত্যরাজ আওলাদ এই উদ্যানের অধিপতি? তাঁহার ভয়ে সিংহব্যাঘ্র ও আকাশবিহারী পক্ষীকুল পর্য্যন্ত এ উদ্যানের ত্রিসীমায় আসে না। তোর যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোকে অল্পবয়স্ক যুবা বলিয়া দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু আওলাদ আসিলে তোর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। রোস্তম এতদ্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যানপালের কর্ণদ্বয় ধৃত ও উৎপাটিত করিলেন এবং তদীয় গণ্ডস্থলে এরূপ সতেজে চপেটাঘাত করিলেন যে, তাহার দন্ত-শ্রেণী ভগ্ন ও নাসিকা রক্তাক্ত হইয়া গেল। তখন বিকলাঙ্গ উদ্যান-

রক্ষক স্বীয় ছিন্ন কর্ণ হস্তে লইয়া শোণিতসিক্ত দেহে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর নিকট গমন করিল। আওলাদ তখন কতিপয় সহচর সহ প্রান্তরে শিকারে ব্যস্ত ছিল। সে উদ্যানপালের দুর্দ্দশা দর্শনে জিজ্ঞাসা করায়, জনৈক বর্ম্মাচ্ছাদিত, লৌহ-শিরস্ত্রাণ-পরিহিত নর কর্ত্তৃক সে নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইয়াছে, শুনিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইল। অনন্তর আপনার সহচরগণ সহ উদ্যানপালের নির্দ্দেশানুযায়ী আওলাদ উদ্যান মধ্যে রোস্তমের নিকট গমন করিল। বীরবর উদ্যানস্বামীর ভাবভঙ্গী দর্শনে অশ্বারোহণে সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়া আওলাদের সম্মুখীন হইলেন। মদগর্ব্বিত আওলাদ কহিল, "তুই কে? কোথা হইতে কোন্ পথে আসিয়াছিস্? কেন আমার এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আমার রক্ষককে অন্যায়রূপে বিকলাঙ্গ করিয়াছিস্? আমি এখনি তোর সমুচিত শাস্তি বিধান করিব।" বীরবর দৃঢ়তার সহিত কহিলেন "রে নির্ব্বোধ! আমার নামধ্বনি শ্রবণমাত্র তোর হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, তোর পিত্তকোষ গলিয়া যাইবে। শোন্ পামর! বিপদপূর্ণ হপ্তখানার পথে আমার অশ্ব চলিয়া আসিয়াছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে এবং স্বীয় বাহুবলে তিন দিবসের পথের যাবতীয় জঞ্জাল দূর করিয়া পথ নির্বিঘ্ন করিয়াছি। এক্ষণে চতুর্থ দিবসের পথের কণ্টক তুই; তোরে আজ বিনষ্ট করিয়া এই স্থান শবাপূর্ণ করিব।" আগন্তুক একেশ্বর অথচ তাহার এই নির্ভীকতার কথা শুনিয়া আওলাদ যুগপৎ ভীত, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অনুচরদিগকে রোস্তমকে আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিল। অমনি দৈত্যদল চতুর্দ্দিক হইতে বীরযুবাকে বেষ্টন করিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের অগ্রগামী বীর মুহূর্ত্ত মধ্যে রোস্তমের হস্তে নিহত হইল এবং অপর কয়েক জন চূর্ণিতদেহে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্টেরা হতাশে রণস্থল ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। আওলাদ বদ্ধ বন-পলায়িত মৃগের ন্যায়

চকিত নয়নে এদিকে ওদিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। কৌশলী রোস্তম দ্রুতগতিতে পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহার গলদেশে কামান্দ (রজ্জু-ফাঁস) নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশোষে ধৃত ও বন্দী করিলেন। বীরবর সেই অবস্থায় আও-লাদকে কিয়দ্দূরে একটী নির্ঝর-তটে লইয়া গিয়া বৃক্ষে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন; পরে বন হইতে একটী হরিণ শিকার করিয়া আনিয়া দগ্ধ পূর্ব্বক স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া সমস্তই আওলাদকে খাইতে দিলেন। পানাহারান্তে বীরকুলরত্ন সেই মুগ্ধ মারুত হিল্লোলিত নির্ঝর-তটে শয়ন করিয়া রজনী প্রভাত করিলেন।

পঞ্চম দিবসের কার্য্য—বন্দী ইরাণপতির অনুসন্ধান।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া মহাবীর শৃঙ্খলিত দৈত্য আওলাদকে কহিলেন; "যদি তুমি প্রতারণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে সত্য কথা বল, বিশ্বস্তভাবে সফেদ দেও, তাহার যোদ্ধৃবর্গের আবাস-স্থল এবং ইরাণেশ্বর কায়কাউস কোথায় বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছেন, প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রাণদান ও আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানে পরিতুষ্ট করিব। আর যদি কপটাচরণ কর, তবে তোমার অপবিত্র শোণিত এই দণ্ডে তোমার কুকর্ম্মের উত্তর প্রদান করিবে।" ইহাই কহিয়া রোস্তম রোষ-কষায়িতলোচনে আওলাদকে মারিতে উদ্যত হইলে সে কাতরকণ্ঠে কহিল, মহাভাগ! স্থির হউন, রক্ষা করুন, ক্রুদ্ধ হইবেন না। আপনার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হইবে। কোথায় রাজা কায়কাউস বন্দী আছেন এবং কোথায় সফেদ দেও ও তৎঅনু-চরগণের অবস্থান, এই মুহূর্ত্তেই তৎসমুদয় জানিতে পারিবেন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, সত্যের অপলাপ অণুমাত্রও করিব না। এক্ষণ

করুন, "ভীষণ অন্ধকারময় দুই অত্যুচ্চ পর্ব্বত-গহ্বরে সফেদ দেও রাজত্ব করে। পর্ব্বতোপরি প্রহরীরূপে বার শত দৈত্য সতত নিয়োজিত। তাহাদের দলপতি পোলাদ, বাইদ ও সিঞ্জা নামক দৈত্যত্রয়। যখন সফেদ দেও গমনাগমন করে, তখন পর্ব্বত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকে। তথাকার পথ অতীব বিপদসঙ্কুল। পর্ব্বত-সম্মুখে সুদূর-বিস্তৃত বালুকাকঙ্করময় উত্তপ্ত মরুভূমি। ক্ষিপ্রগতি মৃগও কদাপি সেই দুস্তর মরুস্থল অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। ইহার পরেই একটী তরঙ্গময়ী খরস্রোতা নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া পথিকের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। দৈত্যগণ এই তটিনী-তীর পরিব্যাপ্ত হইয়া মাজেন্দারাণ-গমন-পথ রক্ষা করিতেছে। আপনি একাকী কি সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন ?"

বীরপুরুষ মৃদুহাস্যে কহিলেন, "আওলাদ! এরূপ আশঙ্কা করিও না। তুমি আমাকে অনুসন্ধান দেও ও পথ প্রদর্শন কর, বিধাতার প্রসাদে এই ক্ষুদ্রশক্তি মানব একাকী কি কঠোর কার্য্য উদ্ধার করিতে পারে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। তুমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাদশাহ কায়কাউস সমীপে শীঘ্র লইয়া চল।" ইহা শুনিয়া আওলাদ দ্রুতগতি অগ্রগামী হইল; তেজস্বী বীর রোস্তমও অশ্বারোহণে তাহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কি অন্ধকারময়ী দুঃখের রজনী, কি লোচনানন্দদায়ক সুখময় দিবাভাগ, কোন সময়েই কঠোর ব্রতধারী রোস্তম নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পারিতেছেন না। তিনি অশ্রান্ত গমনে ক্রমশঃ যে যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ কায়কাউস পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এক্ষণে তাঁহার সাবধানতার সীমা নাই; তাঁহার চক্ষু-কর্ণ-মন চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রবণ করিতেছে, আর তিনি বায়ুবেগে চলিতেছেন।

রজনীর মধ্যভাগে এক স্থানে উচ্চ গোলমাল-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, সুদূর পর্ব্বতোপরি একটী প্রকাণ্ড দুর্গদ্বার; দ্বারের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকায় দুর্গটী সুস্পষ্টরূপে দূরস্থিত দর্শকের নয়নাকর্ষণ করিতেছে। রোস্তম উহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে আওলাদ নতমস্তকে কহিল, "উহাই মাজেন্দারাণপতির অবস্থান-দুর্গ। দেও সফেদের নিয়োজিত যোদ্ধৃবর্গ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত আছে।" রোস্তম আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "আওলাদ! তবে তো আমি কার্য্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি? আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই। রজনীর অবশিষ্ট ভাগ এখানেই যাপন করা যাউক। প্রাতঃকালে উঠিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিব।" বীরকেশরী ইহাই কহিয়া অশ্বত্যাগ করিলেন এবং অবিশ্বাসী দৈত্যকুলজাত আওলাদকে একটী বৃক্ষ-কাণ্ডে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক সতর্ক হইয়া শয়ন করিলেন।

ষষ্ঠ দিবসের কার্য্য—ইরাণেশ্বরের মুক্তিলাভ।

প্রভাতে আওলাদ বন্ধনমুক্ত হইল। সে আবার রোস্তমকে পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। আওলাদ কহিল, "হে যশস্বি! আমাদের সম্মুখভাগ ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল। আরজঙ্গ ও বেদরজ নামক দুই জন দুর্দ্ধর্ষ-শক্তিশালী দৈত্য পথের রক্ষকরূপে অদূরে অবস্থান করিতেছে। আমি অগ্রেই নিবেদন করিতেছি, আপনি সতর্ক হউন।" রোস্তম তৎশ্রবণে তুচ্ছভাবে হাস্য করিলেন এবং বিদ্যুৎবেগে অশ্ব চালাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন, আকাশ ভেদ করিয়া কড়কড় স্বরে অশনিপাত হইল! দশদিক কাঁপিল, নদী-পর্ব্বত ও উন্নত তরুরাজি দুলিয়া উঠিল! দুর্দ্দান্ত দৈত্য

আরজঙ্গ সহসা মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শ্রবণে ক্রোধে ফুঁসিয়া উঠিল এবং কম্পিত কলেবরে স্বীয় স্কন্ধাবার হইতে বহির্গত হইল। সে সম্মুখে রোস্তমকে দেখিয়া লোহিত-লোচনে তীব্র প্রতাপে আক্রমণ করিল। অপর দৈত্যগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। দৈত্যদলপতি বজ্রমুষ্টিতে রোস্তমের কটিবন্ধ ধারণ করিলে সেই অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী বীর তাহার গ্রীবাদেশে এরূপ আঘাত করিলেন যে, দৈত্যরাজ ছিন্নমূল বিটপীর ন্যায় লম্বমান ধরাশায়ী হইল। রোস্তম অমনি ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া দুরন্ত দৈত্যদল মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কি ভীষণ বাহুবল! কি বিশ্বত্রাস পরাক্রম!! এই অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে দৈত্যদল আর মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিল না, যে যেদিকে সুবিধা বুঝিল, পলাইতে আরম্ভ করিল। রোস্তমও নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন! তিনি প্রিয় অশ্ব রাখ্‌সকে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং দৈত্যমুণ্ড চূর্ণ করিতে করিতে অবশেষে পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইলেন। এস্থলে হৃদয়ে নব শক্তির সঞ্চার মানসে বীরবর একটী বৃক্ষ-তলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করণান্তর যে স্থানে ইরাণরাজ কায়কাউস সপার্ষদ বন্দী আছেন, আওলাদকে তথায় লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। আওলাদ পর্ব্বতের উচ্চ নিম্ন উপলময় বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া রোস্তমকে সঙ্গে লইয়া চলিল। নগরদ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তুরঙ্গবর রাখ্‌স এরূপ উচ্চ ধ্বনি করিল যে, চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইল। বন্দী নরপতি রাখ্‌সের হ্রেষা-রব বিদিত ছিলেন। তিনি এক্ষণে স্পষ্ট সেই স্বর শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সহযাত্রী বন্দী-দিগকে কহিলেন, "এ ধ্বনি তুরঙ্গমরাজ রাখ্‌সের। নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধারার্থ কোন মহাপুরুষ আগমন করিয়াছেন। আমাদের দুঃখের অবসান হইয়াছে।" কিন্তু তাঁহারা বাদশাহকে উন্মত্ত বা তাঁহার উক্তি স্বপ্নবৎ অলীক ভিন্ন কিছুই মনে করিলেন না। ফলতঃ শীঘ্রই সকলের

পথের নিরসন হইল। বীরবর মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্দীদিগের সম্মুখীন হইলেন। তখন দৈত্য-প্রহরীগণ নিদ্রিত ছিল, সুতরাং রোস্তমের গমনের কোন প্রতিবন্ধক হইল না। রোস্তমকে দেখিয়া বন্দীবৃন্দ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে সকলকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলেন। তখন ইরাণরাজ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতি দেখাইয়া বীর-যুবাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার এই অসমসাহসিকতা ও বিপুল অধ্যবসায়ের জন্ত শত শত ধন্তবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজ্যের সংবাদ, মহাবীর জালের কুশল, ও পথের অবস্থা জিজ্ঞাসিত হইলে রোস্তম একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলেন। কায়কাউস ও অপর সকলে তাহা শ্রবণ করিয়া চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ইত্যবসরে দৈত্য-প্রহরীগণ জাগরিত হইয়া ঘোর কোলাহলে রোস্তমকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। প্রচণ্ডবিক্রম রোস্তম ক্রোধে স্ফীত হইয়া এই অরাতিগণকে তৃণ-জ্ঞানও করিলেন না; প্রত্যুত তাহাদের সর্দ্দারকে (প্রধানকে) উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমি করুণাময় জগদীশ্বরের অনুকম্পায় দুরাচার আরজঙ্গের মস্তক ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তৎকালে আমার তীক্ষ্ণধার তরবারী সম্মুখে তাহার অনুগামী দৈত্যদল কেহই রক্ষা পায় নাই, তোরা কি তাহা দেখিস্ নাই? বিধাতা আমার বাহুদ্বয়ে অপরিমিত শক্তি দান করিয়াছেন। আমি সেই শক্তি-প্রভাবেই দৈত্যবংশ ধ্বংস করিতে এখানে আগমন করিয়াছি। যদি মৃত্যু ইচ্ছা করিস্, অগ্রসর হ। অন্যথা যদি আমার আনুগত্য স্বীকার করিস্, তবে প্রাণদান করিব। এতদুভয়ের যাহা তোদের অভিরুচি, তাহাই অবলম্বন কর, আমি প্রস্তুত আছি।" এই তেজ-বিতার কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যদলপতি ভীত হইয়া রোস্তমের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং অপর দৈত্যগণকে তথাবিধ কার্য্য করিতে উপদেশ

দিয়া নিরস্ত করিল। তখন দৈত্য-দলপতি অকান্ত বস্তকে রোস্তমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অপর যত ইরাণীয় বন্দী ছিল, সকলকে সম্মুখে উপস্থিত করিল। অনন্তর দৈত্যরাজ কহিল, "হে মহাত্মন্! যদি আপনি দুর্দান্ত দেও সফেদকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা চিরদিন আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া শরণাপন্ন থাকিব।" রোস্তম কহিলেন, "উতলা হইও না, তাহাই হইবে।"

অনতিবিলম্বে দৃঢ়ব্রত রোস্তম ইরাণপতি ও অপর সকলকে আশ্বস্ত করিয়া একাকী নিশাভাগেই সফেদ দৈত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথ-প্রদর্শক সেই বন্দী দৈত্য আওলাদ। বহুদূর গমন করায় পর দৃষ্ট হইল যে, হপ্ত কোহ্ অর্থাৎ সপ্ত পর্ব্বতের পুরোভাগস্থ বন প্রান্তে সহস্র সহস্র দৈত্য কলরব করিতেছে। রোস্তম আওলাদকে তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল "উহারাই দেও সফেদের সৈন্য। সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া প্রহরীর কর্ত্তব্য পালন করে এবং উত্তপ্ত দিবা-ভাগ নিদ্রাতে কাটায়। অতএব আপনি যদি দিবসে এই নিদ্রামগ্ন জীবদিগকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সহজেই জয়লাভ করিতে পারিবেন।" আওলাদের বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধে রোস্তম আর অগ্রসর হইলেন না, সূর্য্যের উদয়কাল পর্য্যন্ত সেই স্থলেই অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

সপ্তম দিনের কার্য্য—সফেদ দৈত্যবধ।

আওলাদের পরামর্শানুসারে রোস্তম পরদিবস সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগনে উদিত হইলে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন এবং রুদ্রতেজে সেই দৈত্যদল মধ্যে আপতিত হইলেন। দেখিলেন, দৈত্যগণ অধিকাংশ নিদ্রিত। যাহারা জাগরিত আছে, তিনি তাহাদিগের উপর অস্ত্র-সঞ্চালন

করিয়া শোণিত-তর্পণ আরম্ভ করিলেন। কোলাহলে শীঘ্রই সকলেই জাগরিত হইল এবং ব্যস্ততার সহিত অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রোস্তমকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল; তাঁহার শরীরে বর্ষার বৃষ্টিপাতের ন্যায় অস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাপ্রাণ রোস্তমের দৃক্‌পাত নাই—শঙ্কাশূন্য হৃদয়! তিনি একেশ্বর সেই সমস্ত অস্ত্রের সন্ধান ব্যর্থ করিয়া দিয়া এরূপ মহাবিনাশ আরম্ভ করিলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে রণক্ষেত্রে রক্ত-নদী বহিল। সম্মুখে যে পড়িল, তাহার আর পরিত্রাণ নাই, রোস্তমের তরবারি-তলে জীবন-লীলা সাঙ্গ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিল, তাহারা বীরবরের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ঘৃণিত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। এক্ষণে তিনি দেও সফেদের আবাসাভিমুখে চলিলেন। আওলাদের নির্দ্দেশানুসারে তিনি একটী দুর্গম গিরি-কন্দরের নিকটে উপনীত হইলেন; দেখিলেন কন্দরটী নরকতুল্য ভীষণ অন্ধকারময় স্থান! দৃষ্টিশক্তি তথায় অকর্ম্মণ্য! অগাধ সাহস-সম্পন্ন বীর সতর্কতার সহিত ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন কিন্তু সেই অভিশপ্ত অরাতিকুলের অস্তিত্ব অনুভূত হইল না। সহসা এক ভীষণ দৃশ্য তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। একটী সর্ব্বাঙ্গ-দীর্ঘ-লোমাবৃত বিকটাকার শুভ্র পর্ব্বত প্রমাণ প্রাণী অদূরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রোস্তম বুঝিলেন, এই বিরাট মূর্ত্তিই সফেদ দেও, সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কি লোমহর্ষণ ভীষণ আকৃতি! এমন দীর্ঘ আকৃতি তো কখন দেখি নাই! আকার যেরূপ বৃহৎ, বলও তদ্রূপ হওয়ার সম্ভব। ফলতঃ রোস্তমের অন্তরে কথঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি সেই দুর্ব্বলতা সংযম করিয়া হৃদয় বলসম্পন্ন করিলেন এবং সর্ব্ব শুভদাতা করুণাময় জগৎপাতাকে স্মরণ করিয়া দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান রহিলেন।

দৈত্যপ্রবর অনাহূত আগন্তুক বীরকে গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিয়া

বলিল, "তুই কি জীবন ধারণে ক্লান্তিবোধ করিয়া দৈত্যাবাস আক্রমণ করিতে আসিয়াছিস্ ? আমি অপরিজ্ঞাতভাবে তোকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তোর নাম কি ? পিতা কে বল ?"। তেজস্বী রোস্তম সদম্ভে কহিলেন, "রে দুর্ম্মতি ! ক্লান্তিনাশ করিয়া চিরশান্তি প্রদানার্থই আমি এখানে আগমন করিয়াছি, যথার্থ বটে। আমি ভুবনবিখ্যাত সাম-বংশাবতংস মহাবীর জালের তনয় রোস্তম। এক্ষণে পারস্যরাজ কায়কাউস মাজেন্দারাণে বন্দী আছেন। তাঁহার উদ্ধার সাধন এবং প্রতিহিংসা গ্রহণ, এই উভয় কার্য্য আমার উপর নির্ভর করিতেছে।" রোস্তম নীরব হইলেন। অভিশপ্ত দৈত্য মহাবীর সামের নাম শ্রবণে মনোবেদনায় ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় স্ফীত হইল এবং সম্মুখভাগে লম্ফ দিয়া পড়িয়া এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর বল পূর্ব্বক রোস্তমের উপর নিক্ষেপ করিল। রণ-ধুরন্ধর রোস্তম পশ্চাদাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিলেন এবং দ্রুত ধাবিত হইয়া গিয়া স্বীয় উজ্জ্বল তরবারি প্রবলবেগে ঘূর্ণিত করতঃ এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে দৈত্যের উরুদেশের অর্দ্ধাংশ ভেদ হইয়া গেল। আহত দৈত্য তখন অধিকতর রোষে হুহুঙ্কার ছাড়িয়া রোস্তমকে আক্রমণ করিল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরদ্বয়ের দাপটে গিরি-গুহা কম্পিত হইয়া উঠিল। উভয়েই রক্তাক্ত, উভয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, উভয়েই বিপন্ন—মহাচিন্তিত ! রোস্তম ভাবিতেছেন, "যদি আজ আমি বিধাতার কৃপায় রক্ষা পাই, তবে, আমার জীবন অক্ষয়—অমর ! কিন্তু এই দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অতীব কঠিন।" দৈত্য ভাবিতেছে, "কুক্ষণে আমি মাজেন্দারাণে গিয়াছিলাম। মাজেন্দারাণপতির আহ্বানই আমার এই সর্ব্বনাশের মূল। এক জনের উপকার করিতে গিয়া স্বেচ্ছায় আপনার বিনাশ আনয়ন করিলাম। হায় আমার জীবনের আশা আর কোথায় ?" এইরূপ বিজাতীয় চিন্তার ঘিন-বাসনে উভয়েই অধীর। কিন্তু যুদ্ধের

বিরাম নাই। উভয়েরই দেহ ঘর্ম্ম-সিক্ত-শোণিতাক্ত। উভয়েই অবসন্ন-শিথিলশক্তি! অবশেষে রোস্তমের দৃষ্টি হঠাৎ নিম্ন দিকে পতিত হইল; দেখিলেন, মৃত্তিকা-রাশি রক্ত-রঞ্জিত কর্দ্দমবৎ হইয়াছে, দৈত্যবরও কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও নির্গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে বীরবর হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, তাঁহার অস্ত্রাঘাত দৈত্যের পক্ষে নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়াছে। তখন তিনি নব বলে বলীয়ান হইলেন। অমিত সাহস, অপার আশা, অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা তাঁহার অন্তর আচ্ছন্ন করিল। তিনি মঙ্গলময় বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দৈত্যের কটিদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন এবং সতেজে শূন্যমার্গে তুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দুরাচার দৈত্য উত্থান-শক্তিহীন—স্পন্দনরহিত শব প্রায় হইল। তখন মহাবীর দ্রুত হস্তে খঞ্জরাঘাত দ্বারা তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিলেন। দুর্দ্দান্তের দুষ্টাশয়তার প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহার প্রাণ-বায়ু শূন্যে মিশিল এবং অপবিত্র দেহ খণ্ডগিরি সদৃশ সেই অন্ধকারময় স্থান অবরোধ করিয়া থাকিল।

অনন্তর বিজয়ী বীর গুহামুখ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখিলেন, কতকগুলি দৈত্য-শব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। রোস্তম আওলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের এ অবস্থা কে করিল?" আওলাদ কহিল, "ইহারাই দেও সফেদের স্বজনবর্গ। আপনি শুনিলে বিস্মিত হইবেন, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা প্রভাবে ইহাদের প্রাণের সহিত দেও সফেদ বীর প্রাণের এমন এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছিল যে, যত দিন দেও সফেদ জীবিত থাকিবে, তাহারাও ততদিন জীবন ধারণ করিবে। দেও সফেদের মৃত্যু হইলে তাহারাও তৎসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আপনি যে মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন, ইহারাও তদণ্ডে স্বতই শমন-করে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। যে সমস্ত অপর দৈত্য ছিল, তাহারা বিপত্তি দেখিয়া কম্পিতাঙ্গে পলায়ন করি-

য়াছে।" রোস্তম এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রকৃতই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইন্দ্রজালবিদ্যার কীদৃশী অনির্ব্বচনীয় বিমোহিনী শক্তি, তাহা তাঁহার এক্ষণে বিশদরূপে হৃদ্বোধ হইতে বাকী রহিল না। তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। অতঃপর এই মহাসঙ্কটে যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে তিনি বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্য কিছুই নহে, সেই মহিমাময় মহীশ্বরের উপাসনার্থ তিনি ভক্তি-পূতচিত্তে আপনার যুদ্ধ-সাজ—বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, কটিবন্ধ, তেগ-তরবারি প্রভৃতি উন্মোচন করিলেন এবং জল দ্বারা মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রক্ষালন (অজু বা অঙ্গশুদ্ধি) করিয়া একটী পবিত্র স্থান নির্ব্বাচন করতঃ সেই বিশ্বস্রষ্টার, সেই আধ্যাত্মিক শান্তিদাতার ধ্যানমগ্ন হইলেন।

প্রার্থনা সাঙ্গ হইল। মহাবীর গাত্রোত্থান করিয়া আবার স্বীয় বর্ম্ম, তীর, তরবারি, অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া সজ্জিত হইলেন। অশ্ব মাজেন্দারাণের দিকে ইরাণপতির উদ্দেশে ছুটিল। পথিমধ্যে আওলাদ তাহার কৃতকার্য্যের জন্য পুরস্কার প্রার্থী হইল। রোস্তম কহিলেন, "আওলাদ! বিচলিত হইও না, চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই অতঃপর মাজেন্দারাণের শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইবে। চল, যথাকালে সে কার্য্য সম্পাদন করিব।" অতঃ-পর ইরাণপতি কায়কাউসের সমীপে অশ্ব উল্লম্ফন করিতে করিতে উপস্থিত হইল; রোস্তম বাদশাহকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক প্রথমেই বিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। পরে যেরূপে তমোময় গিরি-কন্দরে প্রবেশ, সফেদ দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ও তাহার নিধন সাধন করিয়াছিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎসমুদয় বর্ণনা করিলেন। ইরাণরাজ বীরবর রোস্ত-মের অকুতোভয়তা, শৌর্য্য ও রণকুশলতার কথা শ্রবণ করিয়া অপরিমেয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং হর্ষোন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "বীরবর! তুমি

আপনার বাহুবল! ধন্য আপনার শস্ত্র-নিপুণতা!! ধন্য আপনার পিতা-মাতা!!! এরূপ অদ্বিতীয় তনয়রত্ন যাঁহাদের বংশোজ্জ্বল করিয়াছেন, আহা কে বলিতে পারে, তাঁহাদের জীবন কত সুখময়? ইহজগতে তাঁহারা স্বর্গের দেবতা অপেক্ষাও সুখী। আপনার ন্যায় মহাবীর আমার রাজ্যমধ্যে বিদ্যমান না থাকিলে, কে আর আমাদের উদ্ধার সাধন করিত? ফলতঃ আপনার আর প্রশংসা করিব কি? আপনার প্রশংসা অবর্ণনীয়, অপার্থিব ও অসাধারণ! এই ধরাতলে আপনিই আপনার তুলনা।"

কায়কাউসের পুনরভিষেক ও মাজেন্দারাণরাজের নিকট দূত প্রেরণ।

ইরাণীয় বীরবৃন্দের আজ আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহারা কারামুক্ত হইয়া হৃষ্টপ্রাণে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছেন। মহাবীর রোস্তম সর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল! কেননা তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, এবং বন্দী দেশাধিপতির ও তৎসহ অপর বন্দীবৃন্দের উদ্ধার করিয়াছেন। এ জগতে পিতৃভক্ত ও রাজভক্ত পুরুষের এতদপেক্ষা বিমল আনন্দ আর কি হইতে পারে? এই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে মহাপ্রাণ রোস্তম অনুচর দৈত্য-সেনাপতি যেদরঙ্গকে এক খানি স্বর্ণাসন আনিতে অনুমতি করিলেন। দৈত্যবর নতমস্তকে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। অনতিবিলম্বে একটী সভা আহূত হইল; ইরাণীয় যোধবৃন্দ ও যেদরঙ্গ প্রমুখ দৈত্যগণ সম্মিলিত হইল। মহোল্লাসে কায়কাউস সেই স্বর্ণাসনে রাজাধিরাজরূপে উপবেশন করিলেন। দক্ষিণভাগে মহাবীর রোস্তম আসীন, সেনাপতি যেও, গোস্তহাম, গোদর্জ্জ, তুস প্রভৃতি

যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অদূরে দৈত্যদলপতি বেদরক স্বীয় অনুচরবৃন্দ সহ নতমস্তকে দণ্ডায়মান। রাজ-সম্মান ও রাজোপহার প্রদানের ত্রুটি হইল না। মহাসমারোহ চলিতে লাগিল। বিজয়োল্লাসে ও আনন্দ-আপ্যায়নে সপ্ত দিবস অতিবাহিত হইল। অষ্টম দিবসে তাঁহারা অরাতি-বিনাশ-ব্যাপার সম্পূর্ণ করণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া ধাবিত হইলেন। নগর দগ্ধ ও দৈত্য-বংশোদ্ভব যাবতীয় প্রাণীকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। অতঃপর মন্ত্রণানুসারে ফরহাদ নামক জনৈক বিচক্ষণ দূত দ্বারা মাজেন্দারাণপতির নিকট বশ্যতা-স্বীকার প্রস্তাব করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ফরহাদ মাজেন্দারাণ-দরবারে উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান ও তাহার দৌত্য-কার্য্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিল। মাজেন্দারাণরাজ তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক সভাসদকে পত্র পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন। সভাসদ পত্র পড়িলেন—"সর্ব্ব প্রশংসা পরমপবিত্র জগদীশ্বরের। তৎপরে তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমার রাজ্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ বীরবর জালের তনয় মহাবীর রোস্তম একাকী হপ্তখানার পথের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়া আমাকে এবং আমার অনুচরদিগকে কারামুক্ত করিয়াছেন। রোস্তমের বীরত্বের তুলনা নাই। সেই অদ্বিতীয় শক্তিশালী যুবকের হস্তে হপ্তখানার পথিমধ্যে বিরাটকায় অজগর, সিংহশার্দ্দূল, দৈত্য-রাক্ষস, এমন কি তোমার এক মাত্র সহায় দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য সফেদও সবান্ধবে নিহত হইয়াছে। তাহার অঙ্গের চূর্ণ ভূমিসাৎ, বহু দৈত্য নিহত ও অনেকে আমার বন্দী ও বশীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি জানিও, রোস্তম সমরে কেহ জয়ী হইতে পারিবে না; রোস্তম বিশ্ব-বিজয়ী। যদি তুমি আপনার মঙ্গল কামনা কর, তবে অবিলম্বে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার প্রভুতা স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন কর; সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। অন্যথা তুমি

নিজে বিনষ্ট হইবে ও বহু ব্যক্তিকে অকারণ বিনষ্ট করিবে। তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই করিতে পার।"

মাজেন্দারাণরাজ পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ আরক্ত-লোচনে দূতকে কহিলেন, "এ ভয় প্রদর্শনে কি আমার হৃদয় বিচলিত হয়? দেও সফেদ মরিল, আরজঙ্গের প্রাণ গেল, তাহাতে আমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি আছে? আমার মন ও ভয়ে কম্পিত হয় না। আমার তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ শার্দ্দূল সম সহস্র সহস্র যোদ্ধপুরুষ আছে। তাহারা এক এক জন সহস্র সহস্র মানব-সন্তানকে তৃণের সমান সুদূর পর্ব্বত-শৃঙ্গে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ। তদ্ভিন্ন আমার বার শত প্রমত্ত রণ-হস্তী আছে। ইরাণপতি সেরূপ কয়টা হস্তী দেখাইতে পারেন? তিনি এক রোস্তমের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু সেরূপ বীর আমার এখানে শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে মুহূর্ত্তের অবসর না দিয়া ইরাণরাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিতে পারি। আমার রাজ্য সুদূর-বিস্তৃত, আমার যোদ্ধ-গণ অধিকতর তেজস্বী, আমি কায়কাউস অপেক্ষা সর্ব্বাংশে পরাক্রম-শালী। তবে আমি কি জন্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিব? আমি কুকার্য্য করিয়াছি যে, তাঁহাকে বিনষ্ট না করিয়া কারাগারে জীবিত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহাই তাঁহার পক্ষে মহাপুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে, বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। যদি তিনি মঙ্গল চান, তবে বলিও, এস্থান হইতে যেন সত্বর ইরাণ যাত্রা করেন। আমার সঙ্গে অকারণে বিবাদে লিপ্ত হইবেন না; যদি হয়েন, তবে এবার আর সশরীরে দেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না।"

এই উদ্ধত বাক্যে দূতের অন্তঃকরণ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইল। সে সত্বর প্রত্যাগত হইয়া ইরাণেশ্বরের সম্মুখে মাজেন্দারাণপতির ব্যবহার ও কল্পিত ক্ষমতার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল।

ইরাণপতি তৎশ্রবণে সকলকে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু বীরবর রোস্তম মাজেন্দারাণরাজের ঔদ্ধত্যে এতই বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার অরুণ-লোচনে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল, মস্তকের কেশরাশি তীরের ন্যায় উত্থিত হইল, ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বহিল। তিনি দশনে দশন ঘর্ষণ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ-করে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এত স্পর্দ্ধা! এত অহঙ্কার! ইরাণপতি! আমি স্বয়ং আর একবার দূতরূপে তাহার নিকটে গমন করিব। দেখি, সেই দুর্ম্মতি পিশাচের ইরাণপতির বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় কিনা!" বাদশাহ ইহা শুনিয়া অত্যধিক প্রীত হইলেন এবং মাজেন্দারণরাজকে পুনঃ অধিকতর ভীতি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন। লিখিলেন, "তুমি কুমতির বশবর্ত্তী হইয়া আমার প্রাধান্য স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইও না, যদি আমার প্রস্তাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন কর, তবে তোমার সৈন্যদের ও তৎসহ তোমার ছিন্ন মস্তক তোমারই দুর্গ-প্রাচীরে প্রলম্বিত করিয়া অবাধ্যতার দণ্ডবিধান করিব। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতেছি, যদি তুমি বুদ্ধিমান হও এবং যদি শীঘ্র একবার আমার দরবারে আগমন কর, তবে তোমার রাজ্য তোমারই থাকিবে। অন্যথা তুমিও থাকিবে না, তোমার সাধের মাজেন্দারাণও থাকিবে না।" পত্র মোহরাঙ্কিত হইল, বীরবর তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক অস্ত্র-শস্ত্র-ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে মাজেন্দারাণে যাত্রা করিলেন।

রোস্তমের দৌত্য ও মাজেন্দারাণ-জয়।

মহাবীর রোস্তম ঝটিকা-বেগে অশ্ব চালাইয়া নগরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলে মাজেন্দারাণরাজ অপর এক জন দূতের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। তিনি শুনিলেন, "দরবারে অপর এক জন দূত

আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, তিনি প্রমত্ত হস্তী সদৃশ বলবান। সেই সুগঠিত যুবক যুদ্ধাস্ত্র-ভূষিত, অশ্বারূঢ় ও আশ্চর্য্য রূপ-গুণ-সম্পন্ন।" মাজেন্দারাণরাজ তৎশ্রবণে তাঁহাকে অভ্যার্থনা করিয়া আনিতে কতিপয় যোদ্ধাকে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। চতুর রোস্তম তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় শক্তি প্রদর্শনার্থ পথি-পার্শ্বস্থ একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং বর্শার ন্যায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রসর হইয়া সজোরে তাঁহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। এতদ্ব্যাপারে শত্রুপক্ষের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিলেন, "আগন্তুকের এই কার্য্য স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব আমাদেরও নিতান্ত নীরব থাকা অকর্ত্তব্য।" ইহাই স্থির করিয়া জনৈক বীর স্ফীতবক্ষে অগ্রসর হওয়া রোস্তমের হস্তধারণ করিয়া সম্মিলন ছলে বল প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বীরবর রোস্তম হাস্য করিয়া এরূপ প্রতিচাপ প্রদান করিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন, চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল; ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অজ্ঞান হইয়া অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন।

মাজেন্দারাণরাজের কর্ণে এ সংবাদ অবিলম্বে পৌঁছিল। তিনি বুঝিলেন, এই আগন্তুক দূত নিঃসন্দেহ বীরবর রোস্তম। তখন তিনি আপনার প্রচণ্ড বিক্রমশালী বীরশ্রেষ্ঠ কালাহুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আগন্তুক দূত বড়ই বীরত্ব দেখাইয়াছেন। আমার প্রেরিত জনৈক বীরের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। আপনি যাইয়া তাঁহার বীরত্ব-গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া আসুন, ইহাই আমার অভিপ্রায়।" এই নির্দ্দেশানুসারে কালাহুর অহঙ্কারে বক্ষঃ ফুলাইয়া রোস্তম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অভ্যার্থনা ছলে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক রোস্তমের কর-পল্লব ধারণ করিয়া বল প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু চতুর-চূড়ামণি পারস্য

বুঝিয়া কালাহুর হস্ত এরূপ বজ্র-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইল এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্র-ভাগ হইতে শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। হতদর্প কালাহুর এই অপমান-পসরা মস্তকে লইয়া সত্বর মলিনমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মাজেন্দারাণরাজকে হস্তাঙ্গুলি দেখাইয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন, "রাজন্! এই দূত এক জন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইঁহার বীরত্ব-প্রভাব সহ্য করে, এরূপ বীর এ জগতে অতি বিরল। এই জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি, আপনি ইরাণেশ্বর কায়কাউসের প্রতিকূলে আর অস্ত্র ধারণ করিবেন না, কিন্তু তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া দেশে সুখ-শান্তির উপায় বিধান করুন। কেননা এরূপ অজেয় শক্তি, অপ্রতিহত কার্য্যতৎপরতা যাঁহার, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হওয়া বৃথা। তাহাতে আত্মনাশ ব্যতীত অণুমাত্রও লাভ নাই।" মাজেন্দারাণেশ্বর অবস্থা দেখিয়া ও কালাহুর কথিত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ শোকার্ত্ত, ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইলেন এবং দূতবরকে তাঁহার সম্মুখে আনয়নার্থ অনুমতি করিলেন। রোস্তম যথাবিধানে রাজ-সকাশে উপস্থিত হইলে মাজেন্দারাণরাজ নরপতি কায়কাউসের ও ইরাণসৈন্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন—

"সত্য বল মহারথি! তুমি কি রোস্তম
শৌর্য্য-নিকেতন, বিশ্ব-বিশ্রুত, অজেয়?
যার করে শ্বেত দৈত্য দৈত্য-কুলেশ্বর,
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর সম তেজস্বী, শুইলা
অনন্ত শয়নে আহা অকালে! এসেছ
পুনঃ কি দলিতে বলে মাজেন্দ্রাণাধীশে?"
উত্তরিলা হাস্যপূর্ণ আস্যে ধনুর্দ্ধর,
"নহি আমি সে বীরেন্দ্র রাজন্! সে তেজঃ

কণামাত্র নাহি মম দেহে। কিন্তু আমি
ভৃত্য তাঁর, পদাশ্রিত চির অনুগত!
এ নগন্য জন, অতি তুচ্ছ—শক্তিহীন,
কভু কি হইতে পারে যোগ্য সে পদের?
আমার সে প্রভু যোধকুল-বরণীয়,
অমিত-বিক্রমী শূর সাহসে দুর্জ্জয়!
বসুধা উজ্জ্বল তাঁর শুভ জন্ম হেতু।
ছার আমি তুলনায় তাঁর, এ জগতে
আছে কি সদৃশ তাঁর? সিংহ পরাক্রমী,
মাতঙ্গ প্রমত্ত, দৈত্য দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমী,
তৃণ কিংবা কীট সম সে বীর সকাশে!"

ইহা বলিয়া চতুরশ্রেষ্ঠ যোত্তম পত্র প্রদান করিলেন এবং ইরাশেখরের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলে, রোস্তমের শক্তি ও সাহসিকতাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিলে নিশ্চয় পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলে সুখ-শান্তির সীমা থাকিবে না; ইহা বিবিধ প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। ফলতঃ তাঁহার সে উদ্যম নিষ্ফল হইল। মাজেন্দারাণরাজ পত্র পাঠ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "আমি কি জন্য ইরাণরাজের অধীনত্ব স্বীকার করিব? কি জন্য তাঁহাকে ভয় করিব? আমার সৈন্যের অভাব নাই! বরং ইরাণপতি আমার অধীনত্ব স্বীকার করুন, সুখে থাকিবেন। অন্যথা আমার বিশ্বত্রাস সৈন্যদল যাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সেনাগণকে প্রান্তরের বৃক্ষের ন্যায় ছেদন করিয়া আসিবে। কায়কাউসের পিতৃপিতামহগণ শঙ্কাক্রমে মাজেন্দারাণ আক্রমণের সংকল্প কেহই কখন করেন নাই, তবে তিনি কোন্ সাহসে আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন? ইহা তাঁহার পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে।"

"আপনি সন্ধিবদ্ধ হইলে উভয় কুলের মঙ্গল হইত," বলিয়া বীরবর রোস্তম বিদায় হইলেন।

রোস্তম ইরাণেশ্বরকে মাজেন্দারাণরাজের কথা জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্র যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। স্বয়ং বাদশাহ ও অপর মহাবীর্য্য শস্ত্রালঙ্কৃত হইয়া, রণ-ডঙ্কা বাজাইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দৈত্য-সৈন্য ও প্রান্তর ছাইয়া ফেলিল। ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। জাল-নন্দন উগ্র মূর্ত্তিতে অগ্রগামী হইয়া শস্ত্র-সঞ্চালন পূর্ব্বক পলক মধ্যে শত শত বিপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারও উপর অস্ত্র-বৃষ্টির বিরাম নাই। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-কৌশলে তৎসমুদয়ের একটীও ফলপ্রদ হইতেছে না। বিপক্ষ-সৈন্য অধিকতর উত্তেজিত—অধিকতর রোষাবিষ্ট হইয়া ঘোরতররূপে চতুর্দ্দিক হইতে ইরাণীয়দিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহারাও বিবিধ তীক্ষ্ণ প্রহরণ প্রহার করিয়া রণক্ষেত্রে চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিলেন। সমরাঙ্গন উচ্ছ্বসিত বীচিমালা-সমাকীর্ণ সমুদ্র সদৃশ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। বিকট বৃংহণ, উচ্চ কোলাহল, ও হৃদয়-স্তম্ভন শস্ত্র-সংঘর্ষণ ধ্বনিতে প্রলয়-কালীন বিভীষিকার সৃষ্টি হইল! বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, ক্রমাগত সপ্ত দিবস ধরিয়া কঠোর যুদ্ধাভিনয় চলিল। তথাপি কোন পক্ষেরই সাহস, শৌর্য্য ও জলন্ত উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে না। কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভের কঠোরত্ব দর্শনে ইরাণেশ্বর অতীব বিচলিত হইলেন এবং নতজানু হইয়া সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টার নিকট ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ইরাণীয় যোদ্ধৃগণকে একে একে সম্বোধন করিয়া চিত্ত-চমৎকারিণী ওজস্বিনী ভাষায় প্রোৎসাহিত করিলেন। কায়কাউসের এই অসাধারণ বাগ্মীতায় যোদ্ধৃবর্গের সাহস, বিক্রম, ও দৃঢ়তা শত গুণে বর্দ্ধিত হইল! তাঁহারা দারুণ রোষে ও বিজাতীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হইয়া উন্মত্তবৎ দৈত্যদর্প চূর্ণ করিবার জন্য——তাহাদের রাজ্য দলিত, মথিত ও

বিধ্বস্ত করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। অষ্টম দিবসে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল, এই দিবস ইরাণীয় সৈন্যের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা ভীম বিক্রম সহকারে অরাতি-সেনার উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে দলিত ও উৎসাদিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রচণ্ডতার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে অরাতিগণ সমর্থ হইল না। তাঁহাদের অস্ত্র উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, এবং সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করিয়া নিম্নে পতিত হইতেছে। রণ-ক্ষেত্র শোণিত-সরোবর! কত শত হতভাগ্য দৈত্য খণ্ডিতদেহে তন্মধ্যে পতিত হইয়া ঘৃণিত জীবনের অবসান করিয়াছে। এই সময়ে ক্রোধান্ধ মাজেন্দারাণরাজ একটী মত্ত মাতঙ্গারোহণ করিয়া বজ্র-গম্ভীর নাদে রণ-স্থলে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ শুণ্ড সঞ্চালন করিয়া অরাতিদলনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর রোস্তম তরবারি-প্রহারে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং উল্লম্ফন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার রণকুঠারাঘাতে সেই প্রমত্ত মাতঙ্গ ও তাহার সহযোগী মাতঙ্গচয়কে বধ করিয়া অবশেষে মাজেন্দারাণপতির কটিদেশে সুতীক্ষ্ণ বর্শা বিদ্ধ করিলেন। পাপাচারী মাজেন্দারাণরাজ হা-হুতাশ ছাড়িয়া কম্পিতাঙ্গে ভূপতিত হইলেন, অমনি রণোন্মত্ত বীরবর সত্বরতার সহিত প্রচণ্ড সিংহনাদ ছাড়িয়া তাঁহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। অভাগার রণ-কণ্ডূয়ন চিরতরে শান্তি লাভ করিল। আর তাহার সৈন্যগণ? তাহারা ভূপতির দারুণ দুর্দ্দশা অবলোকনে বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু ইরাণীয় বীরবৃন্দ তখন সেই পলায়িত বিশৃঙ্খলীকৃত দৈত্য-ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দলিত, মথিত ও সন্ত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিদারুণ কৃপাণাঘাতে অধিকাংশ দৈত্য-সৈন্য শমন-পথের পথিক হইল। যাহারা বাঁচিল, তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া নতমস্তকে ইরাণেশ্বরের পদচুম্বন করিল। ইরাণের

বিজয়-ভেরী অরাতি-হৃদয়-মন বিত্রাসিত করিয়া গম্ভীর রোলে বাজিয়া উঠিল।

অনতিবিলম্বে বিজয়ী বীরগণ মহানন্দে নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং মাজেন্দারাণ-দুর্গ-প্রাকারের শীর্ষ-স্থানে ইরাণীয় জয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন। অনন্তর নৃপতি কায়কাউস বীরবর রোস্তম ও অপর সেনাগণ সহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকোষ হস্তগত করিলেন এবং সিংহাসনোপবেশন করিয়া রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। তৎ-শ্রবণে নগরস্থ নরদৈত্য নবীন-প্রবীণ সকলেই নরপতি কায়কাউসকে সভক্তি রাজানুরক্তি প্রদান করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা করিল না। এক্ষণে ইরাণেশ্বর ও তাঁহার যোধবৃন্দের, বিশেষতঃ রোস্তমের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দোৎসবে প্রমত্ত হইলেন। ইরাণরাজ শতমুখে বীরশ্রেষ্ঠ রোস্তমের রণ-কৌশল, বীরত্ব ও অকুতোভয়তার প্রশংসা করিলেন। এই সময়ে আওলাদকে পুরস্কার প্রদান-প্রতিশ্রুতির কথা রোস্তমের স্মরণ হইল। তিনি এ সম্বন্ধে আওলাদের বিশ্বস্ততার বিষয় ইরাণেশ্বরের গোচর করিলে নরপতি রোস্তমের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আওলাদকেই মাজেন্দারাণের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে সতর্ক করণার্থ কহিলেন, "আওলাদ! বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা এবং বহু শোণিত-বিনিময়ে অর্জ্জিত এই মাজেন্দা-রাণের কর্তৃত্ব তোমাকে প্রদান করিতেছি। তুমি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকিয়া ইরাণে রাজস্ব প্রেরণ করিবে এবং সতত সুবিচার দ্বারা প্রজা-পুঞ্জকে সন্তুষ্ট রাখিবে। যদি ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, যদি তুমি অকৃতজ্ঞ হইয়া বিরুদ্ধাচরণ কর, তাহা হইলে আমার কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইবে।" আওলাদ এতচ্ছ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "জাঁহাপানার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি প্রাণদান পাইয়াছি, অবশেষে আশাতিরিক্ত পুরস্কার রাজ্য-সম্পত্তি পাইয়া গৌরবান্বিত

হইতেছি। আমি কি এতই কৃতঘ্ন যে, এ অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া মহারাজের বিরুদ্ধাচরণ করিব? তাহা কখনই হইবে না—জানিবেন আসাহুদাস আওলাদের জীবন থাকিতে হইবে না।” ইরাণরাজ আওলাদের বাক্য শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া সদলবলে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। অগ্রে দামামা চতুর্দ্দিক তোলপাড় করিয়া চলিল, পরে পতাকাশ্রেণী সগৌরবে উড্ডীয়মান। তৎপশ্চাতে সৈন্য ও সেনাপতি রোস্তম, গেও, গোদর্জ্জ প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া ইরাণপতি কায়কাউসের অশ্ব ধাবিত হইল। মাজেন্দারাণের নব নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তা আওলাদও এ সঙ্গ ত্যাগ করিল না—সসৈন্যে কিয়দ্দূর পৌছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কায়কাউসের হামাওরাণাক্রমণ ও পুনর্ব্বন্দী।

মহাবীর রোস্তমের বাহুবলে ইরাণরাজ কায়কাউস বন্দিত্ব-মুক্ত ও রণজয়ী হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। রাজধানী রাজাগমনে উৎসবময় হইল। কায়কাউস মহাড়ম্বরে সিংহাসনারোহণ করিলেন। পারিষদ, প্রজাপুঞ্জ ও অপর সকলে বহু দিন পরে রাজদর্শনে প্রীত হইয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিল। বিচক্ষণ ইরাণপতিও সকলকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে তিনি আপনার সৈনিক পুরুষদিগকে তাঁহাদের বীরত্ব কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করিলেন। বীরবর রোস্তম সর্ব্বোচ্চ খেলাতে সম্মানিত হইয়া জাবলস্থানে পূজ্যপাদ পিতার নিকট প্রস্থান করিলেন।

এক্ষণে কায়কাউসের মাজেন্দারাণ-জয়-কাহিনী ও তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপের কথা দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি বিশ্ব-বিজয়ী ও তাঁহার শক্তি নরদৈত্য-দর্পহারী, একথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তরে দৃঢ়রূপে স্থান লাভ করিল। এই বিশ্বত্রাস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেক

নরপতি আতঙ্কিত-হৃদয়ে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বিবিধ মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। যিনি তাহাতে পরাঙ্মুখ, তাঁহার দুর্গতির ইয়ত্তা রহিল না। এই কারণেই বারবারস্তান-রাজ্য বিজিত ও তাহার বিদ্রোহী নরপতি রাজ্যচ্যুত হইলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? আত্মপ্রাধান্য সাধ্যপক্ষে কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। সহজে কেহ এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করে না। ক্ষুদ্র হামাওরাণ প্রদেশাধিপতির এই অবস্থা ঘটিল। তিনি ইরাণপতির বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তাহাতে কায়কাউসের রোষ-দৃষ্টি তদ্দিকে পতিত হইল। সেই নবোত্থিত অরাতিদলন জন্য তিনি অবিলম্বে সেনাদল পরিচালনা করিলেন। হামাওরাণরাজ তাঁহার গতি প্রতিরোধ মানসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণপণে শক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভের আশা না দেখিয়া সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইরাণ-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল।

অবরোধ কালে এক দিন কায়কাউস অবগত হইলেন যে, হামাও-রাণ-শাহের সুদাবা নাম্নী একটী অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী যুবতী কন্যা আছে। কন্যার আকৃতি দীর্ঘ, সুগঠিত, সৌষ্ঠবময় ও কোমলত্ব-ব্যঞ্জক। তাহার কেশপাশ নিতম্ব-চুম্বিত, ও মৃগনাভিবাসিত। নয়ন-নীলোৎপলে হাস্যচ্ছটা সতত বিরাজমান! বিমোহিনী যেন বিধাতার নিপুণ হস্তের একমাত্র নিখুঁত চিত্র! বলিতে কি, সেরূপ রূপ অবনী-তলে সুদুর্লভ ও সাদৃশ্য-রহিত। কায়কাউস হামাওরাণ-রাজকুমারীর এইরূপ অসাধারণ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। সেই সুর-সুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে হামাওরাণ-শাহ সমীপে এক জন দূত পাঠাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। হামাওরাণ-শাহ সেই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং বিরক্ত হইলেন। কিন্তু

তাঁহার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য নাই। তিনি এরূপ এক জন প্রতাপশালী, বিশেষতঃ তাঁহার উপর আক্রোশান্বিত এবং তাহার বিজেতা রাজার প্রতিকূলে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না; দূতকে বিনয়ের সহিত কহিলেন, "এজগতে আমার অমূল্য জীবন স্বরূপ মাত্র দুইটী প্রিয় পদার্থ বিদ্যমান আছে; একটী আমার স্নেহশালিনী কন্যা এবং অপরটী রাজ্যসম্পত্তি। একটী আমার হৃদয়ের শান্তি ও সান্ত্বনাদায়িনী এবং দ্বিতীয়টী আমার জীবিকার উপায় স্বরূপ। এতদুভয়ের একটীর অভাবে আমাকে জীবন্মৃত হইতে হইবে। তবে এ সম্বন্ধে আমি কন্যার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর প্রদান করিতে পারি।" ইহা শ্রবণ করিয়া দূত বিদায় হইল। অতঃপর হামাওরাণরাজ সন্তপ্ত হৃদয়ে দুহিতাকে ইরাণ-পতির প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধিমতী রাজনন্দিনী সুদাবা মৃদুস্বরে পিতাকে কহিলেন, "ইরাণেশ্বরের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, যদি আপনি বিপন্মুক্ত হয়েন, তবে তাহাতে আমার অণুমাত্রও আপত্তি নাই। আপনি অবিলম্বে একার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভ করুন, ইহাই আমার অভিপ্রায়।" কন্যার যুক্তিমূলক উত্তর শুনিয়া, প্রত্যুত আত্ম-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া হামাওরাণ-রাজ আপনার মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ইরাণেশ্বরকে বিবাহের সম্মতি-সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কাইকাউস্ এ শুভ সংবাদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে সেই হৃদয়-হারিণীর সন্দর্শন লাভার্থে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হামাওরাণাধিপতি কন্যাকে বহুমূল্য বিচিত্র বসন ও রত্না-লঙ্কারে সজ্জিত করিয়া কতিপয় চারুরূপিণী সঙ্গিনী সহ ইরাণপতির শিবিরে প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে অনেক অশ্বতর ও উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বিবিধ মূল্যবান উপহার ও এক দল সশস্ত্র অশ্বারোহী চলিল। হামাওরাণপতির মন্ত্রী-সমাজ অগ্রে যাইয়া ইরাণেশ্বরের সমক্ষে নতজানু হইয়া অভিবাদন

ও বিবরণ নিবেদন করিলে সুহাসিনী সুদাবা রূপচ্ছটায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গজেন্দ্রগমনে হেলিতে দুলিতে কায়কাউসের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কায়কাউস সতৃষ্ণনয়নে—উল্লাসাধীর-চিত্তে সেই অলৌকিক রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হৃদয় দুরু দুরু; অন্তর তরঙ্গায়িত, প্রাণ ধৈর্য্যহীন! নয়ন আর ফিরে না, যতই দেখে, ততই দেখিতে চায়, প্রবোধ মানে না। অবশেষে রাজাজ্ঞায় দেশের প্রথানুসারে অগোপে পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল; ইরাণরাজের-হৃদয়-সন্তাপ দূরীভূত হইল। তখন চকোর-চকোরী প্রাণ ভরিয়া শান্তি-সুখে সুধাপান করিবার অবসর পাইলেন।

হামাওরাণাধিপতির মন্ত্রিগণ ইরাণেশ্বরের প্রশস্ত খেলাতোপহারে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুর্গাবরোধ আর থাকিল না, কায়কাউসের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণ যথাস্থানে আগমন করিল। নগরে শান্তিস্থাপন হইল; প্রজাগণের গতিবিধির আর বাধা রহিল না। ফলতঃ এই বিবাহ-বন্ধন দ্বারা ইরাণেশ্বরের কোপানল নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু হামাওরাণ-রাজের অন্তর সুখী হইতে পারিল না। কি উপায়ে জীবন-স্বরূপিণী কন্যা পুনর্হস্তগত করিবেন, এবং তৎসঙ্গে ইরাণরাজকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন, তাহার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। হায়! নীচাশয়ের দয়া-ধর্ম্ম, স্নেহ-মমতা, বিবেক-লজ্জা সকলই তিরোহিত হইল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ক্রূরমতি কপটতার কঠিনাবরণে হৃদয়াচ্ছাদিত করিয়া অনেক উজির পাঠাইয়া কন্যা ও জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পতিব্রতা সুদাবা যেন দৈবাদেশ-প্রণোদিত হইয়া কহিলেন, "স্বামিন্! এ নিমন্ত্রণ শুভজনক বোধ হইতেছে না। আমার কুচক্রী পিতা সরলভাবে এ নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না। ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার স্বাভাবিক।

আপনি যদি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন, তবে আমার মনে হইতেছে, অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার অন্তর তথায় যাইতে কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। আপনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করুন—গমনে নিরস্ত হউন।" সুদাবা নীরব হইলেন, কিন্তু তাঁহার সতর্কতা ফলোপদায়ক হইল না, সরলচেতা নরপতি শ্বশুরের প্রতিকূলে বিরুদ্ধ ভাব গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি নব-পরিণীতা প্রণয়িণীকে হাস্যবদনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তাহা কি কখন হইতে পারে? তুমি কি ও প্রলাপ বকিতেছ! পিতৃসদৃশ শ্বশুর জামাতার অনিষ্ট করিবেন, অথবা কন্যাকে কষ্ট দিবেন, এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিলেও যে মহাপাপ অর্শে! তোমার রসনা সংযত কর, পিতার প্রতিকূলে আর একটীও কথা বলিও না। চল উভয়ে গমন করি। আমাদের গমনে তোমার পিতৃ-ভবন উৎসবপূর্ণ হইবে, তিনি এবং তোমার মাতৃদেবী যারপর নাই সুখী হইবেন।"

ভ্রান্ত কায়কাউস যথাসময়ে সস্ত্রীক এবং প্রবীণ-প্রধান অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে শ্বশুরালয়ে চলিলেন। দুর্গদ্বারে উপনীত হইলে হামাওরাণরাজ প্রফুল্ল অন্তরে সমধিক সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জামাতাকে গ্রহণ করিলেন। সঙ্গিনীগণ-পরিবেষ্টিতা কন্যার পদার্পণে অন্তঃপুর আনন্দপূর্ণ হইল। জামাতার মনোরঞ্জনার্থ হামাওরাণরাজের আকিঞ্চন, তৎপরতা, সদাব্যস্ততা দেখে কে? তিনি জামাতাকে একটী বিচিত্র কারুকার্য্যময় কক্ষে বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইলেন। যত্নের সীমা নাই, সেবার ত্রুটি নাই, হাস্য-পরিহাস, গীত-বাদ্য, আনন্দোৎসব বর্ণনাতীত। ইরাণপতি উপাদেয় পানাহারে সুখের সাগরে ভাসমান—আত্মহারা! যেন রঙ্গালয়ের পট-পরিবর্ত্তনের সহিত প্রতিক্ষণে নব নব দৃশ্য তাঁহার নয়ন-মন বিমুগ্ধ করিতেছে। এই অবস্থায় সপ্ত দিবা অতিবাহিত হইল। অষ্টম দিবস রজনীতে আর একটী

অভিনব দৃশ্য। এ দৃশ্যে আমোদোৎসব নাই—মাধুর্য্য নাই—প্রীতি-সম্ভাষণ নাই; কিন্তু আছে নিরানন্দ, কঠোরত্ব, নীচাশয়ত্ব, আর পাশবত্ব! সেই নির্ম্মল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সহসা ইরাণরাজের কর্ণ-কুহরে ভীষণ রণ-দুন্দুভি-ধ্বনি ও শ্রবণভৈরব উচ্চ নাদ প্রবিষ্ট হইল। পরক্ষণেই দেখেন, বহুসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য সংহার মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। হায় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শত সহস্র জনে নতমস্তকে যাঁহার পদসেবা করিতেছিল, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল, চিত্ত-বিনোদনার্থ বহুবিধ আমোদোৎসবের অবতারণা করিতেছিল, যাহাকে উপাদেয় পান-ভোজনে পরিতুষ্ট করিবার জন্য অত্যধিক প্রয়াস পাইতেছিল, নিষ্ঠুর সৈন্যগণ দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই মহামান্য ইরাণেশ্বর কায়কাউসকে ধৃত ও বন্দী করিল। তাঁহার সহগামী নিরস্ত্র যোধবৃন্দ—তেজস্বী সেনাপতি গেও, গোদর্জ, তুস প্রভৃতি বন্দী হইলেন। তাঁহার শিবিরশ্রেণী লুণ্ঠিত ও ধনরত্ন গৃহীত হইল এবং সৈন্যগণ নেতাবিহীন হইয়া মনোবেদনায় ইরাণাভিমুখে পলায়ন করিল।

অনন্তর দুরাত্মা হামাওরাণপতির আজ্ঞাক্রমে বন্দীগণ একটী সুরক্ষিত উচ্চ গিরিদুর্গে অবস্থান জন্য প্রেরিত হইলেন। তথায় তাঁহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিবার জন্য প্রহরী স্বরূপ সহস্র সংখ্যক শক্তি-শালী সাহসী সৈনিক পুরুষ নিযুক্ত হইল। মোহমুগ্ধ কায়কাউসের এক্ষণে চৈতন্যোদয় হইল, তিনি বুঝিলেন, ইহা তাঁহার প্রাণাধিকা প্রণয়িণীর বাক্যাবহেলনের এবং তাঁহার নিজের বিশ্বাস-প্রবণতার বিষম বিষময় ফল। তিনি বুঝিলেন এবং অনুশোচনায় তীব্র দংশনে অস্থির হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রিয় পাঠক! এক্ষণে প্রশ্ন করিতে পারেন, সেই নরকুলগ্লানী চিরঘৃণ্য পাষণ্ড হামাওরাণরাজের—বিশ্বাসঘাতকতার পাপ-মন্ত্র-প্রণো-

জিত নারকী শয়তান হামাওয়াণরাজের দুহিতা সুদাবার কি হইল? কোন্ পথ অবলম্বন করিল সেই ক্রুরকর্ম্মা পিশাচনন্দিনী পিশাচী? নিশ্চয়—নিশ্চয় সে শোণিত-সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই! কিন্তু না—না পাঠক! এরূপ বিপরীত ধারণা হৃদয়ে স্থানদান করিবেন না; রসনা সংযত করুন—শুনুন। সুদাবা পাষাণ-হৃদয়া পিশাচী নহেন, সুদাবা দেবী! সুদাবা মরজগতে প্রীতিদায়িনী পুণ্যময়ী প্রতিমা! ঐ দেখুন, এই দারুণ দুর্ঘটনায়—তাঁহার দুষ্কর্ম্মান্বিত পিতার পৈশাচিক ব্যবহারে তাঁহার কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! ঐ দেখুন, আলু-লায়িত-কুন্তলা অশ্রুসিক্তা সুদাবা ম্রিয়মাণা, অধীরা, শোকমগ্না! তাঁহার সে উজ্জ্বল লাবণ্য আর নাই! তাঁহার সান্ত্বনা কোথায়? পিতার সহস্র প্রবোধ বাক্যে—অনুরোধ-আপ্যায়নে কর্ণপাত করিতেছেন না—শান্ত হইতেছেন না। কিন্তু কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে কহি-তেছেন, "সতীর পতি-বিরহে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। আমার এ যন্ত্রণাময় জীবনে আর প্রয়োজন কি?" এই শোকময়ী ভারতী নিষ্ঠুর পিতার মর্ম্মস্পর্শ করিল না,—অন্তর স্নেহার্দ্র হইল না। পরন্তু সেই দুর্দ্দান্ত দানব অপত্য-স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া স্নেহের কন্যাকে সেই দুর্গম গিরিদুর্গে বন্দী নরপতির সহিত শোকোচ্ছ্বাসে আকাশ বিদীর্ণ করিতে প্রেরণ করিলেন।

হায় পাপাবতার বিশ্বাসঘাতক! হা নরাধম! কপটাচারী পাষণ্ড শয়তান! এই কি তোমার জামাতৃ-কন্যা-অভিনন্দন? এই কি তোমার স্নেহমমতার নিদর্শন!! পিশাচ! এ জগতে তোমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইতে পারে, সপ্ত সাগরের জলরাশি বর্ষণেও তোমার কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত না হইতে পারে, কিন্তু পর-জগতে যে তোমার ভাগ্যে কঠোর যন্ত্রণা—মর্ম্মভেদী শেলাঘাত—অবিশ্রান্ত নরক-নিবাস, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হায়রে সংসার! হায় মানব-জীবন!—
অমূলক তুচ্ছ অতি, জলবিম্ব সম
এই আছে, এই নাই! কিসের গৌরব?
তথাপি মোহান্ধ নর বাসনার দাস!
বন্ধুত্ব, প্রণয়, সুখ, শোণিত-সম্বন্ধ,
পারে কি রিপুর গতি ফিরাইতে ভবে?
কভু নয়, কভু নয়। কৃতঘ্নতা-পাপ
প্রবল জগতে সর্ব্বোপরি;—অট্টহাসে
নাচে আত্ম-পর কাছে। নিরাপদ কেথা
বিপত্তি-বিবাদ-ঝড়পূর্ণ ধরাতলে?

—:*:—

আফ্রাসিয়াবের ইরাণাধিকার ও কায়কাউসের মুক্তিলাভ!

কায়কাউসের সপার্ষদ কারাবন্ধন-সংবাদ শীঘ্রই দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নরপতি ইরাণ হস্তগত করিবার জন্ত ব্যগ্রচিত্তে সূচনা করিতে লাগিলেন। তুরাণরাজকুমার আফ্রাসিয়াব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও পূর্ব্বাবধি ইরাণের সিংহাসন-লোলুপ ছিলেন। একণে তিনি সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধি-সর্ত্ত আর স্থির রাখিলেন না, ক্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্ব্বক বিশাল বাহিনী সহ প্রচণ্ড বিক্রমে শীঘ্র ইরাণে আপতিত হইলেন এবং পল্লীর পর পল্লী, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ক্রমশঃ বিলুণ্ঠিত, বিজিত ও বিধ্বস্ত করিতে করিতে মাসত্রয় মধ্যে ইরাণ-রাজধানীতে উপনীত হইলেন। রাজধানী বিনা রক্তপাতে অধিকৃত হইল। কেননা ইরাণীয় সৈন্ত ও প্রজামণ্ডলী আফ্রাসিয়াবের আগমনে

ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। কেবল কয়েক জন স্বদেশের শক্তিশালী প্রিয় সন্তান অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইয়া জাবলস্তানে পলায়ন করিলেন। বীরবর রোস্তমের আতিথেয়তায় তথায় তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভাব হইল না।

উল্লিখিত পলায়িত ব্যক্তিবৃন্দের মুখে রোস্তম ইরাণের অবস্থা, কায়কাউসের পুনর্বন্ধন, ও আফ্‌রাসিয়াবের ইরাণাধিকারের কথা অবগত হইয়া সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, স্বীয় দেশাধিপতিকে পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। এই কার্য্য সম্পাদনাভিপ্রায়ে বীরবর প্রথমতঃ বিভিন্ন স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পরে সহজে কার্য্যোদ্ধারের জন্য হামাওরাণরাজের নিকট জনৈক চতুর দূত-হস্তে পত্র পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, যদি পত্র প্রাপ্তিমাত্র নরপতি কায়কাউস ও অপর ইরাণীয় বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান ও সসম্মানে ইরাণে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি তৎপ্রতি চির সন্তুষ্ট থাকিব এবং আমার দ্বারা তাঁহার ইষ্ট ব্যতীত কখন অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইবে না। কিন্তু ইহার অন্যথা করিলে তাঁহাকে দেও সফেদ ও মাজেন্দারাণের মায়াবী রাজার অবস্থাভাগী হইতে হইবে। আমি তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট, রাজ্য বিধ্বস্ত এবং তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া অভীপ্সিত ব্রত সম্পন্ন করিব। অতএব যদি তিনি আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অণুমাত্রও ইতস্ততঃ করিবেন না। এই প্রস্তাবে হামাওরাণরাজের অন্তঃকরণে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার হইলেও তিনি অপমান বোধে উদ্ধতভাবে উত্তর দিলেন যে, যদি রোস্তমও কায়কাউসের ন্যায় সমদশাপন্ন হইতে বাসনা করেন, তবে তিনি যত শীঘ্র অভিলাষ করেন, এখানে আগমন করুন। তিনিও আমার কারাগারে সাদরে গৃহীত হইবেন।

এই অবজ্ঞাব্যঞ্জক উত্তর পাইয়া রোস্তমের সর্ব্বাঙ্গ যেন অগ্নি-সংযোগে

প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে উৎসাহ-প্রদীপ্ত হৃদয়ে সংগৃহীত যোধগণ সহ বহির্গত হইলেন। হিংস্র প্রাণী-সমাকীর্ণ অরণ্য, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দুরবগম্য মরুস্থল, এবং কত নদনদী অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি হামাওরাণ সীমান্তে উপনীত হইলেন। হামাওরাণরাজ দুৰ্দ্ধর্ষ আততায়ীর আগমন সংবাদে এবং তদীয় তেজস্বী সৈন্যগণের সিংহনাদ শ্রবণে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া সত্বর আপনার সৈন্য চালনা করিলেন। সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হামাওরাণরাজের সৈন্যগণ অতীব সাহস ও বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? প্রজ্জ্বলিত হুতাশন-মুখে শুষ্ক তৃণ কতক্ষণ অক্ষুন্ন থাকিতে পারে? বীরবর রোস্তমের প্রচণ্ড বিক্রম তাহারা সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা হতবীর্য্য ও সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নোদ্যত হইল। হতাশ হামাওরাণরাজ তখন নয়নে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইল। মান যায়, সম্ভ্রম যায়, ধনপ্রাণ-রাজ্য সকলই ধ্বংসোন্মুখ! কি করিবেন? অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্তপ্ত হামাওরাণরাজ ব্যাকুলভাবে মিসর ও বারবরিস্তানপতির আনুকূল্যপ্রার্থী হইলেন। অবিলম্বে এই উভয় রাজ্যের সম্মিলিত শক্তি হামাওরাণরাজের সৈন্যের সহিত অধিকতর সাহস ও বিক্রমে রোস্তমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। রোস্তম একাকী সেনাপতি ও তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও মুষ্টিমেয়, পক্ষান্তরে ত্রি-শক্তির সমাবেশ—রণক্ষেত্র অরাতিগণ পঙ্গপালের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু হামাওরাণরাজ মহাবীর রোস্তমের তেজোবীর্য্যভরা বিরাট মূর্ত্তি, ও সৈন্য-পরিচালন-শক্তি দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় গতিশক্তিহীন—স্থিরভাব ধারণ করিলেন; তাঁহার সৈন্যগণও তদবস্থাপন্ন! এদিকে মহামতি রোস্তম আপনাকে সৎকার্য্য-

সাধনার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন ভাবিয়া নির্ভয়—বিকাররহিত! সংখ্যাতীত শত্রুসৈন্য দর্শনে তাঁহার গাত্র-স্পন্দনও হইল না! তিনি বিশ্বস্ত হৃদয়ে ভাবিলেন, "পরমদয়ালু বিশ্বপতি সহায় থাকিলে এক জনের বিপক্ষে শত সহস্র শত্রু সমবেত হইলেও কি হইতে পারে? সংখ্যাধিক্যে কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয়? সহস্র মেষ কি এক শার্দ্দূলের ভয়ে সঙ্কুচিত নহে? আমি বিধাতার অনুগ্রহে এই সমস্ত অরাতি-সৈন্য ধূলিকণারূপে পরিণত করিব—অণুপরমাণুতে বিলীন করিয়া দিব।" অনন্তর রোস্তমের রণভেরী বাজিল; তিনি প্রিয় অশ্ব রাখ্‌সোপরি আরোহণ করিলেন এবং সিংহ-বিক্রমে শত্রুব্যূহ মধ্যে পতিত হইয়া ভীষণরূপে নরহত্যা আরম্ভ করিলেন। কত মস্তক দেহচ্যুত হইল, তাহার সংখ্যা নাই। হামাওরাণরাজ স্তম্ভিত! তাঁহার সৈন্যগণ শঙ্কিত! মুখ ম্লান, হস্ত শিথিল! আর এক পদও অগ্রসর হইতে সাহস হইল না; সকলেই ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়নোদ্যত হইল। মিসরাধিপতি তাহাদের এই কাপুরুষতা সন্দর্শনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বয়ং বীরবরের বীরত্ব-বহ্নি নির্ব্বাণ করণার্থ সরোষে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আস্ফালন প্রারম্ভেই নিস্তেজ হইয়া গেল। গমনমাত্র রোস্তমের গুরু গদা তাঁহার মস্তকে পতিত হইল! তাহাতে বৃথাগর্ব্বিত মিসররাজ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর রোষানল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পলায়নের পন্থানুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহার অনুকূলতা করিল না। কারণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত প্রতিদ্বন্দ্বীর নিক্ষিপ্ত কামান্দে তিনি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নিম্নে পড়িয়া গেলেন। তখন মহাবাহু রোস্তম ধূল্যবলুণ্ঠিত মিসররাজকে ধৃত ও বন্দী করিয়া আপনার অন্যতম সেনাপতি বাহ্‌রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বাহ্‌রাম হস্তপদ মিসরেশ্বরকে বন্ধন করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন।

এই বিজয়-ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, যুদ্ধশার্দ্দূল রোস্তম বারবরিস্তান-শাহের পরিচালিত সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন এবং জুয়ারা নামক জনৈক সাহসিক সেনার সহায়তায় তিনি শীঘ্রই তাহাদের বিলোপ সাধন করিলেন। বিপন্ন বারবরিস্তানাধিপতি প্রমাদ দেখিয়া কতকগুলি অনুচর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছিলেন। রোস্তম তদবলোকনে শিকার-লুব্ধ বাজপক্ষীর ন্যায় অশ্ব চালাইয়া তদুপরি আপতিত হইলেন এবং হতবীর্য্য শাহ্‌কে ও তৎসহ তাঁহার চল্লিশ জন প্রধান যোদ্ধাকে ধৃত ও বন্দী করিলেন। এক্ষণে হামাওয়াণরাজের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল—চৈতন্যোদিত হইল। তিনি এই ভয়াবহ পরাভব-ব্যাপার সন্দর্শনে ও তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা সমূলে বিনষ্ট হইল,অবধারণে তিনি ভীতচিত্তে ত্বরায় রোস্তমের নিকটে জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত রাজাজ্ঞানুসারে বন্দী ইরাণপতি ও তাঁহার সহযাত্রীদিগকে মুক্তি প্রদান এবং তাঁহার যাবতীয় লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাবে শান্তি প্রার্থী—ক্ষমাপ্রয়াসী হইলেন। কেবল তাহাই নহে, প্রাগুক্ত রাজাত্রয়ের সেনাদলও এ বিষয়ে সাধ্য-সাধনা করিতে ত্রুটি করিল না। স্থিরধী রোস্তম চিরশান্তিকামী! তিনি হাস্যবদনে তাহাদের প্রার্থিত প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তাঁহার রুষ্ট ভাব অপনীত হইল, অসি কোষনিবদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "আমি ইরাণপতি ও তাঁহার সহযাত্রীদিগের স্বাধীনতা ব্যতীত অপর কিছুই চাহি না। তাঁহাদের উদ্ধার সাধনই আমার এই যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য। সেই কারণেই আমি যোদ্ধৃবেশে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু হামাওয়াণরাজের ধৃষ্টতা ও অশিষ্টাচার প্রদর্শনের কি আবশ্যক ছিল? অনর্থক কতকগুলি প্রাণহানি করাইলেন মাত্র!" রোস্তম নীরব হইলেন। দূত এই সানুকূল সংবাদ হামাওয়াণপতির গোচর করিলে তিনি নম্রভাবে ভূমিচুম্বন করিয়া বীরবরের সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিলেন এবং

তৎক্ষণাৎ ইরাণীয় বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিয়া আনয়নার্থ ব্যবস্থা করিলেন।

কায়কাউসের দেশাগমন ও রাজ্যোদ্ধার।

যে দিন ইরাণেশ্বর কায়কাউস সস্ত্রীক ও প্রসিদ্ধ বীরবৃন্দ পার্ব্বত্য-দুর্গ-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং স্বদেশের প্রিয় সন্তান রোস্তমের সহিত সম্মিলিত হইলেন, সে দিন কি আনন্দের—কি অনির্ব্বচনীয় সুখের দিন! স্বয়ং ইরাণপতি কায়কাউস এবং গেও, গোদর্জ্জ, তুস্ প্রভৃতি সেনাপতিগণ হৃদয় খুলিয়া, আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া, গলায় গলায় ধরিয়া রোস্তমের সহিত কোলাকুলি করিলেন। সকলেই প্রফুল্ল—সকলেরই হৃদয় হর্ষ-স্ফীত! মুখ হাস্যপূর্ণ! এই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে কর্ম্মবীর রোস্তম অবিলম্বে কায়কাউসকে হামাওরাণের রাজকীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং তিনি ও সেনাপতি গেও, গোদর্জ্জ প্রভৃতি বীরবৃন্দ যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। সৈন্যগণ যথারীতি দণ্ডায়মান রহিল। তখন বিক্রম-কেশরী রোস্তম উচ্চ কণ্ঠে ইরাণেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া মিসররাজ, বারবরিস্তানের শাহ ও তাঁহার চল্লিশ জন যোদ্ধপুরুষকে শৃঙ্খলমুক্ত ও স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। তাঁহারা লজ্জাবনত বদনে এই অনুগ্রহে আনন্দ জ্ঞাপন ও সভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং চিরদিন অবনত মস্তকে ইরাণরাজের অনুগত থাকিয়া আজ্ঞা পালন করিবেন, বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে এই আত্মসমর্পণকারী রাজাত্রয় ইরাণপতির মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ বহু ধনরত্ন ও মূল্যবান সামগ্রী-সম্ভার উপঢৌকন দিয়া এবং আপনাদের সৈন্যদল তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রভূত রাজভক্তি প্রদর্শন করিলেন। উক্ত সম্মিলিত সৈন্য দ্বারা এক্ষণে ইরাণেশ্বরের

সৈন্য-সংখ্যা তিন লক্ষে পরিণত হইল। অতঃপর মহারাজ কায়কাউস ইরাণ-গৌরব-রবি বীরবর রোস্তম ও অপর পারিষদগণ সহ এই বিশাল বাহিনী-পরিবৃত হইয়া মহানন্দে ইরাণযাত্রা করিলেন। গমনের পূর্ব্বে তিনি আফ্রাসিয়াবের নিকট জনৈক দূত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যে, "তুমি আমার অনুপস্থিতিতে অবৈধরূপে ইরাণাধিকার করিয়াছ। এক্ষণে সহজে তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্রা কর এবং সন্ধি-সর্ত্তানুসারে তুমি তোমার তুরাণরাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাক। যদি এ পরামর্শানুসারে কার্য্য না কর, তাহা হইলে তোমার অন্যায়াচরণের প্রতীকার করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না, নিশ্চয় জানিবে।"

"ভুলেছ রোস্তম বীরে? নাই কি স্মরণে
অনল-বিক্রম তাঁর? যবে তুমি হায়
ত্রাহি ত্রাহি ডেকেছিলে দারুণ সঙ্কটে?
ভেঙ্গেছিল দর্প তব সে বীরের করে?
না ছিঁড়িলে কটিবন্ধ, সৈন্যগণ আর
না রক্ষিলে দ্রুত ধেয়ে গিয়া, পুনঃ আহা
নাহি সরাইলে দূরে রণক্ষেত্র হ'তে,
বুঝিতে জেতার তেজঃ কত ভয়াবহ!
বাঁচন কঠিন তব হইত নিশ্চয়!
কোন্ মুখে—নাহি লজ্জা, নাহি ভয় চিতে—
এসেছ আবার আজি বিক্রম দেখা'তে!
চূর্ণ হ'বে গর্ব্ব তব, অস্তিত্ব লুকাবে!"

এই সংবাদ আফ্রাসিয়াবের পক্ষে অতীব তিক্ত বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন তীব্র হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। দারুণ অপমানজনক বাক্যে অন্তর অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইল। তিনি জিঘাংসা-বৃত্তি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া ক্রোধ-ঘূর্ণিত নয়নে সৈন্য-

দিগকে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দিলেন এবং ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সেনাবল উপচয়ের যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। আফ্রাসিয়াব ভীষণ উত্তেজনাবশে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে বীর রোস্তমকে জীবিত ধৃত করিয়া আনিতে পারিবেন, অথবা নিদান পক্ষে রণক্ষেত্রে তাহাকে সংহার করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন; তিনিই গৌরবের হৈম মুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন। আমি তাঁহারই করে আমার লাবণ্যময়ী দুহিতা-রত্নকে সমর্পণ করিব এবং যৌতুক স্বরূপ একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য দিয়া তাঁহার পুরস্কার প্রদান করিব।" এই প্রলোভনময়ী ঘোষণায় চতুর্দ্দিকে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রাজ্য-লাভ ও রাজকন্যা লাভ! এ লালসা সংবরণ করা সহজ নহে। কত জন পূর্ব্বাহ্নেই কুহকিনী আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফলতঃ যখন রণদুন্দুভি বাজাইয়া বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া অনিবার্য্য বেগে বাদশাহ কায়কাউস অরাতি-গ্রাস হইতে রাজ্যোদ্ধার করে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন,—সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তখন সেই জগৎলোভন মহাপুরস্কার লাভার্থ যৎপরোনাস্তি চেষ্টা হইতে লাগিল। শত শত যোদ্ধা বীর সেই উচ্চাশায় স্ফীত হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ শৌর্য্য প্রকাশ করিল। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের কাহারও আশা ফলবতী হইল না, কেহই আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। সকলেই রণ-দুর্ম্মদ ইরাণীয় সৈন্যদের হস্তে আত্ম-বলিদান করিল। অভাগাদের সকল সাধ ফুরাইল।

এবম্প্রকারে বহু খ্যাতনামা যোদ্ধার পতন হইল, সন্দর্শনে আফ্রাসিয়াব রোষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সাহস, বিক্রম, শস্ত্র-সঞ্চালন সর্ব্বজন বিদিত ও প্রশংসনীয়। জিঘাংসার তাড়নায় তিনি ধৈর্য্যহীন হইলেন, তাঁহার

নয়ন-যুগল হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা, কিছুতেই কিছু হইল না। ভীমবিক্রম রোস্তম বিশাল গদা ঘূর্ণিত করিয়া বিদ্যুৎবেগে আফ্রাসিয়াবের সম্মুখীন হইবামাত্র, তিনি যুদ্ধ করিবেন কি? রোস্তমের বিরাট মূর্ত্তি, বিরাট গদা ও প্রচণ্ড প্রভাব দর্শনে স্তম্ভিত ও ভয়াকুল হইলেন। তাঁহার অঙ্গরাখা থর্‌থর্ কাঁপিতে লাগিল। তিনি হৃদয়ের বল, সাহস, সহিষ্ণুতা হারাইয়া কি যেন এক অবসাদ-অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেন! তাঁহার সে তেজঃ, সে বিক্রম, সে বাগাড়ম্বর মুহূর্ত্তে জলবুদ্বুদবৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল! পক্ষান্তরে কি এক অকথ্য মর্ম্ম-পীড়ায়—বিষম যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইলেন, পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন। উপায় হইল, তিনি পলক মধ্যে স্বীয় অশ্ব তুরাণাভিমুখী করিয়া পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্ব তীরবেগে ছুটিল—সত্বর সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হইল। বীরবর রোস্তম তদ্দিকে লক্ষ্য করিলেন না, পরন্তু হাস্যচ্ছটায় তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। তখন আফ্রাসিয়াবের পরিত্যক্ত সৈন্যগণ ভীরু অধিনায়কের পশ্চাদনুসরণে অণুমাত্রও ইতস্ততঃ করিল না। বলিতে কি, সেই দিন ইরাণের চতুঃসীমার মধ্যে বিপক্ষের অস্তিত্ব আর থাকিল না, যেন উজ্জ্বল আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকাররাশি অন্তর্হিত হইল! ইরাণরাজ্য উজ্জ্বল প্রভায় প্রতিভাসিত হইল! আনন্দোচ্ছ্বাসে ইরাণের পল্লী, প্রান্তর, পথ, পান্থশালা, গৃহ, বিপণী পূর্ণ হইয়া গেল।

আফ্রাসিয়াব পলাইয়াছেন,—কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ভীরুতার উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনস্তাপের সীমা নাই। পুনঃ পুনঃ পলায়ন, পুনঃ পুনঃ শৃগালবৃত্তি শোভা পায় কি? তাহাতে লোকের আস্থা থাকে না; প্রীতির শৃঙ্খল কাটিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনাদর, অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি এই ভীষণ পরাজয়ে কালামুখ লইয়া

নীরবে মৃতপ্রায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কেহই তাঁহার তত্ত্ব লইল না—আদর করিল না। পৃথিবী তাঁহার চক্ষে কালানলপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। তিনি লজ্জাবনত মুখে যুদ্ধ-সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত নিবাস অবলম্বন করিলেন।

এদিকে বিজয়ী কায়কাউস্ সদলবলে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং মহাড়ম্বরে সিংহাসনারোহণ করিয়া আপনার শাসনাজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাঁহার ঔদার্য্যে ও ন্যায়পরতায় সকলেই সন্তুষ্ট হইল। ইরাণের সর্ব্বত্রই সুখের বাতাস বহিল। কায়কাউসের প্রচণ্ড প্রভাব দর্শনে কেহই আর মস্তকোত্তোলন করিতে সাহসী হইল না, নর-দৈত্য সকলেই বশ্যতা স্বীকার করিল। অনন্তর মহারাজ কায়কাউস্ মার্ভ, বল্‌খ, নিশাপুর ও হিরাট প্রদেশের শাসন-দৃঢ়তা সংরক্ষণ জন্য কতিপয় সুবিখ্যাত রণকুশল সেনানী প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে মহাবীর রোস্তমকে "জাঁহান-ই-পাহ্‌লওয়ান" অর্থাৎ জগজ্জয়ী উপাধি এবং একটী মূল্যবান্ রাজকীয় "তাজ" প্রদত্ত হইল। এই তাজ পরিধান করিয়া রোস্তম রাজার ন্যায় বিচার-কার্য্য সমাধা করিবার অধিকার পাইলেন। অনন্তর বীরবর বাদশাহকে বহু হিতোপদেশ প্রদান করিয়া প্রফুল্লমনে জাবলস্তানে প্রত্যাগমন করিলেন।

আল্‌বোর্জ্জে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ও কায়কাউসের আকাশ-ভ্রমণ।

নরপতি কায়কাউস একণে বৈদেশিক ও গৃহ-শত্রু হইতে নিরাপদ হইয়া যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের পরিবর্ত্তে অপর এক বিভিন্ন কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন। একদা তিনি কতিপয় দৈত্যকে দরবারে আনয়ন করিয়া আদেশ করিলেন যে, তাহাদিগকে শীঘ্রই আল্‌বোর্জ্জ পর্ব্বতোপরি

দুইটী সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে এবং তৎসহ তাঁহার পরিবারবর্গের ব্যবহারার্থ একটী পৃথক সুরম্য ও সুসজ্জিত অট্টালিকা থাকিবে। অট্টালিকার সৌষ্ঠব-সাধনে যেন অণুমাত্রও ত্রুটি না হয়। দৈত্যদল রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং চিন্তিতচিত্তে সত্বর আল্‌বোর্জ্জে গমন করিয়া অট্টালিকা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের দিবা-নিশির অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বল্প কাল মধ্যেই ভবন প্রস্তুত হইল। তখন বিলাসী রাজা কায়কাউস বহু মূল্যবান ও মনোহর গৃহ-সজ্জায় সেই অনুপম অট্টালিকা সজ্জিত করিলেন। ভোগসুখের সুবিধাদায়ক যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, তৎসমুদয় যথাস্থানে স্থাপন করিতে বাকি থাকিল না। ইহাতে মণি-রত্ন, স্বর্ণ-রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তর এত অধিক ব্যয়িত হইল যে, তৎসমুদয়ের সম্মিলিত সৌন্দর্য্যে ও ঔজ্জ্বল্যে ভবনে দিবারাত্রির পার্থক্য কিছুমাত্র রহিল না। সেই অপূর্ব্ব ও অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণ-ভবন পাইয়া নরপতি গৌরবে আত্মহারা ও আনন্দোল্লাসে মগ্ন হইলেন।

দৈত্যদল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সংপ্রতি নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু তাহাদের আশঙ্কা ঘুচিল না। বাদশাহ আবার কখন্ কোন্ অসাধ্য কার্য্য করিতে অনুমতি করিবেন, এই ভাবনা ও ভয় তাহাদের অন্তর অধিকার করিয়া রহিল। অবশেষে এই কথা দৈত্যগুরু ইব্‌লিসের কর্ণগোচর হইল। ইব্‌লিস সদা ব্যস্ত ও নিত্য কুক্রিয়াশীল। রাজার দুরাকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কার দর্শন করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধনের সুবিধা গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিল না। সে দৈত্যদিগকে সমতে আনয়ন করিয়া কহিল, "আমি যে পরামর্শ দিতেছি, তদনুসারে কার্য্য কর। তোমরা কেহ রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া সসম্মানে ভূমিচুম্বন করতঃ যুক্তকরে বল, "হে আমাদের রক্ষক ও প্রতিপালক মহিমামণ্ডিত মহীপতে! আপনি অখণ্ড পৃথিবীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী অধিপতি। আপনার গৌরব-গরিমার সীমা নাই। আপনার মহত্ত্ব ও ক্ষমতা

অপার—অনন্ত! আপনার সমকক্ষ কে আছে এই বিশাল বিশ্বে? পাতালতলের নিরস্থ স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ আপনার আয়ত্ত। পরী, দৈত্য, নর আপনার শাসনাজ্ঞা ভয়-সঙ্কুচিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া থাকে। সত্য বটে, আপনি বসুন্ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সত্য বটে, আপনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছেন, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, ঊর্দ্ধ প্রদেশের দৃশ্য শোভা আপনার সংপূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। বিমান-ভ্রমণে আপনি অক্ষম। অধোভাগের ন্যায় আকাশমণ্ডলস্থ পদার্থনিচয়ের গতিবিধি, কিরূপে গ্রহগণ আবর্ত্তন করে, কিরূপে সূর্য্য আলোক প্রদান করে, কিরূপে চন্দ্র স্বীয় শ্বেতরশ্মি বিকীর্ণ করে, কোন্ নিয়মে দিনের পর রাত্রির আবির্ভাব হয়, এই গুপ্ত তত্ত্ব সমূহ কি অভিব্যক্ত করিতেছে? এবং ঐ সমস্তের পরিচালক কে? তাহা কি অবগত হওয়া আপনার ন্যায় বিচক্ষণ বাদশাহের উচিত নহে?" তোমাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহ যদি কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তবে আমাকে জ্ঞাপন করিও, আমি তাঁহার অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিব।"

এই মন্ত্রণা-প্রণোদিত হইয়া দারখিম্ নামা জনৈক প্রধান দৈত্য একদা ইরাণ-রাজদরবারে ইবলিস্-কথিত প্রস্তাবের অবতারণা করিল। ইরাণরাজ স্থুচতুর দৈত্যের চাতুর্য্য-জাল ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরন্তু তাহার মধুর বাক্যবিন্যাসে মুগ্ধ ও প্রীত হইলেন। আপনার ক্ষমতা অসংপূর্ণ অনুভব করিয়া তাঁহার অন্তরে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিল। তাঁহার বুদ্ধিভ্রংস ঘটিল। কিরূপে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহার গভীর চিন্তার বিষয় হইল। ভ্রান্ত কায়কাউস্ দৈত্যকে কহিলেন, "দারখিম্! যদি তুমি আমাকে শূন্য প্রদেশে লইয়া যাইতে পার, অথবা বিমান-বিহার-কৌশল বলিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব ও সম্মানের উচ্চাসনে

বসাইব। দুর্ম্মতি দারখিম্‌ হাস্যবদনে বলিল, "জাঁহাপানা! তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি সত্বর তদ্বিষয়ক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিব। আপনি শীঘ্র নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া তথাকার অভাবনীয় দৃশ্যশোভা দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবেন।" দৈত্য বিদায় হইল, মোহান্ধ নরপতি তাহার বাক্যে যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিলেন।

অনন্তর অপর এক দিন দারখিম্‌ ইব্‌লিস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আসিয়া কায়কাউসকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "নরনাথ! বিমান-বিহার-পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমতি করিলে আমি আপনার প্রাসাদেই তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" কায়কাউস আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিয়া সহর্ষে কহিলেন, "দারখিম! শীঘ্র সে আয়োজন কর, এবং তাহাতে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হয়, রাজকীয় ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ কর। দুরাচার দৈত্য আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল ভাবিয়া হৃষ্টমনে বিমান-বিহার-যান নির্ম্মাণে নিরত হইল। সে ইব্‌লিসের শিক্ষানুসারে প্রথমতঃ পক্ষিজাতির মধ্যে অতি বৃহৎ ও প্রভূত শক্তিশালী উকাব (ঈগল) পক্ষীর চারিটী শাবক আনয়ন করিল এবং যত্ন সহকারে মাংস ও অপর পুষ্টিকর খাদ্য দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই পক্ষী-চতুষ্টয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী হইয়া উঠিল। এতৎসহ অতি লঘু অগুরু কাষ্ঠের এক খানি তখ্‌ত (আসন) গঠিত হইল। তখ্‌তের চারি কোণে চারিটী লৌহ-শলাকা ঊর্দ্ধোত্থিত ভাবে স্থাপন করিল। সেই শলাকাগ্রভাবে মাংস-পিণ্ড সমূহ দৃঢ়রূপে সংযুক্ত করিয়া তখ্‌তের চারি কোণে চারিটী ঈগল পক্ষী ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়া বন্ধন করিল। তৎপরে দৈত্যের নির্দ্দেশানুসারে ইরাণপতি উপাদেয় খাদ্য-পেয় সঙ্গে লইয়া মহাড়ম্বরে তখ্‌তে আরোহণ করিলেন। ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী চতুষ্টয় শলাকা-শীর্ষাবদ্ধ মাংস ভক্ষণ-লালসায় প্রবলরূপে

পক্ষ-সঞ্চালনে উড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের বন্ধন-শৃঙ্খল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থাকায় মাংসের নিকটে পৌঁছিতে পারিল না। তথাপি উড্ডয়নের বিরাম নাই; নির্ব্বোধ পক্ষীরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ঝট্‌পট্ শব্দে পক্ষ বিস্তার ও সজোরে সঞ্চালন করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিল। তখ্‌তও তৎসহ ভূমি হইতে উত্তোলিত হইল—শূন্যপথে চলিল। তাহারা ক্ষুধার পীড়নে অস্থির—লক্ষ্য কেবল মাংসপিণ্ড। মাংসপিণ্ডের দিকেই দৃষ্টি করিয়া উন্মত্তভাবে অনর্গল উড়িতে প্রবৃত্ত হইল; তখ্‌ত তর্‌তর্ বেগে হেলিতে দুলিতে ঊর্দ্ধদিকে ছুটিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে নর-দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে—দূরে—অতি দূরে মেঘমালা মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বিস্ময়াবিষ্ট কায়কাউস্ দৃঢ়রূপে তখ্‌তে আসীন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ ভয়াকুল, বুক দুরু দুরু, মন কম্পিত—অস্থির। তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম, পথের নির্ণয় নাই। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি জড়ত্ব-গ্রস্ত, নয়ন খুলিতে অশক্ত। ফলতঃ তিনি অসীম, অপার, অনন্তের পথে বিস্তীর্ণ জলধি মধ্যস্থ তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার স্বদেশ হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার মনের গতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কল্পনা-বলে কোন্ কবি চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারেন ?

মাংস-লোলুপ বলিষ্ঠ ঈগল-চতুষ্টয় তাহাদের চেষ্টা বৃথা, উদ্যম নিষ্ফল বুঝিয়াও অবিরল পক্ষ-সঞ্চালন করিতেছে। ফলতঃ যদি তাহারা বিবেক-সম্পন্ন হইত,—বুদ্ধিজীবি হইত, তাহা হইলে আর এ পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হইত না। কিন্তু অনাহারে ও দীর্ঘ কালব্যাপী পরিশ্রমে উদ্যম-অধ্যবসায় আর কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে ? বিহঙ্গেরা কাতর, অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহাদের পক্ষপুট শিথিল—শক্তিহীন হইল। তখন আর বহিবে কি, তাহারা নিজ দেহভার নিজেই

আর বহিতে পারিল না; শন্ শন্ শব্দে তখ্‌ত সহ নিম্নগামী হইল। ভ্রান্ত ও অদূরদর্শী নরপতি কায়কাউস ভয়বিহ্বল—সংজ্ঞাহীন। তিনি শূন্যমার্গে আবর্ত্তন করিতে করিতে চীনরাজ্যের অন্তঃপাতী একটী নিবিড় নিস্তব্ধ বনমধ্যে নিপতিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না বটে, কিন্তু বহুক্ষণ চৈতন্যরহিত শবের ন্যায় নেত্র নিমীলিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন।* বহুক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখেন, তিনি বিস্তীর্ণ জঙ্গল মধ্যে একাকী ধুলাবলুণ্ঠিত, নিকটেই তখ্‌ত পতিত, ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈগল-চতুষ্টয় মৃতপ্রায়। কুত্রাপি জনপ্রাণী নাই। এ সমুদয় তাঁহার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ক্ষুৎ-পিপাসায় অবসন্ন ও অস্থির হইলেন। কিন্তু খাদ্য কোথায়? দারুণ নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সন্তপ্ত বাদশাহ বুঝিলেন, এ সমস্ত তাঁহার দুর্ম্মতির—তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার বিষম বিষময় ফল! তিনি যে পুনর্ব্বার লোকালয়ে গমন করিয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন, এ আশা আর রহিল না। তখন ক্ষুব্ধমতি কায়কাউস বালকের ন্যায় রোদন করিয়া সর্ব্ব-বিপদ-বিনাশন বিশ্ব-স্রষ্টার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন।

* আকাশমার্গে তদ্রূপ উড্ডয়ন-প্রয়াসের অপর একটী বৃত্তান্ত আমরা ডাক্তার জনসন-প্রণীত রাসেলাস নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই। কিন্তু সে প্রয়াস শিল্প-কৌশলে প্রস্তুত পাখার সাহায্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। ফলতঃ ফল উভয়েরই সমান। তবে তাহা স্বয়ং নির্ম্মাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া পরীক্ষা-ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য্য ও অপদস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারও দীর্ঘ কালব্যাপী পরিশ্রম কিরূপে পণ্ড হইয়াছিল, দেখুন,—
In a year the wings were finished and on a morning appointed, the maker appeared furnished for flight on a little promontory: he waved his pinions awhile to gather air, then leaped from his stand, and in an instant dropped into the lake. His wings, which were of no use in the air, sustained him in the water, and the prince drew him to land, half dead with terror and vexation.

The History of Rasselas.

বনমধ্যে এই অবস্থায় চল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। চল্লিশ দিন বাদশাহ মনোবেদনায় ক্রন্দন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ ও বনফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিলেন। এদিকে মন্ত্রীবর্গের উদ্বেগের সীমা নাই। বাদশাহ কোথায় গেলেন? কি হইল? এত দিনে ফিরিলেন না কেন? তিনি জীবিত আছেন বা বিপন্ন হইয়াছেন? ইত্যাকার অশেষ আন্দোলনে কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহারা তাঁহার অনুসন্ধানার্থে দিগদিগন্তরে বহু লোক প্রেরণ করিলেন। দৈত্যদল ভাবিল, বাদশাহের আর ফিরিতে হইবে না, তিনি আকাশ হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাটির দেহ এত দিনে মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে; ভাবিয়া মনে মনে সুখানুভব করিল। কিন্তু মহাবীর রোস্তমের ভয়ে তাহারা দলে দলে নরপতির অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। বহু নদনদী, বহু পর্ব্বত-অরণ্য, বহু মরুপ্রান্তর পরিভ্রমণের পর বাদশাহ চীনের শ্বাপদ-সঙ্কুল বন মধ্যে একাকী নগ্নপদে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছেন, পরিদৃষ্ট হইল। তিনি দুরবস্থার চরম সীমায় সমুপস্থিত! তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ও ধূলি-ধূসরিত, বদন মলিন, দেহ কঙ্কালময় ও শক্তিহীন। এই শোচনীয় সংবাদ বীরবর রোস্তম, গোদর্জ্জ ও তুসের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা ক্রোধ সংবলিত অনুতপ্ত চিত্তে বাদশাহকে আনয়নার্থ যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বহু লোক অশ্বারোহণে চলিল। পথিমধ্যে গোদর্জ্জ কহিলেন, "আমি জন্মাবধি কায়কাউসের ন্যায় অপূর্ব্ব ব্যক্তি চক্ষে দেখি নাই! বোধ হয় তিনি একেবারে বিবেক-শক্তি-বিরহিত, পরিণাম-চিন্তা তাঁহার আদৌ নাই। নতুবা তিনি প্রতিনিয়ত বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন কি জন্য? তিনি আপনিই আপনাকে পুনঃ পুনঃ বিপত্তিমুখে পাতিত করিতেছেন। তাঁহার প্রথম বিপদ মাজেন্দারাণে, দ্বিতীয় হামাওরাণে এবং তৃতীয় এই বর্ত্তমান ঊর্দ্ধজগতের গুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নভোভ্রমণে। এ সমস্ত

বিষয় চিন্তা করিলেও অন্তরে দুঃখের সহিত অভক্তির উদয় হয়।" এবংবিধ বহু কথোপকথনে ক্রমে তাঁহারা দৈত্য-নির্দ্দেশানুসারে বন মধ্যে বাদশাহের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শনে আগন্তুক বীরবৃন্দের দুঃখের সীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদন প্রদানান্তর করুণ বাক্যে শান্ত করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। নরপতি উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল সম্ভাষণ, আপ্যায়ন ও সান্ত্বনার কথা চলিল। পরে কায়কাউস সমাগত সভাসদ ও বীরবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি লজ্জায় ও অবমাননায় একটী নির্জ্জন কক্ষ মধ্যে একাকী চল্লিশ দিবস অন্যের অলক্ষ্যে ভূপতিত রহিলেন। এই সময়ে তিনি অবিশ্রান্ত রোদন ও বিলাপ করিয়াছিলেন। পরে যথাকালে কায়কাউস্ প্রকৃতিস্থ হইয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন। তখন বীরবর রোস্তম ও গোদর্জ্জ তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে তিরস্কার করিয়া দুঃখের সহিত কহিলেন, "আপনার কি বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে লোপ হইয়াছে? আপনি কুলোকের পরামর্শে কুমতিক্রমে বারে বারে আত্মবিপদ আনয়ন করিতেছেন! যদি নষ্ট বুদ্ধি-প্রণোদিতই না হইবেন, তবে কি আর এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে অণুমাত্রও চিন্তা না করিয়া অগ্রসর হন? আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এবং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার মঙ্গলময় বিধানানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" ইরাণপতি এই নিগ্রহে লজ্জায় ও অনুতাপে অধোমুখ হইলেন। পরে তিনি রোস্তমকে নানা প্রসঙ্গে তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদারতা, ক্ষমা ও ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

শিকারোৎসবে যুদ্ধ।

একদা মহাবীর রোস্তম স্বীয় সহযোগী বীর গেও, গোদর্জ্জ, গরগিণ, বারজিন, বাহ্‌রাম, তুস ও ফরহাদ সহ মহাড়ম্বরে এক দূরবর্ত্তী প্রান্তরে যাইয়া শিকারোৎসবে ব্যাপৃত হইলেন। প্রান্তর মধ্যে ধাবন-কুর্দ্দন, পশুপক্ষী-শিকার, রন্ধন-ভোজন প্রভৃতি আমোদজনক কার্য্যে সকলেই প্রমত্ত। হাস্য-পরিহাস, গীতবাদ্য, যাঁহার যাহা অভিরুচি, তিনি তাহাই করিতেছেন। অনন্তর বীরগণ একত্রে পানভোজন করিতে করিতে পরামর্শ করিলেন যে, মৃগয়া উপলক্ষে আফ্‌রাসিয়াবের ক্রীড়া-কাননে গমন করিতে হইবে। সপ্ত দিবস ব্যাপিয়া এই উৎসব চলিল; অষ্টম দিবসে কতিপয় চরকে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ জন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া পরে তাঁহারা অশ্বারোহণে মন্থর গতিতে চলিলেন। ঘটনাক্রমে এই সংবাদ আফ্‌রাসিয়াবের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি রোস্তম ও তাঁহার সহগামী বীর-সপ্তককে নিজের গণ্ডীর মধ্যে ধৃত করিতে পারিবেন বলিয়া, সিংহ জালে পড়িবে ভাবিয়া মহানন্দিত হইলেন। তজ্জন্য তিনি সভাসদ ও সৈন্যগণকে কহিলেন, "তোমাদের একমাত্র মহান্ কার্য্য রোস্তম ও তৎসঙ্গীগণকে ধৃত ও বন্দীকরণ। তাঁহারা অতর্কিতভাবে আসিতেছেন, সুতরাং অভিপ্রায় সহজেই সংসিদ্ধ হইবে। ইহাতে তোমাদের আশাতিরিক্ত পুরস্কার ও খেলাতাদি প্রাপ্তি নির্ভর করিতেছে।" ইহাই বলিয়া তিনি ত্রস্ততার সহিত ত্রিশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য ক্রীড়া-কাননের চতুর্দ্দিকস্থ নিভৃত পথে ও বৃক্ষাচ্ছাদিত স্থানে গুপ্তভাবে রক্ষা করিলেন। জনৈক চর শত্রুর এই ষড়যন্ত্র রোস্তমের গোচর করিল। তিনি গোরেজ নামক সহচরকে হাস্যবদনে কহিলেন, "দৈব আমার অনুকূল, সুতরাং তুরাণীয় সৈন্যদিগকে ভয় করিবার কারণ কি আছে? সে সৈন্য, বোধ করি, লক্ষ সংখ্যার অধিক হইবে

না। যদি তাহাই হয়, তবে আমি একাকী, আমার বর্ম্ম, যুদ্ধকুঠার ও প্রিয় অশ্ব রাখস্ থাকিলেই যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত আমার কি সপ্ত জন শক্তিশালী সহচর নাই? তাঁহারা কি এক এক জন পাঁচ শত তুরাণীয় বীরের সমকক্ষ নহেন? দাও আফ্রাসিয়াবকে সীমান্ত নদী পার হইয়া আসিতে, সে আজ উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া প্রতিগমন করিবে।"

অনতিবিলম্বে বীরবর রোস্তম সপ্ত জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সহচর সহ ক্রীড়া-কাননের দিকে ধাবিত হইলেন। আফ্রাসিয়াব তাঁহাদের যুদ্ধসাজ, তেজঃ ও তৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভগ্নোৎসাহিত হইলেন। রোস্তমের রণতূর্য্য সহসা কাননভূমি প্রকম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, দামামা ভীষণ ধ্বনি করিল। তুরাণীয় বীরগণও তৎক্ষণাৎ ভল্ল, বর্শা, গদা, তরবারি-হস্তে তাত্র তেজে ঘোরতর সংঘর্ষে মত্ত হইল। কিন্তু তেজস্বী রোস্তম কিরূপ শক্তিসম্পন্ন নির্ব্বাচিত সহচরগণ-পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছেন, তাহা একবারও মনে করিল না। তাঁহাদের নিপুণ হস্তে অল্পক্ষণ মধ্যে অসংখ্য তুরাণীয় বীর পতিত হইল দেখিয়া আফ্রাসিয়াব ভয় ও অনুতাপের সহিত চীৎকার করিয়া কহিলেন, "অহো! যদি এইরূপ শোণিতপাত দিবসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত চলে, তবে আমার সৈন্যদলের এক প্রাণীকেও আর গৃহে ফিরিতে হইবে না। হায়! এই মহাবলী রোস্তমকে বাধা প্রদান করিতে পারে, এরূপ প্রচণ্ডবিক্রম বীর কি তুরাণরাজ্যে এক জনও নাই? এক জনও কি আমার রাজ্য-সিংহাসন পুরস্কার পাইবার যোগ্য পুরুষ নাই? আমি স্বেচ্ছাক্রমে সেই বিজয়ী বীরকে সমুদয় সমর্পণ করিব।" এই অঙ্গীকার শ্রবণানন্তর পিলসম নামক জনৈক তেজস্বী পুরুষ তবুত্তর বেগে ধাবিত হইল; কিন্তু গমনমাত্র অভাগার দুরাকাঙ্ক্ষার ফল ফলিল। অনন্তর তুরাণীয় যোধবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, সর্ব্বাপেক্ষা

তেজস্বী, সর্ব্বাপেক্ষা রণ-কৌশলী বীর আল্‌কুস পিল্‌সনের পশ্চাদনুসরণ করিল, কিন্তু তাহারও ভাগ্য শুভপ্রদ হইল না। মহাবীর রোস্তমের তীক্ষ্ণ প্রহরণে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইল ; নির্জীব আল্‌কুস অশ্ব হইতে ভূপতিত হইয়া বিস্মিত মর্ম্মাহত আফ্‌রাসিয়াবের আশা-ভরসা সমূলে উৎপাটিত করিল। পরিশেষে রোস্তমের ও তাঁহার সপ্ত জন তেজস্বী বীরের অনল-প্রতাপ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া বিত্রস্ত আফ্‌রাসিয়াব তাঁহার হতাবশিষ্ট যোদ্ধৃগণ সহ বায়ুবেগে পলায়নপর হইলেন। বল-দর্পিত রোস্তম বিদ্যুৎ-গতিকে পরাভব করিয়া, বায়ু-প্রবাহ পশ্চাতে রাখিয়া বলিষ্ঠ রাখ্‌সকে পরিচালনা করিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পলায়নপর আততায়ীর নিকটে পৌঁছিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কামান্দ (রজ্জু-ফাঁস) নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষণকালের জন্য আফ্‌রাসিয়াব তাহাতে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে কামান্দ ছিন্ন হইয়া গেল ; তিনি ফাঁসমুক্ত হইয়া ঝটিতি সীমান্ত নদী অতিক্রম পূর্ব্বক বিক্ষোভিত হৃদয়ে, ব্যথিত চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি সুশীতল সুবাসিত সরবৎ পানাশায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কঠিন ব্যবহারে বিস্বাদ, তীব্র ও উষ্ণ পানীয় পানে জর্জ্জরিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া চলিলেন।

বিজয়ী রোস্তম প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্রীড়া-কাননের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে তুরাণীয়দের পরিত্যক্ত বহু অস্ত্র-শস্ত্র, ধনরত্ন, তাম্বু-অশ্ব প্রভৃতি তাঁহার হস্তগত হইল। তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারা মহোল্লাসে ক্রীড়া-কাননে প্রবেশ করিলেন এবং মহামান্য পারস্য-সম্রাটকে এই অভ্যাগত বিজয়-ব্যাপারে পুলকিত করণার্থ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ক্রীড়া-কাননে দুই সপ্তাহ কাল মৃগয়ানন্দ সম্ভোগ ও ক্লান্তিনাশ করিয়া বীরসিংহ সদলবলে ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সোহ্‌রাব-কাহিনী।

দৈবের নির্ব্বন্ধ-তত্ত্ব পৃথ্বীতলে কোন্ জন,
নির্ণয় করিতে পারে? শক্তিশালী কে এমন?
স্বভাব-সৌন্দর্য্য ভবে রম্য পরিদৃশ্যমান্,
কিন্তু কেন স্থায়ী নহে? কেন করে অন্তর্দ্ধান?
ফুটে ফুল হাসিমুখে, কিন্তু স্থায়ী কত ক্ষণ?
কত ক্ষণ করে বল পরিমল বিতরণ?
নশ্বর জগৎ তবু কিবা ভ্রান্ত মুহ্যমান্!
অলীক বিবাদে মত্ত, ঘৃণ্য কাজে আগুয়ান!!
ভ্রাতার শোণিত পান করে ভ্রাতা হিংসাভরে!
সব মরে ভবে, কেন প্রতিহিংসা নাহি মরে!
পিতা-পুত্রে ঘোর দ্বন্দ্ব খেলা এক এ রুধির,
বলিতে বিদরে হিয়া, নয়নে নিকলে নীর।
শোকের কাহিনী সেই শোক-উচ্ছ্বাসিত প্রাণে,
গাহিতে হইল হায় আজি শোকময় তানে।
লেখনি! কম্পিত কেন? কেন স্তব্ধ? অশ্রুময়?
কবির কীর্ত্তিত কথা গে'তে হ'বে সুনিশ্চয়!

এক দিবস প্রত্যূষে বীরবর রোস্তম একাকী শস্ত্র-সজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন এবং দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া যথাকালে তুরাণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী বনে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে একটী গোর (বন্যগর্দ্দভ)* দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি প্রিয় অশ্ব রাখ্‌সকে তৎ-

* প্রাচীন পারস্যে গোর (বন্য গর্দ্দভ) শিকার একটী অতি প্রিয় আমোদজনক ক্রীড়া ছিল, বলিয়া অনুমিত হয়। পারস্যরাজ বাহ্‌রাম এই ক্রীড়ায় অতীব আসক্ত ছিলেন, এজন্য তিনি বাহ্‌রাম গোর আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন।

পশ্চাতে পরিচালিত করিলেন। অশ্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে উপত্যকা, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, রোস্তম তীর নিক্ষেপ করিলেন। হতভাগ্য গোরের চিক্কণ চর্ম্ম ভেদ করিয়া তীর দেহ-প্রবিষ্ট হইল, বাণবিদ্ধ গোর আর দৌড়িতে পারিল না, শক্তিহীন হইয়া ভূতলে লুটিতে লাগিল। রোস্তম দ্রুত যাইয়া গোর হস্তগত করিলেন, তাঁহার শিকার-স্পৃহা এক্ষণে শান্ত হইল। অতঃপর রোস্তম ও তাঁহার অশ্ব উভয়ে ক্লান্ত হওয়ায় বিশ্রামের সঙ্কল্প করিলেন। নিকটেই একটী স্বচ্ছসলিল নির্ঝর মৃদু প্রবাহিত হইতেছিল, বীরবর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তত্তীরস্থিত একটী ঘন পল্লবাবৃত বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। পরে শুষ্ক তৃণগুল্ম সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। অগ্নির উপরে মাংসখণ্ড সমূহ নিক্ষিপ্ত হইল। যখন মাংস খাদ্যোপ-যোগী কাবাবে পরিণত হইল, তখন বীরবর তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন পূর্ব্বক ক্ষুধা শান্তি করিলেন এবং তাঁহার উপবেশন-ভূমি-প্রান্ত আর্দ্র করিয়া যে নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার স্বাদু নীর পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। এই সময়ে নিদ্রাবেশে তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল, অঙ্গ শিথিল হইল, তিনি অশ্বকে যদৃচ্ছা চারণে ছাড়িয়া দিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

অশ্ব প্রান্তরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে এবং কোমল তৃণ-শাদ্বল ভক্ষণ ও নির্ঝরের জল পান করিয়া প্রীত হইতেছে। ক্রমে সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িল! ইত্যব-সরে এক দল ভ্রমণকারী বেশধারী তাতারীয় অশ্বারোহী সেই স্থলে উপনীত হইল। তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল, একটী সুদৃশ্য সৌষ্ঠবময় অশ্ব প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের নয়ন-মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রত্যেকেই প্রলুব্ধ—প্রত্যেকেই অশ্ব ধৃত করণার্থ উদ্যত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে কাবান্দ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল,

অশ্ব ছুটাছুটি করিয়া—বল প্রয়োগে ফাঁস ছিন্ন করিয়া প্রভুর নিকটে আসিবার জন্ত ব্যস্ত! অবশেষে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, অশ্ব পলাইতে কৃতকার্য্য হইল না, ফাঁসে আবদ্ধ হইল। কিন্তু যখন তাহারা নিকটে আসিল, অশ্ব প্রচণ্ড পদাঘাতে তাহাদের দুই তিন জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করিল, অনেকে গুরুতর আঘাতে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তথাপি অশ্ব পরিত্রাণ পাইল না। দুষ্টগণ তাহাকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সাবধানতার সহিত লইয়া প্রস্থান করিল। প্রভুভক্ত অশ্ব পলায়নে অশক্ত হইয়া প্রভুকে বিপদ জ্ঞাপনার্থ পুনঃ পুনঃ উচ্চ ধ্বনি করিল। কিন্তু শুনিবে কে? প্রভু গাঢ় নিদ্রিত—দূরে অবস্থিত। সে ধ্বনি তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল না। অগত্যা তখন আর উপায় কি? ভগ্নপ্রাণে ঘোরতর হ্রেষা-রোলে চতুর্দ্দিক কাঁপাইতে কাঁপাইতে, পদাঘাতে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ক্রুদ্ধভাবে চলিল। তাহার মস্তক একবার মৃত্তিকার দিকে অবনত এবং পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। এই অবস্থায় রাখ্‌স একটী দূরবর্ত্তী নগরে যাইয়া উপস্থিত। নগরে অশ্বের অনুপম সৌন্দর্য্য ও দৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে দেখে, সেই মুগ্ধ। অশ্ব অতি যত্নে রক্ষিত হইল। অনন্তর তদ্রূপ সুগঠিত সুশ্রী অশ্ব লালাশায় ছুটিয়া একটী ঘোটকীর সহিত তাহার সম্মিলন করাইয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রোস্তম নিদ্রোত্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় অশ্ব রাখ্‌স নাই। দণ্ডায়মান হইয়া প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন, অশ্ব দেখিতে পাইলেন না। প্রান্তর জনপ্রাণী-শূন্য—ধূ ধূ করিতেছে। তবে কোথায় গেল অশ্ব! কে লইল অশ্ব? কি আশ্চর্য্য! তবে কি অশ্ব অদৃশ্য হইল? অথবা নব দূর্ব্বাদল লোভে আমাকে ভুলিয়া গিয়া অন্তত্র বিচরণ করিতেছে? না, আমার সে প্রিয় অশ্ব তাদৃশ মূঢ় নহে—আমাকে ভুলিয়া থাকিবার নহে। অন্য-

হারে, কষ্টে, সুখে, নগরে, অরণ্যে—যে অবস্থায় যেখানে থাকি, সে আমার পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না। হপ্তখানার পথে সে আমার প্রহরীর কার্য্য করিয়াছে, বিপদে রক্ষা করিয়াছে। আমি নিদ্রা যাই, সে সতর্ক জাগরিত থাকে। ভয়াবহ বিপদে সে উচ্চ রোলে আমাকে জাগরিত করে। ইত্যাকার কঠোর চিন্তায় ও মনোবেদনায় রোস্তম অধীর হইলেন। অবশেষে প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে ব্যস্ততার সহিত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে অশ্বের বিস্তর পদচিহ্ন রহিয়াছে,—অশ্বের দাপাদাপিতে মৃত্তিকা বিদীর্ণ ও চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন। তখন বুঝিলেন, অশ্ব অপহৃত হইয়াছে, কোন্ দুরাচার তাঁহার প্রিয় অশ্বকে অগোচরে লইয়া গিয়াছে। দারুণ অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর পুড়িতে লাগিল। তিনি রোষে ক্ষোভে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায় এরূপ দুর্দ্দৈব তো কখন ঘটে না! রাখসকে লইয়া কত দূরদেশে গিয়াছি, কত পর্ব্বতে, প্রান্তরে, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কত রাক্ষস-সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কত নিশীথে কত শত্রু-সমাকুল স্থানে নিদ্রাসুখ-ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানে তো আমার অশ্ব ক্ষণেকের জন্যও নয়নের অন্তরাল হয় নাই!! আজের এ অতি আশ্চর্য্য ঘটনা! কোন্ দুরাচারের এত সাহস, এত স্পর্দ্ধা, এত তেজঃ যে, সে আমার অশ্ব অপহরণ করিল? তাহার প্রাণে কি ভয় নাই? রোস্তমের নাম কি সে শ্রবণ করে নাই? ইরাণে-তুরাণে রোস্তমের নামে কে না আতঙ্কিত হইয়া থাকে? কে না রাখসকে রোস্তমের অশ্ব বলিয়া জানে? জানিয়া শুনিয়া যে দুর্ম্মতি এ কুকার্য্য করিয়াছে, আমার হস্তে আজি তাহার পরিত্রাণ নাই। আমি তাহার দেহ এই কৃপাণাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া জলধিজলে নিক্ষেপ করিব।" রোষাবিষ্ট রোস্তম ইহাই বলিয়া সতেজে অবসাদ স্কন্ধে লইয়া নিকোষিত অসিহস্তে অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বীরবর সতৃষ্ণনয়নে চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন, ক্রমে লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অশ্ব-পদচিহ্নের বিরাম নাই। অশ্বের সংবাদ জিজ্ঞাসিত হইলে নগরবাসীরা নিরুত্তর—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিরুত্তর। কিন্তু রোস্তমের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়-সঙ্কুচিত-চিত্তে অন্তরিত হইল। ক্রমে এই কৃপাণপাণি অশ্বানুসন্ধানকারী পুরুষের কথা নগরময় প্রচারিত হইল। নগরের নাম সামানগাঁ। সামানগাঁ তন্নামীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী। তথাকার রাজা রোস্তমের আগমন-সংবাদ শ্রবণে আপনার মন্ত্রীদল সহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য পদব্রজে চলিলেন। সঙ্গে বহু সাজসজ্জা ও গজবাজী, ব্যস্ততার একশেষ! যথাকালে সামানগাঁ-অধিপতি রোস্তমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। রোস্তমের বদনে ক্রোধ পরিস্ফুট, চক্ষু অগ্নিময়, আকৃতি ভীষণ! সামানগাঁ-অধিপতি তদ্দর্শনে ভীত হইয়া বহু নম্রতা প্রকাশ ও সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বীরবর রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন, "আপনার রাজ্যে শিকারে আসিয়া আমার অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। আমি অশ্বকে ময়দানে ছাড়িয়া দিয়া নিদ্রিত ছিলাম, সেই সুযোগে আপনার প্রজাগণ ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছে। আমি অশ্বের পদচিহ্ন ধরিয়া আপনার নগরে উপনীত হইয়াছি। নিশ্চয় আমার প্রিয় অশ্ব এই নগরেই আছে। যদি অশ্ব না পাই, যদি তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে আমার এই করধৃত কৃপাণাঘাতে সেই মহাপরাধের ভীষণ প্রতি-হিংসা আমি কঠোররূপে গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিব না।"

নরপতি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মহানুভব! জগদীশ্বরের প্রসাদে আপনার কল্যাণ হউক। আপনি আমার সম্মানিত শ্রেষ্ঠ অতিথি। আপনার শুভাগমনে আমি কৃতার্থ—আনন্দিত—গৌরবান্বিত! আমার রাজ্য পবিত্রীকৃত। শুভক্ষণে আজ আমার রজনী প্রভাত হইয়াছিল।

আপনি যে আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিতে মুহূর্ত্তেরও কি বিলম্ব হইতে পারে? বিশ্ববিশ্রুত বীর রোস্তমের ইচ্ছা সম্পাদনে কি অনভিমত হইতে পারে? কখনই নহে। অতএব আমার সবিনয় নিবেদন, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন, আপনার উদার হৃদয়ের সৎ প্রবৃত্তিনিচয়কে ভীষণত্বের গাঢ় আবরণ হইতে মুক্ত করুন। যদি আপনার প্রিয় অশ্ব আমার রাজ্যমধ্যে প্রকৃতই অপহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনারই আছে, জানিবেন। আপনি শীঘ্রই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। কে সেই তেজস্বী অশ্ব লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ? আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসুন, এ দীনের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক চরিতার্থ করুন। আপনার পদার্পণে আমার প্রাসাদ গৌরবান্বিত হউক। আমি অবিলম্বে আপনার অশ্ব অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিতেছি।

এই প্রীতিকর সম্বোধনে রোস্তমের ক্রোধ শান্তি হইল! তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে নরপতির আতিথ্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পরম যত্নে, সমধিক সমাদরে রাজা ও রাজপারিষদ পরিবৃত হইয়া বীরবর রাজপ্রাসাদে নীত হইলেন। তাঁহার আতিথ্য-সংকারার্থ অন্দর বাহিরে মহাধুম লাগিল। রাজা ব্যস্ত, মন্ত্রী ব্যস্ত, সহচর-অনুচর সকলেই ব্যস্ত! অন্দর-মহলে ব্যস্ততার ইয়ত্তা নাই। রাজপুরী উৎসবময়—আনন্দপূর্ণ হইল! বীরবর পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় উপবেশন করিলেন। উপাদেয় খাদ্য, সুস্বাদু সুগন্ধি পেয় প্রদানে সামানগাঁপতি তাঁহার তুষ্টিসাধন করিলেন। তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ গীত-বাদ্য-নৃত্যাদি আমোদ প্রমোদেরও অভাব হইল না। ফলতঃ সামানগাঁ-অধিপতি সর্ব্ব প্রযত্নে, সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যাগতের সন্তোষ সাধনে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় উৎসুক। বীরবর রোস্তম নরপতির ঈদৃশ উদার ব্যবহারে, আদর ও আপ্যায়নে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন।

পরে বিশ্রামের সময় উপস্থিত হইলে তিনি একটী সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষমধ্যে স্বর্ণাসনে মৃগনাভি-গন্ধামোদিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। অচিরেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত! পথশ্রম, অশ্বের চিন্তা—সমস্তই বিস্মৃত হইলেন।

প্রহরেক রজনী অতীত হইতে না হইতে বীরবর এক অলৌকিক মধুর স্বপ্নে—এক রমণীয় জাগ্রৎ স্বপ্নে জাগরিত হইলেন! একটী অনিন্দ্য রূপশালিনী স্বর্গের পরী বা বিদ্যাধরী—সঙ্গে একটী ষোড়শী রূপসী, হস্তে সুগন্ধি কর্পূরের বাতি সুরভিত শুভ্রালোকে গৃহ আমোদিত ও আলোকিত করিয়া প্রজ্জ্বলিত—ধীরে ধীরে উপাধানের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। বীরবরের বিস্মিত নয়ন সেই উজ্জ্বল রূপরাশির দিকে আকৃষ্ট হইল। আহা চন্দ্রের কি সেই স্বর্গীয় সুষমাময় মুখের সহিত তুলনা হইতে পারে? তাঁহার আকর্ণ-বিস্ফারিত মাধুরীপূর্ণ নয়নদ্বয় নীল নলিনীবৎ ঢল ঢল করিতেছে। ভ্রূযুগল মনো-মোহন ও ধনুকের ন্যায় বক্র! গণ্ডস্থল কোমল ও গোলাপ পুষ্পাভ, ঘনকৃষ্ণ চাঁচর চিক্কণ চিকুরদাম নধর নিতম্বদেশে দোদুল্যমান! ওষ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ,সমস্তই সুন্দর, সমস্তই সুগঠিত ও সৌষ্ঠবপূর্ণ। সুন্দরীর আপাদমস্তক যেন নিপুণ শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় সুচিত্রিত! যুবতী যখন কোমল পদবিক্ষেপে থমকে থমকে, হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন,—আহা কি অলৌকিক মাধুরী! ভবজন-চিত্ত-মনোহারী মাধুরী!—গৃহ অলক্ষ্যে সুগন্ধামোদিত ও আনন্দপূর্ণ হইয়া গেল। মায়া-মুগ্ধ স্তম্ভিত রোস্তম বিস্ময়াকুল নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "আহা কি সুন্দর! আহা কি মধুময়! আমার কি সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল? আহা না, সুখ-স্বপ্নে মগ্ন হইলাম! অয়ি সুন্দরি! আপনি কে? নিশার আঁধার ভেদ করিয়া কি উদ্দেশ্যে আপনার এখানে শুভাগমন? এ সময়ে একটী যুবতী রমণীর একাকিনী এক জন অপরিচিত পুরুষের

কক্ষে পদার্পণ, চিন্তা ও বিস্ময়ের বিষয় বটে।" স্বপ্নময়ী-বীণাস্বর বিনিন্দিত কোমল কণ্ঠে কহিলেন, মহাভাগ! অবলার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি অন্যায়রূপে আপনার নিদ্রাসুখ ভঙ্গ করিলাম। হে শূর! আমি এই রাজ্যের রাজকন্যা, নাম তহ্‌মিনা। আমি লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আপনি আমাকে যথেচ্ছাচারিণী মনে করিবেন না। আমি নিয়ত পবিত্র পর্দ্দার অন্তরালে বাস করি। আমাকে দর্শন করা দূরে থাক, কেহই এপর্য্যন্ত আমার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই। আমি আপনার বীরত্ব-কাহিনী, সাহসিকতা ও নির্ম্মল খ্যাতির কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পক্ষপাতিনী—বিমুগ্ধ।" রোস্তম যুবতীর পরিচয় শ্রবণে সম্মানের সহিত অভিবাদন করিলেন এবং কহিলেন "রাজনন্দিনি! আমি আপনার অভ্যাগত ও অপরিচিত! আপনার অস্বাভাবিক ব্যবহারে আমি প্রকৃতই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। ফলতঃ আপনার এই নিশাভিযানের উদ্দেশ্য কি? বিশদরূপে জানিতে বাসনা করি।"

চঞ্চলা তহ্‌মিনা তখন মৃদুস্বরে কহিলেন, "হে শূরেন্দ্র! আমার অন্তরের কথা, হৃদয়ের ব্যথা অকপটে প্রকাশ করিবার জন্যই আমি নির্জ্জন নিশীথে এখানে আসিয়াছি। আমি আপনার অনুপম বীরত্ব-গাথা, আপনার জগন্মোহন যশঃ, আপনার অলৌকিক মহত্ত্ব-প্রতিপত্তির বর্ণনা বহু দিন হইতে শ্রবণ করিতেছি। শুনিয়াছি, আপনার প্রচণ্ড প্রতাপ সহ্য করিতে নরদৈত্য সকলেই অক্ষম! শুনিয়াছি, যেখানে আপনার গদা ঘূর্ণিত হয়, তরবারি কোষমুক্ত হয়, সেখানে অতি তেজস্বী বীরের হৃদয়ও দমিত ও কম্পিত হইয়া থাকে। দুরন্ত দৈত্যকুল আপনার হস্তে নির্ম্মূল হইয়াছে। আপনার মহিমাময় নামের আকর্ষণী শক্তিতে আমার অন্তর আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি আপনাকে চক্ষে দেখি নাই,

কিন্তু আপনার গুণ-গরিমা শ্রবণেই আমার মন আপনার অনুরাগ-পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা, আপনি ব্যতীত অপর কাহারও নিকট আমি আত্মবিক্রয় করিব না। আমার জীবন-যৌবন-মন, আমার ভক্তি-ভালবাসা-প্রণয়-প্রীতি—জগতে আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই আপনার করে অলক্ষ্যে সমর্পণ করিয়াছি। আপনার আশাতেই আমি জীবিত আছি, কিন্তু ব্যাকুলভাবে দিনপাত করিতেছি। কবে আপনার দর্শন পাইব, কখন্ আপনার চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব, অন্তরানল নিবাইব, ইহাই আমার দিবানিশি চিন্তা, ইহাই আমার জপমালা। আহা অভাগিনীর ভাগ্যক্রমে এত দিন পরে বিধাতা তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার চিন্তা, চাঞ্চল্য, ব্যাকুলতা দূর করিবার জন্য আজ আপনাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। যখন শুনিলাম, আপনি সামানগাঁর অনতিদূরস্থিত প্রান্তরে শিকার করিতে আসিয়াছেন, তখন আমি আপনাকে কৌশলে রাজধানীতে আনয়ন জন্য আপনার অশ্ব ধরিয়া আনিতে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, আপনি অশ্বের অনুসন্ধানার্থ অবশ্যই এ নগরে পদার্পণ করিবেন, এবং এ দাসীর আশা পূর্ণ হইবে। সৌভাগ্যক্রমে সে সঙ্কল্প আজ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। রাখ্স আসিয়াছে, আপনিও আসিয়াছেন। এক্ষণে হে প্রাণারাম! আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন, স্বীয় উদারতা-গুণে আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন, প্রাণের ব্যথা—অন্তরের অনল নির্ব্বাণ করুন। এ কার্য্যে আর বিলম্ব করিবেন না; কেননা এক মুহূর্ত্তের বিলম্ব আমি এক যুগ বলিয়া অনুভব করিতেছি। অতএব প্রভাতেই আমাদের সম্মিলন-প্রস্তাব আমার পিতার গোচর করুন। তিনি স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়, নিশ্চয়ই সন্তোষ সহকারে আপনার প্রার্থনা অনুমোদন করিবেন। আমি আর আপনাকে বিরক্ত করিতে চাহি না। আপনি সুস্থচিত্তে নিদ্রা-সুখ-ভোগ করুন, আমি চলিলাম।”

বীরবর তহ্মিনার হৃদয়-ভাব অবগত হইয়া মুগ্ধ—বিচলিত। রাখ্সের নিরাপদ সংবাদে তাঁহার অন্তর অধিকতর আনন্দপূর্ণ! তিনি রাজবালাকে হাস্যবদনে মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ভাষিণি! যাইবে? যাও, বিধাতা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমি রজনী প্রভাতেই তোমার প্রস্তাব সামানগাঁপতির কর্ণগোচর করিব। আহা সুন্দরি! তোমার মধুরালাপে আমার হৃদয় যে কীদৃশ আনন্দপূর্ণ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম। তুমি যে আমার প্রতি এতদূর অনুরাগিণী, এত দূর মুগ্ধা, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।" রোস্তম আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তহ্মিনা অপাঙ্গে চাহিয়া, মৃদু হাস্যে অতিথির মন হরণ করিয়া অন্দরে প্রস্থান করিলেন। অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন, পরস্পর নয়ন-বাণ নিক্ষেপ বিধিমতেই চলিল। কক্ষ আবার নিস্প্রভ, নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। যেন সৌদামিনী স্বীয় উজ্জ্বল প্রভা দেখাইয়া পলকে অদৃশ্য হইল। বীরবর চিন্তিত চিত্তে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। তাঁহার নিদ্রা আসিল কি না, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। এইরূপে প্রেম-নাটিকার প্রথম অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

রজনী প্রভাতা হইল। সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চ তান তুলিল। হিংস্র পশু বেগতিক দেখিয়া নিভৃত অরণ্যে প্রবেশ করিল। সুশীতল সমীরণ কুসুম-সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল। দেখিতে দেখিতে উষা-বধূর অঞ্চল ধরিয়া ব্রীড়াশীল তপন সামানগাঁর শাহী প্রাসাদের অলিন্দে দেখা দিল। বিগত নিশার অতিথি-সৎকার ব্যাপারে অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া আজ প্রাসাদের দাসদাসীগণ প্রত্যূষে উঠিতে পারে নাই। ক্রমে অন্দর-বাহির কোলাহলময়—প্রহরী, পাইক, দাসদাসী স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত হইল। স্বয়ং সামানগাঁপতি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আমির-উমরাহ-পরিবৃত্ত

হইয়া দরবারে উপবেশন করিলেন। মহাবীর রোস্তমও জাগিয়াছেন, কিন্তু গাঢ় চিন্তামগ্ন। দ্বারদেশে পরিচারকগণ আজ্ঞা অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, কিন্তু তদ্দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। অবিলম্বে অনেক সভাসদ অতিথির কুশল জিজ্ঞাসা করিতে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রোস্তম আপনার স্বচ্ছন্দতা জ্ঞাপন করিয়া পরিশেষে রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং সেই সভাসদের দ্বারাই রাজনন্দিনীর সহিত স্বীয় বিবাহ-প্রস্তাব অনুমোদনার্থ সামানগাঁরাজকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। সামাগাঁপতির যাহা আন্তরিক অভিলাষ, যাহার জন্য তিনি লালায়িত—চিন্তিত, সে কার্য্যের কি আবার অনুমোদনের অপেক্ষা হইতে পারে? তিনি তো তাহাই চাহেন! সভাসদগণ তো তাহাই চাহেন! পুর-মহিলাগণ তো তাহারই জন্য উৎসুক!! ফলতঃ সভাসদ-মুখে বিবাহ-প্রস্তাব শ্রবণে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। হাস্যচ্ছটায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিকশিত! তিনি নিমীলিতনেত্রে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। এ শুভ সংবাদে অন্তঃপুরে আনন্দ-লহরী ছুটিল। তহ্‌মিনার চিন্তা-ভার বিদূরিত হইল—কষ্টের স্বপ্ন অপসৃত হইল! তাঁহার সঙ্গিনীগণ হাস্য-পরিহাসে মহল কোলাহলময় করিয়া তুলিল।

অনন্তর দেশের প্রথানুসারে নরপতি অগৌণে মহাড়ম্বরে সম্মানিত অতিথির সহিত কন্যার বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কোমলাঙ্গী সুন্দরী এবং কঠিনকায় বীর শুভযোগে পরস্পর সম্মিলিত হইলেন। রাজপুরী আনন্দময়, প্রজাপুঞ্জ আনন্দিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দ-সঙ্গীতে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্মিলন-কক্ষ সুসজ্জিত করা হইল, তথায় তাঁহারা দিনযামিনী প্রেমালাপে প্রমত্ত হইলেন। বীরবর নবীনা প্রণয়িণীর সহিত কিয়দ্দিবস শান্তিসুখে অবস্থান করিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। বিদায়-কাত-

মৈত্র তাঁহাকে আর প্রণয়ামোদে লিপ্ত থাকিতে দিল না। তিনি তহ্‌মিনাকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং দুঃখের সহিত দীর্ঘোষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই পতিপ্রাণা প্রণয়িণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায়ের কথা শ্রবণে তহ্‌মিনার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তাঁহার নয়ন হইতে মুক্তাবলী সদৃশ অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া গণ্ডদেশ ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সুন্দরী ভাবী বিরহের ব্যথা ভাবিয়া অধীরা হইলেন। তখন বীরবর শোক-বিহ্বলা সহধর্ম্মিনীকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন এবং তিনি গর্ভবতী হইয়াছেন, বুঝিয়া আপনার পবিত্র মোহ্‌রা (রক্ষা-কবচ)* প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "ইহা সাবধানে রাখিবে। যদি দয়াময়ের কৃপায় তোমার কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে এই মোহ্‌রা তাহার কেশাগ্রে বন্ধন করিয়া দিবে। এতৎ প্রভাবে সে আজীবন সুখে ও সম্মানের সহিত অবস্থান করিবে। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে পুত্র-সন্তান হয়, তবে তাহার বাহুতে বন্ধন করিবে। এই পবিত্র মন্ত্রপূত কবচের গুণে সেই পুত্রের অন্তঃকরণ ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত হইবে এবং সে মহাবীর সাম বা নরিমানের ন্যায় শক্তিশালী ও সাহসী হইবে। তাহার স্বভাব নবনীত-কোমল, কিন্তু বীরত্ব অনল-

* রোস্তমের মোহ্‌রা অর্থাৎ মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ আশ্চর্য্যজনক গুণের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহা যিনি ধারণ করিতেন, তিনি সর্ব্ববিধ বিপদে সর্ব্বদা বিমুক্ত থাকিতেন এবং দুর্ভাগ্যের অঙ্কুশাঘাত হইতে দূরে থাকিয়া সৌভাগ্যের শান্তি-সুখ ভোগ করিতেন। পুরাকালে এইরূপ রক্ষাকবচ আরও যে অনেক মহাত্মার নিকট রক্ষিত ছিল, প্রাচীন সাহিত্যেতিহাস আলোচনা করিলে তাহার বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জেরিজ-পুরের মহাত্মা সোলেমানের আঙ্গুরীয় শক্তির সীমা ছিল না। তৎপ্রভাবে যে কত অসাধ্য সাধন, কত বিপন্নের বিপদুদ্ধার, কত লোকের উৎকট ব্যাধির প্রতিকার হইত, তাহা শ্রবণ করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। প্রসিদ্ধ পরোপকারী মহাপুরুষ হাতেম তায়ী এইরূপ মোহ্‌রা মুখে স্থাপন করতঃ নির্ভয়ে সর্ব্ববিধ বিপদের সম্মুখীন হইয়া অদ্ভুত দেহে বহুল অমানুষিক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এবংবিধ মোহ্‌রার আরও বহু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল।

কেকোবং অসহ্য হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে কেহই তাহার বিরুদ্ধের সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না। এইরূপ অক্ষয় ও অপূর্ব্ব যশোমহিমা লাভ করিয়া সে জীবন অতিবাহিত করিবে, তুমি ধন্যা হইবে।" ইহা বলিয়া রোস্তম প্রেমভরে প্রেয়সীকে ভুজপাশে বন্ধন পূর্ব্বক চুম্বনালিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং বিদায়ের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। রাজা ও রাজপারিষদগণ সমবেত হইলেন। কৃতজ্ঞতা, ভব্যতা ও কত কাতরতা প্রদর্শিত হইল। অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন যথেষ্ট চলিল। অতঃপর বীরবর প্রিয় অশ্ব রাখ্‌সোপরি আরোহণ করিলেন। সেই প্রভুপরায়ণ প্রাণী বহু দিন পরে রোস্তমকে পৃষ্ঠে লইয়া স্ফূর্ত্তির সহিত বায়ুবেগে সিস্তানাভিমুখে ধাবিত হইল।

বীরবর ভবনে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয়-বান্ধব সকলেই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিফলকে প্রিয়তমার বিচ্ছেদ, ক্রন্দন-কাতরতা নিয়ত জাগরিত থাকায় তাঁহার প্রফুল্লতা নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। তহ্‌মিনাও তদবস্থাপন্না। তিনি পতি-বিরহে ঘূর্ণায়মান-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে নয় মাস উত্তীর্ণ হইল, যথাকালে শশাঙ্ক সদৃশ কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। স্বামীর উপদেশানুসারে তহ্‌মিনা সেই মন্ত্রপূত মোহরা অবিলম্বে পুত্রের বাহুতে বন্ধন করিয়া দিলেন। শিশু পিতা-পিতামহাদির আকৃতি-অনুরূপ সুগঠিত। পুত্রের প্রফুল্ল মুখ-কমল দর্শনে তহ্‌মিনার শোকাশ্রু শুষ্ক হইল, হৃদয়ের বেদনা আর পূর্ব্ববৎ থাকিল না। রাজপুরী আনন্দপূর্ণ, সামানগাঁ-পতির আনন্দ দেখে কে? তিনি দৌহিত্রের জন্মদিনে দীনদিগকে ধন বিতরণ ও বহু আমোদোৎসব করিলেন। তহ্‌মিনা হৃদয়-নন্দনের নাম রাখিলেন সোহ্‌রাব। সোহ্‌রাব পরমযত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অঙ্গপুষ্টি ও বলবীর্য্য পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ

করিল। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সোহ্‌রাবের বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, বলিষ্ঠ বাহুযুগল, সাহস-সহিষ্ণুতা, ও তৎসহ তাঁহার জ্ঞান-গরিমা আপামর সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি মৃগয়া-কার্য্যে ও ব্যায়ামে অতিশয় দক্ষ হইলেন এবং এরূপ দ্রুত দৌড়িতে পটু হইলেন যে, অতি বেগবান্ অশ্বকেও অতিক্রম করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেন। এইরূপ অবস্থায় সোহ্‌রাব মাতার আনন্দ বর্দ্ধনের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তহ্‌মিনা প্রথম হইতেই পুত্রের জন্মকথা ও তাহার নাম রোস্তমের গোচর যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। কেননা তিনি জানেন, যদি বীরবর পুত্রের সংবাদ অবগত হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই মাতার মনে ক্লেশ দিয়া পুত্রকে স্বভবনে লইয়া যাইবেন। ইহাই তাঁহার ভয়, ইহাই তাঁহার ভাবনা। এই জন্যই যখন রোস্তম সোহ্‌রাবের জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই তহ্‌মিনার নিকট বহুমূল্য মণিরত্ন ও অলঙ্কারাদি উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া তাঁহার কি সন্তান জন্মিয়াছে, অনুসন্ধান লইয়াছিলেন, তখন ছলনাময়ী তহ্‌মিনা প্রকৃত কথা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের শুভ সম্মিলনের ফল একটী কন্যা। কন্যার জন্মসংবাদে রোস্তমকে নিরাশ করিল, তাঁহার হৃদয়ে যে বাসনা বলবতী ছিল, তাহা পূর্ণ হইল না। তজ্জন্য তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং অতঃপর সামানগাঁর নাম পর্য্যন্ত আর মনে রাখিলেন না।

অনন্তর এক দিন সোহ্‌রাব প্রফুল্লবদনে অধিকতর অনুরাগের সহিত তহ্‌মিনার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "জননি! আমার চিন্তা-ভারাবনত চিত্তে শান্তিদান করুন। বলুন, কে আমার পিতা এবং তিনি কোথায়? যেহেতু আমি বাল্য কাল হইতে আমার সঙ্গীদের

মধ্যে অবস্থান করিতেছি, তাহারা আমার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে নিরুত্তর হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়, ইহা নিতান্তই অসহ্য। আমি জন্মাবধি পিতাকে দেখিলাম না, পিতাকে পিতা বলিয়া একবার ডাকিতে পাইলাম না, পিতৃস্নেহ যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিলাম না, এতদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এখনও যদি সে নাম গোপনে রাখেন, এখনও যদি আমি সঙ্গী-সমাজে পিতৃ-পরিচয় প্রদানে বঞ্চিত থাকি, তবে এ কলঙ্কময় জীবনে ফল কি? হয় আমার জীবন, না হয় আপনার জীবন-সংহার করিয়া আমি সকল যন্ত্রণার উপসংহার করিব।" ক্রোধ-মিশ্রিত ক্ষোভের কথা পুত্রমুখে শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-চমকিতা ভীতা তহ্‌মিনা উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "পুত্র! অধীর হইও না, শান্ত হও। আনন্দের সহিত শ্রবণ কর, তুমি কোন্ মহাত্মার বংশধর,—কোন্ সম্মানিত গোত্রে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। যে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী বীরগণের আবির্ভাবে বসুন্ধরা গৌরবশালিনী হইয়াছেন, যে বীরশ্রেষ্ঠ সামের সুকৃতি-গাথা দিগ্‌দিগন্তরে পরিকীর্ত্তিত, যে সাম-নন্দন বিশ্ব-বিশ্রুত জালের বীরত্বে জগৎ মুগ্ধ, তাঁহার পুত্র দিগ্বিজয়ী তেজস্বী বীর সিস্তান-উজ্জল-তপন রোস্তম তোমার জন্মদাতা পিতা। সুতরাং তোমার কুল-গৌরব, তোমার বংশ-মর্য্যাদা সর্ব্বাংশে যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাংশে যে গণ্যমান্য, তাহার আর সন্দেহ কি আছে?" ইহা কহিয়া বুদ্ধিমতী তহ্‌মিনা সোহ্‌রাবের পিতৃকুলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি, তেজস্বিতা ও সাহসিকতার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া পুত্রকে শ্রবণ করাইলেন এবং রোস্তম-প্রেরিত মণিরত্ন-অলঙ্কারাদি দেখাইলেন। ইহাতে সোহ্‌রাবের হৃদয় পিতৃকুলে পরিচিত হইবার জন্য সমধিক উত্তেজিত হইল। কিন্তু তহ্‌মিনার সেই ভয়, সেই সন্দেহ, সেই পূর্ব্ব চিন্তা। পুত্রকে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া তাঁহার পিতৃদর্শন-বাসনা আপাততঃ দমন করিতে উপদেশ দিলেন এবং সান্ত্বনাবাক্যে আবক্ত

কহিলেন, "বৎস! বীরবর রোস্তমের সহিত তোমার সম্বন্ধ-ব্যাপার সাধারণ্যে প্রকাশ করিও না। কেননা তুরাণরাজকুমার আফ্‌রাসিয়াব মহাবীর রোস্তমের পরমশত্রু। তিনি জানিতে পারিলে তোমাকেও বিপন্ন করিতে পারেন; তাঁহার হৃদয়ের ভীষণ প্রতিহিংসা—দারুণ কোপ তোমার উপর পতিত হইবে। অতএব একণে সে পরিচয়ে নিবৃত্ত থাক।"

সোহ্‌রাবের যুদ্ধযাত্রা।

বীরবর সোহ্‌রাব তেজস্বিতার সহিত উত্তর করিলেন, "জননি! কেন আপনার অশ্রু, কেন আপনার চিন্তা? ইহা আপনার মানসিক দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কল্পিত ভয়ে ভীত হওয়া কাপুরুষ নরনারীর কার্য্য। মানবশক্তি কি বিধাতার পবিত্র বিধানের উপর শাসন-ক্ষমতা দেখাইতে পারে? নিয়তির গতি অপরিহার্য্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিচলিত। তদ্রূপ আমার উন্মত্ত বাসনার গতিও অবরুদ্ধ হইবার নহে। সে গতি কে ফিরাইতে পারে? কে আমার প্রাণের উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিতে পারে? আমি সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইব না, না, কখনই না, কখনই আমার পিতার নাম গোপন রাখিব না। আপনার এ উপদেশ আমার মনঃপূত নহে। ভয়! কাহার ভয়? পৈতৃক বৈরীদলের? হউক যতই বলবান্ তাহারা, একণে আমার ভীষণ হিংসানলে ভস্মীভূত হইবে। কিছুতেই তাহাদের রক্ষা নাই, আমার স্বদেশীয় যোধগণ হুহুঙ্কার-নাদে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অভ্যুত্থান করিবে। আমি অত্যাচারী আফ্‌রাসিয়াবকে দেশ হইতে দূরীভূত করিব; তাহার তুরাণীয় সৈন্যগণ আমার পতাকা-মূলে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইবে। অধিক আর কি বলিব,

স্বয়ং ইরাণপতি কায়কাউস সিংহাসনচ্যুত হইবেন ; আমার পূজনীয় পিতার মস্তকে আমি রাজমুকুট পরাইয়া দিব এবং যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া কায়কাউস রাজদণ্ড পরিচালনা করেন, আমি তাঁহাকে তথায় উপবেশন করাইব। আপনি রাজরাজেশ্বরী হইবেন। তখন পিতা এবং পুত্র শুভ সঙ্কল্প লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে সম্মিলিত হইব। সুতরাং কে আর আমাদের বিরুদ্ধে বক্র দৃষ্টিতে চাহিতে পারিবে? যখন সূর্য্য এবং চন্দ্র নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল প্রভায় দপ্‌দপ্ করিয়া কিরণ দান করিতে থাকে, তখন ক্ষুদ্র তারকামণ্ডলী কি ক্ষীণ রশ্মি লইয়া তথায় মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে? না তাহাদের সে কিরণ কোন কার্য্যসাধক হয়? সোহ্‌রাব নীরব হইলেন কিন্তু তহ্‌মিনা চিন্তিতচিত্তে কহিলেন, "বাছা! ইরাণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান! এ অসম্ভব কথা ভ্রমেও চিন্তা করিও না। কেননা ইরাণপতি প্রভূত বল-বিক্রমশালী, স্বয়ং রোস্তম তাঁহার প্রধান সেনাপতি। বিশেষতঃ তোমার পিতৃবংশ পুরুষানুক্রমে সেই রাজকুলের অনুগত। যদি তুমি তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর, তবে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। আর বীরবর রোস্তম কি স্থির থাকিতে পারিবেন? তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, না জানি কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবে। আমি তাহাই ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছি। বলিতে গেলে, ইহা পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের অস্ত্রধারণ! নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্য্য। তাই বলিতেছি, বৎস! এ দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল।" কিন্তু বীর্য্যমদে উন্মত্ত সোহ্‌রাব মাতৃউপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না। তখন তহ্‌মিনা বুঝিলেন, পক্ষীশাবক উড্ডয়নক্ষম হইয়াছে, তাহাকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখা সহজ নহে।

অনন্তর এক দিবস বীর-হৃদয় সোহ্‌রাব মাতাকে কহিলেন, "আমি এক্ষণে পিতার অনুসন্ধানে যাইব, তাঁহার পবিত্র বীরমূর্ত্তি দর্শন করিব

এবং আমার অভীষ্ট সাধনে ব্রতী হইব। অতএব আপনি আমাকে এরূপ একটী শক্তিশালী উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রদান করুন, যাহা কষ্টসহিষ্ণু, দ্রুতগতিশীল, হস্তির ন্যায় বলবান্ ও কি মরুপ্রান্তরে, কি ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে, সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাবে গমনে সমর্থ।" তহমিনা পুত্রের অটল অধ্যবসায় দর্শনে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না কিন্তু কাতর ভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ অবিলম্বে সামানগাঁ-রাজের অশ্বশালার অশ্ব সমূহের মধ্য হইতে একটী বৃহৎকায় বলিষ্ঠ অশ্ব নির্ব্বাচিত হইল। এই অশ্বটী, সামানগাঁরাজের একটী ঘোটকীর সহিত রাখ্‌সের যে সম্মিলন হয়, তাহাতেই সমুৎপন্ন। সুতরাং ইহা আকারে, সৌন্দর্য্যে ও গুণে যে রাখ্‌সের সমকক্ষ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? সোহ্‌রাব অশ্ব দর্শনে অতিশয় প্রীত হইলেন এবং লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বের গতি ও সামর্থ্য পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল, হৃদয় স্ফূর্ত্তিভরা হইল। ঈদৃশ গুণসম্পন্ন অশ্বারোহণে স্বকীয় সঙ্কল্পিত ব্রত অনায়াসেই সম্পাদন করিতে পারিবেন, বলিয়া তাঁহার অন্তরে সুখদায়িনী আশার সঞ্চার হইল। শীঘ্রই পবন-গতিতে সোহ্‌রাবের যশঃ, খ্যাতি ও বীরত্বের কথা দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহার দলপুষ্টি করিল। নব তেজোবীর্য্যভরা সোহ্‌রাব এক্ষণে নবোৎসাহে প্রকাশ্যে কায়কাউসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রোস্তমকে পারস্য-রাজ্যাভিষিক্ত করিব, বলিয়া যুদ্ধাভিযান ঘোষণা করিলেন। সামাগাঁরাজ দৌহিত্রের যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া পুলকিত হইলেন; তিনি হৃষ্টচিত্তে এই মহান্ অনুষ্ঠানের আনুকূল্যার্থে আপনার সৈন্য, প্রভূত অর্থ, উষ্ট্র, অশ্ব ও অপর প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ প্রদান করিলেন। সোহ্‌রাব স্বয়ং বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং উল্লম্ফমান অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া রণতূর্য্য বাজাইয়া, বিজয়-পতাকা উড়াইয়া সৈন্যগণ সহ মহোৎসাহে যাত্রা করিলেন।

উচ্চাভিলাষ-প্রণোদিত বীর-বালক সোহরাবের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ আফ্রাসিয়াবের কর্ণগোচর হইল। আজন্ম মাতৃক্রোড়ে সুকোমল সুখের দোলায় প্রতিপালিত বালককে সহসা কঠোরতম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন। ফলতঃ অনুষ্ঠান যে তাঁহার চির-সঙ্কল্পিত অভিপ্রায়ের অনুকূল, তাহা অনুধাবন করিয়া আফ্রাসিয়াব অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শত্রুতা-সাধনের স্বর্ণ-সুযোগ পাইয়া বীর যুবকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, ইরাণরাজ আমার চিরশত্রু; যদি অভিপ্রেত হয়, তবে আমিও সেই অত্যাচারীর দর্প চূর্ণ করণার্থ সৈন্য দিয়া আপনার আনুকূল্য করিতে পারি! আপনার সৈন্যের সহিত আমার সৈন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে অচিরে সুফল উৎপন্ন হইতে পারিবে। সোহরাব এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। আফ্রাসিয়াব অনুকূল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে হুমান ও বারমান নামক দুই জন সমর-শাস্ত্র-বিশারদ শক্তিশালী সেনাপতির অধীনে বহু সামরিক সজ্জা-সম্বলিত দ্বাদশ সহস্র রণদক্ষ সৈন্য সোহরাবের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সৈন্য-প্রেরণও তাঁহার সরলতা-প্রণোদিত নহে, পরন্তু বিশ্বাসঘাতকতা, জিঘাংসা ও কুবুদ্ধি-পরিচালিত। ক্রূরমতি অফ্‌রাসিয়াব তাঁহার সেনাপতিদ্বয়কে বিশেষ সতর্কতার সহিত সংগোপনে উপদেশ দিলেন যে, "এই বালক যেন কোনক্রমেই তাহার পিতার সহিত পরিচিত না হয়। পিতাপুত্র যেন পরস্পর অপরিচিত ভীষণ শত্রু বলিয়া পরস্পর জ্ঞান থাকে, তাহাই আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রথম সোপান জানিবেন। পিতা ও পুত্র রোষানলে উত্তেজিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, হয় তো, হয় তো কেন? নিশ্চয়ই রোস্তমকে সেই নব বলে বলীয়ান যুবকের করে আত্মবলিদান করিতে হইবে। অনন্তর বিজয়ী বীরকে কৌশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিহত করতঃ সকল

সঙ্কট এড়াইতে হইবে। যদি রোস্তম নিপাত হইল, সোহ্রাব বন্দী বা কাল-কবলে পড়িল, তবে আর ভয় কিসের? তখন সুখের পারস্য-সাম্রাজ্য স্বতঃই আমার হস্তগত হইবে। তখন কায়কাউস শান্তির জন্য—স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য আমার নিকট বৃথা প্রার্থনা করিবেন।" উঃ কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! কি ভয়াবহ আকাঙ্ক্ষা! ফলতঃ ভাগ্যবিধাতা যে কি করিবেন, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

হুমান ও বারমান কর্তৃক পরিচালিত তুরাণীয় সৈন্য শীঘ্র সোহ্রাবের সহিত সম্মিলিত হইল। এই উভয় সৈন্য অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে বীরদর্পে উচ্চ ধ্বনি তুলিয়া পারস্যের দিকে অভিযান করিল। পথিমধ্যে একটী প্রকাণ্ড দুর্গের সম্মুখে যাইয়া সমুপস্থিত। দুর্গের নাম মাভিন। দুর্গ-প্রাকার সুদৃঢ় ও সুদূরবিস্তৃত। হুজির নামক জনৈক যুদ্ধনিপুণ সেনাপতির অধীনে বহু সুশিক্ষিত পারস্য-সৈন্য মাভিন দুর্গে অবস্থান করিত। সোহ্রাব সসৈন্য দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইলে বলদর্পিত বীর হুজির শস্ত্র-সজ্জিত হইয়া একাকী দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং আগন্তুক যোধগণের গতি-প্রতিরোধ মানসে ত্বরিত ধাবিত হইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; "এখানে বিপক্ষ সৈন্যের সমাবেশ কি জন্য? কে এমন শক্তিশালী সৈনিক আছে যে, এই বীরভূমি আক্রমণ করিতে সাহস করিয়াছে? তোমরা কে? অগোপে আমার নিকট ব্যক্ত কর। যদি ইরাণে প্রবেশের অণুমাত্রও চেষ্টা কর, তবে এখনি তোমাদের মস্তকচ্ছেদন করিব।" এই ভীতি প্রদর্শনে সোহ্রাব ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং নির্ভয়চিত্তে হুজিরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "তুমি কি জীবনের আশায় উদাসীন? কোন্ সাহসে একাকী সমরে আগমন করিয়াছ?" তৎশ্রবণে আঘাতপ্রাপ্ত ফণীবৎ হুজির লোহিতলোচনে কহিলেন, "বালক! তোমার বাল্য-

বাচালতা আর কতক্ষণ? শীঘ্রই তোমার মস্তক আমার তরবারি আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইবে, তোমার দেহ শৃগাল-শকুনীর আনন্দবর্দ্ধন করিবে এবং পারস্যের প্রবলপ্রতাপ অধিপতি তৎশ্রবণে সুখানুভব করিবেন। হজিরের স্পর্দ্ধা দর্শনে সোহ্‌রাব হাস্য করিয়া উঠিলেন; আর বিলম্ব হইল না, উভয় বীর পরস্পর সম্মুখীন হইলেন; ভীষণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। বিবিধ প্রহরণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সোহরাবের অস্ত্রাঘাতে বৃথা বীরত্বাভিমানী হজির অশ্বোপরি থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে নিম্নমুখী হইয়া ভূপতিত হইলেন; অমনি বিজয়ী বীরযুবক অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া খঞ্জন দ্বারা মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত। কিন্তু পতিত বীর করুণ ক্রন্দনে জীবন ভিক্ষার প্রার্থনা করায় ভীরু হজিরকে প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিলেন। বন্দী সেনাপতি হুমানের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইলেন।

কেল্লা-মাতিনে গের্দ্দ-আফ্‌রিদ নাম্নী জনৈক সৈনিকনন্দিনী পিতার সহিত অবস্থিতি করিতেন। এই রমণী যেমন সৌন্দর্য্যশালিনী, সমরশাস্ত্রেও তেমনি পারদর্শিনী ছিলেন। একে যৌবনের বল, তাহাতে আবার শিক্ষা, এই উভয়ের সংমিশ্রণে রমণীর সাহস, সামর্থ্য ও তেজঃ শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তৎকালে তত্তুল্য বীর্য্যবতী মহিলা ইরাণরাজ্যে আর ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গের্দ্দ-আফ্‌রিদ হজিরের ভীষণ পরাভব-সংবাদ শ্রবণে শোকে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূতা ও উত্তেজিতা হইলেন, ক্রোধে তাঁহার গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, নেত্রদ্বয় হইতে যেন অনল-কণিকা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি মনোবেদনায় অস্থির হইয়া আগন্তুক আততায়ীর সহিত রণরঙ্গে মত্ত হইতে ও প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। তাঁহার কোমলাঙ্গ দৃঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত

হইল, শিরস্ত্রাণ মধ্যে দীর্ঘ কোমল কেশগুচ্ছ কুঞ্চিত করিয়া রক্ষিত হইল। তীর, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি ধারণে রমণীর কোমলাঙ্গে যেন কঠোরত্বের আবির্ভাব হইল। কে আর বলিতে পারে এক্ষণে তাঁহাকে রমণী? কে বলিবে যে, এই কঠিনাবরণ মধ্যে কোমলত্ব বিরাজ করিতেছে? রণরঙ্গিনী সিংহনাদে দুর্গ প্রকম্পিত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অমিত পরাক্রমে বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া "কে মহাপরাক্রমশালী বীর আছ, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। ভীমপরাক্রম সোহ্‌রাব বিদ্যুৎ-ঝলসিত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণে আবার অগ্রগামী হইলেন এবং স্পর্দ্ধা-স্ফীত নবান বীরকে দেখিয়া অবজ্ঞার সহিত হাস্য করিলেন। তিনি দেখিলেন, সমাগত বীর অল্পবয়স্ক বালক এবং সৌম্যদর্শন। "আইস, তুমি আমার বীরত্বের অপর পুরস্কার" বলিয়া তিনি শস্ত্র-সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর্য্যবতীও নিপুণ হস্তে তাঁহার তীক্ষ্ণাগ্র তীর সমূহ অবিরল বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। সোহ্‌রাব পরিশেষে ক্রোধে অগ্নিবৎ উত্তেজিত হইয়া অধিকতর তেজস্বিতার সহিত আক্রমণ করিলেন, কিন্তু গের্দ-আফ্‌রিদও স্বকীয় সমর-কৌশলে তাঁহার সন্ধান ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন! এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে সোহ্‌রাব তীব্র তেজে হুঙ্কার ছাড়িয়া বীরাঙ্গনার কটিদেশ লক্ষ্য করিয়া বর্শাঘাত করিলেন। এই প্রবল আঘাতে রণরঙ্গিনী বিচলিত হইলেন, অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকা তাঁহার কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি দুলিতে লাগিলেন। অবসন্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ভূপাতিত হইবেন, এমত সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কৃপাণাঘাতে বর্শা দ্বিখণ্ডিত হইল, তিনি বেগমুক্ত হইলেন। মুহূর্ত্তে নব-বল-সঞ্চয় করিয়া আবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে আসন পরিগ্রহ করিলেন, কিন্তু আর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না। তেজস্বিনী ইহা স্থির করিয়া দুর্গাভিমুখে অশ্ব পরিচালনা করিলেন।

কিন্তু পলাইবেন কোথায়? চতুর সোহরাব বিদ্যুৎবেগে তাঁহার পুরোভাগে যাইয়া গতিরোধ করিলেন এবং কামান্দ (রজ্জু-ফাঁস) নিক্ষেপ করিয়া আকর্ষণ করিবামাত্র তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিরস্ত্রাণ খসিয়া পড়িল; অমনি মস্তকের নিবিড় কেশরাশি শিথিল হইয়া চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলভাবে এলাইয়া গেল। তখন সে নারীজন-সুলভ চিত্ত চমৎকারিণী সুষমা আর গুপ্ত রাখে কাহার সাধ্য? রমণীর ছদ্মবেশ আর অপ্রকাশিত রহিল না, সে সুকুমার তনু তখন স্বতই স্বকীয় প্রকৃতি জ্ঞাপন করিল। আহা কি অপরূপ রূপ-মাধুরী! সুন্দরীর সুকোমল বদনমণ্ডলে কৃষ্ণ কুন্তলদাম পতিত হওয়ায় যেন মেঘাবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহার ভয়চকিত বিশাল নেত্রদ্বয় কি চমৎকার! কোমল কপোলযুগল কি মনোমোহন গোলাপী আভাবিশিষ্ট! ওষ্ঠদ্বয় লোহিত—রসাল! রণরঙ্গিণীর অনুপম সৌন্দর্য্য-প্রভায় রণস্থল উজ্জ্বলাপূর্ণ হইল। সহসা এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে সোহরাব বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার অন্তরে কতবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, রণস্থলে রমণী? পুরুষবেশে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে যুবতী রমণী? ইহা যে চিন্তার অতীত—স্বপ্নের অগোচর! সোহরাব বিস্ময়রসে দ্রবীভূত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই অলৌকিক রূপবতী কামিনীকে বিহিত সম্মান ও ভদ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বীরভাবে বন্দিনী করিলেন এবং ঈষৎ হাস্যপূর্ণ বদনে মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "সুন্দরি! যোদ্ধ-ভাগ্যে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ আপনি বৃথা পলায়নের চেষ্টা করিবেন না। কেননা বীরভাগ্যে আবার এরূপ লাভও কদাচিত ঘটিয়া থাকে। যখন শুভক্ষণে আপনার ন্যায় রমণীরত্ন আমার হস্তগত হইয়াছে, তখন যে আপনি আমার পরিশ্রমের ফল পণ্ড করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কদাচ মনে করিবেন না।"

গের্দ্দ-আফ্‌রিদ সোহ্‌রাবের অভিপ্রায় বুঝিয়া চিন্তিতচিত্তে নীরব হইলেন। তিনি এক্ষণে পরাধীনা—বন্দিনী। তাঁহার প্রফুল্ল মুখ-কমল মলিন হইল, হতাশে চিত্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভাবিলেন, ইঁহার হস্ত হইতে আর বুঝি আমার পরিত্রাণ নাই, আজীবন ইঁহারই ভোগ্যা-রূপে জীবন যাপন করিতে হইবে।" কিন্তু অবশেষে চাতুর্য্য-জাল বিস্তার করিয়া বিনয়-নম্রতার সহিত স্মিতবদনে মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "বীরবর! আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না, কিন্তু একটী নিবেদন,—যদি সৈন্যগণ জানিতে পারে যে, আপনি রমণী-সমরে বহু কষ্টে জয়লাভ করিয়াছেন, তবে আপনার পক্ষে গৌরবজনক হইবে না। এদিকে আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতসারে আপনার সহিত সম্মিলিত হওয়াও আমার পক্ষে বিষম লজ্জার কথা। অতএব আপনি আমাকে দুর্গে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, আমি তাঁহার জীবন-স্বরূপিণী এবং আমিই তাঁহার স্নেহমমতা-আশা-ভরসার কেন্দ্রীভূতা। তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি চিরদিন আপনার পদসেবা করিব—আমি এ জীবনে আপনারই থাকিব। অপিচ দুর্গস্থ ধনরত্নাদি আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আছে, তৎসমুদয় এই অনুগ্রহের জন্য আপনাকে প্রদান করিব।" ইহা কহিয়া বিমোহিনী ভাবের ভরে অপাঙ্গে চাহিয়া হাস্য করিলেন; তৎসহ তাঁহার গণ্ডস্থল চুম্বিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রুও ঝরিল। সোহ্‌রাব মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার হৃদয় নারী-চাতুর্য্য-জালে আবদ্ধ হইল! ফলতঃ তৎকালে হরিণ-নয়নার সুবিমল মুখ-চন্দ্রমা যেরূপ জগৎলোভন স্বর্গের সুষমা বিকাশ করিল, বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠের স্বরে কর্ণে যেরূপ অমিয়-ধারা ঢালিল, তাহা অতুলনীয় ও অলৌকিক। যুবক সোহ্‌রাব তাহাতে বিভ্রান্ত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? তিনি প্রেম গদগদকণ্ঠে রমণীর "আব্দারে" সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করিলেন। তখন গের্দ্দ-আফ্‌রিদ

বিমুগ্ধ যুবককে কত আশা ভরসা দিয়া, কত কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব চলিল, সোহ্‌রাবও মৃদুমন্দ গতিতে তাঁহার পশ্চাতে অশ্বচালনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে নানা কথোপকথনে উভয়ে দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার হৃদয়হারিণী আর একবার অপাঙ্গে চাহিয়া—আর একবার সৌন্দর্য্যচ্ছটা দেখাইয়া দুর্গদ্বার পার হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন! দিশাহারা সোহ্‌রাব চিন্তিতচিত্তে বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

বিমোহিনী নিরাপদে হাসিতে হাসিতে দুর্গমধ্যে গমন করিলেন; যেন তাঁহার প্রতি কোনও ঘটনা ঘটে নাই, যেন তিনি কিছুমাত্র ভয় পান নাই। তাঁহার পিতা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সস্নেহে কণ্যাকে গ্রহণ করিলেন। অপর যোধগণ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু চতুরা তথায় কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে দুর্গ-প্রাকারের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন এবং গর্ব্বিতভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন," হে তুরাণীয় বীর! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কেন ক্লেশভোগ করিবে? যাও, তোমার স্বদেশে গিয়া আত্মীয়-বান্ধব সহ শান্তিসুখে বাস কর।" সরল-হৃদয় সোহ্‌রাব বিশ্বাসঘাতিনীর কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও অবাক্‌। অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল, তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "অয়ি ছলনাময়ী সুন্দরি! অগ্রে যদি বুঝিতাম, তোমার অন্তর প্রতারণাময়,—ধূর্ত্ততার আলয়, তবে কি তুমি দুর্গশিরে দণ্ডায়মানা হইয়া এরূপ নীরস সম্ভাষণ করিতে অবসর পাইতে? কিন্তু রে অবিশ্বাসিনি! যখন এই দুর্গপ্রাকার সমভূমি হইবে,—অণুপরমাণুতে পরিণত হইবে, তোমার আশ্রয়স্থান থাকিবে না, এবং তুমি পুনর্ব্বন্দিনী হইবে, বল দেখি সুন্দরি! তখন তোমার কি দুর্গতি ঘটিবে? তখন তোমাকে অশ্রুধারে মৃত্তিকাসিক্ত করিতে হইবে, তুমি দারুণ

অনুতাপে দগ্ধ হইবে।" ইহা শ্রবণমাত্র স্পর্দ্ধার সহিত অপ্রিয়ভাষিনী উত্তর করিল, "অসভ্য তুর্ককে আর বীর-প্রসবিণী পারস্য-ভূমিতে অস্ত্রচালনা করিতে হইবে না। যখন ইরাণপতি তোমার এই আক্রমণের কথা শ্রবণ করিবেন, এবং মহাবীর রোস্তম যোদ্ধৃবেশে আগমন করিবেন, তখন তাঁহার তরবারি-মুখে তোমার একটী প্রাণীও রক্ষিত হইবে না। তখন তোমার যতই বীরত্ব থাকুক, নতমস্তকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে, আশার কণিকামাত্র তোমার নাই। অতএব কেন লাঞ্ছনা ভোগ করিবে? যাও, গৃহে প্রত্যাগমন কর, তোমার যোদ্ধৃবর্গকে অযথা ধ্বংসমুখে পাতিত করিও না।" রমণী অদৃশ্য হইল। সোহ্‌রাব তাহার অপ্রিয় অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া অধিকতর সন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। দারুণ মনোবেদনায় তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। হায় রমণীর কোমল হৃদয় এত কুটিলতাময়! এত প্রতারণার আধার! তিনি তাহা জানিতেন না, রমণীকে বিশ্বাস করিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। জালবদ্ধ বিহঙ্গিনীর পলায়ন! ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভীষণ প্রতিহিংসা ও দারুণ লজ্জা তাঁহার অন্তর অধিকার করিল। তিনি ক্রোধকম্পিত কলেবরে সঙ্কল্প করিলেন, "হায় আজ আমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইল, কুহকিনীর কুহকজালে পতিত হইয়া মনস্তাপ পাইলাম। কিন্তু কল্য প্রভাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। এই যে উচ্চশীর্ষে দণ্ডায়মান সুদৃঢ় দুর্গ, ইহা ভূমিসাৎ করিব, শোচনীয় শ্মশানরূপে ইহাকে পরিণত করিব, ইহার ইষ্টকপ্রস্তর সমূহ ধূলিরূপে পরিণত করিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিব। নিকটবর্ত্তী নগর-পল্লীও রক্ষা পাইবে না, আমার বলদর্পিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তৎসমুদয় লুণ্ঠিত, ও বিধ্বংস হইবে। আর সেই পলায়িতা বিহঙ্গিনী? সেই দুর্বৃত্তা রমণী? সে পুনর্ব্বার পিঞ্জরাবদ্ধা হইবে—বন্দিনী হইয়া সমুচিত

প্রতিফল গ্রহণ করিবে।" ক্রুদ্ধ সোহরাব এই স্থির করিয়া শূন্যমনে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং চিন্তিতচিত্তে সেই অভীপ্সিত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে গের্দ্দ-আফ্‌রিদ পিতার নিকট সোহ্‌রাবের শৌর্য্যবীর্য্যের বর্ণনা করিলে সেই দুর্গরক্ষক বীর ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য শীঘ্র একটী মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। সভায় স্থির হইল যে, অগ্রে ইরাণপতির নিকটে দূত প্রেরণ এবং তৎপরে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের সকলকেই নিশীথ সময়ে গুপ্ত পথ দিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইবে। এই সঙ্কল্পনানুসারে দুর্গপাল বিহিত সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক ব্যস্ততার সহিত বাদশাহকে পত্র লিখিলেন যে, বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া এক চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্ক মহাতেজস্বী তুরাণীয় বীর-যুবক দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। সেই অদ্ভুত শক্তিশালী বালকের আকৃতি মহাবীর সামের ন্যায় দৃঢ় ও সুগঠিত। তাহার নাম সোহ্‌রাব। সাহসী সেনাপতি হজির তাহার হস্তে পরাজিত ও শৃঙ্খলিত হইয়া বন্দী হইয়াছেন। তাহার সংখ্যাতীত সৈন্যের সম্মুখে আমরা দাঁড়াইতে অক্ষম! সুতরাং দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্র এই তাতার-শক্তির গতিরোধ না করিলে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে। মহাবীর রোস্তম এই উদ্যতফণা অজগরের মস্তক চূর্ণ করিতে—উত্তাল তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ উন্মত্ত জলধিতে শান্তি স্থাপন করিতে একাকী সমর্থ! তিনিই অরাতি-গ্রাস হইতে দেশ রক্ষা করিতে একমাত্র সিদ্ধশক্তি মহাপুরুষ! কোন্ সময় কি ঘটিবে, বলা যায় না। আমরা তজ্জন্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করিলাম।" দূত পত্র লইয়া নিশীথের অন্ধকারে গুপ্ত পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গন্তব্য পথে দ্রুত ধাবিত হইল। তৎপরে বীরাঙ্গনা গের্দ্দ-আফ্‌রিদ তদীয় পিতা এবং দুর্গস্থ অপর বীরগণ যথাসম্ভব ধনরত্ন লইয়া সতর্ক পদবিক্ষেপে পলায়ন করিল।

রজনীর অবসান হইল। সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল ধরাতলে বিকীর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সোহ্রাবের রণতূর্য্য বাজিয়া উঠিল। দারুণ রোষাবিষ্ট ও জিঘাংসু বীর-বালক প্রচণ্ড বিক্রমে সৈন্যদল লইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। বজ্র-প্রতিম গদাপ্রহারে দুর্গ-দ্বার ভগ্ন হইয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভূপতিত হইল। সোহরাব সদর্পে সৈন্যসহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। পিঞ্জর শূন্য, পক্ষী পলায়ন করিয়াছে। দুর্গ মধ্যে আজ একটী প্রাণীও নাই। দুর্গের প্রকোষ্ঠ নিচয়, গুপ্ত স্থানসমূহ, উচ্চ নিম্ন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কুত্রাপি একটীও সৈনিক পুরুষ বা সেই চিত্তবিনোদিনী কামিনীকে পাওয়া গেল না! কি আশ্চর্য্য! দুর্গস্থ এত সৈন্য ও সেই ভুবনমোহিনী কোথায় গেল? কোথায় তাহারা লুকাইল? তবে কি তাহারা যাদু-মন্ত্র জানে? সেই মন্ত্র-বলে সকলেই অদৃশ্য হইল!! অহো কি আক্ষেপ! কি অনুতাপ!! সোহ্‌রাবের সঙ্কল্প সঙ্কল্পেই পর্য্যবসিত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, প্রভাতে অসংখ্য বন্দী পশুপালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নীত হইবে, সেই সুরঙ্গিণী বন্দিনী হইয়া আবার তাঁহার কৃপাপ্রার্থিনী হইবে। কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহার সে আশা অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত হইল। সেই প্রতারণাময়ী তাঁহাকে ভীষণরূপে প্রতারণা করিয়াছে। মন অস্থির, প্রবোধ মানে না, এক স্থান পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান! কিন্তু সমস্তই বৃথা! দুর্গে নর-অস্তিত্ব একেবারে নাই। ভগ্নপ্রাণ সোহ্‌রাব মনো-বেদনায় অস্থির হইলেন। যাহার লাবণ্যময়ী প্রতিমা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যাহার প্রেমাশক্তির তীব্র বাণে তিনি জর্জ্জরিত, সেই হৃদয়হারিণী বীরাঙ্গনাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার বদন মলিন, অন্তর আনন্দশূন্য! নাসিকায় দীর্ঘ শ্বাস! কিন্তু লজ্জা বশতঃ সকলের অজ্ঞাতসারে আত্মবিসর্জ্জন! সংগোপনে অশ্রুপাত!!

ফলতঃ যে হৃদয় প্রেমনৈরাশ্যে দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে, বদন বিবর্ণ ও সরস অধর নীরস হইতে থাকে, তাহা কি নর-নয়নে গোপন থাকার সম্ভব? কখনই নহে। চতুর সেনাপতি হুমান যুবকের আকৃতি-প্রকৃতি ও ভাবভঙ্গি দর্শনে তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, তরুণ যুবার হৃদয় কোন অনঙ্গরঙ্গিনীর তীক্ষ্ণ স্মর-শরে বিদীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে এইরূপ প্রেম-বিহ্বল হইলে যুবকের উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হইবে, বিশেষতঃ যে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা পণ্ড হইবে, ইহা ভাবিয়া বিচক্ষণ হুমান এক দিন নির্জ্জনে সোহ্‌রাবকে কহিলেন, "যুবক! তুচ্ছ রমণীর পাপ-প্রলোভনে মজিয়া কোন্ বীর গৌরব-গরিমা বিসর্জ্জন দিয়াছে? কে প্রেমের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করে? সহস্র পরী বা বিদ্যাধরী হস্তগত হইলেও, তাহারা নশ্বর লাবণ্য-কুসুম দেখাইয়া হাস্যবদনে সম্মোহন-বাণ নিক্ষেপ করিলেও বীরের হৃদয় তাহাতে নির্লিপ্ত, স্বাধীন, স্থির, দৃঢ় ও আলবোর্জ্জ পর্ব্বতের ন্যায় অটল ও অবিচলিত থাকিবে। আপনি এই বিশাল সৈনিকদলের সম্মানিত সেনাপতি, কঠোর যুদ্ধক্ষেত্র আপনার কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তীর, তরবারি, বর্শাদি ভীষণ প্রাণনাশক প্রহরণ লইয়াই আপনি নিত্য ব্যস্ত! এরূপ স্থলে রমণীর ছলনায় মজিয়া আত্মবলি দেওয়া মূর্খতার পরিচায়ক নহে কি? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, ভাবুন দেখি? কোথায় তুরাণ, আর কোথায় ইরাণ! এই সুদূর ভূমে অক্ষয় যশোর্জ্জন জন্যই কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা আগমন করিয়াছি। অতএব এই বিজিত দুর্গ—লব্ধ যশঃ কি পরিত্যাগ করা উচিত? ইরাণরাজ লোহিত লোচনে স্বীয় ভীম-বিক্রান্ত বাহিনী লইয়া আপনার মস্তকোপরি সশস্ত্র দণ্ডায়মান। আর আপনি অন্যমনস্ক—নিশ্চিন্ত! আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, অলীক চিন্তা দূরে ফেলিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে সর্ব্বাধিক সোৎসাহে সৈন্য

পরিচালনা করুন এবং বিজয়-শ্রী লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিশালী হউন। যখন এই সাম্রাজ্য আপনার শাসনাধীন হইবে, তখন দেখিবেন, প্রতিদিন শত শত নবযৌবনা ললিত লাবণ্যময়ী ললনা অযাচিতরূপে আসিয়া আপনাকে প্রেমালিঙ্গন দিতে ব্যস্ত হইবে।" হুমানের ওজস্বিনী বক্তৃতায় সোহ্‌রাবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি উত্তেজনা-বেগে উচ্চ ধ্বনি করিয়া পূর্ণ উৎসাহে আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আবার সেই স্ফূর্ত্তি, আবার সেই উচ্চাশা, আবার সেই বিজয়-বাসনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত দূত দুর্গাক্রমণ-বার্ত্তা লইয়া ইরাণরাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত। ইরাণরাজ হজিরের কারাবন্ধন, সৈন্যগণের দুর্গ-ত্যাগ ও সোহ্‌রাবের বিস্ময়কর বিক্রমের কথা অবগত হইয়া অতীব চিন্তিত ও ভীত হইলেন। তিনি কর্ত্তব্য স্থিরীকরণ জন্য আপনার সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিলেন। অবিলম্বে গোদর্জ্জ, গরগিন, বাহ্‌রাম্ প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার হস্তীদন্তবিনির্ম্মিত মণিরত্ন-খচিত সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। বাদশাহ আপতিত আত-তায়ীর কথা জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা ঐক্যমত হইয়া মহাবীর রোস্তমকে আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে অন্যতম সেনাপতি গেও প্রতিনিধি স্বরূপ বাদশাহের পত্র সহ শীঘ্র জাবলস্তানে প্রেরিত হইলেন।

বাদশাহ লিখিলেন, "বীরবর! আপনার প্রশংসা বর্ণনাতীত। আপনি পারস্য সাম্রাজ্যের এক মাত্র অবলম্বন। আপনারই বাহুবলে পারস্য-সিংহাসনের অক্ষুন্ন গৌরব চিরদিন রক্ষিত হইতেছে। সংপ্রতি সোহ্‌রাব নামে জনৈক তুরাণীয় যুবা-যোদ্ধা বহু সৈন্য সহ ইরাণ আক্রমণ করিয়াছে। তাহার অমিত পরাক্রমে হজির পরাজিত ও বন্দী হইয়াছেন এবং কেল্লা খাতিনের পতন হইয়াছে। তজ্জন্য ভয়কম্পিত

ইরাণ আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সেই বালক-বীরের ভীষণ বিক্রম-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে, তাহার মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে কেবল আপনিই সমর্থ। আপনি মাজেন্দারাণ-বিজেতা, আপনি হামাওরাণরাজের শান্তি, স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষাকর্ত্তা। আপনার চাক্‌চিক্যময় অসি ও স্বর্ণ-খচিত বিরাট গদা দর্শনে সূর্য্যও নিষ্প্রভ হয়, নক্ষত্রকুল মলিন ভাব ধারণ করে। আমি আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত। অতএব আপনি অবিলম্বে আপনার চিন্তাকুল দেশাধিপতির প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ বিদূরিত করিবেন।"

সেনাপতি গেও দ্রুতগতিশীল অশ্বারোহণে জাবলস্তানাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, পানাহারের অবসর নাই, ক্রমাগত অশ্বচালনা করিতেছেন। এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে যথাকালে গেও বীরবর রোস্তমের ভবনের নিকটবর্ত্তী হইলেন। পারস্যের দূত আসিতেছেন, এই কথা বীরবরের কর্ণে প্রবেশ মাত্র, তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গেও দ্রুত আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। বীরবর সর্ব্বাগ্রে ইরাণরাজ্যের কুশল সংবাদ ও রাজ্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। গেও সংগোপনে বিবরণ বর্ণনা করিয়া পত্র প্রদান করিলেন। পত্র পাঠে বীরবরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ব্যগ্রভাবে ভাবিতে লাগিলেন, "একণে জগতে বীরসিংহ সামের ন্যায় গুণসম্পন্ন যোদ্ধা কে আছে? কোথা হইতে এই পরাক্রমশালী বীরের আগমন হইল? তুর্ক জাতির মধ্যে এরূপ রণনিপুণ ব্যক্তি তো কাহাকেও দেখি না! গেও বলিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ সাম ও নরিমানের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। তবে কি সে আমার পুত্র হইবে? না, তাহা হইতে পারে না; যুক্তিতে তাহা আসে না। কারণ আমি জানি, সামানগাঁরে তহমিনার গর্ভে আমার একটী মাত্র সন্তান জন্মিয়াছে, সেটী কন্যা। সুতরাং এ ব্যক্তি যে, আমার

পুত্র নহে, তাহা স্থির-নিশ্চয়। তবে এ কে?" পরে রোস্তম এ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভয় কি জন্য? কিসের বিপদ! কাপুরুষোচিত চিন্তায় শঙ্কিত বা কম্পিত হইবার কোনই কারণ নাই। সেই তুরাণীয় বীরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে কতক্ষণ লাগিবে? অগ্নিশিখা প্রথমাবেগে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উচ্চে উঠিতে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিস্তেজ—নির্ব্বাণ! ঝঞ্ঝা-তাড়নে সমুদ্র স্ফীত হইয়া ভীষণত্ব প্রকাশ করে, বাত্যা শান্তির সহিত তাহারও প্রভাব বিলুপ্ত হয়। সেই নব বলদৃপ্ত বীরেরও সেই অবস্থা ঘটিবে। ভাবনা কিসের? আইস, পথশ্রান্ত হইয়াছ, ক্ষণকাল আমোদ-প্রমোদ-পান-ভোজনে শান্তিসুখ ভোগ করা যাউক।" গেও বারংবার আপত্তি করিলেও—"রাজাদেশ, শীঘ্র গমন করিতে হইবে," বলিলেও রোস্তম সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। পরন্তু একটী মজলিস্ করিয়া পান-ভোজনে—গীতবাদ্যামোদে মগ্ন হইলেন। এই অবস্থায় দশ দিবস অতিবাহিত হইল। তখন তাঁহার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হইল, নর্ত্তকীর নৃত্য, গায়িকার কোমল কণ্ঠ, বীণার মৃদুল ঝঙ্কার থামিল। তিনি ইরাণযাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে রণদুন্দুভি বাজিল, বিজয়-পতাকা বিমান স্পর্শ করিয়া সগৌরবে উড়িল। বীর-ভ্রাতা জুয়ারার তত্ত্বাবধানে রণদুর্ম্মদ জাবুলসৈন্য পরিচালিত হইল। মহাবীর প্রিয় তুরঙ্গম রাখ্‌স-আরোহণে তখন পরিত্যাগ করিলেন।

গুড়ু গুড়ু জাঁকারা শব্দে দশদিক্ প্রকম্পিত করিয়া যথাসময়ে বীরবর রোস্তম সসৈন্যে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। বীরবন্ধু তুসনর্ক, গুদ্রজ, তুস্ প্রভৃতি সেনাপতিবর্গ তাঁহার সহিত সহর্ষে সম্মিলিত হইয়া যথোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু নির্ব্বোধ নরপতি, রোস্তমের আগমনের বিলম্ব হেতু-ইতিপূর্ব্বেই

ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রোস্তম তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, সেই মহাতেজস্বী বীর, যখন তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তখন অবিজ্ঞ কায়কাউস অধিকতর রোষাবিষ্ট হইয়া ভীষণ-রূপে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কি! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার রাজ-শক্তি রোস্তমের গ্রাহ্য হয় না? আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে অবজ্ঞা—অবমাননা!' গেও—ও তাহার সহিত সমদোষভাগী। অতএব তুস্! তুমি এই দণ্ডে এই দুই অহঙ্কৃত অবাধ্য সৈনিককে সজীব শূলে অর্পণ কর।" কি ভয়ানক আজ্ঞা! গেও বিস্মিত, বিকম্পিত! সভাসদ্‌গণ বিচলিত! তুস্ অবাক্‌নয়নে আত্মহারা! কিন্তু দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণমাত্র বীরবর রোস্তম দারুণ লজ্জায় ও অকথ্য অবমাননায় সাতিশয় উত্তেজিত হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে কে যেন অলক্ষ্যে অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিল। গেও—ও তদবস্থাপন্ন! উভয়ের তর্জ্জন গর্জ্জনে দরবার শব্দায়মান ও প্রকম্পিত হইল। তুস্ পাছে রাজকোপে পতিত হন, এই ভয়ে অথচ সঙ্কোচের সহিত রোস্তমের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। বীরশার্দ্দূল অমনি তাঁহার হস্ত নিজ হস্তের দ্বারা সজোরে ঠেলিয়া ফেলিলেন। তুস্ সেই সামান্য বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না; ভূপতিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। তখন বীরবর রোষ-কষায়িত লোচনে ক্রোধ-স্ফীত-কলেবরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া বাদশাহকে কহিলেন, "অকৃতজ্ঞ রাজন্! ভীরু কাপুরুষ! তোমার অত্যাচারজনক কার্য্যে—তোমার অযোগ্যতায় পবিত্র পারস্য-সিংহাসন কলঙ্কিত হইয়াছে। মূর্খ! সংখ্যাতীত তরবারি-মুখ হইতে যে অজ্ঞানান্ধের জীবন রক্ষা করিয়াছি, তাহার আজ্ঞায় তুসের হস্তে আমি নিগৃহীত হইব? কায়কাউসের ভ্রুকুটি, ও তুসের বীরত্বকে আমার ভয় করিতে হইবে? অহো! সে যে স্বপ্নাতীত কল্পনা! জানিও, সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতা ব্যতীত মানবশক্তিকে

আমি ভয় করি না, মানব-শক্তির নিকট আমার মস্তক অবনত হয় না। কায়কাউস তো আমার চক্ষে অথর্ব্ব মৃত্তিকা-স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নির্লজ্জ! অপরের প্রতি নীচাজ্ঞা প্রদান কেন? যাও, যদি ক্ষমতা থাকে, যাও—তুমি স্বয়ং সেই সিংহশিশু সোহ্‌রাবকে জীবন্ত শূলে স্থাপন কর। তুমি অকারণে আমার অন্তরে ব্যথা প্রদান করিলে। কিন্তু ভাব দেখি, তোমারই জন্য কি আমি হৃদয়-শোণিত দান করিয়া আমার এই অক্লান্ত হস্ত মিসর, মাজেন্দারাণ, চীন প্রভৃতি রাজ্যে বিজয়শ্রী লাভ করে নাই? দুরারোহ আলবোর্জ পর্ব্বত হইতে কায়কোবাদকে আনয়ন করিয়া তাঁহার মস্তকে এই হস্ত কি রাজমুকুট পরাইয়া দেয় নাই? যদি রোস্তম রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা না করিত, যদি রোস্তমের হস্ত দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রু-সমরে অকর্ম্মণ্য হইত, তবে আর আজ কায়কাউসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইত না। একদা প্রজাপুঞ্জ ও সৈন্যবৃন্দ আমার পিতামহের হস্তে পারস্য-সিংহাসন সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া চিরদিন বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত ছিলেন। যদি আমাদের রাজ্য-লোভ থাকিত, তবে আজ যে শক্তির প্রভাবে তোমার পরম মিত্রের অবমাননা করিলে, তাহা কি তোমার থাকিত? কখনই নহে।" ইহা কহিয়া ক্রোধোন্মত্ত বীর অপর বীরবৃন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! সতর্ক হও, দিগ্বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ মহাবাহু দ্বারে উপস্থিত। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কেহই তাহার সর্ব্বনাশী গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে না। আমি চলিলাম, ইরাণ তাঁহার এই মর্ম্মাহত খিন্ন সৈনিককে আর কখন দেখিতে পাইবেন না। এই তাহার চির বিদায়।"

গম্ভীর বাক্য-স্রোত রুদ্ধ হইল। পরক্ষণে তেজস্বী অশ্বারোহীর ইঙ্গিত-ক্রমে চতুর অশ্ব দ্রুত পদক্ষেপে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিল। বীরভ্রাতা জুয়ারা-পরিচালিত যোধগণও সে পথ পরিত্যাগ করিল না। তখন

রাজা, রাজসভাসদ সকলেই নির্জ্জীব প্রতিমাবৎ নীরব, নিস্পন্দ ও স্তম্ভিত। সহসা কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সংঘটিত হইল,— দরবারে অলক্ষ্যে এক বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেনাপতি ও সৈন্য সকলেই বিষণ্ণ ও ভগ্নোৎসাহিত। শত্রু শিরোদেশে দণ্ডায়মান, এ সময়ে গৃহবিচ্ছেদ রাজ্যপতনের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, ভাবিয়া তাঁহারা অনুতপ্ত হইলেন। সেনাপতি গোদর্জ * ভাবী বিভ্রাট ভাবিয়া উন্মত্ত নরপতির অসঙ্গত ক্রোধের উপশম ও বীরবর রোস্তমের উত্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-বারি বর্ষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি ইরাণরাজের অবৈধ কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "রোস্তম কি জন্য শূলে অর্পিত হইবেন? কি তাঁহার অপরাধ? ফলতঃ রাজমস্তিকে এ চিন্তা অধঃপতনের পূর্ব্ব সূচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রোস্তমের কার্য্যাবলী, রোস্তমের বিশ্বস্ততা, রোস্তমের রাজকার্য্যে আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করিলে কোন্ বিবেকী পুরুষ সাহস করিয়া তাঁহার প্রতিকূলে বাক্য মাত্র ব্যয় করিতে পারেন? এই যে ঘোর বৈরী আজ বিকটবেশে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কে তাহার সহিত ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে? কে আজ ইরাণের গৌরব-সম্ভ্রম রক্ষা করিবে? কে শাণিত তরবারি-তলে হৃদয়শোণিত দান করিতে প্রস্তুত? সেই অকপট রাজহিতৈষী বীরের প্রতি অত্যাচার করা নিতান্তই অন্যায়—নিতান্তই অবিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনে রাখিবেন, ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধ হয় না, কিন্তু বিবেকের কোমল বাক্য সর্ব্ব সুখ দান করে।" সেনাপতির এবংবিধ তীব্র তিরস্কার ইরাণরাজ স্থিরভাবে কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ

---

* গোদর্জ পারস্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। তিনি কুর্ত্তিজা, তুর আবুল এবং পারস্যরাজ নহরাস্পের সময়ে জেরুসালেম জয় করিয়া কীর্ত্তিমান্ হন। কায়কাউসের দরবারে তাহার প্রকৃত প্রতিপত্তি ছিল। বলবিক্রান্ত সাহসী বীর গেও ইঁহারই তনয়। দুর্ব্বল অল্পবুদ্ধি কায়কাউস্ গোদার্জের বশীভূত ছিলেন।

করিলেন। তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল। নিরর্থক ক্রোধের স্থানে অনুতাপ, লজ্জা, ও ভয় আসিয়া তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইল। তিনি ম্লানমুখে ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "সেনাপতি! প্রকৃতই অবৈধ কার্য্য হইয়াছে, অবিচার হইয়াছে, আমি মহাভ্রম করিয়াছি। এক্ষণে আপনি সেই মহাবীরের নিকট গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া এখানে পুনরানয়ন করুন।" কায়কাউসের করুণ অনুরোধে গোদর্জ্জ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে রোস্তমের ভবনাভিমুখে ধাবিত হইলেন; বহু লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। তিনি রোস্তমের নিকটে উপনীত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রথমতঃ অনুতপ্ত ইরাণরাজের সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন; পরে কহিলেন, "ইরাণেশ্বর অকারণে আপনার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু আপনার প্রস্থানের পরক্ষণেই স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বহু অনুতাপ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি পুনঃ আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনার কি সেই মস্তিষ্কহীন, অব্যবস্থিতচিত্ত, কোপনস্বভাব চঞ্চল নরপতির অপ্রিয় বাক্যে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত? আর যদিই আপনি তাহার প্রতি বিরূপ হন, কিন্তু দেশবাসী তো আপনার নিকটে অপরাধী নহে? আপনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন কি জন্য?" রোস্তম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। ফলতঃ অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক করে না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া আছি, পার্থিব চিন্তায় আমার মন আর উত্যক্ত বা বিচলিত হইবে না।" বিচক্ষণ গোদর্জ্জ কহিলেন, যদি আপনি নিশ্চিতই সেই সন্তপ্ত নরপতির প্রার্থনা শুনিতে বধির হন, এবং এখনও যদি তৎকৃত অবজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করেন, তবে ফল এই হইবে যে, সেই আপতিত আততায়ীর হস্তে আপনার স্বদেশবাসী নৃশংসরূপে নিহত হইবে। আর কি হইবে? আপনার দেশের গৌরব আর

হইবে, সুখময় ইরাণ অত্যাচারী তুরাণীয় যূপ নিম্নে থাকিয়া চিরদিন আর্ত্তনাদ করিবে—ইরাণ শোচনীয় শ্মশানে পরিণত হইবে। অহো বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পরিশেষে এক অজাতশ্মশ্রু বালকের নির্য্যাতনে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে এবং আপনিও যে অপযশঃ ও কলঙ্ক-মুক্ত থাকিবেন, তাহাও মনে করিবেন না।"

গোদার্জ্জের এই করুণাত্মক বাগ্মীতায় আশানুরূপ ফল প্রসূত হইল। দেশের দুর্গতি ঘটিবে, ভাবিয়া মহামতি রোস্তম আকুল হইলেন, তাঁহার ক্রোধানল আবার জ্বলিয়া উঠিল,—পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গেলেন। স্বদেশ উদ্ধার কল্পে আবার বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি অমিত উৎসাহে সদল-বলে সেনাপতি গোদর্জ্জের সহিত ইরাণযাত্রা করিলেন। রোস্তম যথাকালে দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইরাণরাজ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সমধিক সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং সসম্মানে উপবেশন করাইয়া নম্রভাবে কহিলেন, "বীরবর! গত কার্য্য বিস্মৃত হউন, এই আমার অনুরোধ। আপনি জানেন, আমার প্রকৃতি কোপ-পরায়ণ ও চঞ্চল। সামান্য কারণে আমার মতি স্থির থাকে না। ভ্রম বশতঃ আমি যে আপনার প্রতি কীদৃশ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আপনি দরবার ত্যাগ করিয়া গেলে আমার ভীষণ মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়। অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, বলিয়া আমার হৃদয় অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। কিন্তু আজ বিধাতার অনুগ্রহে আমি আবার মহানন্দিত,—আপনাকে পাইয়া আমার দুঃখ, ক্ষোভ, ভয়, ভাবনা সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে। আবার আমার সাহস, বিক্রম শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" নরপতি এইরূপ নম্রতা ও কারুণ্য প্রকাশ করিয়া নীরব হইলেন। তখন উদারচেতা রোস্তম যথোচিত রাজভক্তি ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপানা! আপনি দেশের রক্ষক, ভক্তি ও সম্মানের নিকেতন। আমি আপনার

চির আজ্ঞাবহ, আপনার ইচ্ছা সম্পাদনার্থ আমি সতত বাধ্য। আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে, আমি প্রস্তুত আছি।" ইরাণরাজ রোস্তমের সৌজন্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্ভ্রম বর্দ্ধন ও মনোরঞ্জনার্থ কহিলেন, "সকলেই পথশ্রান্ত হইয়াছেন, বিশ্রামের আবশ্যক। সুতরাং অদ্য আনন্দোৎসব করা যাউক, প্রাতে যুদ্ধায়োজন হইবে।" নরপতির ইচ্ছা সকলেই অনুমোদন করিলেন। অগৌণে নির্ম্মল নির্ঝর পার্শ্বস্থিত ক্রীড়া-কানন-ভবনে সকলেই উপনীত হইলেন এবং নৃত্য-গীত-বিলাস-ব্যসনে দেহ ঢালিয়া দিলেন।

সোহ্‌রাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান।

প্রভাত হইল। সূর্য্য নিশার অন্ধকার-আবরণ ভেদ করিয়া স্বীয় অরুণ কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিল। ইরাণপতির আজ্ঞাক্রমে ভীষণ নিনাদে রণ-তূর্য্য বাজিয়া উঠিল। তখন সৈন্যগণ বিপুল উৎসাহ সহকারে প্রাণনাশক প্রহরণ সমূহে সজ্জিত হইল। বীরবর রোস্তম সৈনাপত্যে বরিত হইয়া স্বয়ং ইরাণপতি, সেনাপতি গোদর্জ্জ, গেও, তুস প্রভৃতি যোধগণ সমভিব্যাহারে আগন্তুক আততায়ীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। বীরগণের প্রবল পদবিক্ষেপে ধরণী বিকম্পিত হইল, এবং ধূলিপটল সমুখিত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অবশেষে মাভিন দুর্গের সমীপস্থ ময়দান সমাচ্ছন্ন করিয়া পারস্য-সৈন্য দণ্ডায়মান হইল। সৈন্যগণের সিংহনাদ, অশ্ব সমূহের হ্রেষাধ্বনি, এবং রণ-দামামার গম্ভীর রোল দুর্গবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তুরাণীয় যোধগণ সংখ্যাতীত পারস্যসৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া ভীত ও চমকিত-চিত্তে সোহ্‌রাবকে জ্ঞাপন করিল। বীর-

শার্দ্দূল সোহ্‌রাব দুর্গের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, ইরাণসৈন্যের শস্ত্র-ঔজ্জ্বল্য রণস্থল চমকিত করিয়া শোভা পাইতেছে। তাহাদের উৎসাহ ও রণ-ঔৎসুক্যের সীমা নাই। কিন্তু তদ্দর্শনে তাঁহার চিত্ত ভীত বা দমিত হইল না। পরন্তু তাঁহার মুখ প্রফুল্ল—আনন্দোদ্ভাসিত! প্রত্যুত তুরাণীয় সেনাপতি হুমানকে ইরাণবাহিনীর উৎসাহ-উদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দর্শনে ভীত ও বিচলিত হইতে দেখিয়া সোহ্‌রাব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমার মস্তিষ্ক হইতে কুচিন্তা সমূহ দূরীভূত কর। ভয় কি জন্য? আমি বিধাতার কৃপায় শীঘ্রই উহাদিগকে এস্থল হইতে বিতাড়িত করিব, এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উচ্ছ্বসিত বারিনিধি প্রবাহিত করাইব। চিন্তাকুল হইতেছ কেন?" সোহ্‌রাব ইহা কহিয়া সদম্ভে দুর্গ-প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া হুমানকে দুর্গ-সম্মুখে তাম্বু স্থাপন করিতে অনুমতি করিলেন। নিশাগমে তাম্বুর অভ্যন্তরভাগ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইল। বীর-পুরুষ সোহ্‌রাব তুরাণীয় সমর-সচিবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া মহাড়ম্বরে তন্মধ্যে উপবেশন করিলেন। যুদ্ধ-পরামর্শ এবং তৎসহ আমোদোৎসব চলিতে লাগিল।

পারসিক অনীকিনী ইতিপূর্ব্বেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবরোধ করিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের কোলাহলে নিস্তব্ধ প্রান্তর সজীব ভাব ধারণ করিল। দৃশ্য অতি চমৎকার। রন্ধন, ভোজন, নর্ত্তন, কথোপকথন, গীত-বাদ্য, রণচিন্তা প্রভৃতি নানা বিষয়ক অভিনয় হইতে লাগিল। দিবা অবসান হইলে—রজনী কৃষ্ণ আবরণে মেদিনী-গগন ঢাকিয়া ফেলিলে, বিচক্ষণ বীর রোস্তম ইরাণপতির দরবারে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "যুদ্ধের পূর্ব্বে বিপক্ষ পক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা রণশাস্ত্রের একটী অবশ্যপালনীয় প্রধান অঙ্গ। সুতরাং এই ঘোর শত্রুর সমর-মন্ত্রণা এবং কোন্ কোন্ বীর

তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছেন, গুপ্তভাবে এ সমুদয়ের তত্ত্ব লওয়া বিশেষ আবশ্যক।" ইরাণরাজ হাস্যবদনে কহিলেন, "এ গুরুতর কার্য্য আর কে সম্পাদন করিবে? এ কার্য্য আপনারই, আপনিই ইহার উপায় বিধান করুন।" তদনুসারে সুচতুর সেনাপতি ছদ্মবেশে দেহ আবৃত করিয়া নিশার অন্ধকারে সতর্ক পদবিক্ষেপে বিপক্ষ শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন এবং দরবার-তাম্বুর দ্বারদেশে অলক্ষিতভাবে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তেজোবীর্য্যভরা সিংহশিশু সোহ্‌রাব গঠন-মহিমামণ্ডিত এবং বহু খ্যাতনামা বীর-পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরবে উপবিষ্ট। বীর-বালকের দক্ষিণভাগে জিন্দা নামক জনৈক বীর, তৎপরে বীরবর হুমান ও বারমান আসীন। যোদ্ধৃবর অতি নিকটে অথচ লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া সকলের কথোপকথন শ্রবণও অপর তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সহসা জিন্দা গাত্রোত্থান করিলেন। জিন্দা সোহ্‌রাবের শরীর-রক্ষী। যখন বীরবালক উৎসুকচিত্তে যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন, সেই সময়ে তাঁহার জননী স্নেহময়ী তহ্‌মিনা হৃদয়-নন্দনের রক্ষকস্বরূপ জিন্দাকে নিযুক্ত করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "তোমার সতর্ক হস্ত যেন নিয়ত বালকের পৃষ্ঠোপরি থাকে। শিবিরে, সমরক্ষেত্রে বা পর্য্যটন কালে ইহাকে নয়নে নয়নে রাখিবে। যখন দেখিবে, বিপদ ঘনীভূত হইল, পরিত্রাণ নাই, তখন আমার এই অবোধ শিশুকে তাহার পিতার সম্মুখে উপস্থিত করিবে, সকল বিপদ দূরীভূত হইবে, কোন আশঙ্কা থাকিবে না।" রাজনন্দিনী তহ্‌মিনার সেই করুণ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া জিন্দা মুহূর্ত্ত কালের জন্যও সোহ্‌রাবের পার্শ্ব ত্যাগ করিতেন না। এক্ষণে দ্বারদেশের নিকটে অস্ফুট আলোকে যেন কাহার ছায়া নিরীক্ষণ করিলেন, তাই বিচক্ষণ জিন্দা ত্বরিতপদে যাইয়া দেখিলেন, কে এক ব্যক্তি লুক্কায়িতভাবে দণ্ডায়মান। জিন্দা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?

আলোকে মুখ দেখাইতে সঙ্কুচিত কেন?" এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র ভীমবাহু রোস্তম সজোরে তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। জিন্দা সেই আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, রোস্তম দ্রুত পদে স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

"জিন্দা গেলেন এখন ফিরিলেন না কেন?" সোহ্রাব এই চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে জনৈক সৈনিক পুরুষ একটী মৃতদেহ পতিত দেখিয়া আলোক আনয়ন করিল এবং সে চমকিত হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে জিন্দা! নাসারন্ধ্রে, মুখে রক্তোদগত! বক্ষঃস্থল রক্তপ্লাবিত, চক্ষু দুইটী ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই যে দরবারে বসিয়াছিল জিন্দা! কে এখানে জিন্দার এ অবস্থা করিল?" তৎক্ষণাৎ সোহ্রাবের কর্ণে এই লোমহর্ষণ কথা প্রবেশ করিল। তিনি ব্যস্ততার সহিত ছুটিয়া গেলেন, সভাসদমণ্ডলী ছুটিলেন, দেখিলেন জিন্দা নাই! জিন্দা অসাড়দেহে শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাণপাখী পলায়ন করিয়াছে। হায় কি শোচনীয় ভীষণ দৃশ্য। কি হৃদয়ভেদী ঘটনা! সোহ্রাব মনোবেদনায় কাতর হইলেন. সকলেই ক্ষুব্ধ, সকলেই বিস্মিত ও চমকিত! কি আশ্চর্য্য! দরবারের সম্মুখে সকলের চক্ষের উপরে এই অভাবনীয় নৃশংস হত্যা! এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? সোহ্রাব বুঝিলেন, ইহা বিপক্ষ পক্ষের কার্য্য, বিপক্ষের ভীষণ ষড়যন্ত্রে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রিয়তম জিন্দা নিহত হইয়াছেন। তিনি শোকে, ক্ষোভে ও ক্রোধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! বৃথা অনুশোচনায় আর লাভ কি? রজনী প্রভাত হইতে দেও, আমি কল্য জিন্দা-হত্যার ভীষণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিব। যদি বিধাতা কৃপা করেন, তবে ইরাণীয় যোধবৃন্দের উষ্ণ শোণিতে আমার করধৃত কৃপাণের দুর্দমনীয় পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ইরাণীয় রক্ত-স্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করিব। সে শোণিত ব্যতীত

জিন্দা-হত্যার নভোস্পর্শী শোকানল অপর কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবে না। ক্রুদ্ধ সোহ্‌রাব ইহা কহিয়া বিশ্রামার্থ স্ব শিবিরে নীরবে গমন করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে যেন অনন্ত অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল।

সেই রজনীতে সাহসী সেনাপতি গেও পারস্য শিবিরশ্রেণীর প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অস্পষ্ট আলোকের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলেন যে, যোদ্ধৃবেশে এক জন শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। গেও করতল-ধ্বনি করিলেন এবং সমাগত শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য কোষমুক্ত অসি ও ঢালহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইল, দেখিলেন তিনি মহাবীর রোস্তম। গেও রোস্তম-মুখে সোহ্‌রাব-শিবিরের ঘটনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বীরবর তথা হইতে ইরাণপতি কায়কাউসের সমীপে গিয়া সোহ্‌রাবের আকৃতি, শক্তি, ও আড়ম্বরের বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "দেখিলাম, উচ্চশির শালবৃক্ষের ন্যায় বীরবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া মহিমামণ্ডিত সোহ্‌রাব উচ্চাসনে আসীন! তাতাররাজ্যে সেরূপ সাহসী ও শৌর্য্যশালী বীর আর আছে কি না সন্দেহ। তাহার বীরত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিলেই আপনার তাহাকে মহাবীর সাম বলিয়াই ভ্রম জন্মিবে। ফলতঃ তাহার আকৃতি, আড়ম্বর ও ভাবভঙ্গি সমস্তই উচ্চ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক!" বীরবর পরে হতভাগ্য জিন্দার দুর্গতির কথা বিবৃত করিলে নরপতি বিস্মিত হইয়া রোস্তমের সাহস ও সামর্থ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

প্রভাত হইলে রোষাবিষ্ট সোহ্‌রাব প্রচণ্ড প্রতিহিংসা-পিপাসা নিবারণার্থ সেনাপতি হুমান ও বারমানকে সৈন্য সজ্জিত করিবার আদেশ দিয়া স্বীয় শরীর বর্ম্মাবৃত করতঃ প্রাণান্তক প্রহরণ সমূহ গ্রহণ করিলেন। পরে বন্দী হজীরকে সঙ্গে লইয়া দুর্গোপরি

আরোহণ পূর্ব্বক নম্রভাবে কহিলেন, "হুজির! এক্ষণে আপনি আমার বন্দী! আপনার ভাগ্যসূত্র এক্ষণে আমার করতলগত। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি অকপটে যদি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করেন, তবে আমি আপনাকে মুক্তি প্রদান করিব। যদি স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে বাসনা থাকে, যদি কারাকষ্টে আপনি ভীত হয়েন, তাহা হইলে আমি ভরসা করি, প্রকৃত কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" ইহা শ্রবণ করিয়া হুজির বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি আপনার ইচ্ছাধীন, আপনি সত্য কথাই আমার মুখে শুনিতে পাইবেন। আর অকারণে মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যকতাই বা কি আছে?" সোহ্রাব তখন স্মিতবদনে কহিলেন "বলুন, কোন্ কোন্ বীর পারস্য-সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন? এবং তাঁহারা কে কিরূপ পদমর্য্যাদা লাভে সম্মানিত হইয়াছেন? কোন্ শিবিরে ইরাণরাজ কায়কাউস্ বিরাজ করিতেছেন? কোথায় সেনাপতি গোদার্জ্জ, তুস্, গেও, গোস্তহাম এবং বাহরাম? মহাবীর রোস্তমই বা কোন শিবিরে অবস্থান করিতে-ছেন? আপনি এ তত্ত্ব সমস্তই অবগত আছেন। অতএব চতুর্দ্দিকে বিশেষরূপে দেখিয়া যথাযথ বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন।" হুজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পারস্য-শিবির শ্রেণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সৈন্যগণের মধ্যস্থলে হস্তী-পরিবেষ্টিত ঐ যে বিস্তীর্ণ শোভনীয় তাঁবু, যাহার মধ্যে রত্নখচিত সিংহাসন অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য বিকাশ করিতেছে, এবং যেখানে রণধ্বজা সমূহ সগৌরবে উড্ডীয়মান, উহারই অভ্যন্তরে ইরাণপতি কায়কাউসের অধিষ্ঠান। উহার দক্ষিণভাগে যে শিবিরে বহুবীর সমাসীন, তাহা সেনাপতি তুসের। যে লোহিতবর্ণ শিবিরে সিংহমূর্ত্তি-অঙ্কিত পতাকা বায়ুভরে দোদুল্যমান, যেখানে সাঁজোয়া-পরিহিত বর্ম্মধারী বীরবৃন্দ লোহিত শোভনে দণ্ডায়মান, মহাধনুর্দ্ধর গোদার্জ্জ উহাতেই রজনী যাপন করেন। এই সময়ে সোহ্রাব ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, "দেখুন,

দেখুন, ঐ যে হরিদ্বর্ণের মনোজ্ঞ শিবির, যাহাতে বহু ইরাণীয় প্রধানপুরুষ সমবেত এবং সমবেত বীরবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি পর্য্যঙ্কে আসীন, দৃষ্ট হইতেছে, যে শিবিরের উপরিভাগে কারুকার্য্যময় জয়ধ্বজা উড়িতেছে, সম্মুখভাগে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অশ্ব থাকিয়া থাকিয়া উচ্চ নাদ করিতেছে এবং সৌষ্ঠবে যাহার তুল্য অশ্ব এবং ঐ সমাসীন ব্যক্তির ন্যায় গৌরবান্বিত বীর আমার চক্ষে এ পর্য্যন্ত পতিত হয় নাই, বলুন, ঐ মহিমান্বিত মহাপুরুষ কে? উনিই কি মহাবীর রোস্তম?" এই কথা শ্রবণে হুজির অতীব ভীত হইলেন। সেই তাম্বু যে রোস্তমের, তিনি তাহা জানিতেন। কিন্তু সত্য কথা বলিলে পাছে রোস্তমের বিপদ ঘটে, পাছে ভীমবিক্রম সোহ্‌রাব রোস্তমকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া নিহত করেন, এই ভয়ে তিনি সত্য গোপন করিলেন, দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মিথ্যার অবতারণা করিলেন। হুজির বলিলেন "ঐ তাম্বু ইরাণেশ্বরের সাহায্যার্থ চীন-সম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক চৈনিক বীরের।" সোহ্‌রাব কহিলেন,"তাঁহার নাম কি?" "আমি তাঁহার নাম জানি না," হুজিরের এই উত্তর পাইয়া ক্ষুব্ধচিত্ত সোহ্‌রাব মনে মনে ভাবিলেন, "আমার মাতা যে সমস্ত নিদর্শন বলিয়া দিয়াছেন, আমি তত্তাবতই সুস্পষ্টরূপে এই শিবিরে দেখিতে পাইতেছি। হায় তবে কেন আমি আশায় প্রতারিত হইতেছি? তবে কেন আমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হইতেছে না?" তিনি হুজিরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু হায় উত্তর পূর্ব্ববৎ! সোহ্‌রাব ব্যগ্রভাবে আবার কহিলেন, "হুজির আপনি বলিয়াছেন, বীরবর রোস্তমই পারস্য-সৈন্যের পরিচালক। তবে তিনি কোন্ শিবিরে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, আমাকে তাহা বলুন? সেই মহাবীরকে একবার আমাকে দেখাইয়া দিউন।" প্রবঞ্চক হুজির দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "পারস্য-শিবিরশ্রেণীর সকলই আমার পরিচিত। ঐ দেখুন, গোদর্জ্জ [illegible] গেও বীরের শিবির, ঐ